তাহা হইতে বুঝা যায় যে, বৃহৎ, মধ্য, ও ক্ষুদ্র অন্তরকে খুব স্থূল ভাবে, যথাক্রমে ৪, ৩, ২ শ্রুতি বলিয়া উক্ত হইয়া প্রাচীনকালের অষ্টকে, ২২ শ্রুতি বিভাগ হইয়াছে। ৪, ৩, ২ শ্রুতি দ্বারা, ঐরূপ স্থূল ভাবে, বৃহৎ, মধ্য ও ক্ষুদ্র অন্তরের পার্থক্য-প্রদর্শিত এক অষ্টকে, ২২টি মাত্র শ্রুতি নির্দ্দিষ্ট হওয়ায়, ২২ শ্রুতি হিসাব দ্বারা, বিকৃত স্বরের স্বরান্তর, সকল ক্ষেত্রে সঠিক প্রদর্শন করা সম্ভব হয় নাই, সেই জন্যই এক অষ্টকে কাহারও মতে ৬০, কাহারও মতে অনন্ত শ্রুতি বলিয়া উক্ত হইয়াছে (২৪৭ পৃঃ), এবং উপপত্তি অনুযায়ী শ্রুতি অন্তর, সকল ক্ষেত্রে স্থির রাখিতে না পারিয়া সোমনাথ, এক শ্রুতি ন্যূনাধিক্যে দোষ হয় না, যাহা বলিয়াছেন দেখাইয়াছি (৩১৩ পৃঃ)। ২২ শ্রুতি স্থূল বিভাগ জন্যই ঐরূপ হইয়াছে, তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়।

৪, ৩, ২ শ্রুতি, এই পূর্ণ সংখ্যাত্রয় দ্বারা, বৃহৎ, মধ্য, ক্ষুদ্র অন্তরত্রয় প্রদর্শিত হইয়া, এক অষ্টকে ২২ শ্রুতি বিভাগে, ভগ্নাংশ বাদ দিয়া, খুব স্থূল ভাবে, ঐ তিন প্রকার অন্তরের মাপ হইয়াছে। দ্বিতীয় সংখ্যক দশমিক ভগ্নাংশ পর্য্যন্ত রাখিয়া, পরবর্ত্তী সূক্ষ্ম ভগ্নাংশ ছাড়িয়া দিলে, ৪, ৩, ২ পূর্ণ সংখ্যাত্রয় বজায় রাখিয়া, বৃহৎ, মধ্য, ও ক্ষুদ্র অন্তরত্রয়ের, যথাক্রমে ৪.০৮, ৩.৬৮, ও ২.২৪ * শ্রুতি মাপ হয়, এবং এক অষ্টকে মোট ২২ শ্রুতি স্থির রাখিলে, ঐ ঐ অন্তরের, ৩.৭২, ৩.৩৬, ২.০৬ শ্রুতি মাপ হয়। বহু প্রাচীন কালে, যে কার্য্যের জন্য ২২ শ্রুতি বিভাগ হইয়াছিল, তাহাতে তখন বিশেষ ক্ষতি হইত না। ৪ শ্রুতি, ২ শ্রুতির দ্বিগুণ, বা ৩ শ্রুতি ২শ্রুতির সার্দ্ধ এক গুণ, বা ২২ শ্রুতি, সমবিভাগ, বা নির্দ্দিষ্ট আপেক্ষিক অসমান বিভাগ হইয়া, প্রত্যেক শ্রুতি এক একটি স্বর, এরূপ উক্তি কোন প্রাচীন শাস্ত্রে নাই। সংগীত রত্নাকরের প্রদর্শিত পন্থা, প্রাচীনতর বহু শাস্ত্র হইতেই গৃহীত (২৪১ আদি পৃঃ)। এতদ্ব্যতীত শার্ঙ্গদেবের স্বীয় অভিজ্ঞতা, ও উদ্ভাবনা দ্বারা লব্ধ জিনিষ, ঐ গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে। ঐ পুস্তকে, কোন রাগ, বা অন্যান্য সঙ্গীতে, ব্যাবহারিক কার্য্যে, একই, রাগ বা সঙ্গীতে, এক শ্রুতি অন্তরের দুইটি স্বর ব্যবহৃত হয় নাই, শুদ্ধ স্বরসপ্তক ছাড়া, সঙ্গীত বিশেষে,

---

* ফক্স ষ্ট্রাংওয়েজ মহাশয়, ঐ ঐ মাপ যথাক্রমে, ৪.০৮, ৩.৬৪, ২.২৪ বলিয়াছেন (The Music of Hindostan, by A. H. Fox Strangways, Clarendon Press, Oxford (1914), Ch. IV. pp. 109-110)। ৫১:৪৬ অনুপাত যাহা, উপরে মৎপ্রদত্ত ৪.০৮:৩.৬৮ তাহাই, এবং ৪৬:২৮ যাহা ৩.৬৮:২.২৪ অনুপাতও তাহাই। পাশ্চাত্যের এক অষ্টকে ৩০১ বিভাগে, ৫১, ৪৬, ২৮ পূর্ণ সংখ্যাত্রয় দিয়া, বৃহৎ, মধ্য, ক্ষুদ্র অন্তর প্রদর্শনেও সূক্ষ্ম ভগ্নাংশ ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে, এবং এক অষ্টকে ৫৩ অংশ বিভাগে, ৯, ৮, ৫ পূর্ণ সংখ্যাত্রয় দ্বারা ঐ অন্তরত্রয়ের মাপেও, অল্প অল্প ভগ্নাংশ ছাড়িয়া দিয়া, অপেক্ষাকৃত স্থূল ভাবে, অর্থাৎ মোটামুটি ভাবে, ঐ অন্তরত্রয় প্রদর্শিত হইয়াছে। বস্তুতঃ ৫১, ৪৬, ২৮ পূর্ণ সংখ্যাত্রয়, বা ৯, ৮, ৫ পূর্ণ সংখ্যাত্রয় দ্বারা, অঙ্কপাত করিলে, বৃহৎ, মধ্য ও ক্ষুদ্র অন্তরের ৯:৮, ১০:৯, ১৬:১৫ এই বৈজ্ঞানিক অনুপাতত্রয়, সঠিক লব্ধ হইবে না।

ত্রিশ্রুতিঃ-প, বা অন্তর-গ, বা কাকলী-নি, বা একই সঙ্গীতে অন্তর-গ ও কাকলী-নি এই উভয় বিকৃত স্বর, অথবা মধ্যম গ্রামে, অর্থাৎ ত্রিশ্রুতিঃপ সহ, ঐ দুইটি বা একটি বিকৃত স্বর, এই ভাবে ঐ তিনটি বিকৃত স্বর মাত্র ব্যবহৃত হইয়াছে, অথবা তদ্বিষয়ক উপপত্তি প্রদত্ত হইয়াছে, কিন্তু কোন রাগ, বা সঙ্গীতে, বা কোন রাগ, বা ব্যাবহারিক সঙ্গীতের উপপত্তিতে, স০র০এ, শুদ্ধ-প সহ ত্রিশ্রুতিঃ-প, বা শুদ্ধ-গ সহ অন্তর-গ, বা শুদ্ধ-নি সহ কাকলী-নি, এই ভাবে ঐ ঐ শুদ্ধ ও বিকৃত স্বর, যুগপৎ ব্যবহৃত হয় নাই। এতদ্ব্যতীত যে যে গ্রামে যে যে স্বর বর্জ্জিত হইয়া, ষাড়ব বা ঔড়ব হওয়ার কথা, ঐ স০র০এ বর্ণিত হইয়াছে তাহাও পূর্ব্বে (২৯৭-২৯৮ পৃঃ) দেখাইয়াছি। ব্যাবহারিক সঙ্গীতের কার্য্যের জন্য নির্দ্দিষ্ট, ঐ সকল শুদ্ধ ও বিকৃত স্বরের, ২২ শ্রুতি মধ্যে যে স্থান আছে, তদ্দ্বারা বুঝা যায় যে, বহু প্রাচীনকালের সঙ্গীতে, ৪, ৩, বা ২ শ্রুতি অন্তরের স্বর, বা স্থল বিশেষে (যথা ষাড়বে বা ঔড়বে), ঐ ৪, ৩ বা ২ শ্রুতির সমাবেশে সৃষ্ট, স্বরান্তর যুক্ত, স্বরসমূহই, ব্যাবহারিক কার্য্যে, রাগ বিশেষ, বা সঙ্গীত বিশেষের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইত। ঐ ৪, ৩, ২ শ্রুতির অর্থ, যে যে তিন প্রকার অন্তর

পাশ্চাত্যে এক অষ্টকে উপরোক্ত ৩০১ বিভাগে, যেরূপ এক অষ্টকে ৩০১টি পৃথক স্বর, বা ৫৩ অংশ বিভাগে ৫৩টি পৃথক স্বর নির্দ্দিষ্ট হয় নাই, স্বরান্তরের মাপ মাত্র প্রদর্শিত হইয়াছে, বহু প্রাচীনকালে, ভারতীয় সঙ্গীতেও ঐরূপ ২২ শ্রুতি বিভাগ দ্বারা, ২২টি পৃথক পৃথক স্বর নির্দ্দিষ্ট হয় নাই, স্বরান্তর মাত্র প্রদর্শিত হইয়াছিল। ১ঃ২, ২ঃ৩, ৪ঃ৩, ৯ঃ৮, ১০ঃ৯, ১৬ঃ১৫ আদি অনুপাত স্থলে, পূর্ণ সংখ্যার দ্বারা স্বরান্তর সমষ্টি, ও পূর্ণ সংখ্যার বিয়োগ ফল দ্বারা, স্বরান্তরের ন্যূন প্রদর্শন জন্যই, পাশ্চাত্যে বৃহৎ, মধ্য, ও ক্ষুদ্র অন্তরত্রয়ের ৫১, ৪৬, ও ২৮ মাপ, ও এক অষ্টকে ৩০১ বিভাগ; এবং ৯, ৮, ও ৫ পূর্ণ সংখ্যাত্রয় দ্বারা, মোটামুটি ভাবে, ঐ অন্তরত্রয়ের মাপ, ও এক অষ্টকে মোট ৫৩ অংশ ভাগ; যেরূপ হইয়াছে, পূর্ব্বে (২৩৪পৃঃ) দেখাইয়াছি, প্রাচীন ২২ শ্রুতি বিভাগ, এবং উক্ত অন্তরত্রয়ের ৪, ৩, ২ শ্রুতি মাপ, ঐরূপই, যোগ বা বিয়োগফল দ্বারা, স্বরান্তর সমষ্টি, বা স্বরান্তরের ন্যূন প্রদর্শনোপযোগী মাপ। কিন্তু পাশ্চাত্য ৩০১ বিভাগ, বা ৫৩ অংশের তুলনায়, ২২ শ্রুতি, খুব স্থূল বিভাগ। কম্পনের অনুপাতের (২৩৩, ৩১৯ আদি পৃষ্ঠায় প্রদর্শিত) উক্ত গুণ ও ভাগ ক্রিয়াদ্বারা, স্বরান্তর সমষ্টি ও স্বরান্তরের ন্যূন প্রদর্শনের কার্য্য, কি করিয়া, উক্ত যোগ ও বিয়োগের অঙ্কের ফলে লইয়া যাওয়া হইয়াছে, এতদ্দেশীয় গণিতজ্ঞ মহাশয়দের তৎসম্বন্ধে কৌতুহল হইতে পারে, একারণ, ঐ হিসাব, সংক্ষেপে, নিম্নে দিলাম।

পাশ্চাত্যে লগার্থিমের হিসাব দ্বারা, উপরোক্ত যোগ বিয়োগের অঙ্ক স্থির হইয়াছে। ঐ লগার্থিম্ বা লগ, নিম্নলিখিত ভিত্তির উপর স্থাপিত,—$১০^{১}$ = ১০, $১০^{২}$ = ১০০ ইত্যাদি, তাহা হইতে ১ = লগ ১০, ২ = লগ ১০০ ইত্যাদি, এইরূপ হিসাবে লইয়া গিয়া, লগ ১ = ০, লগ ১০ = ১, ও ঐরূপ লগ ১ হইতে লগ এক লক্ষ, ও তদুপরি কতক সংখ্যারও লগ ফল, গণিতের হিসাব দ্বারা বাহির করিয়া, লগটেবল্, বা লগার্থিম্ টেবল্ (Logarithmic Table) অর্থাৎ লগার্থিমের সারণী, বহিতে, সন্নিবেশিত করিয়া, ও তৎসহ ত্রিকোণমিতি আদি গণিতের হিসাবের অন্যান্য কতকগুলি টেবল্ বা সারণী সন্নিবেশিত করিয়া, পাশ্চাত্যে প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ পুস্তকের ঐ সকল টেবল্ বা সারণীর সাহায্যে, সূর্য্যসিদ্ধান্ত আদি প্রাচীন গণিত-জ্যোতিষ (Astronomy) আদি গ্রন্থে ব্যবহৃত, প্রাচীন ভারতীয় ত্রিকোণমিতি, ও গোলীয় ত্রিকোণমিতির অঙ্কের হিসাব অপেক্ষা, অনেক সহজে,

তাহা তৎকালের সঙ্গীতজ্ঞেরা অবগত ছিলেন, এবং সেইরূপ অন্তর দিয়াই ব্যাবহারিক কার্য্যে তাঁহারা কণ্ঠ ও যন্ত্র সঙ্গীত করিয়া থাকিতেন, সুতরাং ঐ ৪, ৩, ২ শ্রুতি দ্বারা, তিন প্রকার অন্তর নির্দ্দেশিত হইয়া, ২২ শ্রুতি বিভাগে, সং রং ও তদপেক্ষা প্রাচীনতর কালে, কোন গোলযোগের কারণ হয় নাই। ঐ সকল প্রাচীন গ্রাম আদিতে যে কয়টি শুদ্ধ ও বিকৃত স্বর নির্দ্দেশিত ছিল, পরবর্ত্তী কালের গ্রন্থ সমূহে (যথা রাগ-বিবোধে), তদপেক্ষা অতিরিক্ত বিকৃত স্বর, নির্দ্দেশিত হইয়া ঐ সকল প্রত্যেক স্বরের জন্য ২২ শ্রুতির মধ্যে এক একটি শ্রুতি নির্দ্দেশ, অথবা (যথা সংগীত-পারিজাত, আদি পুস্তকে) ২২টি শ্রুতির প্রত্যেক শ্রুতিতেই এক একটি শুদ্ধ বা বিকৃত স্বর নির্দ্দেশ হওয়ায়, জিনিষটি জটিল হইয়াছে, তাই রাগ-বিবোধে এক শ্রুতি স্বরান্তের সুরযুক্ত মেল (৩৩০পৃঃ) নির্দ্দেশ হইয়াছে, এবং "এক শ্রুতি ন্যূনাধিক্যে দোষ হয় না" (৩১৩ পৃঃ) ইহা সোমনাথ বলিয়াছেন, এবং ঐ কারণে, বীণার দণ্ডে শুদ্ধ ও বিকৃত স্বর সমূহের স্থানের মাপ নির্দ্দেশে, সংগীত-পারিজাতে একই সংখ্যক শ্রুতির জন্য, সকল স্থলে সমান অনুপাত হয় নাই (৩১৭, ৩২১, ৩৫২ পৃঃ)। সং রং এর পরবর্ত্তী ঐ সকল গ্রন্থোক্ত প্রত্যেক শুদ্ধ ও বিকৃত স্বরের জন্য নির্দ্দিষ্ট শ্রুতির প্রত্যেকটির, নির্দ্দিষ্ট আপেক্ষিক ওজোন,

---

ত্রিকোণমিতি, গোলীয় ত্রিকোণমিতি আদি, গণিতের অঙ্কের ফল বাহির করার ও গুণ, ভাগ বর্গফল আদি অঙ্ক কসার, খুব সুবিধা হইয়াছে। উক্ত লগার্থিমের হিসাবে, ও লগটেবল হইতে লগফল সংখ্যা, লইয়া স্বরান্তরের এইরূপ যোগ বা বিয়োগ ফলের হিসাব হয়:—

ডো হইতে ফা, বৃহৎ, মধ্য, ও ক্ষুদ্র অন্তর সমষ্টি $= \frac{৯}{৮} \times \frac{১০}{৯} \times \frac{১৬}{১৫} = \frac{৪}{৩}$ গুণ অনুপাত। লগার্থিমের হিসাবে উক্ত হিসাব এইরূপ হয়;— লগ $(\frac{৯}{৮} \times \frac{১০}{৯} \times \frac{১৬}{১৫}) =$ লগ $\frac{৯}{৮} +$ লগ $\frac{১০}{৯} +$ লগ $\frac{১৬}{১৫} =$ লগ $\frac{৪}{৩}$; এই ভাবে গুণ করার হিসাবকে, যোগ ফলের হিসাবে লওয়া যায়। আবার ডো হইতে সোল্ $\frac{৩}{২}$ অনুপাত, ঐ অনুপাত হইতে, ডো—ফা ($\frac{৪}{৩}$) অনুপাত ন্যূন করিয়া, বৃহৎ অন্তরের ফল $\frac{৩}{২} \div \frac{৪}{৩} = \frac{৯}{৮}$ পাওয়া যায়। লগার্থিমের হিসাবে, তাহা লগ $(\frac{৩}{২} \div \frac{৪}{৩}) =$ লগ $\frac{৩}{২} -$ লগ $\frac{৪}{৩} =$ লগ $\frac{৯}{৮}$। এই ভাবে পূর্ব্বোক্ত হিসাবকে, বিয়োগ ফলে লইয়া যাওয়া যায়। উপরোক্ত লগ $\frac{৩}{২}$, বা লগ $\frac{৯}{৮}$ আদি, অনুপাতের হিসাব এই ভাবে হয়:— লগ $\frac{৯}{৮} =$ লগ ৯ − লগ ৮; লগ টেবলে প্রদত্ত, দশমিকের পরের সব সংখ্যা না লইয়া, দশমিকের পর চারিটি মাত্র সংখ্যা লইয়া, লগ ৯ = .৯৫৪২, এবং লগ ৮ = .৯০৩০ পাওয়া যায়। অতএব লগ $\frac{৯}{৮} =$ লগ ৯—লগ ৮ = .৯৫৪২—.৯০৩০ = .০৫১২; এই ভাবে লগ $\frac{১০}{৯} =$ লগ ১০— লগ ৯ = ১.০০০০—.৯৫৪২ = .০৪৫৮; লগ $\frac{১৬}{১৫} =$ লগ ১৬ − লগ ১৫ = ১.২০৪১ —১.১৭৬০ = .০২৮১; লগ $\frac{৪}{৩} =$ লগ ৪—লগ ৩ = .৬০২০— .৪৭৭১ = .১২৪৯। এই সকল দশমিক ভগ্নাংশ-গুলর সূক্ষ্ম ভগ্নাংশ বাদ দিয়া, দশক পর্য্যন্ত পূর্ণসংখ্যায় প্রদর্শন করিলে, বৃহৎ, মধ্য ও ক্ষুদ্র অন্তরের ৫১, ৪৬, ২৮ সংখ্যাত্রয় মাপ হয়, এবং ঐ তিন অন্তরের যোগফল, বা ডো হইতে ফা অন্তরের মাপ, (শতক তক্ পূর্ণ সংখ্যায়) ১২৫ হয়। সূক্ষ্ম ভগ্নাংশ বাদ দিয়া এই ভাবে এক অষ্টকে ৩০১ বিভাগ, ও ৫১, ৪৬, ২৮ পূর্ণসংখ্যাত্রয় দ্বারা, বৃহৎ, মধ্য, ক্ষুদ্র অন্তরত্রয় মাপ, নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। উহা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ স্থূলতর ভাবে, এক অষ্টকে ৫৩ অংশ, ও ঐ অন্তরত্রয় মাপ ৯, ৮, ৫ অংশ, পাশ্চাত্যে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এবং এক অষ্টকে প্রাচীন ভারতীয় ২২ শ্রুতি ভাগ, ঐ ধরণের ভাগ, কিন্তু ২২ শ্রুতি, খুব স্থূল বিভাগ, তাহা ইতঃপূর্ব্বে দেখাইয়াছি।

ছিল, আধুনিক কালে এইরূপ অনুমান হওয়ায়, শ্রুতি বুঝিতে এতটা গোলযোগ হইয়াছে। আধুনিক রি কোমল, বা নি-কোমল আদি স্বরের কোন নির্দ্দিষ্ট ওজোন (fixed pitch) বা নির্দ্দিষ্ট আপেক্ষিক ওজোন (relatively fixed pitch) নাই, স্থল বিশেষে ঐ সকল সুর একটু খাদের বা চড়া হয়, এবং রি, ধ আদি স্বাভাবিক সুরও স্থল বিশেষে যেরূপ কিঞ্চিৎ চড়া বা খাদের হয়, তাহা গীতসূত্রসারকার দেখাইয়াছেন (২৬, ২৭ ইত্যাদি পৃঃ)। রা° বি° আদি গ্রন্থোক্ত স্বর সমূহও, ঐরূপ স্থল বিশেষে, বা মেল বিশেষে, কিঞ্চিৎ চড়া বা খাদের হইত, তাহা পূর্ব্বে (৩১৭ পৃঃ) বলিয়াছি। এই ভাবে, প্রত্যেক শ্রুতি, নির্দ্দিষ্ট ওজোনের নয়, বা নির্দ্দিষ্ট আপেক্ষিক ওজোনের নয় বুঝিলে, ও তাহা, খুব স্থূল ভাবে, পূর্ণসংখ্যা দ্বারা স্বরান্তর প্রদর্শন জন্য ব্যবহৃত, একথা মনে রাখিলে, শ্রুতি বুঝিতে তত গোলযোগ হইবে না। বহু প্রাচীন কালে শ্রুতি অন্তরের যেরূপ ব্যবহার ছিল, অর্থাৎ ষড়্‌জ ও মধ্যম গ্রামে যেরূপ ৪, ৩, ও ২ শ্রুতির সমাবেশ আছে, সেই সকল অন্তরের সমাবেশ, বা ন্যূন করিয়া, ২৩৩ ও ৩১৯ পৃষ্ঠায় প্রদর্শিত হিসাব অনুসারে, স্বরদ্বয়ের ৬, ৭, ৯, ১৩ ইত্যাদি শ্রুতি মাপের স্বরান্তরের অনুপাত, পূর্ব্বোক্ত নিয়ম অনুসারে বাহির করিলে, ঐ ৬, ৭, ৯, ১৩ আদি শ্রুতির সঠিক অনুপাত বাহির হইবে। নচেৎ দুই শ্রুতি সহ দুই শ্রুতি = ৪ শ্রুতি, বা তিন শ্রুতি সহ তিন শ্রুতি = ৬ শ্রুতি, এইরূপ কল্পিত অন্তরের সমাবেশ স্থির করিয়া ৪, ৬ আদি শ্রুতির অনুপাত বাহির করিলে, সঠিক অনুপাত নির্ণয় হইবে না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ২২ শ্রুতি বিভাগে ভগ্নাংশ বাদ দিয়া, খুব স্থূল ভাবে, ৪, ৩, ২ এই পূর্ণ সংখ্যাত্রয় দ্বারা তিন প্রকার অন্তর নির্দ্দেশ হইয়াছে, কাজেই উপরোক্ত কল্পিত অন্তর দিয়া হিসাব করিলে, সঠিক অনুপাত নির্ণীত হইবে না।

প্রাচীন প্রত্যেক শ্রুতি স্বর নহে। ২২ শ্রুতি স্থূল বিভাগ মাত্র, ২২ শ্রুতি সমবিভাগ নয়, প্রত্যেক শ্রুতি নির্দ্দিষ্ট আপেক্ষিক ওজোনের হইয়া ২২ শ্রুতি অসমান বিভাগ নয়, অর্থাৎ ২২ শ্রুতির প্রত্যেকটি নির্দ্দিষ্ট আপেক্ষিক ওজোনের স্বর নহে দেখাইলাম। ২২ শ্রুতি অসমান বিভাগ স্থির করিয়া, প্রাচীন ২২ শ্রুতির প্রত্যেকটিকে সুর (বা স্বর) স্বরূপ গ্রহণ করিয়া, দেবল ও ক্লেমেণ্ট্‌স্ প্রমুখ ফিল্‌হার্মনিক্ সোসাইটি, ঐ ২২ শ্রুতির প্রত্যেকটির নির্দ্দিষ্ট ওজোন স্থির রাখিতে পারেন নাই, একই সংখ্যক শ্রুতির বিভিন্ন ওজোন বা ২২ শ্রুতি স্থলে ২৪, বা ২৫ শ্রুতি তাঁহারা স্থির করিয়াছেন পূর্ব্বে (৩০০, ৩১৮, ৩১৯ ও পাদ টীকা, ৩২১ ইত্যাদি পৃষ্ঠায়) দেখাইয়াছি, এবং রাগবিবোধে, শুদ্ধ ও বিকৃত স্বর সমূহের জন্য নির্দ্দিষ্ট শ্রুতির, যে ওজোন, দেবল দিয়াছেন, তদ্দারা রা° বি° প্রদত্ত স্বরলিপি বেসুরা হইয়া যায় তাহাও দেখাইয়াছি। বস্তুতঃ আদিতে ২২ শ্রুতির প্রত্যেকটি স্বর স্বরূপ ব্যবহৃত হয় নাই, তাহা, এবং সং° র° আদি প্রাচীন গ্রন্থে, প্রত্যেক শ্রুতির জন্য নির্দ্দিষ্ট

ওজোন, বা নির্দ্দিষ্ট আপেক্ষিক ওজোনও নির্দ্ধারিত হয় নাই, তাহাও দেখাইয়াছি। প্রাচীন প্রত্যেক শ্রুতিকে, স্বর স্বরূপ স্থির করিয়া, প্রত্যেক শ্রুতির ওজোন স্থির করিতে গিয়া ক্লেমেণ্টস্ ও দেবল ঐরূপ গোলযোগ করিয়াছেন।

হিন্দুস্থানী ২২ শ্রুতির প্রত্যেকটি সুর নহে। আদিম ঐ ২২ শ্রুতি বিভাগ হইতেই আধুনিক হিন্দুস্থানী ২২ শ্রুতি বিভাগের উপপত্তি, ধারাবাহিক ক্রমে, আসিয়াছে। প্রাচীন শুদ্ধ স্বরসপ্তকের শ্রুতি অন্তর হইতে, আধুনিক হিন্দুস্থানী স্বাভাবিক সুর সপ্তকের (প্রচলিত মত অনুযায়ী ২৯৮ পৃষ্ঠায় প্রদর্শিত) শ্রুতি অন্তর পৃথক। ২২ শ্রুতি মধ্যে হিন্দুস্থানী স্বাভাবিক সুর সপ্তকের জন্য উপরোক্ত শ্রুতি অন্তর নির্দ্দেশ হইলেও, হিন্দুস্থানী কড়ি, কোমল সুরের জন্য শ্রুতি নির্দ্দেশ, আধুনিক সঙ্গীতবেত্তারা করিতে পারেন না, তাহা (ঐ ২৯৮ পৃষ্ঠায়) বলিয়াছি। আধুনিক হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে, সরিগমপধনি, এই স্বাভাবিক বা শুদ্ধ, সুরসপ্তক, এবং কোমল-রিগধনি ও কড়ি-ম, এই পাঁচটি, বিকৃত সুর, মোট ১২টি সুরের * ব্যবহার আছে। ঐ সকল সুরের মধ্যে, রি, ধ স্বাভাবিক সুরদ্বয়ের, ও কড়ি-কোমল সুরপঞ্চকের মধ্যে সী-রো, রী-গো, মী-পো, পী-ধো, ধী-নো এইরূপ প্রভেদ হইয়া, ঐ সকল স্বাভাবিক ও বিকৃত সুরসমূহের যেরূপ সূক্ষ্ম পার্থক্য হয়, তাহা গীতসূত্রসারকার (২৩, ২৬, ২৭ আদি পৃষ্ঠায়) দেখাইয়াছেন। ঐ সকল সূক্ষ্ম পার্থক্য, স্থূল ভাবে বিভাগিত, ২২ শ্রুতি বিভাগ দ্বারা সম্ভব নহে। ঐ সকল সূক্ষ্ম বিচার, উপপত্তিরই কার্য্য, কর্ত্তবের নহে, এ কথাও গীতসূত্রসারকার (২৬ পৃঃ) বলিয়াছেন, † কিন্তু তদ্বারা ইহাই বুঝিতে হইবে যে, আধুনিক হিন্দুস্থানী স্বাভাবিক ও বিকৃত ১২টি সুরের

---

* আধুনিক হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে, মোট ঐ ১২টি সুর আছে। এবং বাঙ্গলা দেশে, ঐ ঐ নামে ঐ ঐ সুর প্রচলিত, এবং গীতসূত্রসারকার, ঐ ঐ সুরের, ঐ ঐ নামই ব্যবহার করিয়াছেন। হিন্দুস্থানী ঐ ১২টি সুর, ঐ ঐ নাম ব্যতীত, ভারতের অন্যান্য প্রদেশে, অন্যান্য নামেও প্রচলিত আছে, যথা,— বাঙ্গলার পশ্চিম অঞ্চলে, ও বোম্বাই অঞ্চলে, স্বাভাবিক-রি-গ-ধ-নি সুর চতুষ্টয়, যথাক্রমে, তীব্র-রি, তীব্র-গ, তীব্র-ধ, তীব্র-নি বলিয়া; স্বাভাবিক-ম সুর, কোমল-ম বলিয়া; এবং কড়ি-ম সুর, তীব্র-ম বলিয়া, স্থান বিশেষে উক্ত হয়।

† গীত-সূত্রসারকার, উপপত্তি ও গণিতের কার্য্য সম্যকভাবে দর্শনার্থই, রো-গো-মী-ধো-নো বিকৃত সুরপঞ্চক সহ, সী-রী-পো-পী-ধী সুর পঞ্চকের ঐ ঐ সূক্ষ্ম পার্থক্য, প্রদর্শন করিয়াছেন। ঐ উপপত্তি ও গণিতের কার্য্য ব্যতীত, এই পুস্তকের ১ম ভাগের অন্যান্য স্থলে, ও ২য় ভাগে, স্বরলিপিতে, ও স্বরলিপি দ্বারা প্রদত্ত দৃষ্টান্তে তিনি কোমল-রি-গ-ধ-নি ও কড়ি-ম, হিন্দুস্থানী এই বিকৃত সুর-পঞ্চকের কার্য্যের জন্য, কোথাও রো-গো-মী-ধো-নো ও স্থল বিশেষে এতৎ পরিবর্ত্তে, যথাক্রমে সী-রী-পো-পী-ধী, এই এই সুরের চিহ্ন, সার্গম ও সাংকেতিক, উভয় স্বরলিপিতেই, ব্যবহার করিয়াছেন। তদ্বারা ইহাই বুঝিতে হইবে যে স্বরলিপি লেখার সুবিধার্থ, কোমল-রি সুর কোথাও রো এই ভাবে, স্থলবিশেষে সী এই ভাবে; কড়ি-ম সুর কোথাও মী, কোথাও পো, এইভাবে; ও এইরূপ

প্রত্যেকটির নির্দ্দিষ্ট ওজোন বা নির্দ্দিষ্ট আপেক্ষিক ওজোন নির্দ্ধারণ করার চেষ্টা করিলে, এবং ঐ ভাবে আধুনিক হিন্দুস্থানী ২২ শ্রুতির প্রত্যেকটির ওজোন বা আপেক্ষিক ওজোন বাহির করার চেষ্টা করিলে, গোলযোগ হইবে। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইবে যে আধুনিক ২২ শ্রুতি বিভাগের প্রত্যেক শ্রুতি এক একটি সুর নহে।

হিন্দুস্থানী ২২ শ্রুতির, ও ১২টি সুরের প্রত্যেকটির নির্দ্দিষ্ট ওজোন নাই। গীতসূত্রসারকার (১৬ আদি পৃষ্ঠায়) দেখাইয়াছেন যে, আধুনিক হিন্দুস্থানী গ্রামে ৪, ৩, ২ শ্রুতি দ্বারা খুব স্থূল ভাবে, বৃহৎ মধ্যে ও ক্ষুদ্র এই তিন প্রকার অন্তর প্রদর্শিত হইয়াছে। উপরে প্রদর্শিত হইল যে, আধুনিক হিন্দুস্থানী ৫টি বিকৃত সুরের, কোন নির্দ্দিষ্ট ওজোন বা নির্দ্দিষ্ট আপেক্ষিক ওজোন নাই, স্থল বিশেষে তাহাদের ওজোন পার্থক্য হয়। সুতরাং গীতসূত্রসারকার (২৩ আদি পৃষ্ঠায়) কড়ি কোমল সুরের মাপ যেরূপ দেখাইয়াছেন, ঐরূপ সাধারণভাবে দেখান ছাড়া, ২২ শ্রুতির প্রত্যেকটির প্রাচীন বা আধুনিক নির্দ্দিষ্ট ওজোন, বা পরস্পর নির্দ্দিষ্ট অন্তর, আবিষ্কার করিতে যাওয়ার চেষ্টা বৃথা। ক্লেমেণ্ট্স্ ও দেবল মহাশয়দের পূর্ব্বোক্ত পুস্তক সমূহে, বিভিন্ন নাম প্রদান পূর্ব্বক, স-রো-র গো-গ-ম-মী-প-দো-ধ-নো-ন এই আধুনিক হিন্দুস্থানী ১২টি সুরের, ও আধুনিক ২২ শ্রুতির প্রত্যেকটির, আপেক্ষিক ওজোন প্রদত্ত হইয়াছে। আধুনিক ২২ শ্রুতির প্রত্যেকটির উক্ত আপেক্ষিক ওজোন আবিষ্কার করিতে যাইয়া, ক্লেমেণ্ট্স্ মহাশয় ২২ শ্রুতি স্থির রাখিতে না পারিয়া, ২৪ শ্রুতি করিয়াছেন পূর্ব্বে (৩০০পৃঃ) দেখাইয়াছি। প্রচলিত হিন্দুস্থানী ১২টি সুরেরও ঐরূপ নির্দ্দিষ্ট ওজোন স্থির করিতে গিয়া, ক্লেমেণ্ট্স্ মহাশয়কে, হিন্দুস্থানী ৫টি বিকৃত সুরের স্থলে, তদধিক বিকৃত সুর নির্দ্দেশ করিতে হইয়াছে * পূর্ব্বে দেখাইয়াছি। এতদ্দ্বারা, ও পূর্ব্বে যেরূপ দেখাইয়াছি, তদ্দ্বারা, বুঝা যায় যে, হিন্দুস্থানী ১২টি সুরের প্রত্যেকটির জন্য কোনরূপ নির্দ্দিষ্ট ওজোন, বা নির্দ্দিষ্ট আপেক্ষিক ওজোন নির্দ্ধারণ করিলে, আধুনিক হিন্দুস্থানী সকল রাগের কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারে না। ক্লেমেণ্ট্স্ ও দেবল মহাশয়দের পুস্তক সমূহ ব্যতীত, অন্যান্য যে সকল পুস্তকে আধুনিক

অপর তিনটি বিকৃত সুর, গো-ধো-নো এই ভাবে, অথবা যথাক্রমে, রী-পী-ধী, এই ভাবে, লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ঐ সকল বিকৃত সুরের যথাযথ ওজোন, কণ্ঠে, বা যন্ত্রে, উৎপাদন, গীতসূত্রসারকার প্রদর্শিত উপপত্তি, ও ব্যাবহারিক সঙ্গীতের জ্ঞান হইতে করিতে হইবে। বাস্তবিক, সী রী পো-পী ধী এই এই নামক পঞ্চ সুর; অথবা হিন্দুস্থানী বিকৃত সুরপঞ্চক, কড়ি-স, কড়ি-রি, কোমল-প, কড়ি-প, কড়ি-ধ এই পঞ্চ নামে, বা এই পঞ্চ নামের কোন নামধেয় সুর, হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে, ব্যাবহারিক কার্য্যে, প্রচলিত নাই।

**Intro. To Ind Music*, by Clements, I, 7 8 আধুনিক বিভিন্ন হিন্দুস্থানী রাগে প্রয়োজন হয়, এই বলিয়া, তিনি ঐ স্থলে আরও ১২টি বিকৃত সুরের নামকরণ সহ, তাহাদের ওজোন দিয়াছেন।

হিন্দুস্থানী ১২টি সুরের ওজোনের মাপ, বা শ্রুতি নির্দেশ, যাহা দেখিতে পাইয়াছি, তাহা এক্ষণে বলিব।

অধুনা প্রকাশিত পুস্তক হইতে, হিন্দুস্থানী সুর ও শ্রুতির মাপ। ক্লেমেণ্টস্ ও দেবল মহাশয়দের পুস্তক সমূহে প্রদত্ত তালিকায়, সাধারণতঃ ৪, ৩, ২ শ্রুতির অর্থ, যথাক্রমে, আধুনিক পাশ্চাত্য স্বাভাবিক বৃহৎ, মধ্য, ও ক্ষুদ্র অন্তরই স্থির হইয়াছে, কিন্তু তাঁহারা প্রত্যেক শ্রুতিকে এক একটি নির্দ্দিষ্ট সুর স্থির করিতে যাওয়ায় গোলযোগ হইয়াছে, দেখাইলাম ঐ দুই লেখকের পুস্তক সমূহ ব্যতীত, অভিনবরাগমংজরী * নামক আধুনিক সংস্কৃত সঙ্গীত পুস্তকে (ঐ ৩য় পৃঃ, ২৬ শ্লোকে) প্রদত্ত আধুনিক হিন্দুস্থানী ১২টি সুরের অন্তর্গত স্বাভাবিক সুর সপ্তকের শ্রুতি অন্তর, মৎ কর্ত্তৃক (২৯৮ পৃষ্ঠায় প্রদর্শিত) আধুনিক প্রচলিত মত অনুযায়ী শ্রুতি অন্তরের ন্যায়ই (শ্রুতি) অন্তর। ঐ পুস্তকে কিন্তু হিন্দুস্থানী ৫টি বিকৃত সুরের শ্রুতি অন্তর প্রদত্ত হয় নাই। তবে ঐ পুস্তকে (৪-৫ পৃঃ, ৩৮-৪১ শ্লোকে) আধুনিক হিন্দুস্থানী ১২টি সুরের প্রত্যেকটির, বীণায় যেরূপ স্থান হইবে, সেই সেই স্থানের তন্ত্রীর লম্বের অনুপাত প্রদত্ত হইয়াছে। স্বাভাবিক সুরসপ্তকের জন্য নির্দ্দেশিত ঐ মাপ হইতে, তন্ত্রীর লম্বে, ৪, ৩, ২ শ্রুতির অনুপাত, যথাক্রমে ৮:৯, ৪৭:৪৮, ৮১:৮৬ পাওয়া যায়, কিন্তু ঐ পুস্তকে, হিন্দুস্থানী ৫টি বিকৃত সুরের শ্রুতি অন্তর উল্লেখ না থাকায়, ঐ পুস্তকে প্রদত্ত বিকৃত সুরপঞ্চকের স্থানের মাপ হইতে, ১, ২, ৩, ৪ আদি, বা অন্য কোন সংখ্যক শ্রুতির মাপ, আবিষ্কার করা যায় না। সং০ পা০ র ন্যায়ই অভিনবরাগমংজরীতে (ঐ ৪৮ শ্লোকে) স্বরসংবাদিতা জ্ঞান হইতে, স্বর স্থাপনের পরামর্শ প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রীমল্লক্ষ্যসংগীতম্ † নামক আধুনিক সংস্কৃত সঙ্গীত পুস্তকে, হিন্দুস্থানী ১২টি সুরের, ২২ শ্রুতি মধ্যে যে যে স্থান, তাহা প্রদত্ত হয় নাই, তবে ঐ পুস্তকে, স০ র০,

---

* অভিনবরাগমংজরী, পণ্ডিত বিষ্ণুশর্ম্মবিরচিত, পুণা আর্য্যভূষণ প্রেসে মুদ্রিত, ও ভালচন্দ্র সীতারাম সুকথনকর কর্ত্তৃক ১৯২১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত। ইহা ৩০ পৃষ্ঠা, ও পরিশিষ্ট ১২ পৃষ্ঠার বহি ও ইহাতে খুব সংক্ষেপে, কিছু কিছু প্রাচীন উপপত্তির কথা, ও আধুনিক হিন্দুস্থানী রাগের উপপত্তির কথা মাত্র আছে।

† শ্রীমল্লক্ষ্যসংগীতম্, ভরতখণ্ডনিবাসী চতুরাপণ্ডিত বিরচিত, নির্ণয়সাগর প্রেস, বোম্বাই ১৯১০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত। ইহা ১৩৪ পৃষ্ঠা ও পরিশিষ্ট ১৯ পৃষ্ঠার বহি। ইহাতে সংক্ষেপে স০র০, রা০বি০ সং০ পা০, স্বরমেলকলানিধি আদি গ্রন্থের, রাগের, শ্রেণী বিভাগ, ও ঐ সকল গ্রন্থোক্ত শুদ্ধ ও বিকৃত স্বর বিভাগ যে ভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে, তদ্বারা ঐ সকল প্রাচীন গ্রন্থোক্ত ঐ সকল বিভাগ বুঝার খুব সুবিধা হইয়াছে। তবে ঐপুস্তকে সামান্য সামান্য ভুলও আছে, যথা, ঐ শ্রীমল্লক্ষ্যসংগীতম্ পুস্তকের পরিশিষ্ট ৫-৬ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত, স০ র০ গ্রন্থের রাগের শ্রেণীবিভাগের তালিকায়, স০ র০ ২।২।১৩ শ্লোকোক্ত, রামকৃতি, গৌড়কৃতি ও দেবক্রীঃ, এই তিনটি ক্রিয়াঙ্গ শ্রেণীর দেশী রাগের নাম, ও ঐ ক্রিয়াঙ্গ শ্রেণীর নাম, ত্রুটিত হইয়াছে। স০ র০ আদি মূল পুস্তক আদ্যোপান্ত না

রা° বি°, সং° পা° আদি প্রাচীন গ্রন্থোক্ত শুদ্ধ ও বিকৃত স্বর সমূহের, ২২ শ্রুতির মধ্যে স্থান সহ, তুলনা করিয়া, হিন্দুস্থানী ১২টি সুরের স্থান নির্দ্দেশ পূর্ব্বক, কতকগুলি তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে। বিভিন্ন প্রাচীন গ্রন্থোক্ত স্বরের সহ তুলনা করা, ঐ সকল বিভিন্ন তালিকা হইতে হিসাব করিলে, কিন্তু, আধুনিক হিন্দুস্থানী ১২টি সুরের শ্রুতি অন্তর, ঐ পুস্তক হইতে সব স্থলে ঠিক একরূপ পাওয়া যায় না, যথা,—ঐ শ্রীমল্লক্ষ্যসংগীতের ১৭ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত, স° র° গ্রন্থোক্ত শুদ্ধ ও বিকৃত স্বর সহ, হিন্দুস্থানী ১২টি সুরের তুলনা মূলক তালিকায়, স° র° উক্ত শুদ্ধ স এবং গ, স্বরদ্বয় যাহা, হিন্দুস্থানী শুদ্ধ স এবং রি, সুরদ্বয়, তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহা হইতে, হিন্দুস্থানী শুদ্ধ স হইতে শুদ্ধ রি, ৫ শ্রুতি অন্তর পাওয়া যায়। আবার, শ্রীমল্লক্ষ্যসংগীতের ৩০ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত, সং° পা° গ্রন্থোক্ত শুদ্ধ ও বিকৃত স্বরসমূহ সহ, হিন্দুস্থানী ১২টি সুরের তুলনা মূলক তালিকায়, সং°পা°-উক্ত শুদ্ধ স এবং রি, যাহা, হিন্দুস্থানী শুদ্ধ স এবং রি তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহা হইতে হিন্দুস্থানী শুদ্ধ স হইতে শুদ্ধ রি সুরের ৩ শ্রুতি অন্তর হয়। ঐ ভাবে হিসাব করিলে, শ্রীমল্লক্ষ্যসংগীতের ঐ সকল তালিকা হইতে, হিন্দুস্থানী অন্যান্য সুরেরও বিভিন্ন শ্রুতি অন্তর পাওয়া যাইতে পারে।

এইচ্‌ এ পপ্‌লে লিখিত মিউজিক্‌ অফ্‌ ইণ্ডিয়া * নামক ইংরাজি পুস্তকে, হিন্দুস্থানী, কর্ণাটীয়, ও ইংরাজি সুরের তুলনা মূলক কতকগুলি তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে। ঐ পুস্তকে (১ম অঃ ৫ পৃষ্ঠায়) প্রদত্ত তালিকা হইতে, ২২ শ্রুতি সহ, হিন্দুস্থানী ও কর্ণাটীয় সুর সমূহের পরস্পর স্থান নির্দ্দেশিত তালিকা, পর পৃষ্ঠার নক্সায়, প্রদর্শিত হইল। এই তালিকায়, পপ্‌লে মহাশয় ২২ শ্রুতির প্রত্যেকটির যে যে নাম দিয়াছেন, তাঁহার মতে, ঐগুলি ভারতীয় সঙ্গীতের এক একটি সুর। ঐ সকল নাম ব্যতীত, তিনি ঐ ঐ ২২টি সুরের প্রত্যেকটির জন্য এক একটি ইংরাজি সুর চিহ্ন, ও এক একটি ইংরাজি সার্গম চিহ্ন ঐ তালিকায়

পড়িয়া, আধুনিক পুস্তকে উদ্ধৃত অংশ মাত্র দৃষ্টে, প্রাচীন পুস্তকে বর্ণিত প্রাচীন উপপত্তি বুঝিবার চেষ্টা করিলে, ভ্রম হওয়ার সম্ভাবনা, এতৎ প্রদর্শনার্থেই উক্ত ত্রুটির কথা বলিলাম, নচেৎ দোষ দেখানর উদ্দেশ্যে ঐ সকল ত্রুটীর কথা এস্থলে বলি নাই। শ্রীমল্লক্ষ্যসংগীতম্‌ পুস্তকের ঐ সকল তালিকা, বহু পরিশ্রম সহকারে সংগৃহীত হইয়াছে, তজ্জন্য ঐ গ্রন্থকার ধন্যবাদার্হ। ঐ পুস্তকে, ঐ সকল প্রাচীন উপপত্তির কথা ছাড়া, আধুনিক হিন্দুস্থানী কতকগুলি রাগের উপপত্তির কথা আছে। ইহা উপপত্তির পুস্তক মাত্র, ইহাতে কোন রাগ, বা সঙ্গীতের, স্বরলিপি নাই।

* *The Music of India*, by Herbert A. Popley B. A., S. P. C. K. Press, Madras, 1921. এই পুস্তকে উপরোক্ত তুলনা মূলক তালিকা সমূহ ব্যতীত, হিন্দুস্থানী ও দাক্ষিণাত্য (কর্ণাটীয়) কতকগুলি রাগের ঠাট, প্রকৃত একই রাগের ঐ উভয় প্রদেশস্থ বিভিন্ন নাম, ঐ সকল রাগের ঠাট, রাগ-পরিচায়ক সার্গমখণ্ড (পকড়, characteristic phrases) ও কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ উপপত্তি আছে। রাগ-পরিচায়ক, ও ব্যাবহারিক সঙ্গীতের, স্বরলিপি, অতি সামান্য মাত্র আছে। উপপত্তির কথাই এই পুস্তকে অধিক আছে।

দিয়াছেন *। ঐ ইংরাজি সার্গম চিহ্ন, এবং ১, ৩, ৫, ৮, ১০, ১২, ১৪, ১৬, ১৮, ২১ এই দশ শ্রুতিস্থ সুর, ও ঐ দশটি সুরের জন্য নির্দ্দিষ্ট, ইংরাজি সুর চিহ্ন, পপ্‌লে মহাশয়ের নিজ উদ্ভাবিত। ঐ দশটি সুর, হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে প্রচলিত নাই, হয়ত, কোন কোন ওস্তাদে, তাঁহাদের নিজস্ব উপপত্তির উদাহরণ স্বরূপ, ঐ নামধেয় কোন কোন সুরের নাম, বা শ্রুতি নির্দ্দেশ, করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহারা ঐ সকল সুর বা শ্রুতির, কোন ওজোন স্থির করিয়া দিতে পারেন না। পপ্‌লে মহাশয়ও ঐ ১০টি, বা কোন শ্রুতিস্থ সুরের ওজোন, অথবা, নির্দ্দিষ্ট বা আপেক্ষিক মাপ, দেন নাই। তিনি, ঐ ২২টি শ্রুতিস্থ সুরের, উপরোক্ত যে সকল ইংরাজি সুর চিহ্ন দিয়াছেন, সেই সকল ইংরাজি সুরের ওজোন হইতে, ঐ ঐ ২২টি সুরের ওজোন আবিষ্কার সম্ভব, ইহা মনে হইতে পারে, কিন্তু, ঐ ২২টি সুরের মধ্যে, উপরোক্ত ১০টি শ্রুতিস্থ দশটি সুরের, পপ্‌লে মহাশয় যে যে ইংরাজি সুর চিহ্ন দিয়াছেন, ঐ নামধেয়, বা চিহ্নযুক্ত, কোন

পপ্‌লে রচিত মিউজিক্ অব্ ইণ্ডিয়া পুস্তকে প্রদত্ত, হিন্দুস্থানী সুর সহ, কর্ণাটীয় সুরের তুলনা মূলক তালিকা।

শ্রুতির সংখ্যা	শ্রুতির নাম	কর্ণাটীয় নাম
০	ষড়্‌জ … … …	ষড়্‌জ-মধ্য
১	অতিকোমল-রি	
২	কোমল-রি … …	শুদ্ধ রি
৩	মধ্য-রি	
৪	শুদ্ধ-রি … … …	{ শুদ্ধ-গ চতুঃশ্রুতি-রি
৫	অতিকোমল-গ	
৬	কোমল-গ … …	{ ষট্‌শ্রুতি-রি সাধারণ-গ
৭	শুদ্ধ-গ … …	অন্তর-গ
৮	তীব্র-গ	
৯	শুদ্ধ-ম … …	শুদ্ধ-ম
১০	একশ্রুতি-ম	
১১	তীব্র-ম … …	প্রতি-ম
১২	তীব্রতর-ম	
১৩	পঞ্চম … …	প (শুদ্ধ)
১৪	অতিকোমল ধ	
১৫	কোমল-ধ … …	শুদ্ধ ধ
১৬	ত্রিশ্রুতি-ধ … …	
১৭	শুদ্ধ-ধ	{ শুদ্ধ-নি চতুঃশ্রুতি-ধ
১৮	অতিকোমল নি	
১৯	কোমল-নি … …	{ ষট্‌শ্রুতি ধ কৌশক-নি
২০	শুদ্ধ-নি … …	কাকলী নি
২১	তীব্র-নি	
২২	ষড়্‌জ-তার … …	ষড়্‌জ তার

* (৩৫৭ পৃষ্ঠোক্ত) ইংরাজি সি ডি ই এফ্ জি এ বি অক্ষর সপ্তক, এবং সেই সকল অক্ষরে, সার্প ও ফ্ল্যাট্ (অর্থাৎ কড়ি ও কোমল) চিহ্নের একটি বা দুইটি চিহ্ন সংযোগ করিয়া, তিনি ঐ ঐ ইংরাজি সুর চিহ্ন দিয়াছেন, এবং ইংরাজিতে লিখিত, ষড়্‌জ, ঋষভ আদি শব্দের, আদ্যাক্ষর S R আদির, বড়, ছোট, ও ইটালিক্স্ (Capital and small letters, and italics) অক্ষর, ও সেই সকল অক্ষরে কতকগুলি চিহ্ন সংযোগ করিয়া দিয়া, তিনি ঐ সকল ইংরাজি সার্গম চিহ্ন দিয়াছেন। ঐ সকল ইংরাজি সুর চিহ্ন, ও সার্গম চিহ্ন, মৎপ্রদত্ত নক্সায় উদ্ধৃত করা হয় নাই।

সুর, পাশ্চাত্যে প্রচলিত নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি ঐ দশটি সুরের ইংরাজি সুর-চিহ্ন, পপ্‌লে মহাশয়ের নিজের উদ্ভাবিত। বাকি ১২টি সুরের, ইংরাজি সুর-চিহ্ন, ও তত্তৎ ১২টি সুর, পাশ্চাত্যে প্রচলিত আছে, কিন্তু তাহা হইতেও, ঐ ঐ সুরের শ্রুতি অন্তরের ওজোন নির্দ্দেশ হয় না, ইহা পরে দেখাইতেছি।

উপরোক্ত ১২টি সুর ০, ২, ৪, ৬, ৭, ৯, ১১, ১৩, ১৫, ১৭, ১৯, ২০, শ্রুতিস্থ দেখাইয়া, ঐ ১২টি সুরের, (নক্সায় প্রদর্শিত) উত্তর ভারতীয় (অর্থাৎ হিন্দুস্থানী) ও কর্ণাটীয় নাম, তদ্ব্যতীত উপরোক্ত ইংরাজি সুর-চিহ্ন দ্বারা, ঐ ১২টি সুর, (নিম্নে প্রদর্শিত) পাশ্চাত্য যে যে ১২টি সুর হয়, তাহাও ঐ তালিকায় পপ্‌লে মহাশয় দিয়াছেন, এবং তাঁহার পুস্তকের অন্যান্য তালিকায়, ঐ ১২টি সুরের, পাশ্চাত্য সাঙ্কেতিক স্বরলিপি চিহ্নও দিয়াছেন। তাঁহার মতে ঐ ঐ উত্তর ও দক্ষিণ ভারতীয়, ও পাশ্চাত্য, ১২টি সুর, একই ১২ সুর, তবে বিভিন্ন দেশে তাহারা, তৎপ্রদর্শিত, ঐ সকল বিভিন্ন নামে, পরিচিত। ঐ ১২টি সুরই প্রচলিত হিন্দুস্থানী ১২ সুর। সুরের, উপরোক্ত ইংরাজি সার্গম চিহ্ন ও সাঙ্কেতিক চিহ্ন দ্বারা, পপ্‌লে মহাশয়, কতকগুলি রাগের ঠাট, ও রাগপরিচায়ক সার্গম-খণ্ড * দিয়াছেন, এবং তন্মধ্যে একই রাগ, যাহা, তাঁহার মতে, হিন্দুস্থানী ও কর্ণাটীয় সঙ্গীতে, বিভিন্ন নামে পরিচিত, তাঁহার মতানুযায়ী বিভিন্ন প্রদেশস্থ, সেই সকল বিভিন্ন নামও, তিনি দিয়াছেন। ঐ সকল ঠাট, ও সার্গম-খণ্ডে তিনি উপরোক্ত হিন্দুস্থানী, তথা কর্ণাটীয় ১২টি সুরের অন্তর্গত সুর ব্যতীত, বাকি ১০ শ্রুতিস্থ কোন কোন সুরেরও, ব্যবহার দেখাইয়াছেন, + কিন্তু ঐ ১০ শ্রুতিস্থ কোন সুরের ওজোন, পপ্‌লের পুস্তক হইতে, বা ভারতীয় ওস্তাদদের নিকট, পাওয়া যায় না, একথা ইতঃপূর্ব্বে বলিয়াছি, সুতরাং ঐ সকল ঠাট কিরূপ, তাহা সঠিক বুঝা যায় না। যে সকল রাগের ঠাটে উপরোক্ত ১২টি সুরের অন্তর্গত সুরই তিনি ব্যবহার করিয়াছেন, তত্তৎ ইংরাজি সুর হইতে সেই সকল ঠাটের, ও তত্তৎ রাগপরিচায়ক সার্গমখণ্ডের, সুর সমূহ, কিরূপ, তাহা নির্দ্দেশিত হইতে পারে, কিন্তু স্বরলিপি দ্বারা ঐ সকল রাগের ব্যাবহারিক সঙ্গীত, বিশেষ কিছু, পপ্‌লে মহাশয় না দেওয়ায়, ঐ সকল ঠাটের, পপ্‌লে প্রদত্ত পাশ্চাত্য সুর নির্দ্দেশ, সঠিক হইয়াছে

---

* রাগের বিশেষত্ব পরিচায়ক (৩৬৭ পৃষ্ঠোক্ত) ঐ সকল স্বল্পায়তন সার্গম খণ্ড, ইংরাজিতে Characteristic phrases বলিয়া অনুবাদিত হয়। দাক্ষিণাত্যে, ও বোম্বাই অঞ্চলে, উহাকে 'পকড়' বলে।

+ যথা, (ঐ পুস্তকের ৪র্থ অঃ ৫৫ পৃঃ) হিন্দুস্থানী বিলাবল শ্রেণী যাহা তাঁহার মতে কর্ণাটীয় শংকরাভরণ রাগ; (ঐ ৫৬ এবং ৬১ পৃঃ) হিন্দুস্থানী টোড়ী শ্রেণী, যাহা তাঁহার মতে কর্ণাটীয় শুভপন্তুবরালী রাগ, ইত্যাদি রাগের ঠাট, ও রাগপরিচায়ক সার্গম-খণ্ডে পপ্‌লে মহাশয়, উপরোক্ত ১০ শ্রুতিস্থ কোন কোন সুরের ব্যবহার করিয়াছেন।

কি না, তাহা পরীক্ষা করিবার সুবিধা নাই। ঐ ১২টি সুরের পাশ্চাত্য সুর নির্দ্দেশ হইতেও শ্রুতি অন্তরের মাপ আবিষ্কার হয় না, তাহা এক্ষণে দেখাইতেছি

উপরোক্ত ১২টি সুরকে, পপ্‌লে মহাশয়, যথাক্রমে, সরোরগোগমমীপধোধনোন হিন্দুস্থানী ১২টি সুর, * এবং সি, ডি-ফ্ল্যাট্, ডি, ই-ফ্ল্যাট্, ই, এফ, এফ-সার্প, জি, এ-ফ্ল্যাট্, এ, বি-ফ্ল্যাট্, বি, এই ১২টি পাশ্চাত্য সুর নির্দ্দেশ করিয়া, উত্তর ভারতীয় ঐ ১২টি সুরকে, যথাক্রমে ০, ২, ৪, ৬, ৭, ৯, ১১, ১৩, ১৫, ১৭, ১৯, ২০ এই ১২টি শ্রুতিস্থ করিয়াছেন। ঐ সকল সুরের কোন ওজোন পপ্‌লে মহাশয় দেন নাই, তবে, ঐ পাশ্চাত্য ১২টি সুরের, কার্‌ওয়েনের পুস্তকে প্রদত্ত † স্বরান্তর হইতে উপরোক্ত তত্তৎ হিন্দুস্থানী ১২টী সুরের মধ্যে, নিম্নলিখিত স্বরান্তর পাওয়া যায়,— রো-স, গো-র, প-মী, ধো-প, নো-ধ এই সকল অন্তরের প্রত্যেকটী ক্ষুদ্র অন্তর, এবং ঐরূপে হিন্দুস্থানী তথা পাশ্চাত্য স্বাভাবিক সুরসপ্তকের, স্বরান্তর, ও পপ্‌লে প্রদত্ত শ্রুতি অন্তর এইরূপ স্থির হয় :—

স	৪	র	৩	গ	২	ম	৪	প	৪	ধ	৩	ন	২	স১
সি	বৃহৎ	ডি	মধ্য	ই	ক্ষুদ্র	এফ্	বৃহৎ	জি	মধ্য	এ	বৃহৎ	বি	ক্ষুদ্র	সি১

ইহা হইতে, ৪, ৩, ২ শ্রুতি অন্তরের মাপ, সাধারণতঃ, যথাক্রমে বৃহৎ, মধ্য, ও ক্ষুদ্র অন্তর নির্দ্ধারিত হইলেও, প-ধ, ৪ শ্রুতি = মধ্য অন্তর ; ধ-নি, ৪ শ্রুতি = বৃহৎ অন্তর ; মী-ধো — ৪ শ্রুতি — প — মী + প — ধো = ক্ষুদ্র + ক্ষুদ্র, অর্থাৎ দুইটী ক্ষুদ্র অন্তর সমষ্টি, এই ভাবে, এবং এইরূপে অন্যান্য স্থলেও, একই সংখ্যক শ্রুতির, বিভিন্ন ক্ষেত্রে, বিভিন্ন মাপ নির্দ্ধারিত হয়। সুতরাং পপ্‌লের পুস্তক হইতে, তৎপ্রদর্শিত আধুনিক ২২ শ্রুতি বিভাগের, ১০টি শ্রুতির মাপ পাওয়ার ত' কোন উপায় নাই, বাকি ১২টি শ্রুতির সব কয়টির সঠিক মাপ নির্দ্ধারিত হয় না।

---

* পূর্ব্বে (৩৬৪ পৃষ্ঠায়) প্রদর্শিত, হিন্দুস্থানী ঐ ১২টি সুরের, এতদ্দেশে প্রচলিত নামের সহিত, ঐ ১২টি সুরের পপ্‌লে প্রদত্ত নামের, সকল স্থলে মিল নাই।

† For names and signs of these (and other) notes, see p. viii, and for their intervals, see table at 6th Step p. 111, of *Standard Course* by J. Curwen, 5th edn. গীতসূত্রসারে প্রদত্ত মাপ হইতেও, ঐ সকল মাপ পাওয়া যাইবে। ২৩ পৃষ্ঠায় গীতসূত্রসারকার প্রদর্শিত হিন্দুস্থানী সরিগমপধনি স্বাভাবিক সুর সপ্তক, ও কার্‌ওয়েন্ প্রদর্শিত পাশ্চাত্য সি ডি ই এফ্ জি এ বি স্বাভাবিক সুর সপ্তক একই। এতদ্ব্যতীত কার্‌ওয়েন্ মহাশয়, ঐ স্থানে, ঐ স্বাভাবিক সুরবিশেষের স্বাভাবিক ফ্ল্যাট্, ও সার্প্ অন্তর হইয়া, সার্প্ ও ফ্ল্যাট্ সুর সমূহের যে যে অন্তর স্থির করিয়াছেন, গীতসূত্রসারকারও, ২৩ পৃষ্ঠায়, কোমল এবং কড়ি সুর সমূহের, সেই সেই অন্তরই স্থির করিয়াছেন। অতএব পাশ্চাত্য ঐ ১২টি সুরকে, ঐ ২৩ পৃষ্ঠায় গীতসূত্রসারোক্ত, যথাক্রমে সরোরগোগমমীপধোধনোন সুর স্থির করিলে, উক্ত ২৩ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হিন্দুস্থানী এই ১২টি সুরের স্বরান্তর হইতেও, উক্ত মাপ পাওয়া যাইবে।

অধুনা প্রকাশিত পুস্তক সমূহে, ২২ শ্রুতির মাপ, যাহা পাইয়াছি, তাহা প্রদর্শন করিলাম। ঐ সকল পুস্তকান্তর্গত বিবরণ হইতে, আধুনিক বা প্রাচীন, ২২ শ্রুতির প্রত্যেকটির মাপ, নির্দ্ধারণ করা যায় না। একই সংখ্যক, বা একই নামধেয় শ্রুতিস্থ সুরের, অথবা একই সুরের, অথবা ৪, ৩, ২, ১ আদি, একই সংখ্যক শ্রুতি অন্তরের, (গীতসূত্রসারকার ২৪, ২৬, ২৭ আদি পৃষ্ঠায় যেরূপ দেখাইয়াছেন, ঐরূপ) সূক্ষ্ম ওজোন পার্থক্য, ব্যাবহারিক কার্য্যে, হওয়ায়, প্রত্যেক শ্রুতির নির্দ্ধারিত ওজোন, বা নির্দ্ধারিত আপেক্ষিক ওজোন স্থির হয় না, তাহা ইতঃপূর্ব্বে দেখাইয়াছি। এক্ষণে, ঐ সকল, এবং অন্যান্য সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ওজোন পার্থক্যের কথা বলিব।

সুরের ধ্বনির সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পার্থক্য।

সাঙ্কেতিক, বা সার্গম স্বরলিপিতে, একই চিহ্ন দ্বারা লিখিত, ও একই নামধেয়, স্বাভাবিক অথবা বিকৃত সুরের, নিম্নে বর্ণিত, সূক্ষ্ম, বা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ওজোন-পার্থক্য হইয়া থাকে:—

(১) একই ওজোনের একই সুর, বিভিন্ন স্থলে, বিভিন্ন সুরের সম্পর্কে, কর্ণে বিভিন্ন ওজোনের ন্যায় প্রতীয়মান হয় *।

(২) স্বাভাবিক, বা বিকৃত, একই নামধেয় সুর, বিভিন্ন খরজে, বা বিভিন্ন রাগের ঠাটে, বিভিন্ন সুরের সম্পর্কে আসিয়া, সামান্য সামান্য বিভিন্ন ওজোনের হয় +।

---

* ইহার গীতসূত্রসারকার প্রদত্ত দৃষ্টান্ত, ২৬ পৃষ্ঠায়, এবং মৎপ্রদত্ত দৃষ্টান্ত, ২৬৭-২৬৮ পৃষ্ঠায় আছে।

+ যথা গীতসূত্রসারকার প্রদর্শিত কড়ি-সা সুরের পার্থক্য (২৬ পৃঃ), রি এবং ধ সুরের পার্থক্য (২৭ পৃঃ), ঐরূপ সিন্ধু এবং কানাড়া রাগদ্বয়ের গো-স অন্তর পৃথক, ভৈরবী ও সিন্ধু রাগদ্বয়ের নো—স১ অন্তর পৃথক, এবং ঐরূপ গো, নো, ধ আদি সুর, বিভিন্ন রাগে বিভিন্ন ওজোনের হয়, এই সকল বিষয়, এতদ্দেশীয় সঙ্গীতবেত্তারা অবগত আছেন, কিন্তু ঐ সকল পার্থক্য কিরূপ, তাহা তাঁহারা স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিতে পারেন না। সেতার-আদি যন্ত্রে, (পূর্ব্বে ৩৫৪-৩৫৭ পৃঃ প্রদর্শিত) যে কয়টি সুর স্থাপন হয়, সেই কয়টি সুরের, এবং ঐ সকল যন্ত্রের, অধীনতায় রাগসমূহের ঠাট নির্দ্ধারণ হওয়ায়, ঐরূপ অনিশ্চিত ওজোন হয়। গীতসূত্রসারকার (২১৫ আদি পৃঃ) দেখাইয়াছেন যে, এতদ্দেশে, প্রাচীন স্বর ও স্বরগ্রাম মূলক, প্রাচীন স্বাভাবিক ঠাট সমূহ লোপ হইয়া, সেতার আদি যন্ত্রে বাদন দৃষ্টে, রাগ সমূহের ঠাট নিরূপিত হওয়ায়, নানাপ্রকার কড়ি কোমল সুরযুক্ত ঠাট, ও সেজন্য অনেক স্থলে অস্বাভাবিক কষ্টসাধ্য ঠাট, নির্দ্ধারিত হইয়াছে, ও সেকারণ, ঐ সকল কড়ি কোমল সুর, গায়ক বাদকগণের মধ্যে, অনিশ্চিত ওজোনে ব্যবহৃত হইতেছে। তৎকর্ত্তৃক (২০৯-২১৪ আদি পৃষ্ঠায়) প্রস্তাবিত, নূতন নূতন ঠাটে, ঐরূপ অনিশ্চিত ওজোনের সুর হইবে না, এবং স্বরলিপি দেখিয়া গান অভ্যাস কালে, ঐ সকল নূতন ঠাটে লিখিত স্বরলিপি, অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য হইবে, এ কথাও ঐ স্থলে (২১৫ পৃঃ) গীতসূত্রসারকার বলিয়াছেন। তৎপ্রস্তাবিত বি-ঠাট

(৩) রাগ, বা সঙ্গীত বিশেষের, স্বরূপ ও ভাব প্রকাশার্থ, তত্তৎ রাগ, বা সঙ্গীতের ঠাটের কোন কোন সুর, কিঞ্চিৎ তারতম্যযুক্ত, অর্থাৎ রকমারী ওজোনে উৎপাদিত হয়। সঙ্গীত বিশেষের, অথবা একই রাগের একই সঙ্গীতের স্থলবিশেষেও, উপরোক্ত কার্য্যের জন্য, কোন কোন সুর, ঐরূপ সামান্য সামান্য তারতম্যের হয়।

অর্থাৎ (২০৯ পৃষ্টোক্ত) রি-মূচ্ছর্নায় (২১১ পৃঃ), সিন্ধু রাগের, এবং গ-ঠাটে ভৈরবী রাগের, এক একটি দৃষ্টান্ত, এবং (স্বরলিপিতে ম-খরজে লিখিত) ধ-ঠাটে, কানাড়ার যে দৃষ্টান্ত, গীতসূত্রসারকার (২১১-২১৪ পৃষ্ঠায়) দিয়াছেন, স্বরলিপিতে লিখিত ঐ সকল দৃষ্টান্ত, কণ্ঠে বা যন্ত্রে উৎপাদন করাইয়া পরীক্ষা করিলে, এবং ঐ সকল রাগের (২০৯ পৃষ্টোক্ত) প্রচলিত, ও উক্ত নব প্রস্তাবিত ঠাট, তুলনা করিলে দেখা যাইবে যে, সিন্ধুর গো—স=ম—র=১৩ অংশ, কানাড়ার গো—স=স১—ধ=১৪ অংশ, ভৈরবীর নো—স১=র—গ=৮ অংশ (বা মধ্য অন্তর, ১৫, ২৩ পৃঃ.) এবং সিন্ধুর নো—স১=স—র=৯ অংশ (বা বৃহৎ অন্তর)। এই ভাবে উপরোক্ত গো—স এবং নো-স১ অন্তরদ্বয়ের পার্থক্য সম্বন্ধে ধারণা করা যায়। ২য় ভাগে প্রদত্ত রাগ সমূহের দৃষ্টান্ত, বিশেষতঃ উপরোক্ত প্রস্তাবিত নব ঠাটে লিখিত দৃষ্টান্ত, ও সেই সব ঠাটের স্বরান্তর হইতে, এই ভাবে অন্যান্য রাগেরও গো, নো, ধো, ধ আদি সুরের, রাগবিশেষে পার্থক্য সম্বন্ধে, ধারণা করা যাইতে পারে। ঐ ২১২ পৃষ্ঠার কানাড়ার স্বরলিপিতে, গীতসূত্রসারকার, কানাড়ার প্রচলিত ঠাটের স-র-গো-ম-প-ধো-নো সুরসপ্তকের পরিবর্ত্তে, ঐ ২১২ পৃষ্ঠার সার্গম স্বরলিপিতে, ২০৯ পৃষ্ঠোক্ত ধ-মূচ্ছর্নার, বা ২১২ পৃষ্টোক্ত ধ-ঠাটের, যথাক্রমে ধ-ন-স র-গ-ম-প সুরসপ্তক ব্যবহার করিয়াছেন, এবং ঐ ধ ঠাটের, ঐ ধ-ন-স-র-গ-ম-প সুরের, স সুর, সাংকেতিক স্বরলিপির এফ্ (বা ম) সুর করিয়া, এইরূপে ধ-ঠাটের ঐ ধ-ন-স-র-গ-ম-প সুরসপ্তক, যথাক্রমে সাংকেতিক ডি ই, এফ্, জি, এ, বি, সি করিয়া, এইভাবে, ম খরজে ঐ গ-ঠাটের সাংকেতিক স্বরলিপি দিয়াছেন।

ঐ পার্থক্য বিষয়ে, ঐ ভাবে ধারণা করা যাইবে. তাহাই এস্থলে বলিলাম, ঐ পার্থক্যের বৈজ্ঞানিক মাপ পাওয়া যাইবে, তাহা বলি নাই। উপরোক্ত ৮, ৯, ১৩, ১৪ অংশ মাপের কথা যাহা বলিয়াছি, তাহাও, গীতসূত্রসারকার ২৬ আদি পৃষ্ঠায় যেরূপ বলিয়াছেন, ঐরূপ উপপত্তিরই কথা, কর্ত্তবের নহে। স্বাভাবিক ও বিকৃত সুর সমূহের, সঠিক স্বাভাবিক স্বরান্তর, যাহা ১৫, ২৩, ২৩৩ আদি পৃষ্ঠায় বর্ণিত হইয়াছে, অবিকল ঐ স্বরান্তর সকল ক্ষেত্রে. ব্যবহারিক কার্য্যে থাকে না, এবং গীতসূত্রসারকার-প্রস্তাবিত উপরোক্ত নূতন নূতন ঠাট-নিচয়ের স্বাভাবিক বা বিকৃত সুরের অন্তর্গত উক্ত স্বাভাবিক স্বরান্তরও, সকল ক্ষেত্রে সঠিক ভাবে থাকিতে পারে না। গীতসূত্রসারকার, নিজেই (২১০-২১১ পৃঃ) বলিয়াছেন যে, তৎপ্রস্তাবিত ঐ রি ঠাটের ধ সুর (১৫, ২৩ পৃষ্ঠায় প্রদর্শিত) স্বাভাবিক ধ অপেক্ষা এক অংশ চড়া হইবে, এবং অন্য প্রসঙ্গে তিনি, রি ধ আদি সুরের, ব্যবহারিক কার্য্যে, অন্যান্য সুরের সম্পর্কে, যেরূপ পার্থক্য হয়, তাহাও (২৭ পৃষ্ঠায়) দেখাইয়াছেন। উপরোক্ত সিন্ধু, কানাড়া, এবং ভৈরবী রাগত্রয়ের, উপরোক্ত গো নো, অথবা উপরোক্ত নব প্রস্তাবিত ঠাটের অন্তর্গত, তত্তৎ স্বাভাবিক সুরও, একই রাগের বিভিন্ন সঙ্গীতে, অথবা একই রাগের একই সঙ্গীতের, বিভিন্ন স্থলে, বিভিন্ন সুরের সম্পর্কে আসিয়া কথঞ্চিৎ বিভিন্ন ওজোনের হইতে পারে। উক্ত বিভিন্ন সুরের সম্পর্ক ব্যতীত, অন্যান্য কারণেও, ব্যবহারিক কার্য্যে, একই নামধেয় সুরের, যেরূপ সামান্য সামান্য ওজোন পার্থক্য হয় তাহা পরে বর্ণিত হইয়াছে। ঐ সব কারণেই, ২০৯-২১৪ পৃষ্ঠায় তৎপ্রস্তাবিত নূতন নূতন ঠাটের স্বরান্তর সমূহ, গীতসূত্রসারকার, পূর্ণ অন্তর এবং অর্দ্ধ

(৪) গীতসূত্রসারকার ১৭ পরিচ্ছেদে, বিশেষতঃ ২২১-২২৭ পৃষ্ঠায় দৃষ্টান্ত দিয়া, যেরূপ দেখাইয়াছেন, অলক্ষিত ভাবে স্থিত, ঐরূপ সংক্রমণের হেতু, সুর সমূহের, নব খরজোপযোগী সম্বন্ধ হওয়ায়, ঐ সকল স্থলে, সুর বিশেষ, কিঞ্চিৎ তারতম্যযুক্ত প্রয়োজনের হইতে পারে *।

(৫) একই সঙ্গীত, বা একই রাগের, একরূপ স্বরবিন্যাস, কণ্ঠে, বা যন্ত্রে উৎপাদন কালে, বিভিন্ন গায়ক, বা বাদক কর্ত্তৃক, সুরবিশেষ, বা স্থলবিশেষের সুর, কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পার্থক্যে উৎপাদিত হয়। ব্যক্তিবিশেষের, সুরজ্ঞান বিষয়ে, সামান্য সামান্য ভুলের জন্যও ঐ পার্থক্য হয়, আবার, ব্যক্তিগত কৃতিত্বের দ্বারা, সঙ্গীতের মাধুর্য্য, ভাব, এবং রাগের রূপ প্রকাশার্থেও, ইচ্ছাকৃত, অথবা ঐরূপ কার্য্যের সময়, অজ্ঞাতসারে উৎপাদিত, ঐরূপ পার্থক্যও হইয়া থাকে।

(৬) সঙ্গীতের আশ, মিড়, কম্পন, ভূষিকা আদি অলঙ্কারের কার্য্যে, অসংখ্য প্রকারের সূক্ষ্ম তারতম্যের ধ্বনি উৎপাদিত হয়, তাহা নিকি সুর, বা গণিতের ঐরূপ কোন মাপ দ্বারা, প্রকাশ করা সম্ভব নয়. গীতসূত্রসারকার, ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদে, যেরূপ দেখাইয়াছেন, ঐরূপ চিহ্ন দ্বারাই স্থূলভাবে, ঐ সকল বিষয়, স্বরলিপিতে লিখিত হয়।

(৭) সঙ্গীতবিশেষের সুরসমূহের মধ্যে বাস্তবিকই যদি (২৯৯-৩০২, ৩২০-৩২১ আদি পৃষ্ঠায় যেরূপ উক্ত হইয়াছে, ঐরূপ), অভিনব স্বরান্তরের সুর কিছু থাকে, তাহা হইলে

অন্তর, এই দুই প্রকার অন্তর দিয়াই দেখাইয়াছেন। তথায় ঐ দুই প্রকার মাত্র অন্তর দৃষ্টে, ঐ সকল ঠাটের সুরগুলি. ইকোআল্ টেম্পেরামেণ্টের কৃত্রিম সুর, ইহা মনে করা উচিত নহে। ঐ নব প্রস্তাবিত ঠাট নিচয়, স্বাভাবিক অন্তরের সুর সমূহ দিয়াই গঠিত। তদন্তর্গত বৃহৎ, মধ্য, ও ক্ষুদ্র অন্তর, এবং (অতঃপর বর্ণিত) অন্যান্য সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পার্থক্য, গীতসূত্রসারকার কর্ত্তৃক (২৬-২৮, ২০৯-২১৬, ২২০-২২৭ আদি পৃঃ) প্রদর্শিত উপপত্তি অনুসারে, এবং (উপক্রমণিকায় ॥৶০ পৃষ্ঠোক্ত), সংস্কার ও অভ্যাস দ্বারা, উপলব্ধি করিতে হইবে।

* পাশ্চাত্যে প্রকাশ্য ভাবে, বিভিন্ন খরজে লিখিত, বিভিন্ন খরজে সংক্রমিত, সঙ্গীত, বহুল আছে। এতদ্ব্যতীত উপরোক্তরূপ, অলক্ষিত ভাবে স্থিত, ষড়জ সংক্রমণও পাশ্চাত্য সঙ্গীতে আছে। তাহার দৃষ্টান্ত (উক্ত ২২১-২২৭ পৃঃ প্রদর্শিত দৃষ্টান্তের ন্যায়) আগাগোড়া একই খরজের সার্গম নাম দিয়া, অথবা সংক্রমণের স্থলে, তত্তৎ খরজোপযোগী সার্গম নাম দিয়া, উচ্চারণ, এই উভয়বিধ সাধন প্রণালী, কার্‌ওয়েন্ মহাশয়, তাঁহার পূর্ব্বোক্ত পুস্তকে (৪র্থ অ: ৪৭—৫৪ আদি পৃঃ) দিয়াছেন। উক্ত ২য় প্রণালীতে, সংক্রমণকারী সুরটিকে তাহার মাত্রাকালেই, পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী, উভয় খরজীয় নামেই, উচ্চারণ পূর্ব্বক, পরবর্ত্তী সুরগুলি, পরবর্ত্তী খরজীয় নামে উচ্চারণ করিয়া, তৎসাধনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ঐ ব্যবস্থা অনুসারে সাধন হইলে, ২২১ পৃষ্ঠার দৃষ্টান্তে, (ক) স্থানের মী, ঐ সুরের মাত্রাকালেই মী-ন উচ্চারণ, ও তৎপরবর্ত্তী প ইত্যাদি সুর, সংক্রমিত খরজোপযোগী স আদি সার্গম নামে (খ) স্থানতক উচ্চারণ এবং (গ) স্থানে, পুনঃ প্রবর্ত্তিত স-খরজোপযোগী সার্গম নাম, উপরোক্তভাবে আনয়ন পূর্ব্বক, তৎপরবর্ত্তী সুর সমূহের, সার্গম নাম (স খরজের নামেই) যেরূপ লিখিত আছে, ঐ ঐ নামেই উচ্চারণ পূর্ব্বক, সাধন হইবে।

তাহা, স্বরের প্রচলিত নাম, ও চিহ্ন দিয়াই, বর্ণিত হয়, ও স্বরলিপিতে লিখিত হয়। ব্যাবহারিক কার্য্যে, ঐ সকল স্বর, যথাযোগ্য সূক্ষ্ম তারতম্যযুক্ত ওজোনে, উৎপাদিত হয় *।

(৮) গীতসূত্রসারকার উপক্রমণিকায় (৷৷৶০, ৷৷৵০ পৃঃ), ভাষার সহিত তুলনা করিয়া, সঙ্গীতের স্বরের অসংখ্য প্রকারের সূক্ষ্ম তারতম্যের বিষয় যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, ভাষার বর্ণমালার ঐরূপ উচ্চারণগত পার্থক্যের ন্যায়, সঙ্গীতের স্বরেরও, উপরোক্ত (১) হইতে (৭) দফায় বর্ণিত সূক্ষ্ম পার্থক্য ব্যতীত,আরও অসংখ্য প্রকারের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পার্থক্য হয়।

উপরোক্ত সকল প্রকার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম তারতম্যকেই, এতদ্দেশীয় সঙ্গীতজ্ঞেরা স্বরের ভিতরকার শ্রুতি অন্তর বলিয়া থাকেন, কিন্তু সেই শ্রুতির মাপ, তাঁহারা বুঝাইয়া দিতে পারেন না। প্রকৃত পক্ষে, এক অষ্টকে ২২ শ্রুতি বিভাগ দ্বারা, তাহা মাপ করা সম্ভবও নয়, ইতঃপূর্ব্বে দেখাইয়াছি। প্রাচীন ব্যাবহারিক সঙ্গীতেও ঐরূপ অসংখ্য প্রকারের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম তারতম্য হইত, তাহা ২২ শ্রুতি বিভাগ দ্বারা প্রদর্শন করা সম্ভব হইত না এবং সেই কারণেই, (২৪৬ ২৪৭ পৃঃ উদ্ধৃত) প্রাচীন শাস্ত্রে, শ্রুতি অনন্ত বলিয়া উক্ত হইয়াছে, ইহা সহজেই বুঝা যায়।

স্বরের উপরোক্ত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম উচ্চারণগত ওজোন পার্থক্য ব্যতীত, সঙ্গীতে, প্রবল, মৃদু আদি বল, প্রস্বন, বিরাম, দ্রুত, বিলম্বিত আদি কাল, ইত্যাদির অসংখ্য প্রকার ভেদ হয়, ঐ সকল প্রকার পার্থক্যের, বৈজ্ঞানিক মাপ, বা চিহ্ন নির্দ্দেশ সম্ভব নহে, স্বরলিপিতে (গীতসূত্রসারে ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদে, ও ২য় ভাগে যেরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে ঐরূপ) কতকগুলি চিহ্ন ও 'ধীরে', 'জোরে', 'সোৎসাহে' ইত্যাদি শব্দ দ্বারা, খুব স্থূল ভাবে ঐ সকল বিষয় প্রদর্শিত হয়। সঙ্গীতের ন্যায় ভাষাতেও ঐরূপ অসংখ্য প্রকারের পার্থক্য হয়। উভয়েরই ঐ সকল প্রকার তারতম্য, লিপি দ্বারা লিখন সম্ভব নহে কর্ণে শুনিয়া শুনিয়া, এবং সংস্কার ও অভ্যাস

* আধুনিক ভারতীয় সঙ্গীতে, বিশেষতঃ কীর্ত্তন, বাউল, পাহাড়ীয়াদের গান, সাঁওতালদের গান, গজল্ আদি গ্রাম্য সঙ্গীতের ভিতর, অভিনব অন্তরের স্বর, আবিষ্কার হইতে পারে। কিন্তু সেই সকল অভিনব অন্তরের স্বরের জন্য, পৃথক নাম ও স্বরলিপি চিহ্ন নির্দ্দেশ করার পূর্ব্বে, (২৯৯-৩০১ পৃঃ উক্ত) ক্লেমেন্ট্‌স্ মহাশয়ের ও মাপ ও যুক্তির উপর নির্ভর না করিয়া, বহু গায়ক ও বাদকের সঙ্গীত, ব্যাপক ভাবে পরীক্ষা করিয়া, যদি একই প্রকারের সঙ্গীতে, একই প্রকারের অভিনব অন্তর, পুনঃ পুনঃ পাওয়া যায়, তবেই সেই অভিনব অন্তর স্থির করা, ও তাহার মাপ, পৃথক সংজ্ঞা, ও লিপি স্থির করা উচিত, এবং কেবল মহাশয় কর্ত্তৃক ব্যবহৃত (৩০২ পৃঃ উক্ত) স্থূল যন্ত্রদ্বারা, ঐ পরীক্ষা না করিয়া, উৎকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক যন্ত্র সমূহ দ্বারা, ঐ পরীক্ষা করা উচিত। বাস্তবিকই, সেইগুলি অভিনব অন্তর, অথবা উপরোক্ত অন্য কোন প্রকার উচ্চারণগত সূক্ষ্ম পার্থক্য, তাহা, ঐ পরীক্ষাকালে, বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা উচিত।

দ্বারা, তাহা শিখিতে হয়, এবং ঐরূপ অভ্যাস ও সংস্কার না হইলে, ভাষার ও সঙ্গীতের, ঐ সকল স্বল্প তারতম্য উপলব্ধি করার ক্ষমতা জন্মে না। নিম্নে এ বিষয়ক কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিলাম।* পিয়ানো, অর্গান, হার্‌মোনিয়ম্ আদি বাঁধা সুরের পর্দার যন্ত্রে, সুরের ঐ সকল তারতম্য উৎপাদন সম্ভব নহে, এ কারণ, ঐ সকল যন্ত্রের সঙ্গতে গান অভ্যাস করিলে, অথবা অনবরত ঐ সকল যন্ত্রবাদন শ্রবণ করিলেও, উপরোক্ত তারতম্য সমূহ কর্ণে উপলব্ধি করার ক্ষমতা থাকে না। কণ্ঠে, এবং বেহালা, সারঙ্গী আদি পর্দাবিহীন স্বায়ত্তাধীন সুরের যন্ত্রে, ঐ সকল পার্থক্য উৎপাদন হয়। সেতার এস্রাজ আদি, এতদ্দেশীয় পর্দাযুক্ত তারের যন্ত্রেও, পর্দার উপর তারে, টীপের ইতর বিশেষ, এবং তার পার্শ্বের দিকে টানিয়া, সুরের ঐ সকল তারতম্য উৎপাদিত হয়।

আনুপূর্ব্বিক আলোচনা করিয়া, প্রাচীন ও আধুনিক ২২ শ্রুতি বিভাগের, এবং শ্রুতির, সঙ্গত অর্থ যাহা পাওয়া যাইল, তাহা এক্ষণে সংক্ষেপে বলিব।

প্রাচীন ও আধুনিক শ্রুতির প্রকৃত অর্থ।

(১) এক অষ্টকে ২২ শ্রুতি বিভাগ, উপপত্তিতে উক্ত হইলেও, কণ্ঠে, বা ব্যাবহারিক সঙ্গীত বাদনোপযোগী কোন বাদ্যযন্ত্রে, কোন সঙ্গীত সাধনার্থ, এক অষ্টকে, পর পর ২২ শ্রুতি উৎপাদন, বা দুইটি সুরের মাঝামাঝি প্রত্যেক শ্রুতি, নির্দ্দিষ্টরূপে উৎপাদন, হওয়ার বর্ণনা, প্রাচীন কোন

---

* গীতসূত্রসারকার, উপক্রমণিকায় ॥৶৹-॥৵৹ পৃষ্ঠায়, এ বিষয় দেখাইয়াছেন। আমি এ স্থলে, প্রথমে সঙ্গীতের কয়েকটি দৃষ্টান্ত নিম্নে দিলাম, পরে ভাষার দৃষ্টান্ত দিব।

শ্রীহৃষিকেশ বিশ্বাস প্রণীত "সরল হারমনিয়ম শিক্ষা" হইতে। (ক)
ধ : নো : র১ : স১ । নো : ধ : ম : গ । ম : ধ : নো. ধ : ধ. নো । প : স১ : ন : স১ ।

স১ : র১ : র১ :- । স১ : গ১.ম১ : গ১ :- । র১ : গ১ : র১ : র১ । ন : র১ : স১ :- ॥

হাম্বীর (খ)
ন :-. ধ : প : মী । প. স১ : ন. ধ : প : গ. ম। ধ : - : - : ন. ধ । ন : - : স১ :- ॥

শ্রীহরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রদত্ত। (ঘ)
গ : র১ : স : ন : ধ : প । মী : প : - : গ. ম । ধ : - : - : ন. ধ । ন : - : স১ : - ॥

০ সোহিনী ১ + ৩ (চ) (চ)
ন : রো : স১ : ন । ধ : মী : ধ : ন । স১ : - : - : স১ । ন : রো১ : স১ : রো১ ।

ভৈরবী। (ছ)
স : ধো : ধো : ধো । প : ধো : প : ম । প : নো : ধ : প । ম : গো : রো : স ॥

পুরবী ০ ৩ ৪ + (জ) ০ ২
গ । ম : গ । গ : গ । রো : প । গ : রো । স : -.গ । ম : গ ।

উপরোক্ত স্বরলিপি কয়টির মধ্যে (ক) স্থানের স সুর, স্বাভাবিক স অপেক্ষা কিঞ্চিৎ চড়া, কিন্তু রো, অথবা সী, অপেক্ষা খাদের হইবে, এবং ঐ স একমাত্রার লিখিত হইলেও, তাহা একমাত্রার কথঞ্চিৎ

সংস্কৃত সঙ্গীত গ্রন্থে, দেখিতে পাই নাই। আধুনিক কালে, সুরজ্ঞান হইতে, অর্থাৎ কর্ণে সুরের উপলব্ধি রাখিয়া, তারের যন্ত্রের বিভিন্ন তারে, পরস্পর, স্বাভাবিক, বৃহৎ-চতুর্থ বা বৃহৎ-পঞ্চম অন্তরের সম্বন্ধে, এবং সেতার আদি যন্ত্রে, ঐরূপ সুরজ্ঞান দ্বারাই, বিভিন্ন সুরের উপযোগী সারিকা স্থাপনের, প্রথা যেরূপ আছে, প্রাচীনকালেও ঐরূপ প্রথা ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

(২) ২২ শ্রুতি, সমবিভাগের, বা নির্দ্দিষ্ট মাপের, কোন অসমান বিভাগের ছিল, এমন কোন প্রমাণ প্রাচীন শাস্ত্র হইতে পাওয়া যায় না। প্রাচীন সঙ্গীতে, ২২ শ্রুতি, নির্দ্দিষ্ট অসমান বিভাগের ছিল, এবং আধুনিক সঙ্গীতেও ২২ শ্রুতির ভিতর অন্য প্রকারের অসমান বিভাগ আছে, এইরূপ স্থির করিয়া, দেবল ও ক্লেমেণ্ট্‌স্ মহাশয়েরা, প্রাচীন ও আধুনিক ২২ শ্রুতির, প্রত্যেকটির, যে নির্দ্দিষ্ট মাপ দিয়াছেন, তদ্বারা, অথবা ঐরূপ অন্য কোন নির্দ্দিষ্ট আপেক্ষিক অনুপাত দ্বারা ২২ শ্রুতির প্রত্যেকটি, এক একটি নির্দ্দিষ্ট ওজনের, বা নির্দ্দিষ্ট আপেক্ষিক ওজনের, সুর স্থির করিলে, প্রাচীন ও আধুনিক সঙ্গীতের সকল কার্য্য নিষ্পন্ন হইতে পারে না। একই শ্রুতিস্থ শুদ্ধ বা বিকৃত স্বরের, অথবা একই সংখ্যক শ্রুতি অন্তরের, বিভিন্ন রাগ ও মেলের কার্য্যে, স্থলবিশেষে, সামান্য সামান্য পার্থক্য হইত, আধুনিক সঙ্গীতেও, বিভিন্ন রাগ ও ঠাটের কার্য্যে, একই নামধেয় শুদ্ধ ও বিকৃত সুরের, ওজোন পার্থক্য হয়।

দীর্ঘকাল স্থায়ী হইবে, এবং ঐ সামান্য দীর্ঘকাল, পূর্ব্ববর্ত্তী, বা পরবর্ত্তী, এক মাত্রায় লিখিত স্বরের, এক মাত্রার কাল, কথঞ্চিৎ কমাইয়া, পরিপূরণপূর্ব্বক, তালের কাল ঠিক রাখিতে হইবে। উক্ত হাম্বীরের (থ) সম স্থানদ্বয়ের ধ, প্রবল প্রস্বন ও বল সহ, প্রথমে (১৫, ২৩ পৃষ্ঠোক্ত, প হইতে মধ্য অন্তরের) স্বাভাবিক ধ হইয়া ক্রমশঃ মৃদু বলের ধ্বনি সহ, ক্রমশঃ উচ্চ ওজোনের স্বর হইয়া, আশ সহকারে, পরবর্ত্তী নি স্বরের সহিত মিলিত হইলে, তবে হাম্বীরের, ঐ স্থলের যথাযথ রূপ, প্রকাশিত হইবে। উক্ত সোহিনীর (চ) স্থানের রে-স এবং স-রে, স্বাভাবিক ক্ষুদ্র অন্তর অপেক্ষা যৎকিঞ্চিৎ কম, এবং উপরোক্ত ভৈরবীর (ছ) স্থানের রে-স অন্তর, তদপেক্ষা কম, এবং উপরোক্ত পুরবীর (জ) স্থানের রে-স তদপেক্ষা আরও কম অন্তর। উপরোক্ত ভৈরবীর রে-স স্থলে, গীতসূত্রসারকার কর্ত্তৃক, (২০৯, ২১৩ পৃঃ) প্রস্তাবিত প-ঠাটে, ম-গ করিলে, এবং ঐরূপ কোন কোন ঠাটে, উক্ত পুরবীর রে-স স্থলে, ম-গ বা স-ন এরূপ পরিবর্ত্তন করিলে, গীতসূত্রসারকার (২১৫ পৃষ্ঠায়) যেরূপ বলিয়াছেন, সেইরূপ ঐ সকল রাগের প্রচলিত ঠাটে লিখিত স্বরলিপির তুলনায়, কণ্ঠে বা যন্ত্রে, ঐ সকল রাগ সাধনোপযোগী সহজতর স্বরলিপি হইবে, কিন্তু ঐ অভিনব ঠাটের ম-গ বা স-ন দ্বারাও, ঐ ঐ রাগের ঐ ঐ রে-স স্থলের অন্তর, সঠিক নির্দ্দেশিত হইবে না, তবে ম-গ অথবা ন স দ্বারা, উপরোক্ত সোহিনীর রে-স স্থলের অন্তর, কতকটা প্রকাশিত হইবে। ভৈরবীর, উক্ত রে-স অন্তরের বিষয় আবিষ্কার করিয়া, শ্রীযুক্ত হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে বলায়, তিনি তৎসহ, পুরবী ও সোহিনীর, উপরোক্ত রে-স অন্তরের পার্থক্য, বেহালায় বাজাইয়া আমাকে দেখাইয়া দিয়াছেন। হারমোনিয়মের সঙ্গতে, যাঁহাদের কর্ণ দুষ্ট হয় নাই, এরূপ দুই একটি গায়ক ও বাদক কর্ত্তৃক, উপরোক্ত অন্তর সমূহ, যথাযথ উৎপাদন করিতে এখনও দেখা যায়, এবং তাঁহারা ঐ পার্থক্যের বিষয় অবগতও আছেন, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁহারাও, উক্ত শ্রদ্ধেয় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ন্যায়, বিষয়টি বিশ্লেষণ করিয়া বুঝাইয়া দিতে পারেন না। উপরোক্ত হাম্বীরের

(৩) সাধারণতঃ প্রাচীন, ও আধুনিক ২২ ও ১৩, ৯, ৪, ৩, ২ শ্রুতি অর্থে, যথাক্রমে, এক অষ্টক, ও স্বাভাবিক, বৃহৎ-পঞ্চম, বৃহৎ-চতুর্থ, বৃহৎ, মধ্য, ক্ষুদ্র, অন্তর, অর্থাৎ যথাক্রমে ২:১, ৩:২, ৪:৩, ৯:৮, ১০:৯, ১৬:১৫ অনুপাতের অন্তর, এবং পাশ্চাত্যে, উপরোক্ত ৯:৮, ১০:৯, ১৬:১৫ অনুপাত স্থলে, যোগ ও বিয়োগ ফল দ্বারা, স্বরান্তরের সমষ্টি ও ন্যূনতা প্রদর্শন জন্য, ঐ তিন প্রকার অন্তরের মাপ, সূক্ষ্ম ভগ্নাংশ বাদ দিয়া ৫১, ৪৬, ২৮ পূর্ণ সংখ্যা; অথবা আরও মোটামুটিভাবে, ৯, ৮, ৫ পূর্ণ সংখ্যা, অধুনা নির্দ্দিষ্ট হয়, প্রাচীন ৪, ৩, ২ শ্রুতি, ঐ তিন প্রকার অন্তরের, ঐরূপ পূর্ণ সংখ্যা দ্বারা নির্দ্দিষ্ট অন্তর, তবে উপরোক্ত পাশ্চাত্য মাপের তুলনায়, ২২ শ্রুতি, খুব স্থূল বিভাগ। এক অষ্টকে মোট ২২ শ্রুতি স্থির রাখিলে, আধুনিক পাশ্চাত্য গণিতের হিসাবে, ঐ অন্তরত্রয়ের মাপ (সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম দশমিক ভগ্নাংশ বাদ দিয়া), যথাক্রমে ৩.৭২, ৩.৩৬, ২.০৬ শ্রুতি স্থির হয়। ৪, ৩, ২ পূর্ণ সংখ্যাত্রয় দ্বারা নির্দ্দিষ্ট, ঐ অন্তরত্রয়ে, উপরোক্ত ভগ্নাংশ বাদ থাকার কারণেই, ৪ শ্রুতি অন্তর, ২ শ্রুতি অন্তরের সঠিক দ্বিগুণ নয়, এবং ৩ শ্রুতি, ২ শ্রুতির সঠিক দেড় গুণ নয়। আবার ঐ কারণেই, এক শ্রুতির বিভিন্ন অনুপাত স্থির হয়। যথা,—প্রাচীন, শুদ্ধ-প হইতে ত্রিশ্রুতিঃ-প এই এক শ্রুতির, আধুনিক বৈজ্ঞানিক অনুপাত ৮১:৮০, এবং ৩ শ্রুতি হইতে ২ শ্রুতি ন্যূন এই এক শ্রুতির অনুপাত ২৫:২৪ স্থির হয়। উপরোক্ত ভগ্নাংশ বাদ থাকার কারণে, এবং বিভিন্ন রাগে যতগুলি স্বর লাগে সেই সব কয়টি, সুরের মোট তালিকা করিলে, এত বহু সংখ্যক শুদ্ধ বা বিকৃত স্বর, প্রাচীন, বা আধুনিক সঙ্গীতে নির্দ্দিষ্ট হয়, যে তাহা, এক অষ্টকে ২২টি মাত্র বিভাগ দ্বারা, অথবা আধুনিক শুদ্ধ ও বিকৃত স্বর কয়টি মাত্র দিয়া, কুলায় না, এই সব কারণেই, উপরোক্ত

গ.ম। ধঃ—ঃ—ঃ ন.ধ খণ্ড, এবং সোহিনী, ভৈরবী ও পুরবীর উপরোক্ত স্বরলিপি কয়টি তত্তৎ রাগপরিচায়ক সার্গমখণ্ড বলা যাইতে পারে। উক্ত পুরবীর স্বরলিপিটি গীতসূত্রসার ২য় ভাগের ধ্রুপদ অন্তর্গত 'শোহং বাদ' গানের স্বরলিপি হইতে গৃহীত, তথায় সাঙ্কেতিক স্বরলিপিতে,ঐ রাগের প্রচলিত স রো গ ম মী প ধ ন ঠাটে, ঐ গানের সুরটি লিখিত আছে।

অতঃপর ভাষার, ঐরূপ কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। পশ্চিম বঙ্গে, 'অক্ষর'—বর্ণ, 'অক্ষর'—অনশ্বর; ঘরের 'কোন্', বিবাহের কন্যা অর্থে, 'ক'নে', অভিমতসূচক 'মত', ও তুলনাসূচক 'মত', বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত, ঐ সকল এক একটি শব্দে, 'অ' এবং 'ও' বর্ণদ্বয়ের মাঝামাঝি বহু প্রকারের ধ্বনি উৎপাদিত হয়। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ও তদনুকারীরা, তুলনাসূচক, ঐ 'মত' শব্দ, 'মতো,' এইরূপ লিখেন, তাহাতেও সঠিক উচ্চারণ নির্দ্দেশিত হয় না, ভাষার জটিলতাই বৃদ্ধি হয়। এইরূপ বঙ্গের পশ্চিম, পূর্ব্ব, উত্তর, দক্ষিণ, বিভিন্ন অঞ্চলে, 'আসিবে' অর্থে, 'আসবে'.ও 'আসপে' উচ্চারণের, ব এবং প বর্ণদ্বয়ের মাঝামাঝি বহুপ্রকার, এবং 'চাঁদ', 'পাঁচ' আদি শব্দের চ এবং চ বর্ণদ্বয়ের, বহুপ্রকার, উচ্চারণ হয়। ভাষার ঐ সকল পার্থক্য-লিখনোপযোগী বর্ণ, বা লিপি, কোন বর্ণমালাই, এমন কি সংস্কৃতের ন্যায় শ্রেষ্ঠ বর্ণমালাতেও নাই। বর্ণের উক্ত উচ্চারণগত পার্থক্য ছাড়া, কথার ভঙ্গী, অর্থাৎ প্রবল, মৃদু, আদি বল, প্রশ্ন, উচ্চারণের স্থায়ীকালের তারতম্য আদি দ্বারাও, নানাপ্রকারে মনোভাব ব্যক্ত হয়, তাহা ভাষার বর্ণমালায়, লিখন সম্ভব নহে এ কারণেই সাঁওতাল বা পাহাড়িয়া আদি জাতীয় লোকের মধ্যে, কোন অশিক্ষিত ব্যক্তি কথিত, তাহার

(২) দফায় বর্ণিত একই শ্রুতির, বা একই সংখ্যক শ্রুতি অন্তরের, ওজোন পার্থক্য, প্রাচীন সঙ্গীতে হইত, এবং আধুনিক সঙ্গীতের শুদ্ধ ও বিকৃত সুরেরও এইরূপ পার্থক্য হয়। একই সংখ্যক শ্রুতিতে নির্দ্দিষ্ট স্বরের, উৎপাদনগত ওজোন পার্থক্য করিয়া, প্রাচীন সঙ্গীতে প্রয়োজনীয়, উপরোক্ত বহু প্রকার সুরের কার্য্য নিষ্পন্ন হইত. আধুনিক সঙ্গীতেও ঐরূপ শুদ্ধ বা বিকৃত সুরের উৎপাদনগত ওজন পার্থক্য করিয়া, ঐরূপ কার্য্য সম্পাদন হয়। এই কারণেই ২২টি মাত্র বিভাগ দ্বারা, সমস্ত মেল অন্তর্গত, শুদ্ধ বা বিকৃত স্বর. নির্দ্দেশ হওয়ায়, একই সংখ্যক শ্রুতি অন্তরের, স্থল বিশেষে, বিভিন্ন ওজোন, রাগবিবোধে হইয়াছে. এবং ঐ প্রস্থের, এক শ্রুতি স্বরান্তরের স্বরযুক্ত, কয়েকটি মেল নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

(৪) উপরোক্ত বৃহৎ, মধ্য, ও ক্ষুদ্র অন্তর, বা ঐ ঐ অন্তরের সমষ্টি ছাড়া, প্রাচীন সঙ্গীতে, কোন প্রকার অভিনব স্বরান্তর থাকিলে (যথা প্রাচীন গান্ধার গ্রামে), তাহাও ঐ ২২ শ্রুতির স্থূল বিভাগ দ্বারাই নিরূপিত হইত, এবং আধুনিক সঙ্গীতেও, ঐরূপ অভিনব অন্তর থাকিলে, তাহাও, নির্দ্দিষ্ট শ্রুতি সংখ্যার মাপ দ্বারা, বর্ণিত না হইয়া, স্থূলভাবে, ২২ শ্রুতির অন্তর্গত কোন কোন শ্রুতি অন্তর, এইরূপ উক্ত হয়।

(৫) কম্পন, গিট্‌কারী, আশ, মিড়, ভূষিকা আদি অলঙ্কারে, যে সকল সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অন্তরের ধ্বনি ব্যবহৃত হয়, এবং তদ্ব্যতীত ব্যবহারিক সঙ্গীতে, ভাষার উচ্চারণগত পার্থক্যের ন্যায়, অসংখ্য প্রকারের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম তারতম্যের যে সকল ধ্বনি উৎপাদিত হয়, তাহাও উপরোক্তরূপে শ্রুতির সংখ্যার মাপ দ্বারা নির্দ্দেশিত না হইয়া. স্থূলভাবে, দুইটি সুরের মাঝামাঝি শ্রুতির ধ্বনি বলিয়া উক্ত হয়।

(৬) প্রাচীন শ্রুতি বিভাগের প্রকৃত অর্থ লোপ হইয়া গিয়া, ২২ শ্রুতি বিভাগ, ধারাবাহিকক্রমে আধুনিক সঙ্গীতে আসিয়াছে, এতদ্ব্যতীত প্রাচীন শুদ্ধ স্বরসপ্তক পরিবর্ত্তিত

গ্রাম্য ভাষা, ইংরাজি, পারশী, সংস্কৃত, বা বাঙ্গলা, যে কোন বর্ণমালায় লিখিয়া, উপরোক্ত গ্রাম্যভাষা যে না জানে, এমন ব্যক্তিকে উহা পড়িতে দিলে, ঐ গ্রাম্যভাষাবিৎ লোকেরা তাহা আদতেই বুঝিতে পারিবে না। এইরূপেই ইংলণ্ডে বসিয়া, বাঙ্গালা লেখাপড়া শিক্ষা করা, সাহেবদের বাঙ্গালা, এতদ্দেশের লোকেরা বুঝিতে পারেন না এবং বালকেরা নাটক পড়িতে পারে না, অর্থাৎ তাহা পাঠকালে, প্রকৃত অর্থানুরূপ উচ্চারণ করিতে পারে না, ইত্যাদি গীতসূত্রসারের ॥৶০ পৃষ্ঠোক্ত ব্যাপার সমূহ হইয়া থাকে।

উপরে প্রদর্শিত, ভাষা ও সঙ্গীতের উচ্চারণগত তারতম্য ব্যতীত, ভাষার ন্যায় সঙ্গীতেরও, প্রধন, বল, স্থায়ীকাল, বিরাম আদির, এত অসংখ্য প্রকারের তারতম্য হয়,যে তৎ লিখনোপযোগী লিপি, বা চিহ্ন, নির্দ্ধারণ করা সম্ভব নহে। ঐ সকল পার্থক্যের শতাংশের একাংশের জন্যও, ভাষার বর্ণমালার, বা সঙ্গীতের স্বরলিপিতে লিপি, বা চিহ্ন নির্দ্দেশ করার চেষ্টা করিলে, ঐ সকল লিপি বা চিহ্ন অত্যধিক হইয়া, বর্ণমালা ও স্বরলিপি, এত জটিল হইবে যে, তাহা লিখন, পঠন ও উৎপাদন অসম্ভব হইবে। এজন্য, ভাষার উচ্চারিত, মোটামুটি কতকগুলি ধ্বনির উপযোগী, বর্ণ নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক ভাষার বর্ণমালা এবং সঙ্গীতের, মোটামুটি ওজোনের, কয়েকটি ধ্বনিকে, সুর নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক, সেই সকল সুরের লিপি, অর্থাৎ স্বরলিপি চিহ্ন, নির্দ্ধারিত হয়, এবং ভাষায় , ; : । আদি চিহ্ন দ্বারা মোটামুটিভাবে স্থায়ীকাল, এবং সঙ্গীতে, প্রবল, মৃদু আদি বল, প্রধন, আশ, মিড়,

হইয়া, হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে একরূপ, ও কর্ণাটীয় সঙ্গীতে আর এক প্রকার শুদ্ধ স্বরসপ্তক হইয়াছে, এতদ্ব্যতীত, বিভিন্নকালে, ও ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে, বিকৃত স্বরেরও পার্থক্য হইয়াছে. প্রাচীন ঐ ২২ শ্রুতি বিভাগের, ও শ্রুতি দ্বারা নির্দ্দিষ্ট স্বরান্তরের, প্রকৃত অর্থ লোপ হওয়ায় এক অষ্টকে ২২ শ্রুতি বিভাগ অর্থে, সমান ভাগের, বা নির্দ্দিষ্ট অসমান আপেক্ষিক অনুপাতের, ২২টি পৃথক স্বর, বা নির্দ্দিষ্ট কয়টি স্বরের অন্তর্গত, নির্দ্দিষ্ট অনুপাতের কয়টি ধ্বনি, এই ভ্রমাত্মক ধারণা চলিয়া আসিয়াছে।

কম্পন, ভূষিকা আদি অলঙ্কারের তারতম্য (গীতসূত্রসারকার ৬ষ্ঠ আদি পরিচ্ছেদে যেরূপ দেখাইয়াছেন, ঐরূপ), কতকগুলি চিহ্ন, এবং 'ধীরে', 'সোৎসাহে', 'প্রণয়ভঙ্গি' আদি (২য় ভাগের প্রথমাংশের স্বরলিপিতে প্রদর্শিত বর্ণনার ন্যায়) বর্ণনা দ্বারা, স্বরলিপিতে খুব স্থূলভাবে প্রদর্শিত হয়। বর্ণমালার সেই কয়টি বর্ণ দিয়াই ভাষা, এবং সঙ্গীতের জন্য নির্দ্দিষ্ট, উপরোক্ত কয়টি স্বর, ও তাহাদের চিহ্ন, এবং উপরোক্ত প্রবল, মৃদু আদি বল, প্রস্বন, ইত্যাদির চিহ্ন ও সঙ্কেত দ্বারাই, সঙ্গীতের স্বরলিপি নির্দ্দিষ্ট ও লিখিত হয়, তাহাতে ভাষার বর্ণমালার বর্ণনিচয়ের, এবং সঙ্গীতের ঐ স্বর কয়টির জন্য নির্দ্দিষ্ট, ধ্বনির মাঝামাঝি, উপরোক্ত অসংখ্য প্রকারের ধ্বনি, এবং প্রস্বন, বল, আদির, বহু প্রকারের তারতম্য প্রদর্শনোপযোগী লিপি, বা চিহ্নের অভাব থাকিয়া যায়। সংস্কার, ও অভ্যাস দ্বারাই সেই সকল অভাব পরিপূর্ণ করিতে হয়, এবং উপরোক্ত কয়টি বর্ণ মাত্র দিয়া লিখিত বর্ণের, উচ্চারণগত পার্থক্য করিয়া ভাষার, এবং উপরোক্ত কয়টি মাত্র স্বরের চিহ্ন, এবং প্রস্বন, বল আদির জন্য নির্দ্দিষ্ট কয়েকটি মাত্র চিহ্ন ও সঙ্কেত দিয়া লিখিত স্বরলিপির, উৎপাদনগত পার্থক্য করিয়া সঙ্গীতের, উপরোক্ত অভাব মোচন করিতে হয়, এবং উপরোক্ত অসংখ্য প্রকার তারতম্যের কার্য্য নিষ্পন্ন করিতে হয়। পাশ্চাত্যও, বর্ণমালার বর্ণের, এবং সঙ্গীত স্বরলিপির এইরূপ অভাব আছে, এবং উক্তরূপেই তাহার পরিপূরণ হয়। জার্ম্মাণী দেশীয় প্রসিদ্ধ লেখক, মার্ক্স্ মহাশয়ের "ইউনিভার্স্যাল্ স্কুল্ অফ্ মিউজিক্" নামক পুস্তক হইতে, এতদ্বিষয়ক উক্তি, নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

"......were we to attempt the indication of the more minute distinctions, we should be obliged to crowd our notation with so many signs and letters that in the end, the eye would be incapable of tracing them ....

' Nor has any written language a sufficient number of letters to indicate the different gradations of spoken sounds; for example, the intermediate sounds between *a* and *o*, or *b* and *p* ; in short we perceive that no representations of sounds, either in language or music, is capable of entering into or expressing the nicer shadings of speech and thought." *Universal School of Music*, by A. B. Marx., English Translation by A. H. Wehrhan, Part II, Sec. 1, Page 262.

ষষ্ঠ প্রস্তাবঃ—প্রাচীন ও আধুনিক, গ্রাম, মেল, ঠাট ইত্যাদি।

পূর্ব্ব প্রস্তাবে, প্রাচীন ও আধুনিক ২২ শ্রুতি বিভাগের সঙ্গত অর্থ বর্ণিত হইয়াছে। অতঃপর, প্রাচীন ও আধুনিক শুদ্ধ ও বিকৃত স্বর কিরূপ তাহাই নির্দ্ধারণ করার চেষ্টা করিব। পাশ্চাত্য স্বাভাবিক স্বরান্তরের, বৈজ্ঞানিক মাপ স্থির আছে, সুতরাং তৎসহ তুলনা করিয়া দেখাইতে পারিলেই, ভারতীয় সুর সমূহের ওজোন নির্দ্দেশ হইতে পারে। এক্ষণে, প্রথমে পাশ্চাত্য স্বাভাবিক স্বরান্তরের কথাই বলিব।

পাশ্চাত্য স্বাভাবিক স্বরান্তর প্রত্যেকটি চিরস্থায়ী ওজোনের না হইয়া, পরিবর্ত্তনশীল, কিন্তু পরস্পর নির্দ্দিষ্ট আপেক্ষিক ওজোনের, পাশ্চাত্য সুরসপ্তকের নাম, ডো রি মি ফা সোল্ লা সি ব্যবহার করার কথা, পূর্ব্বে (৩৫৭-৩১৯ পৃঃ টীকায়) যেরূপ বলিয়াছি, এস্থলে, এবং অতঃপর, ঐ অর্থেই, ঐ ঐ সংজ্ঞা ব্যবহার করিব। গীতসূত্রসারকার ২৩ পৃষ্ঠায়, পাশ্চাত্য স্বাভাবিক সুরসপ্তক, এবং হিন্দুস্থানী সা রি গ ম প ধ নি স্বাভাবিক সুরসপ্তক, একই স্থির করিয়াছেন। তথায়, ঐ স রি গ ম প ধ নি স্থলে যথাক্রমে ডো রি মি ফা সোল্ লা সি, এবং (৩৭০ পৃঃ টীকায়, যেরূপ দেখাইয়াছি, ঐরূপ) কোমল অর্থে ফ্ল্যাট্ (Flat) এবং কড়ি অর্থে সার্প (Sharp) ধরিলেই, পাশ্চাত্য স্বাভাবিক স্বরান্তর সমূহের মাপ পাওয়া যাইবে। যথা ডো – রি = সা – রি = ৯ অংশ = বৃহৎ অন্তর; ডো – রিফ্ল্যাট্ = সা – ঋ = ৫ অংশ = ক্ষুদ্র অন্তর; রি – ডোসার্প = রি – সী = ৫ অংশ = ক্ষুদ্র অন্তর। এইরূপে অন্যান্য পাশ্চাত্য স্বাভাবিক স্বরান্তরও * স্থির হইবে।

হিন্দুস্থানী ধ, ও পাশ্চাত্য লা। ১৫, ২৩ আদি পৃষ্ঠায়, গীতসূত্রসারকার কর্ত্তৃক প্রদর্শিত স্বাভাবিক সুরসপ্তকের ৯ ৮, ৫ অংশ বা বৃহৎ, মধ্য, ক্ষুদ্র অন্তর স্থলে, পূর্ব্ব প্রদর্শিত ৪, ৩, ২ শ্রুতি নির্দ্দেশ করিলে হিন্দুস্থানী, তথা পাশ্চাত্য সুর সপ্তকের শ্রুতি অন্তর এইরূপ হয়:—স (ডো) ৪ র (রি) ৩ গ (মি) ২ ম (ফা) ৪ প (সোল্) ৩ ধ (লা) ৪ ন (সি) ২ স' (ডো')। পূর্ব্বে (২৯৮ পৃঃ) উক্ত, প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী, হিন্দুস্থানী স্বাভাবিক সুরসপ্তকের শ্রুতি অন্তর কিন্তু এইরূপ:—স ৪ র ৩ গ ২ ম ৪ প ৪ ধ ৩ ন ২ স'। এতদ্বারা পাশ্চাত্য

---

* কার্‌ওয়েন্ মহাশয়ের ষ্ট্যাণ্ডার্ড কোর্স নামক পুস্তকের ৬ অঃ ১১১ আদি পৃঃ এবং ভূমিকায়, পাশ্চাত্য সার্প এবং ফ্ল্যাট্ সুরের, উপরোক্ত অন্তরই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ভারতীয় স্বাভাবিক এবং বিকৃত সুরের (২৩ পৃঃ উক্ত) অবিকল উপপত্তিগত স্বরান্তর, ব্যবহারিক সঙ্গীতে সকল ক্ষেত্রে ঠিক ভাবে না থাকার কথা, পূর্ব্বে (৩০২ পৃঃ টীঃ) বলিয়াছি। পাশ্চাত্য স্বাভাবিক এবং বিকৃত অর্থাৎ সার্প ও ফ্ল্যাট্ সুরেরও, উপরোক্ত উপপত্তিগত স্বরান্তর, ঐরূপ ব্যাবহারিক সঙ্গীতে, সকল ক্ষেত্রে সঠিকভাবে থাকে না। এস্থলে, স্বরান্তরের উপপত্তি অনুযায়ী বৈজ্ঞানিক মাপের কথাই বলা হইয়াছে, এবং পাশ্চাত্য, ঐ উপপত্তি অনুযায়ী মাপের সহিত তুলনা করিয়াই, ভারতীয় সুরের মাপ পরে প্রদর্শিত হইবে।

সোল্-লা, তথা গীতসূত্রসারকার প্রদর্শিত হিন্দুস্থানী প-ধ, ৩ শ্রুতি এবং প্রচলিত বিশ্বাস অনুসারে হিন্দুস্থানী প-ধ ৪ শ্রুতি, এই পার্থক্য * পাওয়া যায়, এবং সেকারণ, পাশ্চাত্য ও হিন্দুস্থানী স্বাভাবিক স্বরসপ্তকের অন্য ৬টি সুর একরূপ হইলেও, পাশ্চাত্য লা ও হিন্দুস্থানী ধ পৃথক, এই সন্দেহ হয়। প্রকৃতপক্ষে ঐ পার্থক্য আছে কি না, তাহাই এস্থলে দেখাইব।

সেতার আদির পর্দাস্থ স্বর-সুর। সেতার, এস্রাজ আদি যন্ত্রে পর্দা স্থাপন দৃষ্টে, গীতসূত্রসারকার, কয়েকটি বিকৃত সুরের মোটামুটি ওজোন নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পার্শ্বের চিত্রে সেতার, এস্রাজ আদি যন্ত্রে (৩৫৪-৩৫৬ পৃষ্ঠোক্ত) প্রচলিত সুর স্থাপন প্রথানুযায়ী আড়ী, এবং ১ম হইতে ৬ষ্ঠ পর্দায় (সারিকায়), যে যে সুর নির্দ্দেশ হয় তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহাতে দেখা যায় যে, যে (২য় ও ৩য়) পর্দাদ্বয়ে, নায়কী তারে, উদারার প এবং ধ নির্দ্দিষ্ট হয়, সেই সারিকাদ্বয়েই ২য় তারে উদারার (অর্থাৎ নিম্নসপ্তকের) র এবং গ সুরদ্বয় নির্দ্দিষ্ট হয়। ঐ র-গ ৩ শ্রুতি অন্তর, কিন্তু প্রচলিত মতে প-ধ ৪ শ্রুতি। সুতরাং ঐ একই সারিকাদ্বয়ে, ৪ এবং ৩ শ্রুতি, এই উভয় অন্তর নির্দ্দেশিত হইতেছে। এতৎ নিবারণার্থ এবং ঐরূপ অন্যান্য স্থলের দোষ সংশোধনার্থে কোন কোন বাদক, সকল সারিকা, পর পর সমান অন্তরালে না রাখিয়া, কোন কোন সারিকা, একটু বাঁকাইয়া স্থাপন করেন, তাহাতেও সকল দোষ নিবারণ হয় না। প হইতে ধ ৪ শ্রুতি, বা বৃহৎ অন্তর, অথবা ৩ শ্রুতি, বা মধ্য অন্তর, ইহ উপপত্তিরই কথা, কার্য্যিক ক্ষেত্রে, ধ সুর কোথাও এক অংশ চড়া, বা এক অংশ নিম্ন হয়, তাহা গীতসূত্রসারকার (২৭ আদি পৃঃ) দেখাইয়াছেন, এবং রাগবিশেষের কার্য্যে ধ সুর আরও সূক্ষ্ম তারতম্যের হয়, তাহাও আমি ইতঃপূর্ব্বে (৩৭৫-৩৭৬ পৃঃ) দেখাইয়াছি। পর্দার উপর, তন্ত্রীতে অঙ্গুলী দ্বারা টিপের ইতর বিশেষ করিয়া, এবং তার পার্শ্বের দিকে টানিয়া, বাদকেরা (অধিকাংশ ক্ষেত্রে অজ্ঞাতসারেই, ঐ সকল কার্য্য করিয়া) ব্যাবহারিক কার্য্যে, যথায় যেরূপ প্রয়োজন, সেইরূপ অভিষ্ট ওজোনের সুর উৎপাদন করিয়া থাকেন। †
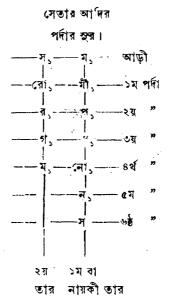
সেতার আদির পর্দার সুর।

---

* প—ধ স্বরান্তরের এই পার্থক্যের কথাই, পূর্ব্বে ৩৫৮—৩৫৯ পৃঃ পাদটীকায় সূচিত হইয়াছে।

† সেতার এস্রাজ আদি সচল ঠাটের যন্ত্রে, কড়ি কোমল সুরযুক্ত ঠাটের বিভিন্ন রাগ বাদনকালে, ঐ সকল যন্ত্রের কোন কোন সারিকা সরাইয়া ঐরূপ রাগবিশেষের ঠাটের সুরের উপযোগী স্থানে, স্থাপন করিয়া, সেই রাগ বাদিত হয়। ঐ কার্য্যের সময়, বিভিন্ন রাগোপযোগী বিভিন্ন ওজোনের বিকৃত সুরের জন্য

পাশ্চাত্যে বেহালার এ তারের সুর। পাশ্চাত্যে বেহালার ৪র্থ হইতে ১ম, মোট ঐ তন্ত্রী চতুষ্টয়ে, পরস্পর স্বাভাবিক বৃহৎ পঞ্চম অন্তরে, যথাক্রমে নিম্ন সপ্তকের জি (G), মধ্য সপ্তকের ডি (D), ঐ সপ্তকের এ (A), উচ্চ সপ্তকের ই (E) সুর, স্থাপিত হয়, তাহাতে ঐ 'এ' হইতে 'ডি', বৃহৎ পঞ্চম, অর্থাৎ ৩১ অংশ হওয়ায়, স্বাভাবিক সুরসপ্তকের ডি-এ (=রি—লা=ইতঃপূর্ব্বে উক্ত রি—ধ)=৩০ অংশ অপেক্ষা, ১ অংশ কড়া হয়। এতদ্দ্বারা বেহালার ঐ 'এ' বা 'লা' সুর, প্রচলিত মতানুযায়ী হিন্দুস্থানী 'ধ' সুরের ন্যায় এক শ্রুতি, বা এক অংশ চড়া, তাহা স্থির হইতেছে।

এক অংশ নিম্ন রি ও এক অংশ উচ্চ ধ্র বা ল্লা সুর। পূর্ব্বে হিন্দুস্থানী ধ সুরের কথা যেরূপ বলিয়াছি, পাশ্চাত্যেও লা সুর ঐরূপ কোথাও এক অংশ কড়া, বা খাদের হয়, এবং ২৭ আদি পৃষ্ঠায়, হিন্দুস্থানী রি সুরের বিষয়ে যেরূপ উক্ত হইয়াছে, পাশ্চাত্য রি সুরও ঐরূপ কোথাও এক অংশ খাদের হয়, এবং ভারতীয় সঙ্গীতের ন্যায় পাশ্চাত্যেও, বিভিন্ন সুরের সম্পর্কে ঐ রি এবং লা এক অংশ নিম্ন বা উচ্চ হয়, তাহা কার্‌ওয়েন্ মহাশয় দেখাইয়াছেন।* ১৫, ২৩ আদি পৃঃ উক্ত স্বাভাবিক রি ধ, যাহা, উপরোক্ত স্বাভাবিক রি লা সুরদ্বয়ও তাহাই, এবং ঐ সুরদ্বয়ের, কার্‌ওয়েন্ মহাশয়, **রি** এবং **ল্লা** সংজ্ঞা দিয়াছেন, এবং তিনি ঐ রি হইতে এক অংশ নিম্ন রি সুরের সংজ্ঞা **রাহ্** (rah), এবং ঐ লা হইতে এক অংশ উচ্চ লা সুরের সংজ্ঞা **লে** (lay) দিয়াছেন। আমি অতঃপর, ঐ ঐ সুরের ঐ ঐ সংজ্ঞাই ব্যবহার করিব, এবং ১৫, ২৩ পৃষ্ঠায় প্রদর্শিত স্বাভাবিক রি এবং ধ সুরদ্বয়ের সংজ্ঞা **র্র** ও **ধ্র** এবং ঐ র হইতে এক অংশ নিম্ন সুরের সংজ্ঞা **র্র্** এবং ঐ ধ হইতে এক অংশ, বা এক শ্রুতি উচ্চ ধ সুরের সংজ্ঞা **ধ্ব** ব্যবহার করিব। গীতসূত্রসারকার ২৭, ২১০ আদি পৃষ্ঠায়, ম এবং

(যথা ৩৭৫—৩৭৯ আদিঃ পৃঃ উক্ত বিভিন্ন ওস্তাদের রি-কোমল সুরের জন্য) তত্তৎ সারিকা, একটু একটু ইতর বিশেষ দূরত্বে স্থাপিত হয়। কিন্তু তাহাতে, সুরের সকল প্রকার তারতম্যের কার্য্য নিষ্পন্ন হয় না। প্রধানতঃ তারের উপর টীপের ইতর বিশেষ করিয়া, এবং তারটি সারিকার উপর পার্শ্বের দিকে টানিয়া, অর্থাৎ মিড় করিয়া, সুরের ঐ সকল তারতম্যের কার্য্য সম্পাদিত হয়। পূর্ব্বে ৩১৪ আদি পৃষ্ঠায়, টীপের ঐরূপ ইতর বিশেষ, এবং তার পার্শ্বের দিকে টানার কথাই বলিয়াছি। সেতার এস্রাজ আদি বাদনে, বিশেষতঃ পূর্ব্ব বর্ণিত, সুরের সূক্ষ্ম বা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তারতম্য উৎপাদনার্থ, বাদকেরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে অজ্ঞাতসারেই, ঐ সকল কার্য্য করিয়া থাকেন। এই টীপের ইতর বিশেষ কার্য্যের প্রমাণ, নিম্নলিখিত পরীক্ষা দ্বারা পাওয়া যাইবে। ঐ সেতার আদি সচল পর্দার, কোন যন্ত্রের, যথাযোগ্য স্থানে, কোন পারদর্শী বাদক, স্বাভাবিক ৭টি সুরের পর্দা স্থাপনান্তর, ঐ সুরসপ্তক বাজানর পর, প্রথম শিক্ষার্থী, অথবা অনভিজ্ঞ কোন বাদককে, ঐরূপে স্থাপিত ৭টি পর্দাতেই, স্বাভাবিক সুরসপ্তক উৎপাদন করিতে দিলে, সেই বাদক, তাহা বিশুদ্ধভাবে উৎপাদন করিতে পারিবে না। টীপের ইতর বিশেষ জন্যই ঐরূপ হয়।

* *The Standard Course* by J. Curwen, VI, 111-112. এতদ্ব্যতীত, সুরের সূক্ষ্ম-সূক্ষ্ম তারতম্যের কথা যাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি, পাশ্চাত্য সঙ্গীতেও সুরের ঐরূপ তারতম্য হয়। মার্ক্স্ মহাশয়ের উক্তি হইতে, পূর্ব্বে (৩৭৯ পৃঃ) ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে।

ধ-এর মিলে ব্র, প-এর মিলে র, ম-এর মিলে ধ, ঐরূপ র, মী এবং প-এর মিলে ধ্ব উৎপাদন হওয়ার কথা যেরূপ বলিয়াছেন, ঐরূপ বিভিন্ন সুরের সম্পর্কে রি এবং রাহ্, ও লা এবং লে পাশ্চাত্যে উৎপাদন হয়, তাহা কার্ওয়েন্ মহাশয় দেখাইয়াছেন (*ibid.*)। সেতার আদি যন্ত্রে, টীপের ইতর বিশেষ করিয়া, সুরের ঐ সকল, এবং পূর্ব্বোক্ত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম তারতম্য উৎপাদন করার কথা যেরূপ বলিয়াছি, পাশ্চাত্যেও ঐরূপ, বেহালা ভায়লেন্সেলো আদি যন্ত্রে, বিভিন্ন তারের যথাযোগ্য স্থানে, টীপ দিয়া, অথবা আশ, কম্পন আদি ক্রিয়া দ্বারা শ্রেষ্ঠ বাদকেরা, ঐ সকল তারতম্য উৎপাদন করিয়া থাকেন।*

রি সম্পর্কে ধ্ব, এবং **স সহ ধ্ব** সুরের সুমিল। র — ধ্ব = ৩১ অংশ বা ১৩ শ্রুতি, বা ৩:২ অনুপাতের অন্তর, এবং স — ধ = ৩৯ অংশ, বা ১৬ শ্রুতি, বা ৫:৩ অনুপাতের অন্তর, এবং স — ধ্ব = ৪০ অংশ, বা ১৭ শ্রুতি, বা ২৭:১৬ অনুপাতের অন্তর। উপরোক্ত অন্তর থাকার কারণ, গীতসূত্রসারকার (২৭ পৃষ্ঠায়) র এর সম্পর্কে ধ্ব উৎপাদন হওয়া স্বাভাবিক, ইহা বলিয়াছেন এবং ঐ প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন যে "ধ-এর এই তীব্র ভাবের" অর্থাৎ ধ্ব-এর "সহিত খরজের" অর্থাৎ স সুরের "সুমিল না থাকাতেই, উহা স্বাভাবিক গ্রামে সন্নিবেশিত হয় নাই।" ইহার অর্থ, স — ধ্ব = উপরোক্ত ২৭:১৬ অনুপাতের অন্তর, তাহা সুমিল নয়, তদপেক্ষা স — ধ = ৫:৩ অনুপাতই সুমিল, এ কারণেই স র গ ম প ধ ন স্বাভাবিক গ্রামে ধ্ব সন্নিবেশিত হয় নাই।

আধুনিক ডো-আদি গ্রাম প্রাচীন আদিম গ্রাম ছিল না। আধুনিক হিন্দুস্থানী র গ ম প ধ্ব ন স যাহা, তাহাই প্রাচীন ভারতীয় আদিম গ্রাম ছিল, এবং রি মি ফা সোল্ লে সি ডো গ্রামই পাশ্চাত্য প্রাচীন আদিম গ্রাম ছিল, ইহা অনুসন্ধানে পাওয়া যায়, ইহা অতঃপর দেখাইব। ঐ ঐ গ্রামে, র-ধ্ব অথবা রি — লে = ৩:২ এই স্বাভাবিক অন্তরই ছিল। ঐ আদিম গ্রাম হইতে উৎপন্ন, ডো রি মি ফা সোল্ লা সি, ডো-আদি এই গ্রাম, পরে, স্বাভাবিক ও আদিম গ্রাম হইয়া, পাশ্চাত্যে প্রচলিত হইয়াছে, এবং তাহাতে, ঐ ডো সম্পর্কে যে ৬ষ্ঠ সুর, সুমিল, সেই লা সুর ঐ পাশ্চাত্য স্বাভাবিক গ্রামে সন্নিবেশিত হইয়াছে এবং লে সুর তাহাতে ব্যবহৃত হয় নাই। ভারতে কিন্তু স-আদি, স র গ ম প ধ ন এই স্বাভাবিক গ্রামে স-এর সহিত সুমিল ধ সুর ব্যবহৃত হইলেও, প্রাচীন উপরোক্ত আদিম গ্রামের প — ধ্ব = ৪ শ্রুতির উপপত্তি, ধারাবাহিকক্রমে আধুনিক গ্রামের উপপত্তিতে আইসায়, প্রচলিত মত অনুযারী আধুনিক হিন্দুস্থানী স্বাভাবিক গ্রাম স র গ ম প ধ্ব ন, এই কথা, এবং তাহার ৬ষ্ঠ সুর ধ্ব, এবং তাহা আধুনিক পাশ্চাত্য স্বাভাবিক গ্রামের ৬ষ্ঠ সুর অর্থাৎ

---

* এতদ্ব্যতীত ভারত এবং পাশ্চাত্য উভয় অঞ্চলেই, কণ্ঠে, এবং উপরোক্ত যন্ত্র ছাড়া অন্যান্য স্বায়ত্বাধীন স্বরের যন্ত্রে, ঐ সকল তারতম্য উৎপাদন হয়, এবং ভারতীয় শানাই, ও পাশ্চাত্য ক্লারিওনেট্ আদি, বাঁশী জাতীয় যন্ত্রে, পূর্ব্বে (৩৪১ পৃঃ টীকায়) বর্ণিত, ফুৎকারের ইতর বিশেষ করিয়া ঐ সকল তারতম্য উৎপাদিত হয়।

লা সুর হইতে পৃথক, এই অনুমান প্রচলিত হইয়া গিয়াছে। প্রকৃত প্রস্তাবে র-র়্ বা রি-রাহ্, এবং ধ-ধ্ব বা লা-লে, এই সকল পার্থক্য, উপপত্তিরই কথা, ব্যবহারিক সঙ্গীতে, উভয়বিধ সুরই ভারতীয় এবং পাশ্চাত্য সঙ্গীতে ব্যবহৃত হয়, তাহা দেখাইয়াছি।

আধুনিক পাশ্চাত্য ও হিন্দুস্থানী স্বাভাবিক সুরসপ্তক একই, প্রকৃত প্রস্তাবে যে তাহা পৃথক নহে, গীতসূত্রসারকার যেরূপ ধরিয়া লইয়াছেন, এবং ধ্ব-এর সহিত স-এর সুমিল না থাকাতে ধ্ব আধুনিক হিন্দুস্থানী স্বাভাবিক গ্রামে সন্নিবেশিত না হওয়ার কথা তিনি যেরূপ বলিয়াছেন, আমরাও তদ্রূপ, পাশ্চাত্য ও ভারতীয় গায়ক ও বাদকগণ * কর্তৃক উৎপাদিত স্বাভাবিক, সুরসপ্তক উৎপাদন দৃষ্টে, উভয় দেশীয় স্বাভাবিক সুরসপ্তক যে একই, তাহা উপলব্ধি করিয়াছি। উভয় দেশীয় লোক দ্বারা পরীক্ষা করিয়া সার উইলিয়ম্ জোন্স্ মহাশয়ও তাহাই সুস্থির করিয়াছিলেন।† প্রকৃত প্রস্তাবে ভারতীয় স্বাভাবিক গ্রামে, স-এর মিলে ধ উৎপাদন হয়, এবং ভারতীয় প-ধ ও পাশ্চাত্য সোল্-লা একই, উহা পৃথক নহে, তবে ভারতীয় ও পাশ্চাত্য উভয় সঙ্গীতে, বিভিন্ন সুরের সম্পর্কে কোথাও ধ বা লা, এবং কোথাও ধ্ব বা লে, এবং ঐরূপ কোথাও র বা রি কোথাও র়্ বা রাহ্, ও ঐরূপ পূর্ব্বোক্ত অন্যান্য সূক্ষ্ম তারতম্যযুক্ত সুর, ব্যাবহারিক কার্য্যে উৎপাদিত হয়। এক্ষণে প্রাচীন গ্রামের আধুনিক স্বরূপ কীদৃশ হয় তাহাই দেখাইব।

প্রাচীন ষড়্জ গ্রাম ও তাহার আধুনিক রূপ। প্রাচীন ষড়্জ গ্রামের স রি গ ম প ধ নি স্থলে, যথাক্রমে রি গ ম প ধ নি স স্থাপন করিলে, আধুনিক হিন্দুস্থানী স্বাভাবিক গ্রামের সহিত তাহা মিলিয়া যায়, ইহা গীতসূত্রসারকার (১২শ অঃ ১১৩ আদি পৃঃ) দেখাইয়া ঐ ষড়্জ গ্রামের শ্রুতি অন্তর বিষয়ে যে সকল সন্দেহ করিয়াছিলেন, গীতসূত্রসার লেখার পরে মুদ্রিত ও প্রকাশিত সম্পূর্ণ সংগীত-রত্নাকর, রাগবিবোধ আদি গ্রন্থ দৃষ্টে শ্রুতির যে সঙ্গত অর্থ দেখাইয়াছি, তাহাতে, সেই সকল সন্দেহের নিরাকরণ হয়। ষড়্জ

---

* পিয়ানো, হার্মোনিয়ম্ আদি, ইকোআল্ টেম্পেরামেন্টের বা কৃত্রিম সুরের, যন্ত্রের সঙ্গতে, যাঁহাদের সুরজ্ঞান দুষ্ট হয় নাই, পাশ্চাত্য, বা ভারতীয়, এইরূপ গায়ক বা বাদকগণ কর্তৃক উৎপাদিত স্বাভাবিক সুরসপ্তকপরম্পরা, কণ্ঠে বা স্বায়ত্তাধীন সুরের যন্ত্রে, উৎপাদন হইতেই, ঐরূপ তুলনা সম্ভব।

† তিনি ইহা নিজে স্থির করিয়াও, নিজের সুরজ্ঞানের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর না করিয়া, একজন জর্মাণী নিবাসী সঙ্গীত অধ্যাপক দ্বারা, নিম্নলিখিত পরীক্ষা করান। রাধাকৃষ্ণের প্রেমবিষয়ক কয়েকটি জনপ্রিয় সঙ্গীত, তারের যন্ত্রে বাদনসহ, মুখে, ঐ সঙ্গীতের সুরনিচয়ের নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক গানক্রিয়া,এইরূপে জনৈক হিন্দু যন্ত্রী দ্বারা, তাহা গাহাইয়া ও বাজাইয়া লইয়া, জোন্স্ সাহেব, তৎসহ ঐ জর্মাণ্ অধ্যাপককে বেহালা বাজাইয়া সঙ্গত করিতে অনুরোধ করেন। ঐ ভাবে বেহালার সঙ্গত করিয়া, উক্ত কণ্ঠোচ্চারিত সুর সহ, বেহালার উৎপাদিত সুর সমূহ, তুলনা করিয়া, উক্ত জর্মাণ্ অধ্যাপক স্থির করেন যে, পাশ্চাত্য ও হিন্দুস্থানী স্বাভাবিক সুরসপ্তক একই। জোন্স্ মহাশয়ের, "অন্ দি মিউজিক্যাল্ মোড্স্ অফ্ দি হিণ্ডুজ্" নামক প্রবন্ধে, তৎকর্ত্তৃক লিখিত, উপরোক্ত উক্তি, গীতসূত্রসার ২য় ভাগের, মৎকর্তৃক লিখিত ইংরাজি ভূমিকার ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছি।

গ্রামের ও আধুনিক হিন্দুস্থানী স্বাভাবিক স্বরসপ্তকের স্বরান্তর দৃষ্টে, প্রাচীন স রি গ ম প ধ নি ও আধুনিক হিন্দুস্থানী র গ ম প ধ্ব ন স১, অর্থাৎ গীতসূত্রসার কর্তৃক (২০৯, ২১০ আদি পৃঃ) প্রদর্শিত রি-মূর্চ্ছনা, বা রি-ঠাট, একই স্থির হয়। এইরূপে প্রাচীন ষড়্জ গ্রামের আধুনিক স্বরূপ পাওয়া যায়। নিম্নে, শ্রুতি অন্তরসহ ষড়্জ গ্রাম, এবং এক অষ্টকে ৫৩ অংশের হিসাব সহ ঐ রি-ঠাট, নিম্নে প্রদর্শিত হইল, তাহা হইতে, উভয় যে একই, তাহা বুঝা যাইবে।

প্রাচীন ষড়্জ গ্রাম :—	স	৩	রি	২	গ	৪	ম	৪	প	৩	ধ	২	নি	৪	স১
রি-ঠাট :—	র	৮	গ	৫	ম	৯	প	৯	ধ্ব	৮	ন	৫	স১	৯	র১

আধুনিক সিন্ধু, কাফী, সাহানা আদি রাগের প্রচলিত স র গো ম প ধ নো ঠাট পরিবর্তন করিয়া, উপরোক্ত রি-ঠাট বা রি-মূর্চ্ছনাই ঐ সকল রাগের স্বাভাবিক ঠাট, এবং ঐ রি-ঠাটের ধ, এক অংশ কড়া, তাহা গীতসূত্রসারকার (২১০ আদি পৃঃ) দেখাইয়াছেন। উপরে ঐ এক অংশ কড়া ধ বা ধ্ব সুরই, আমি ব্যবহার করিয়াছি। উপরে প্রদর্শিত স্বরান্তর পরম্পরা একরূপ দৃষ্টে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, প্রাচীন শুদ্ধ স্বরসপ্তকযুক্ত ঐ ষড়্জ গ্রামই, আধুনিক ঐ সিন্ধু, কাফী আদি রাগের স্বাভাবিক ঠাট, এবং ঐ সকল রাগের সঙ্গীতের ভিতর, প্রাচীন ষড়্জ বা আদিম গ্রামের অস্তিত্ব স্থির করা যাইতে পারে। উপরে শ্রুতি ও ৫৩ অংশের হিসাব দ্বারা যেরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে, ঐ ভাবে তুলনা করিলে দেখা যায় যে প্রচলিত মতানুযায়ী হিন্দুস্থানী স্বাভাবিক গ্রাম প্রাচীন ষড়্জ গ্রামের একটি মূর্চ্ছনা, যথা :—

প্রচলিত মতের স্বাভাবিক গ্রাম	স	৪	র	৩	গ	২	ম	৪	প	৪	ধ্ব	৩	ন	২	স১
প্রাচীন রজনী মূর্চ্ছনা *	নি১	৪	স	৩	রি	২	গ	৪	ম	৪	প	৩	ধ	২	নি

আধুনিক ঐ স্বাভাবিক গ্রামের ৬ষ্ঠ সুর, স-এর সহিত সুমিল জন্য, ব্যাবহারিক কার্য্যে, ধ্ব স্থলে ধ হইয়াছে, তাহা ইতঃপূর্ব্বে দেখাইয়াছি।

ঐ রজনী, ষড়্জ গ্রামের একটি মূর্চ্ছনা (২৮৫ পৃঃ)। এতদ্বারা আধুনিক হিন্দুস্থানী স্বাভাবিক গ্রাম যে, প্রাচীন আদিম গ্রামের মূর্চ্ছনা বিশেষ মাত্র, তাহা দেখা যাইতেছে। পাশ্চাত্য আধুনিক স্বাভাবিক স্কেল্ বা গ্রামও, ঐরূপ তত্রত্য আদিম গ্রাম নহে, প্রাচীন হিসাবে তাহা একটি পারিপার্শ্বিক গ্রাম মাত্র, এবং ভারতীয় প্রাচীন আদিম গ্রাম, বা ষড়্জ-গ্রাম যাহা, পাশ্চাত্য আদিম গ্রামও তাহাই, ইহা অতঃপর দেখাইব।

---

* এস্থলে এক অষ্টকের স্বরপরম্পরা প্রদর্শন জন্য ক্রমোচ্চ ৮টি স্বর দ্বারা ঐ রজনী মূর্চ্ছনা প্রদর্শিত হইয়াছে। গীতসূত্রসারকারও ১১৮, ২০৯ আদি পৃষ্ঠায় ঐরূপ ক্রমোচ্চ ৮টি স্বর দ্বারা, প্রাচীন ও তৎকর্ত্তৃক উদ্ভাবিত মূর্চ্ছনা দেখাইয়াছেন। শার্ঙ্গদেব, আরোহণে সপ্তস্বর, এবং অবরোহণে পর পর ঐ সাতটি স্বর এইরূপ ১৪টি স্বরের সমষ্টি দ্বারা, এক একটি মূর্চ্ছনা স্থির করিয়াছেন তাহা পূর্ব্বে (২৮৫ আদি পৃঃ) দেখাইয়াছি। পরবর্ত্তী ক্রম, তান আদি নির্দ্দেশের সুবিধার্থেই, সংগীত-রত্নাকরে ঐরূপ ১৪ স্বর দিয়া মূর্চ্ছনা নির্দ্দেশ হইয়াছে। স০ র০এর পূর্ব্ববর্ত্তী মতঙ্গ এবং নন্দিকেশ্বর, দ্বাদশ স্বর দিয়া এক একটি মূর্চ্ছনা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যথা

পাশ্চাত্য আদিম গ্রাম, ও মোড্ (Mode)। গীতসূত্রসারকার, ১ম ভাগ ২১৮-২১৯ পৃঃ এবং ২য় ভাগ, ১৬-১৭ আদি পৃষ্ঠায়, বিভিন্ন খরজের যে সকল গ্রাম প্রদর্শন করিয়াছেন, ঐ সকল গ্রামের অন্তর্গত স্বরাষ্টকের স্বরান্তর পরম্পরা প্রত্যেক খরজেই একরূপ। কড়ি, কোমল সুর ব্যবহৃত হইয়াই ঐরূপ হইয়াছে। গীতসূত্রসারকার কর্তৃক (১১৮, ২০৯-২১১ আদি পৃঃ) প্রদর্শিত মূর্চ্ছনা, বা রি-ঠাট, গ-ঠাট আদির অন্তর্গত স্বরান্তর পরম্পরা ঐরূপ সকল ক্ষেত্রে, এক প্রকার নহে। পাশ্চাত্যের, প্রাচীন গ্রীক্ মোড্ সমূহে, সার্প ও ফ্ল্যাট্ দ্বারা বিকৃত সুর (Notes iuflected by sharps and flats) ব্যবহৃত হইয়া, ঐ সকল মোড্এর স্বরান্তর পরম্পরা একরূপ ছিল, কিন্তু পাশ্চাত্য প্রাচীন ধর্ম্মযাজকীয় সঙ্গীতে, ঐরূপ বিকৃত স্বরযুক্ত না হইয়া, (উপরোক্ত মূর্চ্ছনার ন্যায়) আর এক প্রকারের মোড্ নিচয় নির্দ্ধারিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে ১, ৩, ৫, ৭ এই অযুক্ত সংখ্যক, আসল, বা প্রামাণিক (Authentic) মোড্ চতুষ্টয়, এবং ঐ চতুষ্টয়ের, যথাক্রমে পারিপার্শ্বিক, ২, ৪, ৬, ৮ এই যুগ্ম সংখ্যক, চারিটি পারিপার্শ্বিক (Plagal) মোড্ এই ৮টি ধর্ম্মযাজকীয় মোড্ (Ecclesiastical modes) প্রবর্ত্তিত হয়, তন্মধ্যে ডি ই এফ্ জি এ বি সি, বা ডি-আদি মোড্ই ১ম বা আদি মোড্ ছিল, এবং ঐ ১ম মোড্এর পারিপার্শ্বিক, ২য় সংখ্যক মোড্, এ বি সি ডি ই এফ্ জি (অর্থাৎ এ-আদি স্বরপরম্পরাযুক্ত) ছিল, এবং উক্ত ৩, ৫, ৭ সংখ্যক মোড্ যথাক্রমে, ঐরূপ ই, এফ্, জি, আদি ছিল, এবং ঐ ৩, ৫, ৭ সংখ্যক আসল মোড্ত্রয়ের, যথাক্রমে পারিপার্শ্বিক, ৪, ৬, ৮ সংখ্যক মোড্ত্রয়, যথাক্রমে বি, সি, ডি আদি* ছিল, এতদ্ব্যতীত ঐ সকল মোড্এর প্রত্যেকটির এক এক একটি খরজ (Tonic) বা অন্ত (Final) সুর, ও এক একটি প্রধান (Dominant) সুর নির্দ্দিষ্ট ছিল, এবং ঐ প্রত্যেক খরজ সুর ও প্রধান সুরের জন্য, তত্তৎ মোড্এর সুরসপ্তকের সপ্তস্থানের অন্তর্গত ১ম, ৫ম, ৬ষ্ঠ বা ৪র্থ আদি স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল, এবং ঐ খরজ ও প্রধান সুরের, ঐরূপ স্থানবিশেষে স্থিতি অনুসারেই, উপরোক্ত একের

নন্দিকেশ্বর মতে ধ নি স রি গ ম প ধ নি স রি গ উত্তরমন্দ্রা মূর্চ্ছনা, নি স রি গ ম প ধ নি স রি গ ম—রজনী মূর্চ্ছনা ইত্যাদি, (স : র : ক : পৃ : ১।৩।১৫ সিং-ভূ-টী-)। ঐস্থলে মতঙ্গোক্তি উদ্ধৃত করিয়া টীকাকার সিংহভূপাল দেখাইয়াছেন যে, স্থানত্রিতয় প্রাপ্তি প্রদর্শন, অর্থাৎ তার, মধ্য, মন্দ্র (বা তারা, মুদারা, উদারা) এই তিন সপ্তকের যে যে স্বর, যে যে মূর্চ্ছনায় স্থিত, তাহাই প্রদর্শন জন্য মতঙ্গ দ্বাদশ স্বর দিয়া মূর্চ্ছনা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এবং 'পরিভাষাদিসিদ্ধার্থং তারমন্দ্রাদিসিদ্ধয়ে" এই নন্দিকেশ্বরোক্তি উদ্ধৃত করিয়া তিনি দেখাইয়াছেন যে, ঐরূপ তিন সপ্তকের স্বর নির্দ্দেশের জন্য নন্দিকেশ্বর ১২ স্বর দিয়া মূর্চ্ছনা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। উপরোক্ত "পরিভাষাদিসিদ্ধার্থং" এই নন্দিকেশ্বর উক্তি হইতে বুঝা যায় যে, শার্ঙ্গদেব যেরূপ ক্রম, তান, আদি পরিভাষা দিয়া ব্যবহৃত সংজ্ঞার অর্থ প্রদর্শনের সুবিধার্থে ১৪ স্বর দিয়া মূর্চ্ছনা নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, নন্দিকেশ্বরও, তৎকর্ত্তৃক প্রদত্ত, ঐরূপ পরিভাষা, ও তৎবিবরণ প্রদর্শনের জন্য, ১২ স্বর দিয়া এক একটি মূর্চ্ছনা নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন।

* ১ ও ৮ সংখ্যক, উভয় মোড্ ডি-আদি হইলেও, উভয়ের মধ্যে খরজ এবং প্রধান সুর বিষয়ক পার্থক্য ছিল।

পারিপার্শ্বিক অপর মোড্ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, পরে, খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর শেষার্দ্ধে, উপরোক্ত গ্রীক্ মোড্ সমূহের নাম দিয়া, ঐ ধর্ম্মযাজকীয় মোড্ সমূহের নামকরণ হইয়াছিল, কিন্তু তদ্দ্বারা ঐ গ্রীক মোড্এর নামের অপপ্রয়োগই হইয়াছিল, কারণ বিকৃত স্বর ব্যবহৃত না হইয়া, ঐ সকল ধর্ম্মযাজকীয় মোড্ নিচয়ের সব কয়টি। স্বরান্তর পরম্পরা, ঐ গ্রীক্ মোড্সমূহের ন্যায় একরূপ ছিল না। * পাশ্চাত্য ঐ সকল প্রাচীন মোড্এর বিবরণ হইতে, দেখা যায় যে, উপরোক্ত ডি–আদি বা রি–আদি মোড্ই পাশ্চাত্য ১ম, বা আদিম মোড্ ছিল। ঐ আদিম এবং অন্যান্য মোড্ দ্বারা প্রাচীন ইউরোপীয় সঙ্গীতের ঠাটের কার্য্য নির্ব্বাহ হইত। আধুনিক ভারতীয় ঠাটের তুলনায় কিন্তু ঐ সকল পাশ্চাত্য মোড্ † নিচয়ে, খরজ, প্রধান ইত্যাদি স্বর বিষয়ক পার্থক্য ছিল।

---

* Encyclopoedia Brittanica, 9th edn. (1884), Article *Music*, pp. 80—81 ঐ পুস্তকের ঐ স্থলে আরও উক্ত হইয়াছে যে, উপরোক্ত ৫ম সংখ্যক আসল, বা প্রামাণিক মোড্এ, বি—ফ্ল্যাট্ স্বরও ব্যবহৃত হইতে পারিত। শুদ্ধ গ অথবা শুদ্ধ নি স্থলে, যথাক্রমে অন্তর-গ এবং কাকলী-ন, কিম্বা ঐ উভয় শুদ্ধস্বর স্থলে, ঐ উভয় বিকৃত স্বরযুক্ত মূর্চ্ছনার কথা সং রং-এও উক্ত হইয়াছে, পূর্ব্বে (২৯০ পৃঃ) দেখাইয়াছি। গীতসূত্রসারকারও (২০৯, ২১০ আদি পৃষ্ঠায়) তদুদ্ভাবিত বিকৃতস্বরযুক্ত মূর্চ্ছনার নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

† গীতসূত্রসারকার ১২শ অঃ ১১৮ পৃষ্ঠায়, গ্রীসদেশীয় প্রাচীন ভিন্ন ভিন্ন স্বর-গ্রাম আখ্যা দিয়া, য়ুনানী, দোরিয়ানী গ্রাম ইত্যাদি পাশ্চাত্য প্রাচীন কয়েকটী গ্রামসহ, ভারতীয় প্রাচীন কয়টী মূর্চ্ছনার তুলনা করিয়া, যে সৌসাদৃশ্য দেখাইয়াছেন, ঐ স্থলে বর্ণিত, ঐ য়ুনানী, দোরিয়ানী ইত্যাদি গ্রাম, গ্রীক মোড্ সমূহের নাম অনুসারে আখ্যাত, পাশ্চাত্যে ব্যবহৃত, প্রাচীন ধর্ম্মযাজকীয় মোড্ সমূহের কথা যাহা উপরে বলিয়াছি, তাহাই। ঐ স্থলে, গীতসূত্রসারকার, ভারতীয় প্রাচীন শুদ্ধ সরিগমপধনি স্বরসপ্তককে, যথাক্রমে পাশ্চাত্য ডোরিমিফাসোল্লাসি স্বরসপ্তক স্থির করিয়া, তদনুসারে, এক একটী মূর্চ্ছনার, এক একটি ঐ মোড্ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এবং প্রত্যেক মূর্চ্ছনার, পূর্ব্বে (২৮৫, ২৮৬, ৩৮৫, ৩৮৬ আদি পৃঃ) উক্ত, ১৪ বা ১২ স্বর যুক্ত আকৃতি, অথবা যে যে স্বর মন্দ্র, মধ্য, বা তার সপ্তকস্থ তাহা, নির্দ্দেশ না করিয়া, এবং ঐ সকল পাশ্চাত্য মোড্ নিচয়ের খরজ, প্রধান ইত্যাদি স্বর নির্দ্দেশ না করিয়া, প্রত্যেক মূর্চ্ছনা ও মোড্এতে এক অষ্টক স্বর নির্দ্দেশ করিয়া, ঐ তুলনা করিয়াছেন। ঐ সকল মূর্চ্ছনার নামকরণেও শার্ঙ্গদেব নির্দ্দেশিত, আদি স্বর অনুযায়ী ষড়্জ গ্রামের মূর্চ্ছনার নাম, ঐ স্থলে গীতসূত্রসারকার দিয়াছেন। বস্তুতঃ পাশ্চাত্য প্রাচীন ঐ সকল মোড্এর প্রত্যেকটির, যেরূপ নিজস্ব খরজ, প্রধান ইত্যাদি স্বর নির্দ্দিষ্ট ছিল, পূর্ব্বে (৩৮৬ পৃঃ) বলিয়াছি, ভারতীয় প্রাচীন কোন মূর্চ্ছনার নিজস্ব বলিয়া, ঐরূপ খরজ, বা কোন প্রধান ইত্যাদি স্বর নির্দ্দিষ্ট ছিল না। গীত বিশেষ, বা গীতের শ্রেণী, যথা জাতি বিশেষ, বা রাগ বিশেষের জন্যই গ্রহ, অংশ, ন্যাস আদি স্বর নির্দ্দিষ্ট ছিল। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন সপ্তকস্থ স্বর বিষয়েও ঐ সকল প্রাচীন মোড্ ও মূর্চ্ছনার পার্থক্য ছিল। গীতসূত্রসারকার এক অষ্টক স্বর দিয়া ঐ স্থলে (১১৮ পৃঃ) যেরূপ দেখাইয়াছেন, তাহাতে ঐ সকল মূর্চ্ছনা ও মোড্এর স্বরান্তরপরম্পরারই তুলনা হয়। ঐরূপ তুলনা করিতে হইলে আর একটি বিষয় দেখিতে হইবে। গীতসূত্রসারকার স—নি স্বর নিচয়কে ডো—সি নির্দ্ধারণ করিয়া মোড্ নির্দ্দেশ করিয়াছেন বলিয়াছি। বস্তুতঃ প্রাচীন ভারতীয় শুদ্ধ সরিগমপধনি স্বরসপ্তক, যথাক্রমে পাশ্চাত্য রিমিফাসোল্লাসিডো স্বরসপ্তক স্থির হয়, অতঃপর তাহা দেখাইব। সুতরাং প্রাচীন ভারতীয়

ভারতের ও পাশ্চাত্যের প্রাচীন আদিম গ্রাম একই।

উপরোক্ত ডি-আদি মোড্, বা, ডি ই এফ্ জি এ বি সি, অথবা রিমিফাসোল্লাসিডো, পাশ্চাত্য প্রাচীন আদিম মোড্ ছিল দেখাইলাম। কার্ওয়েন মহাশয় দেখাইয়াছেন যে, আধুনিক পাশ্চাত্য সঙ্গীতে রি সুরের সম্পর্কে, লা সুর উৎপাদিত হইলে, তাহা এক অংশ কড়া অর্থাৎ 'লে' সুর রূপে উৎপাদন করিতে হয়, তাহাতেই উভয় সুরের সুমিল হয়।* ইহা হইতে, উপরোক্ত পাশ্চাত্য প্রাচীন আদিম, রি—আদি মোড্এর রি সম্পর্কে লা এক অংশ, কড়া হইত, অর্থাৎ রিমিফাসোল্লেসিডো পাশ্চাত্য প্রাচীন আদিম মোড্এর প্রকৃত রূপ ছিল, অনুমান করা যায়। এই রিমিফাসোল্লেসিডো মোড্এর সুরের অন্তর্গত স্বরান্তর যাহা, গীতসূত্রসারকার কর্ত্তৃক নির্দ্দেশিত পূর্ব্বে প্রদর্শিত, রি-ঠাটের স্বরান্তরও তাহাই। আবার ঐ রি-ঠাট, এবং প্রাচীন ষড়্জ গ্রাম অর্থাৎ প্রাচীন ভারতীয় আদিম গ্রাম যে একরূপই, তাহা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি। অতএব পাশ্চাত্য ও ভারতীয় প্রাচীন আদিম গ্রাম একরূপই, এবং উপরোক্ত রি-ঠাট, উভয়ের আধুনিক হিন্দুস্থানী সুরে গঠিত সংস্করণ স্থির হয়।

ঐ ষড়্জগ্রাম বা প্রাচীন ভারতীয় আদিম গ্রাম আধুনিক হিন্দুস্থানী ও পাশ্চাত্য সুরে, ন আদি, অর্থাৎ শার্ঙ্গদেবোক্ত উত্তরমন্দ্রা মূর্চ্ছনার সহিত পাশ্চাত্য রি-আদি, অর্থাৎ দোরিয়ানী মোড্এর স্বরান্তরপরম্পরারই তুলনা হয়। ঐরূপ শার্ঙ্গদেবোক্ত যথাক্রমে, রি গ ম প নি স্বর-আদি মূর্চ্ছনার সহিত, পাশ্চাত্য প্রাচীন ধর্ম্ম-যাজকীয় যথাক্রমে, মি ফা সোল্ লা ডো সুর আদি, অর্থাৎ যথাক্রমে, ফ্রীজিয়ানী, লীদিয়ানী, মিক্সলীদিয়ানী, য়োলিয়ানী, য়ুনানী মোড্ নিচয়ের স্বরান্তরপরম্পরার তুলনা হয়। ঐরূপ, সংরং উক্ত ধ-আদি মূর্চ্ছনার সহিত ঐ পাশ্চাত্য সি-আদি মোড্এর, ঐ প্রকার তুলনা হয়। সি-আদি অথবা (ডো-সি স্থলে সি-বি নাম হইলে) বি-আদি মোড্এর উল্লেখ গীতসূত্রসারকার করেন নাই, কপ্তান্ উইলিয়ার্ড মহাশয়, (*Music of Hindostan*, at I,47) ঐ মোড্এর নাম লোক্রীয়ানী (Locrian) মোড্ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। গীতসূত্রসার লেখার পর প্রকাশিত সম্পূর্ণ সঙ্গীত-রত্নাকর, রাগবিবোধ আদি, গ্রন্থ দৃষ্টে মৎকর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত প্রাচীন শুদ্ধস্বরসপ্তকের অর্থ হইতে, উপরোক্ত তুলনাই স্থির হয়।

গীতসূত্রসারকার, প্রাচীন মূর্চ্ছনা সহ পাশ্চাত্য প্রাচীন মোড্ এবং আধুনিক ঠাটের তুলনা যাহা করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। তিনি আধুনিক ঠাট, বা ইংরাজি মোড্ অর্থে মূর্চ্ছনা ব্যবহার করিয়াছেন, এবং প্রত্যেক মূর্চ্ছনার আদি-স্বর ঐ মূর্চ্ছনা বা ঠাটের ভিত্তি স্থির করিয়াছেন, পূর্ব্বে (২৮৪ পৃঃ) বলিয়াছি। তিনি ২০৯-২১০, ২১৪, ২২০ আদি পৃষ্ঠায়, ও (গীতসূত্রসার) ২য় ভাগের স্বরলিপিতে, তাঁহার নিজ উদ্ভাবিত মূর্চ্ছনার ও তৎকর্ত্তৃক আধুনিক সুরে প্রদর্শিত, অন্যান্য মূর্চ্ছনার, উপপত্তি ও কার্য্যিক ব্যবহারে, ঐ প্রত্যেক মূর্চ্ছনার আদি-স্বরকেই, তৎমূর্চ্ছনার খরজের সুর স্বরূপ স্থির করিয়াছেন ও ব্যবহার করিয়াছেন। বস্তুতঃ ঠাট স্বরূপ ব্যবহৃত হইলেও, খরজের সুর বলিয়া কোন সুর, ভারতীয় প্রাচীন কোন মূর্চ্ছনার ছিল না পূর্ব্বে (২৭৫, ২৮৪, ২৯৬ আদি পৃঃ) দেখাইয়াছি, এবং ইতঃপূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ঐ সকল মূর্চ্ছনার কোনটির নিজস্ব বলিয়া, কোন খরজের সুর, বা অন্য কোন প্রধান সুর ছিল না। পাশ্চাত্য প্রত্যেক প্রাচীন মোড্এর আদি-সুরই যে তাহার খরজের সুর ছিল, তাহাও নহে। খরজ, প্রধান ইত্যাদি সুরের, ঐ সকল মোড্ অন্তর্গত স্থান বিষয়ক পার্থক্য, ঐ সকল মোড্এ ছিল, তাহা ইতঃপূর্ব্বে (উপরে) বলিয়াছি।

* *Standard Course*, by J. Curwen, VI, P. 112.

যেরূপ পরিবর্ত্তন হয়, তাহা, ভারতীয় সুরের এক অষ্টকে ২২ শ্রুতির হিসাব, ও পাশ্চাত্য সুরের ৫৩ অংশ দিয়া হিসাব সহ, নিম্নে প্রদর্শন করিলাম :—

প্রচীন ষড়্জ গ্রাম :— স ৩ রি ২ গ ৪ ম ৪ প ৩ ধ ২ নি ৪ স'
তদ্বৎ হিন্দুস্থানী সুর :— র ৩ গ ২ ম ৪ প ৪ ধ ৩ ন ২ স' ৪ র'
তদ্বৎ পাশ্চাত্য সুর :— রি ৮ মি ৫ ফা ৯ সোল্ ৯ লে ৮ সি ৫ ডো' ৯ রি'

উপরে যে তুলনা করিলাম, তাহাতে স্বরান্তর পরম্পরার মিল এর বিষয়ই প্রদর্শিত হইয়াছে। পাশ্চাত্য প্রাচীন মোড্ এবং ভারতীয় প্রাচীন গ্রাম ও মূর্চ্ছনা নিচয়ে, গ্রহের সুর, প্রধান ইত্যাদি সুর, বিষয়ক পার্থক্য ছিল, তাহা বলিয়াছি।

হিন্দুস্থানী আদিম গ্রাম, প্রাচীন মূর্চ্ছনাবিশেষ, এবং আধুনিক পাশ্চাত্য আদিম স্কেল্, প্রাচীন পারিপার্শ্বিক মোড্বিশেষ। আধুনিক হিন্দুস্থানী স্বাভাবিক বা আদিম গ্রাম, বা আদিম ঠাট যাহা, প্রাচীন হিসাবে নি-আদি, বা রজনী-মূর্চ্ছনাও তাহাই ইতঃপূর্ব্বে দেখাইয়াছি। পাশ্চাত্য আধুনিক স্বাভাবিক স্কেল্ অর্থাৎ সি ডি ই এফ জি এ বি অথবা ডো রি মি ফা সোল্ লা সি স্কেল্, পূর্ব্বোক্ত পাশ্চাত্য প্রাচীন ধর্ম্মযাজকীয় ৫ম সংখ্যক আসল বা প্রামাণিক মোড্এর পারিপার্শ্বিক (৬ষ্ঠ সংখ্যক, সি-আদি) মোড্, তাহাও দেখাইয়াছি। এতদ্দৃষ্টেই ক্যাপ্ট্যাণ্ড ওয়েল্ড্ মহাশয় বোধ হয় বলিয়াছেন যে, "সি-আদি স্কেলই আদিম স্কেল্ এবং তাহা হইতে ডি-আদি, এফ্-আদি ইত্যাদির উদ্ভব হইয়াছে, এবং ঐ ডি-আদি ইত্যাদি, সি-আদি হইতে উৎপন্ন মোড্, ইহাই প্রচলিত মত, কিন্তু ন্যায়ানুসারে, ঐ সি-আদি, ঐ ডি-আদিরই একটি মোড্" (বা রকমারী গঠন) "তাহা বলা যায় এবং ঐতিহাসিক হিসাবেও ঐ উক্তি অধিকতর সঠিক হইবে।" * এতদ্দৃষ্টে বুঝা যায় যে প্রাচীন ভারতীয় ও পাশ্চাত্য আদিম গ্রাম একরূপই ছিল, কালে সে প্রথার পরিবর্ত্তন হইয়া আধুনিক হিন্দুস্থানী ও পাশ্চাত্য স্বাভাবিক গ্রাম অন্য এক প্রকারের স্থির হইয়াছে। ভারতীয় প্রাচীন স্বরনিচয়সহ আধুনিক হিন্দুস্থানী স্বাভাবিক গ্রামের আর এক প্রকারে তুলনা করা যাইতে পারে তাহাই একণে দেখাইব।

ষড়্জ ও মধ্যম সাধারণ ও হিন্দুস্থানী স্বাভাবিক গ্রাম। ষড়্জ গ্রামে, ষড়্জ ও মধ্যম সাধারণদ্বয় যুগপৎ প্রয়োগ করিলে, অর্থাৎ ঐ সাধারণদ্বয়ের সব কয়টি বিকৃত স্বর, তদ্বৎ শুদ্ধ স্বরের পরিবর্ত্তে, ব্যবহার করিলে, তাহা আধুনিক প্রচলিত মতানুযায়ী, হিন্দুস্থানী স্বাভাবিক গ্রাম যাহা, তাহাই হয়। শ্রুতি অন্তর সহ, ইহা নিম্নে প্রদর্শন করিলাম।

প্রাচীন :— চ্যুত-স ২ চতুঃ-রি ৩ ত্রি-গ ২ চ্যুত-ম ৪ চতুঃ-প ৪ ধ ৩ ত্রি-নি ২ চ্যুত-স'
হিন্দুস্থানী :— স ৪ র ৩ গ ২ ম ৪ প ৪ ধ ৩ ন ২ স'

---

* *Music of Hindostan*, V, 135-136

ষড়্জ ও মধ্যম সাধারণের ঐরূপ যুগপৎ প্রয়োগ, বা তৎসহ আধুনিক হিন্দুস্থানী স্বাভাবিক গ্রামের স্বরান্তরপরম্পরার ন্যায় স্বরান্তরপরম্পরাযুক্ত, কোন প্রাচীন স্বরসপ্তকের সম্পর্কের কথা, কোন প্রাচীন গ্রন্থে দেখিতে পাই নাই। প্রাচীন সাধারণদ্বয়ের উপরোক্ত যুগপৎ প্রয়োগে প্রাচীন ও আধুনিক স্বরগ্রামের স রি গ ম প ধ নি সুরের নাম পরম্পরা স্থির থাকে, এতদ্দৃষ্টে, এবং প্রাচীন আদিম গ্রামের মৎপ্রদর্শিত পূর্ব্বোক্ত আধুনিক সংস্করণে, প্রাচীন শুদ্ধ স রি গ ম প ধ নি স্থলে, আধুনিক র গ ম প ধ ন স স্থির করিলে, সুরের নামের পরিবর্ত্তন হয়, তদ্দৃষ্টে, মৎপ্রদর্শিত ঐ আধুনিক সংস্করণ বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে। এই আপত্তির উত্তর এক্ষণে দিব।

নামসাম্য সত্ত্বেও প্রাচীন ও আধুনিক সুর বিভিন্ন।

প্রাচীন শুদ্ধ স্বরসপ্তকের নাম, ষড়্জ ঋষভ গান্ধার মধ্যম পঞ্চম ধৈবত নিষাদ, এবং তাহাদের সংজ্ঞা স রি গ ম প ধ নি (স০ র০ পুঃ পুঃ ১।৩।২৪-২৫)। আধুনিক হিন্দুস্থানী শুদ্ধস্বরসপ্তকের নাম ও সংজ্ঞাও ঐ ঐ (গীতসূত্রসার ১০ পৃষ্ঠা)। আবার আধুনিক কর্ণাটীয় স্বাভাবিক সুরসপ্তকের নাম ও সংজ্ঞাও ঐ ঐ। আধুনিক হিন্দুস্থানী ও কর্ণাটীয় শুদ্ধসুরসপ্তক যে বিভিন্ন, তাহা পূর্ব্বে (৩৬৮ আদি পৃঃ) দেখাইয়াছি। নামসাম্য সত্ত্বেও যখন উভয় বিভিন্ন, তখন একরূপ নাম দৃষ্টে, প্রাচীন ভারতীয়, ও আধুনিক হিন্দুস্থানী শুদ্ধস্বরসপ্তকের বিভিন্নতা বিষয়ে আপত্তি করার, কোন কারণ নাই। প্রাচীন বিভিন্ন গ্রন্থোক্ত, বিভিন্ন প্রাচীন বিকৃত স্বর সহ আধুনিক কর্ণাটীয় বিকৃত সুরেরও নামসাম্য আছে। ঐ নামসাম্য দৃষ্টে, উভয় যে একই তাহা অনুমান করারও কোন কারণ নাই। ইতঃপূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে পাশ্চাত্যে ডি-আদি বা রি-আদি মোড্ই প্রাচীন আদিম মোড্ ছিল, এবং সেই প্রথা পরিবর্ত্তিত হইয়া সি-আদি বা ডো-আদি মোড্ই, তত্রস্থ আধুনিক আদিম মোড্ বা স্বাভাবিক স্কেল্ হইয়াছে। ভারতেরও আদিম গ্রাম বা স্বাভাবিক স্বরসপ্তক পরিবর্ত্তিত হইয়া আধুনিক হিন্দুস্থানী একরূপ, ও কর্ণাটীয় আর একরূপ, শুদ্ধস্বরসপ্তক, বা স্বাভাবিক গ্রাম হইয়াছে, কিন্তু এই পরিবর্ত্তন সত্ত্বেও, ভারতীয় আধুনিক ঐ উভয় সঙ্গীতেই, শুদ্ধ স্বরসপ্তকের নাম ও সংজ্ঞা, ষড়্জ-আদি বা স-আদি প্রাচীনকালে যাহা ছিল, তাহাই রক্ষিত হইয়াছে * আধুনিক স্বাভাবিক

---

* নামসাম্য সত্ত্বেও প্রাচীন ও আধুনিক সুর পৃথক বিধায়, এক একটি প্রাণীর ধ্বনির সহিত এক একটি [illegible] কাল হইতে যাহা এ দেশে প্রচলিত আছে, তন্নির্দ্দিষ্ট সুরগুলি, যে আধুনিক সুর হইতে [illegible] হইবে। এতদ্বিষয়ক যে সংরত্নাকর বচন, গীতসূত্রসারকার (১২শ অঃ ১০৯ পৃঃ) উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা, সংরত্নাকরপুঃ ১।২।৪৪ ও ঐ পুঃ পুঃ ১।৩।৪৮ শ্লোক। উহার অর্থ, ময়ূর চাতক ছাগ ক্রৌঞ্চ কোকিল দর্দ্দুর (অর্থাৎ ভেক) এবং গজ (অর্থাৎ হস্তী) এই সাতটি (প্রাণী) যথাক্রমে ষড়্জ আদি সপ্ত (স্বর অর্থাৎ সরিগমপধনি) উচ্চারণ করে। ঐ স্বরসপ্তক যে সংরত্নাকরোক্ত প্রাচীন শুদ্ধ স্বরসপ্তক তাহা বুঝা যাইতেছে। অতএব, ঐ শ্লোক অনুসারে, ঐ সাতটি প্রাণী, যথাক্রম, আধুনিক হিন্দুস্থানী, র গ ম প ধ ন স সুরসপ্তক উচ্চারণ করে। সুতরাং কোকিল পঞ্চম স্বরে গান করে, এই উক্তি কোন প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে দেখিতে

হিন্দুস্থানী গ্রাম ও পাশ্চাত্য স্কেল্ একরূপই তাহা দেখাইয়াছি। কর্ণাটীয় সঙ্গীত, এ পুস্তকের আলোচ্য নহে, এ কারণ, ঐ সঙ্গীতের শুদ্ধ ও বিকৃত স্বর বিষয়ক আর অধিক আলোচনা এস্থলে করিলাম না।

মধ্যম-গ্রাম ও তাহার আধুনিক রূপ। ষড়্জ-গ্রাম ও মধ্যম-গ্রাম, ধরাতলে প্রচলিত ছিল, পূর্ব্বে বলিয়াছি। প্রাচীন শ্রুতি অন্তরের, পূর্ব্ব প্রদর্শিত আধুনিক হিসাব অনুসারে, ঐ মধ্যম-গ্রামের আধুনিক রূপ যাহা হয়, তাহা, প্রাচীন স্বরের শ্রুতি অন্তর, এবং আধুনিক হিন্দুস্থানী ও পাশ্চাত্য সুরের ৫৩ অংশের হিসাবসহ, নিম্নে প্রদর্শিত হইল :—

মধ্যম-গ্রাম :-		ম	৩	ত্রি-প	৪	চতুঃ-ধ	২	নি	৪	স১	৩	রি১	২	গ১	৪	ম১
তত্তৎ হিন্দুস্থানী সুর :—	প	৮	ধ	৯	ন	৫	স১	৯	র১	৮	গ১	৫	ম১	৯	প১	
তত্তৎ পাশ্চাত্য সুর :—	সোল্	৮	লা	৯	সি	৫	ডো১	৯	রি১	৮	মি১	৫	ফা১	৯	সোল্১	

এস্থলে এবং ইতঃপূর্ব্বে, গ্রামসাধারণদ্বয়ের যুগপৎ প্রয়োগ বিষয়ক আলোচনায়, ত্রিশ্রুতিঃ ও চতুঃশ্রুতিঃ, সংক্ষেপে, যথাক্রমে ত্রি এবং চতুঃ-, এইভাবে লিখিয়াছি। অতঃপরও ঐরূপে সংক্ষেপে লিখিব।

সং রং ব্যবহৃত, ও তৎপূর্ব্ববর্ত্তী, ঠাট, শুদ্ধ ও বিকৃত স্বর, ও তাহাদের আধুনিক রূপ। শার্ঙ্গদেব, ঠাটের কার্য্যে, মূর্চ্ছনার ব্যবহার করিয়াছেন, পূর্ব্বে (২৮৬, ২৯৬ ইঃ পৃঃ) বলিয়াছি। সাধারণতঃ তিনি তাহাই করিয়াছেন, জাতিবিশেষ, বা রাগবিশেষের ঠাটের কার্য্য, তিনি কেবল ষড়্জ বা মধ্যম গ্রাম দিয়াও করিয়াছেন। মূর্চ্ছনা দিয়া ঠাট নির্দ্দেশ কালেও স্থলবিশেষে ধ-আদি, বা স-আদি, বা রি-আদি মূর্চ্ছনা, এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন, ঐ সকল ক্ষেত্রে সং রং এর অন্যান্য স্থলে প্রদত্ত উপপত্তি হইতে, ঐ সকল মূর্চ্ছনার গ্রাম নির্দ্ধারণ করিতে হইবে, পূর্ব্বে (২৭৬, ২৮৭, ২৯৭ ইঃ পৃঃ) বলিয়াছি। স্থলবিশেষে, গ্রাম দিয়া ঠাট নির্দ্দেশিত হইলেও, জাতি বা রাগ আদির লক্ষণে (অর্থাৎ উপপত্তিতে), ঐ গ্রাম স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত হয় নাই। সং রং প্রদত্ত

পাইলে, ঐ স্বর, আধুনিক পঞ্চম নহে, তাহা আধুনিক হিন্দুস্থানী ধ্ব, অথবা, ধ্ব-ধ সূক্ষ্ম পার্থক্য ছাড়িয়া দিলে, তাহা আধুনিক ধ বা ধৈবত সুর, এইরূপ বুঝিতে হইবে। ঐরূপ রঘুবংশ ১।৩৯ শ্লোকে কালিদাসোক্ত "ষড়্জ সংবাদিনীঃ কেকা দ্বিধা ভিন্নাঃ শিখণ্ডিভিঃ" বচনে, ময়ূরগণ কর্ত্তৃক, ষড়্জ তুল্য শব্দ উৎপাদন করার কথা, যাহা বর্ণিত হইয়াছে, ঐ ষড়্জ আধুনিক হিন্দুস্থানী রি বা ঋষভ সুর, তাহাই স্থির করিতে হইবে ঐ স্থলে কালিদাসোক্ত "দ্বিধা ভিন্নাঃ" ষড়্জ অর্থে টীকাকার মল্লিনাথ বলিয়াছেন, শুদ্ধ ও বিকৃত ভেদ অথবা চ্যুত অচ্যুত ভেদ এই দ্বিবিধ, ষড়্জের সাদৃশ্যে ব্যক্তীকৃত, ময়ূরের রবও দ্বিবিধ, যথা—"........দ্বিধা ভিন্নাঃ। শুদ্ধবিকৃতভেদেনাবিকৃতাবস্থায়াং চ্যুতাচ্যুতভেদেন বা ষড়্জো দ্বিবিধঃ, তৎসাদৃশ্যাৎ কেকা অপি দ্বিধা ভিন্না ইত্যুচ্যতে। ষড়্জেন সংবাদিনী, সদৃশী। ......"(রঘুবংশ ১,৩৯, মল্লিনাথ টীকা)। ঐ শুদ্ধ ও বিকৃত, অথবা চ্যুত ও অচ্যুত ষড়্জদ্বয় কিরূপ, তাহা পূর্ব্বে (২৭০ আদি পৃঃ) দেখাইয়াছি। এইরূপে প্রাচীন, সংস্কৃত সঙ্গীত শাস্ত্রের সাহায্য না লইলে, সাহিত্য ও অন্যান্য বিষয়ক, সংস্কৃত গ্রন্থের, অনেক বিষয় সম্যকরূপে বুঝা যায় না।

উদ্দেশ, ও অন্যান্য উপপত্তি হইতে, তাহা স্থির করিতে হইবে। * মূর্ছনা, বা গ্রাম, যাহা দিয়াই সং রং এ ঠাট নির্দ্দেশিত হউক, ঐ সকল ঠাট সম্পূর্ণ, ষাড়ব, বা ঔড়ব, তাহা, সং রং প্রদত্ত উপপত্তি হইতে স্থির করিতে হইবে। সং রং এ জাতি ও রাগনিচয়ের লক্ষণে. বিশেষ বিধি দ্বারাই. সাধারনতঃ ষাড়ব ও ঔড়ব, এবং যে যে স্বর লোপ হইয়া ঐ ষাড়ব বা ঔড়ব, তাহা নির্দ্দেশিত হইয়াছে। স্থলবিশেষে জন্য-রাগে তাহা নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। ঐ সকল জন্যর, জনক রাগের উপপত্তি দৃষ্টে, ঐ সকল জন্য-রাগ, সম্পূর্ণ, ষাড়ব বা ঔড়ব, এবং যে যে স্বর লোপে ষাড়ব বা ঔড়ব, তাহা স্থির হইবে, এবং জন্য-রাগের উপপত্তিতে বিশেষ বিধি দ্বারা নির্দ্দিষ্ট, ষাড়ব, ঔড়ব, বিকৃত স্বর, স্বর বিশেষের লোপ ইত্যাদি লক্ষণ, ব্যতীত, তৎ জনক রাগের অন্যান্য সমস্ত লক্ষণ, ঐ জন্য-রাগে বর্ত্তিবে (সং রং ২।২।৭০—৭১টী০)। ঐ ষাড়ব, ও ঔড়বার্থে, যে যে গ্রামে যেরূপ, ও যে কয়টি, স্বর লোপ, কার্য্যতঃ হইতে পারিত, তাহা পূর্ব্বে (২৯৭-২৯৮ ইঃ পৃঃ) বলিয়াছি। মূর্ছনা দিয়া ঠাট নির্দ্দেশেও, প্রত্যেক গ্রামের উক্ত স্বরলোপ বিষয়ক বিধি অনুসারেই তৎগ্রামের মূর্ছনা, ষাড়ব অথবা ঔড়ব হইত। ষাড়ব ও ঔড়বার্থ, এই স্বরলোপ বিষয়ক বিধি, শার্ঙ্গদেব, শুদ্ধতান লক্ষণ বর্ণন কালে দিয়াছেন। † মার্গ সংগীতে মূর্ছনা ও শুদ্ধতান, উভয় দিয়াই ঠাট নির্দ্দিষ্ট হইত, এবং ঐ সংগীতে, ঐ মূর্ছনা ও শুদ্ধতান বিষয়ক খুব বাঁধাবাঁধি নিয়ম ছিল। ‡ প্রাচীন সংগীতের উপপত্তির অঙ্গীভূত ঐ

---

* যথা,—সং রং ২।১।১৬—১৮ উদ্দেশএ বর্ণিত, অন্য রাগ হইতে জনিত নয় এইরূপ, ২০টি রাগের অন্তর্গত, ২।২।:৩১-১৭০ প্রদত্ত, দশটি প্রসিদ্ধ রাগের লক্ষণ মধ্যে ২।২।১৬১-১৬৩,১৬৬,১৬৭-১৬৯ প্রদত্ত, ৭টির উপপত্তিতে, তাহাদের ষড় জ বা মধ্যম গ্রাম, তাহাই উক্ত হইয়াছে কোন মূর্চ্ছনা উক্ত হয় নাই। ঐ দশটির অন্তর্গত ২।২।১৬৪-১৬৫ বর্ণিত দুইটির উপপত্তিতে কোন গ্রাম বা মূর্ছনার উল্লেখ নাই, পূর্ব্ববর্ত্তী ২।২।১৬৩ শ্লোকে দ্বিতীয় বঙ্গাল রাগের মধ্যম গ্রাম উল্লেখ, এবং ঐ ১৬৪-১৬৫ বচন, ঐ ১৬৩ বচনেরই পরিশিষ্ট স্থির করিয়া, ঐ রাগদ্বয়ের গ্রাম মধ্যম, তাহা স্থির করিতে হইবে। ঐ দশটির অন্তর্গত, আন্ধ্রপঞ্চম রাগের ২।২।১৭০ উপপত্তিতে গ্রাম বা মূর্ছনার উল্লেখ নাই, ঐ উপপত্তিতে ঐ রাগ, মধ্যমা ও আন্ধ্রী জাতিদ্বয় হইতে উৎপন্ন দৃষ্টে, এবং ঐ জাতিদ্বয়ের গ্রাম, মধ্যম (সং রং ১।৭।১৭) দৃষ্টে, ঐ রাগের গ্রাম মধ্যম, নির্দ্ধারিত হইবে। জাতি সমূহের, সং রং ১।৭।৩১-১১১ প্রদত্ত লক্ষণ মধ্যে, অধিকাংশ জাতির, ধ-আদি, বা রি-আদি ইত্যাদি মূর্ছনা, এইভাবে, মূর্ছনা বর্ণিত হইয়াছে, এবং স্থলবিশেষে (যথা, ঐ ৮০-৮১ বচনে ষড় জ-কৈশিকী জাতির) কোন মূর্ছনা নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। সং রং ১।৭।১৭ বচনে, সাধারণ ভাবে, সকল জাতির গ্রাম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা হইতে, যে যে জাতির যে যে গ্রাম তাহা, (এবং ঐ জাতির ষড় জ গ্রাম), নিরূপিত হইবে।

।U২ † সং রং কঃপৃঃ ১।৩।১৯টী০ ও পৃঃপৃঃ২।২।৭১টী০১৬২ পৃঃ। ঐ ১৬২ পৃঃ টীকায় 'শুদ্ধতালনলক্ষণে' পাঠ ভুল, তাহা 'শুদ্ধতানলক্ষণে' হইবে।

‡ মার্গে মূর্ছনাতানাঃ স্থানে শ্রুতিনীতিঃ :। মার্গে থালয়া জাতিন তি কূটা দীপর্যীগিন: ॥ [illegible] বং পুঃ পুঃ ১।৪।৫০॥ কঃ পুঃ ১।৪।৮২।

অর্থাৎ গান্ধর্ব (অর্থাৎ মার্গ সং রং কঃ ? ।৮২টী০, অপৌরুষেয় সং রং পুঃপুঃ৩।১-২ ও টী০) সঙ্গীতে, মূর্ছনা ও শুদ্ধ তান, শ্রেয়ঃ লাভের জন্য, শ্রুতি (অর্থাৎ বেদ) ও স্মৃতি দ্বারা নির্দ্দিষ্ট ছিল, এবং গানে, অর্থাৎ

শুদ্ধতান (এবং তৎসহ কূটতান আদি) বুঝাইবার উদ্দেশ্যেই, শার্ঙ্গদেব তদ্বিষয়ক উপপত্তি দিয়াছেন বুঝা যায়। তিনি ব্যবহারিক রাগ আদির উপপত্তিতে, ঠাটের কার্য্য, গ্রাম ও মূর্ছনা দিয়া করিয়াছেন, তৎকার্য্যে শুদ্ধতান ব্যবহার করেন নাই, এবং গ্রাম বা মূর্ছনাতেই, এক বা দুই স্বরলোপ বিষয়ক বিশেষ বিধি দ্বারা, ষাড়ব এবং ঔড়ব ঠাট নিষ্পন্ন করিয়াছেন। শার্ঙ্গদেবোক্ত, ঐ শুদ্ধতানসমূহ, শুদ্ধা শ্রেণীর (অর্থাৎ গ্রামস্থ অপরিবর্ত্তিত স্বরযুক্ত) মূর্ছনার ষাড়ব বা ঔড়ব অবস্থা পূর্ব্বে (২৯১ পৃঃ) বলিয়াছি। অতএব, শার্ঙ্গদেব, ঐ শুদ্ধতান, ঐ শুদ্ধা মূর্ছনারই অন্তর্ভূত করিয়া ব্যবহার করিয়াছেন তাহা বুঝা যায়। শার্ঙ্গদেবের পূর্ব্ববর্ত্তী, মতঙ্গ এবং দত্তিল, অন্যরূপে চতুর্ব্বিধ মূর্ছনা বিভাগ করিয়াছিলেন, তাহাতে মূর্ছনার বিভাগ মধ্যেই, সম্পূর্ণ, ষাড়ব, ও ঔড়ব ছিল।* ইহা হইতে বুঝা যায় যে, প্রাচীনকালে, আধুনিক

বাগ্গেয়কার (অর্থাৎ ওস্তাদ, এবং কথা ও সুর রচনায় পারদর্শী মনুষ্য, সং৽র৽৩।২-১১) রচিত দেশী গানে (ঐ ৪।৩টী৽), উপযুক্ত স্থান (অর্থাৎ রঞ্জক স্থান, অথবা মন্দ্র মধ্য তার আদি স্থান সং৽র৽কঃপুঃ১।৩।৮২টী৽) প্রাপ্ত হইয়া, কূটতানও ব্যবহৃত হইত। ঐ কূটতানের কথা, এবং তাহার অর্থ স্বর উচ্চারণ, পূর্ব্বে (২৯১ ইঃ পৃঃ) বলিয়াছি। সুতরাং ঐ কূটতান অর্থে ঠাট নহে। উপরোক্ত সংগীত অর্থে গীত, বাদ্য, নৃত্য (সং৽র৽ পুঃপুঃ১ ১।২১)। এই ত্রয়ের কার্য্যেই উপরোক্ত মূর্ছনা এবং শুদ্ধতান বিষয়ক বাঁধাবাঁধি নিয়ম ছিল বুঝিতে হইবে। কল্লিনাথও (সং৽র৽২।২।৩১টী৽১৬৪-১৬৫ পৃঃ) মতঙ্গ এবং কশ্যপ বচন উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, প্রাচীন সংগীতে (অর্থাৎ গীত, বাদ্য, ও নৃত্য ত্রয়ে) জাতি, মূর্ছনা, তথা তাল, ছন্দ, পদ (অর্থাৎ কথা বা বাণী), এবং (প্রাতঃকাল সন্ধ্যাকাল, আদি) সময়, নাটকের (আদি, মধ্য প্রভৃতি) বিভাগ, ইত্যাদি বিষয়ক বিধি, আপ্তবচন দ্বারা নির্দ্ধারিত ছিল, এবং ঐ নিয়মের এতটা কড়াকড়ি ছিল যে উক্ত বিধি অনুসারে ঐ মার্গ সঙ্গীত (অর্থাৎ গীত, বাদ্য, নৃত্য) সম্পাদিত হইলে রঞ্জক হইয়া, শুধু দৃষ্ট ফল লাভ হইত না, ঐ সকল বিধি অনুসারে তাহা যথাযথ সম্পাদিত হইলে, শ্রেয়ঃ অর্থাৎ অভ্যুদয়, কল্যাণ আদি, অদৃষ্টফল লাভও হইত (সং৽র৽পুঃপুঃ১।১।২২-২৩ ও টী৽, ১।৪।৮০ ও টী৽, ১।৭।১১২-১১৩ ও টী৽, ১।৮।১০, ৫।১৯৮) এবং উৎপাদনে ঐ নিয়মের ব্যতিক্রম হইলে, অরঞ্জক হইয়া, দৃষ্ট ফল লাভের অভাব কেবল হইত না, তদ্ব্যতীত প্রত্যবায়ও (অর্থাৎ পাপও) হইত (সং৽র৽১।৭।১১২-১১৩টী৽)। দেশী সঙ্গীতের ঐরূপ আঁটাআঁটি নিয়মবন্ধন ছিল না, ঐ সঙ্গীতের রূপ, উপপত্তি, ও ব্যবহার, বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রকারের ছিল (সং৽র৽পুঃপুঃ২।১।২১-২৩, ২।২।১৬১ টীকা ২১৮ পৃঃ) এবং দেশী রাগে শ্রুতি, স্বর, (অর্থাৎ শুদ্ধ ও বিকৃত স্বরের সং৽র৽ আদি গ্রন্থোক্ত শ্রুতি অন্তর বিষয়ক প্রাচীন নিয়ম), গ্রাম, জাতি আদি বিষয়ক নিয়ম বন্ধন ছিল না ও ঐ রাগের আকৃতি নানা দেশে নানারূপ ছিল পূর্ব্বে (২৮৩ পৃঃ) তদ্বিষয়ক বচন উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি। দেশী সঙ্গীত উৎপাদনে, শাস্ত্রীয় নিয়মের ব্যতিক্রম হইলে, প্রত্যবায় হইত না, ঐ সঙ্গীত বিষয়ক যথাযথ নিয়মের ব্যতিক্রম হইলে অরক্তি, অর্থাৎ রঞ্জনের অভাব এই দৃষ্ট ফলই হইত (সং৽র৽৬।৩৩৪-৩৩৬ ও টী৽)।

* সং৽র৽কঃপুঃ ১।৩।১৯ টীকায়, মতঙ্গ এবং দত্তিল বচন উদ্ধৃত করিয়া সিংহভূপাল দেখাইয়াছেন যে, মতঙ্গ ও দত্তিল, (১) পূর্ণা, অর্থাৎ সম্পূর্ণ ৭ সুর দিয়া যাহা গাহা হয়, (২) ষট্ (অর্থাৎ ৭টির মধ্যে একটির লোপ হইয়া ৬) সুর দিয়া যাহা গাহা হয়, (৩) পঞ্চ (অর্থাৎ ৭টির মধ্যে দুইটির লোপ হইয়া ৫) সুর দিয়া যাহা গাহা হয়, এবং (৪) সাধারণী, অর্থাৎ কাকলী-নি ও অন্তর-গ দিয়া যাহা গাহা হয়, এরূপে চতুর্ব্বিধ মূর্ছনা বিভাগ করিয়াছেন।

কালের ন্যায়ই সম্পূর্ণ, ষাড়ব এবং ঔড়ব এই তিন প্রকার ঠাট ছিল, এবং ঐ ত্রিবিধ ঠাটের কার্য্যই. ঐ সকল প্রাচীন গ্রন্থকারেরা, মূর্ছনা অথবা গ্রাম দিয়া নিষ্পন্ন করিয়াছেন। প্রাচীন ঐ সকল ঠাটে, খরজের সুর বলিয়া কোন সুর ছিল না, এবং গ্রাম বা মূর্ছনা দিয়া নির্দ্দিষ্ট. ঠাটে, তৎগ্রাম বা মূর্ছনার আদি-সুর, বা স সুর, খরজের সুর স্বরূপ তৎকালে ব্যবহৃত হইত না, গীতবিশেষ, বা রাগবিশেষেই গ্রহ, ন্যাস আদি স্বর নির্দ্দিষ্ট ছিল, এবং স্থায়ী, অংশ বা বাদী স্বরের প্রাধান্য ছিল, পূর্ব্বে (২৭৫, ২৮৪, ২৯৬, ৩৮৭, ইঃ পৃঃ) বলিয়াছি। শার্ঙ্গদেব ব্যবহৃত সম্পূর্ণ, ষাড়ব, এবং ঔড়ব ঠাটের কথা বলিলাম। সং০র০ ও তৎপূর্ব্ববর্ত্তী ঠাটে, বিকৃত স্বরের প্রয়োগ বিষয়ক ব্যবহারের কথাও পূর্ব্বে (১৯৭-২৯৮ ইঃ পৃঃ) দেখাইয়াছি। সং০র০এ, জাতি, এবং মার্গ ও দেশী উভয়বিধ রাগ, আদি, ব্যাবহারিক গীতের বা গীতশ্রেণীর লক্ষণ (অর্থাৎ, উপপত্তি), ও স্বরলিপি দিয়া প্রদত্ত, দৃষ্টান্তে অথবা (সং০র০৬।৩২৬-৪০০ বচনে) কিংনরী বীণায় এবং (ঐ ৬।৬৬৭-৭৮০ বচনে) বংশে, কতকগুলি রাগ বাদনের শ্লোকাকারে লিখিত, দৃষ্টান্তে গ্রাম বা মূর্ছনা যাহা দিয়াই ঠাট নির্দ্দিষ্ট হউক না, ষাড়ব এবং ঔড়ব স্থলে, এবং বিকৃত স্বর ব্যবহার বিষয়ে, উপরোক্ত বিধিই প্রতিপালিত হইয়াছে। এক্ষণে, ধরাতলে প্রচলিত, সং০র০ ও তৎপূর্ব্ববর্ত্তী কালের, রাগ আদির ঠাট, যেরূপে গঠিত হইত, তাহা সংক্ষেপে দেখাইব।

প্রাচীন শাস্ত্রে, মার্গ, গীত রাগ আদির ঠাট, মূর্ছনা অথবা শুদ্ধতান দিয়া নির্দ্দিষ্ট হইত। শার্ঙ্গদেব, ও তৎপূর্ব্ববর্ত্তী, মতঙ্গ দত্তিল আদি, ঐ শুদ্ধতান, মূর্ছনারই অন্তর্ভূত করিয়াছেন এবং তাঁহারা ষড়্জ বা মধ্যম গ্রাম, বা ঐ উভয় গ্রামের মূর্ছনা দ্বারা, ঠাট নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্রাচীন রাগ, জাতি আদি, গীতশ্রেণীর ঠাটে, কেবল মধ্যম গ্রাম বা ঐ গ্রামের মূর্ছনায়, ঐ গ্রামস্থ ত্রি-প, এবং ষড়্জ ও মধ্যম গ্রাম বা ঐ গ্রামদ্বয়ের মূর্ছনায়, গ এবং নি দ্বয়ের এক বা উভয়ের শুদ্ধ অবস্থার পরিবর্ত্তে, যথাক্রমে, অন্তর-গ এবং কাকলী-নি এই বিকৃতি, এইরূপে ৭টি শুদ্ধ ও ৩টি বিকৃত, * মোট ১০টি স্বর মাত্র, ব্যবহৃত হইয়াছে, এবং এক শ্রুতি অন্তরের স্বর বিশিষ্ট কোন ঠাট ব্যবহৃত হয় নাই। অবশ্য সং০র০ এ (৩।৮৫ ইঃ বচনে) বিভিন্ন

---

* শার্ঙ্গদেব ১২টি বিকৃত স্বরের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা (১১৫, ২৭০, ২৭২ ইঃ পৃঃ) গীতসূত্রসারকার, ও মৎকর্ত্তৃক প্রদর্শিত হইয়াছে। তন্মধ্যে চতুঃ-ধ, অচ্যুত-স, অচ্যুত-ম, চতুঃ-রি, চতুঃ-প, এই ৫টি স্ব স্ব শ্রুতিচ্যুত হইয়া প্রকৃত প্রস্তাবে তত্তৎ শুদ্ধ হইতে ভিন্ন নহে, পূর্ব্বে (২৬৭, ২৯৪ ইঃ পৃঃ) দেখাইয়াছি। তদ্ব্যতীত ষড়্জ-সাধারণের ত্রি-নি ও চ্যুত-স, এবং মধ্যম-সাধারণের চ্যুত-ম ও ত্রি-গ, এই বিকৃত চতুষ্টয়ের উপপত্তি, শার্ঙ্গদেব দিয়াছেন, কিন্তু ব্যাবহারিক প্রয়োগ করেন নাই, তাহা (৫২৮-৩৩৫ পৃঃ) দেখাইয়াছি, এবং তাহার হেতু নির্দ্দেশও তথায় করিয়াছি। ১২টি বিকৃতের মধ্যে, ঐ ৯টি বাদে, ত্রি-প, অন্তর-গ, এবং কাকলী-নি এই বিকৃতত্রয়েরই শার্ঙ্গদেব, ব্যবহারিক প্রয়োগ করিয়াছেন তাহা, ও কূটতান ভেদ হইতে তাহার প্রমাণ, ও সিংহভূপাল এবং কল্লিনাথের তৎসাপক্ষে মত, পূর্ব্বে (২৯৪-২৯৭ ইঃ পৃঃ) দেখাইয়াছি। ঐ প্রসঙ্গে, ২৯৪ পৃঃ পাদটীকায় "এক স্বর ভেদে শুদ্ধ গ ও নি গণনা না হওয়ার ইহাই কারণ" বলিয়া যে উক্তি হইয়াছে, তাহা ভ্রম বশতঃ, বা মুদ্রাকর প্রমাদে অশুদ্ধ পাঠ হইয়াছে। ঐস্থলে, "এক স্বর ভেদে অন্তর-গ ও কাকলী-নি দ্বয়ের গণনা না হওয়ার ইহাই কারণ" এই শুদ্ধ পাঠ হইবে।

প্রকারের গমক যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, ঐরূপ বা অন্যান্য প্রকার, কম্পন আদি, ভূষণের কার্য্যে, আধুনিক কালের ন্যায়ই, এক শ্রুতি, বা তন্নিম্ন অন্তরের ধ্বনির প্রয়োগ হইত, তাহা সহজেই বুঝা যায়। ঐ সকল প্রাচীন সংগীতে, ষড়্‌জ-গ্রাম, বা ঐ গ্রামের মূর্চ্ছনায়, স, রি, প, নি চতুষ্টয়ের কোন একটি স্বরমাত্র লোপ হইয়া ষাড়ব ঠাট হইত, এবং স-প, গ-নি, রি-প, এই স্বরযুগলত্রয়ের মধ্যে কোন একটি যুগলের মাত্র লোপ হইয়া ঔড়ব ঠাট হইত, এবং মধ্যম গ্রাম, বা তৎগ্রামের মূর্চ্ছনায়, স, রি, গ ত্রয়ের কোন একটির মাত্র লোপ হইয়া ষাড়ব ঠাট, এবং রি-ধ, গ-নি স্বরযুগলদ্বয়ের কোন একটি যুগলের মাত্র লোপ হইয়া, ঔড়ব হইত। প্রাচীনকালে আধুনিক খ-জের সুরের ন্যায় কোন সুর ছিল না, অথবা স এর, কিম্বা, গ্রাম বা মূর্চ্ছনার আদি–স্বরের, খরজের সুর স্বরূপ প্রয়োগ ছিল না, তৎকালে গীতবিশেষ, বা রাগবিশেষ বা ঐরূপ গীতের শ্রেণী বিশেষেরই, নির্দ্দিষ্ট গ্রহ, অংশ, ন্যাস আদি স্বর বিষয়ক উপপত্তি ছিল, এবং গ্রাম বা মূর্চ্ছনা দিয়া নির্দ্দিষ্ট ঠাটের, আদি বা অন্য কোন স্বর, ঐ গ্রহ বা অংশ বা ন্যাস আদি স্বর হইতে পারিত।

ঐ সকল প্রাচীন ঠাটের কার্য্যে ব্যবহৃত, ষড়্‌জ ও মধ্যম ঐ উভয় গ্রাম ও ঐ গ্রামদ্বয়ের মূর্চ্ছনা, এবং মধ্যম-গ্রাম ও তৎগ্রামের মূর্চ্ছনার অন্তর্গত ত্রিশ্রুতিঃ-প, এই সকলের আধুনিক সুরের রূপ, পূর্ব্বে ঐ গ্রামদ্বয়ের আধুনিক সুরে পরিবর্ত্তন, যাহা দেখাইয়াছি, তাহা হইতে পাওয়া যাইবে। তদ্ব্যতীত, অন্তর-গ এবং কাকলী-নি বিকৃত স্বরদ্বয়ের, আধুনিক হিন্দুস্থানী ও পাশ্চাত্য সুরে পরিবর্ত্তন যাহা হয়, তাহা, প্রাচীন স্বরের শ্রুতি অন্তর ও আধুনিক সুরের ৫৩ অংশ হিসাবের অন্তরসহ, নিম্নে প্রদর্শিত হইল :—

প্রাচীন স্বর :—	রি	৪	অন্তর-গ	২	ম	···	ধ	৪	কাকলী–নি	২	স১
তত্তৎ হিন্দুস্থানী সুর :-	গ	৯	গী	৫	প	···	ন	৯	সী১	৫	র১
তত্তৎ পাশ্চাত্য সুর :—	মি	৯	ফা–সার্প	৫	সোল্	···	সি	৯	ডো১ সার্প্	৫	রি১

অন্তর-গ এবং কাকলী-নি, চারিশ্রুতিক হইয়া, যথাক্রমে, ম এবং স–এর তুল্য হয়, অর্থাৎ প্রাচীন গ–ম এবং নি-স১ যে অন্তর, প্রাচীন রি-অন্তরগ এবং ধ-কাকলীনি সেই অন্তর, শার্ঙ্গদেব বলিয়াছেন, পূর্ব্বে (২৬৯-২৭০ পৃঃ) দেখাইয়াছি। ঐরূপ পূর্ব্ববর্ত্তী সুরসহ সম্পর্কেই আধুনিক সুরে পরিবর্ত্তন, উপরে দেখাইয়াছি। অন্যান্য সুরের সম্পর্কেও, ঐ প্রাচীন বিকৃত স্বরদ্বয়ের, আধুনিক রূপ, দেখান যাইতে পারে, যথা, অতঃপর রা° বি° বসন্ত মেলের আধুনিক সুরে পরিবর্ত্তন যাহা দেখাইব, ঐ ভাবেও ঐ মেল অন্তর্গত, ঐ বিকৃত স্বরদ্বয়ের, আধুনিক সুরে পরিবর্ত্তন দেখান যাইতে পারে।

উপরে যেরূপ দেখাইলাম, ঐরূপে স° র°এর শুদ্ধ ও বিকৃত স্বর, আধুনিক সুরে পরিবর্ত্তন করিয়া, স° র° বর্ণিত রাগ আদির উপপত্তি ও স্বরলিপি, তথা, উপরোক্ত ৬টি শুদ্ধ ও ৩টি

বিকৃত স্বর মাত্র দিয়া গঠিত ঠাট, বুঝার, ও তৎসহ আধুনিক রাগের তুলনার পন্থা হইবে। * যন্ত্রে রাগ আদি বাদন বিষয়ক প্রাচীন প্রথা, ও যন্ত্রে তদুপযোগী স্বর স্থাপন প্রথা, এখনকার প্রথা হইতে, প্রাচীনকালে অন্যরূপ ছিল, এবং সেই কারণেই উপরোক্ত ১০টি মাত্র স্বর দিয়া রাগনিচয়ের ঠাট নির্দ্ধারণ, ও ঐ সকল রাগ বাদন তৎকালে সম্ভব ছিল। ক্রমে ঐ প্রথার পরিবর্ত্তন হইয়া, অতিরিক্ত বিকৃত স্বর, ও তৎসহ জটিল এবং কৃত্রিম ঠাট সমূহের উদ্ভব হইয়াছে। এক্ষণে ঐ প্রাচীন প্রথা কিরূপ ছিল তাহাই প্রথমে দেখাইব।

---

* ঐরূপে আধুনিক সুরে পরিবর্ত্তন করিতে হইলে, স০ র০ এ, শুদ্ধ স্বরের নাম ও সংজ্ঞা দ্বারা প্রদত্ত, লক্ষণ ও স্বরলিপি নিচয়ের স্বর সমূহের, শুদ্ধত্ব ও বিকৃতত্ব, তদ্‌গ্রন্থান্তর্গত উপপত্তি হইতে, নির্দ্ধারণ করিতে হইবে, তাহা পূর্ব্বে (২৭৬, ২৮০, ৩৩১ ইঃ পৃঃ) বলিয়াছি, এবং ঐ কার্য্য স্থলবিশেষে খুব দুরূহ, এবং স০ র০ ২।২।৩১ টীকায়, রাগের গ্রাম বিষয়ক, বিশেষতঃ শুদ্ধকৈশিকমধ্যম রাগের, গ্রাম বিষয়ক কল্লিনাথের উক্তি হইতে ঐ কার্য্য কিরূপ কঠিন, তাহা বুঝা যাইবে, তাহাও পূর্ব্বে (২৮৪-২৮৭, ২৯৭ ইঃ পৃঃ) বলিয়াছি। স০ র০ এর নানাস্থানে বিক্ষিপ্ত ভাবে, সাধারণ এবং বিশেষ বিধি দ্বারা, উপপত্তি প্রদত্ত হওয়ায়, ও অলঙ্কারযুক্ত ভাষায় শ্লোকে, ও বিভিন্ন স্থলে বিভিন্ন নামে ও বিভিন্ন বিশেষণ যুক্তে কোন কোন রাগের নাম উল্লিখিত হওয়ায়, এবং একই নামের বিভিন্ন রাগ থাকায়, তদুপরি অধুনা প্রাপ্তব্য পুস্তকে, স্থানে স্থানে অত্যধিক পাঠের ভুল থাকায়, উপরোক্ত কার্য্য অত্যন্ত জটিল ও দুরূহ হইয়াছে। শার্ঙ্গদেবের কালে, ঐ সকল রাগের নাম পরিচিত ছিল, তখন ঐ কার্য্য এরূপ কঠিন ছিল না। এক্ষণে, ঐ কার্য্যোদ্ধার কি উপায়ে সম্ভব হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিব।

<u>সংগীত-রত্নাকরে রাগের শ্রেণী বিভাগ</u>। স০ র০ এ <u>রাগ রাগিনী বিভাগ নাই</u>, সকলের নামই রাগ, এবং তাহাদের মধ্যে কতক রাগ অন্য রাগ হইতে জনিত নয়, এবং কতক রাগ অন্য রাগ হইতে জনিত, এরূপ বিভাগ, এবং তদ্ব্যতীত মার্গ ও দেশী রাগ, এই মূল শ্রেণী বিভাগ, আছে, এবং উক্ত জনিত রাগনিচয়কে 'জন্য' এবং যে যে রাগ হইতে তাহারা জনিত সেই সকল রাগকে 'জনক' রাগ বলিয়া উল্লেখ হইয়াছে। মার্গ রাগ মধ্যে, অন্য রাগ হইতে জনিত নয় এরূপ রাগ, তৎজনিত ভাষা রাগ, তৎজনিত বিভাষা রাগ, এবং তৎজনিত অন্তরভাষা রাগ, এই চতুর্ব্বিধ বিভাগ স০ র০ ২।১।৮-৪৬ বচনে, এবং দেশী রাগের, রাগাঙ্গ, ভাষাঙ্গ, ক্রিয়াঙ্গ, উপাঙ্গ এই চতুর্ব্বিধ বিভাগ স০ র০ ২।২।১-১৮ বচনে শার্ঙ্গদেব করিয়াছেন। ঐ ২।১।৮-৪৬ বচনোক্ত মার্গ শ্রেণীর অন্তর্গত, কতক কতক প্রসিদ্ধ রাগ, মতান্তরে দেশী রাগ, এ কথাও শার্ঙ্গদেব (ঐ ২।২।৩ বচনে) বলিয়াছেন, এবং অন্য রাগ হইতে জনিত নয়, এরূপ ৫৮টি এবং তাঁহার সম্মত (ঐ ২।১।৪৩) ৯৬টি ভাষা রাগ, ২০টি বিভাষা রাগ, এবং ৪টি অন্তরভাষা রাগ (ঐ ৪২-৪৩), মোট ১৭৮টি রাগ, মার্গশ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন, এবং তাঁহার পূর্ব্বকালে প্রসিদ্ধ ৩৪টি দেশী রাগ, ও তাঁহার কালে প্রসিদ্ধ ৫২টি দেশী রাগ, মোট ৮৬টি দেশী শ্রেণীভুক্ত রাগ, সর্ব্বমোট ২৬৪টি (ঐ ২।২।১৯) রাগের নাম, ও নানা মতানুযায়ী শ্রেণী বিভাগ সহ, ঐ সকল রাগের উদ্দেশ, স০ র০ ২।১।১-৪৬, ২।২।১-১৯ বচনে শার্ঙ্গদেব দিয়াছেন। মতঙ্গ মতে দেশী রাগ অনন্ত (স০ র০ ২।২।১৭-১৯ টীকোদ্ধৃত মতঙ্গ বচন), তন্মধ্যে কতক কতক প্রসিদ্ধ রাগেরই উদ্দেশ শার্ঙ্গদেব করিয়াছেন একথা কল্লিনাথ (ঐটী০) বলিয়াছেন। উপরোক্ত মার্গ তালিকাভুক্ত, অন্য হইতে জনিত নয় ঐ ৫৮টি রাগনিচয়কে, ৩০টি গ্রামরাগ (স০ র০ ২।১।৮-১৪), ৮টি উপরাগ (ঐ ১৪-১৫), ২০টি রাগ (ঐ ১৬-১৮), এই ত্রিবিধ বিভাগ করিয়া, তন্মধ্যে, যাষ্টিক মতে ১৫টি, এবং মতান্তরে আর ১টি, মোট যে ১৬টি, ভাষা আদি, জন্য রাগের জনক, তাহা (ঐ ২।১।১৮-২০, ৫০ বচনে) উল্লেখ করিয়া, ঐ ১৬টির প্রত্যেকটি

প্রাচীন তার বাঁধার প্রণালী ও ঠাট এখন হইতে বিভিন্ন ছিল, এতদ্বিষয়ক গীতসূত্রসারকারের অনুমান, ও ক্যাপ্টেন্ দে মহাশয়ের মতানুসরণে ক্লেমেন্ট্স্ মহাশয়ের মত, পূর্ব্বে (২৩২পৃঃ) দেখাইয়াছি। গীতসূত্রসারকারের ঐ অনুমান যে সম্পূর্ণরূপে সঠিক, তাহা বীণার, অর্থাৎ তারের যন্ত্রের তন্ত্রীতে সুর স্থাপন বিষয়ক স০র০-উক্তি, যাহা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি, এবং স০র০ এর ব্যাবহারিক রাগের ঠাটের কথা যাহা বলিলাম, তাহা হইতে বুঝা যায়। ঐস্থলে কিন্তু ক্লেমেন্ট্স্ উক্ত, ধ রি এবং গ সুরে, নায়কী তার সকল বাঁধার প্রাচীন প্রথার কথা, যাহা বলিয়াছি, তাহা, অর্থাৎ মুক্ত তন্ত্রীনিচয়ে ঐ ঐ সুর স্থাপনের কথা, স০ র০ বা অন্য কোন প্রাচীন সংস্কৃত সংগীত গ্রন্থে দেখিতে পাই নাই, তবে প্রাচীনকালে স এবং প বিকৃত হওয়া আদি বিষয়ক, ঐস্থলে মদুদ্ধৃত, গীতসূত্রসারকারের ও ক্লেমেন্ট্সের মত যে সঠিক, তাহা, স০র০ বর্ণিত বিকৃত স্বরের কথা যাহা বলিয়াছি তাহা হইতে বুঝিতে পারা যায়। শার্ঙ্গদেব ব্যবহৃত ঠাট, যে এখনকার ঠাট হইতে অন্য প্রকারের ছিল তাহাও দেখাইয়াছি। যন্ত্রে রাগ বাদনের প্রাচীন প্রণালী এখনকার প্রণালী হইতে পৃথক ছিল, এবং ঐ প্রাচীন প্রথা অনুসারেই তাৎকালিক ঠাট নিরূপিত হইয়াছিল। ঐ প্রথা প্রাচীনকালে কিরূপ ছিল, তাহাই এক্ষণে বলিব।

ধারাবাহিক ক্রমে লইয়া, প্রত্যেকটির ভাষা, তৎ বিভাষা, তৎ অন্তর ভাষা যে যে জন্য রাগ, তাহা, এবং জনক অনির্দ্দিষ্ট এরূপ, ১টি বিভাষা ও ৩টি অন্তরভাষা রাগ, (ঐ ২।১।৪১-৪২। এই ভাবে, ভাষা আদি ১২০টি মার্গ শ্রেণীভুক্ত, জন্য-রাগের, নাম দিয়া, তাহাদের শ্রেণীবিভাগ (ঐ ঐ ২।১।৮-৪৬ বচনে) শার্ঙ্গদেব করিয়াছেন। উপরোক্ত শার্ঙ্গদেবের কালের পূর্ব্বে প্রসিদ্ধ ৩৪টি, ও তাঁহার কালে প্রসিদ্ধ ৫২টি, এই উভয়বিধ দেশী রাগের উপরোক্ত রাগাঙ্গ আদি চতুর্ব্বিধ শ্রেণীবিভাগ সহ, তাহাদের নাম, স০ র০ ২।২।৩-১৯ বচনে তিনি দিয়াছেন। তন্মধ্যে, তাঁহার কালে প্রসিদ্ধ ৫২টি দেশী রাগের জনকের বিবরণ, উদ্দেশএ না দিয়া, তাহা ঐ সকল রাগের লক্ষণ প্রদানকালে, শার্ঙ্গদেব দিয়াছেন, অপর ৩৪টি দেশী রাগের লক্ষণ, বা তাহাদের জনকের বিবরণ, তিনি দেন নাই। <u>উদ্দেশএ বর্ণিত রাগনিচয়ের সবকয়টির লক্ষণ শার্ঙ্গদেব দেন নাই</u>, এবং উদ্দেশএ বর্ণিত নানা মত অনুযায়ী শ্রেণীবিভাগের, সব কয়টি দৃষ্টান্ত সহ লক্ষণও তিনি দেন নাই, এবং লক্ষণ প্রদান কালে, রাগনিচয়ের উদ্দেশে বর্ণিত পরম্পরা রক্ষা না করিয়া, নিম্নলিখিত নূতন পরম্পরাক্রমে তাহা দিয়াছেন, এবং উদ্দেশের তালিকার অতিরিক্ত রাগের, ও শ্রেণীবিভাগের লক্ষণও দিয়াছেন। তিনি প্রথমে, (স০র০ ২।২।২০-৬৬ বচনে (৩০টির মধ্যে) ১৭টি গ্রামরাগের, তৎপরে তাঁহার কালে প্রসিদ্ধ ৫২টি দেশী রাগের প্রত্যেকটি ধারাবাহিক ক্রমে লইয়া, ও প্রত্যেকটির পূর্ব্বে, তৎ জনক বা জনকের জনক বা তৎ জনক আদির, লক্ষণ সহ, ঐ ৫২টি প্রসিদ্ধ দেশী রাগের লক্ষণ স০ র০ ২।২।৬৭-১৬০ বচনে দিয়াছেন। ঐ ৫২টির জনকভুক্ত, ১২টি গ্রাম রাগ, ২টি উপরাগ, ও তত্তৎজনিত ৯টি ভাষা ও ২টি বিভাষা রাগ, শার্ঙ্গদেব কৃত মার্গরাগ তালিকার, মোট ঐ ২৫টি রাগের লক্ষণ তথায় আছে। ঐ দেশী রাগনিচয়ের জনক ঐ ১২টি গ্রাম রাগ মধ্যে, শুদ্ধকৈশিকমধ্যম, মধ্যমগ্রাম, শুদ্ধষাড়ব এই তিনটি, গ্রামরাগ, উপরোক্ত ১৭টি জনকের অতিরিক্ত, এবং ঐ তিনটি গ্রামরাগের লক্ষণ উপরোক্ত বচন মধ্যে, যথাক্রমে, ২।২।৯৭-৯৯,৬৭-৬৯,৭৩-৭৫ বচনে আছে। জনক সহ ঐ ৫২টি দেশী রাগের লক্ষণের পরে, অন্য রাগ হইতে জনিত নয়, সেই ২০টি রাগের মধ্যে, (পূর্ব্বে ৩০২ পৃঃ উক্ত) প্রসিদ্ধ ১০টির লক্ষণ স০র০

শার্ঙ্গদেবের ও তৎপূর্ব্ববর্ত্তী কালে, যন্ত্রে, সুর দেওয়া ও অংশ আদি স্বর স্থাপন প্রথা। সুরবিশেষের ভিত্তিতেই, বংশ এবং বীণাসমূহে সুর স্থাপনের কথা, স০র০এ উক্ত হইয়াছে, পূর্ব্বে দেখাইয়াছি, যথা—কোন সুরবিশেষের ভিত্তিতে, অন্যান্য সুর স্থাপন পূর্ব্বক, বিভিন্ন স্বরের ভিত্তিতে বিভিন্ন বংশে, সুর স্থাপনের কথা (৩৩৫-৩৩৭ ইঃ পৃষ্ঠায়) আলাপিনী বীণায় স এবং প সুরে মুক্ত তন্ত্রীদ্বয়ে সুর দেওয়া বিষয়ক মতবিশেষের কথা (৩১০ পৃঃ), কিংনরী জাতীয় বীণায়, মুক্ত তন্ত্রীতে প্রথম সুর, অথবা নি স্থানে ককুভের সন্নিকটস্থ সারিকা স্থাপন, ও তদনুযায়ী ১৩ বা ততোধিক দুই তিনটি স্বরের স্থানে, অন্যান্য সারিকা স্থাপনের কথা (৩২৪-৩২৬ ইঃ পৃঃ), এবং সকল প্রকার বীণার প্রকৃতি একতন্ত্রী বীণার ন্যায়, এবং তাহাতে মন্দ্র-সএর ভিত্তিতে বিভিন্ন সপ্তকস্থ স্বরের ব্যবস্থা (৩২৫-৩২৭ ইঃ পৃঃ) প্রভৃতি, যন্ত্রে সুর স্থাপন বিষয়ক স০র০ উক্তি, পূর্ব্বে পূর্ব্বে দেখাইয়াছি। ঐ সকল, এবং যন্ত্রে সুর প্রদান বিষয়ক অন্যান্য বর্ণনায়, শার্ঙ্গদেব, বিভিন্ন স্বরবিশেষের ভিত্তিতেই বিভিন্ন প্রকারের বংশে এক সপ্তকস্থ স্বরোপযোগী স্বররন্ধ্রের ব্যবস্থা, এবং বীণায় এক একটি শুদ্ধস্বরের ভিত্তিতে, দ্বিসপ্তক বা ততোধিক দুই তিনটি স্বরের স্থানে, সারিকা আঁটিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা দেখাইয়াছেন। একই জাতির বিভিন্ন গীত বা রাগ, অথবা বিভিন্ন জাতির বা রাগের বিভিন্ন গীত, বাদন জন্য, বিভিন্ন মুদ্রিত স্বরের বংশ গ্রহণের কথা, স০র০ বা অন্য কোন সংস্কৃত প্রাচীন সংগীত পুস্তকে, বা বচনে, দেখিতে পাই নাই। তৎকার্য্যে সারিকা সঞ্চালনের কথা শার্ঙ্গদেব প্রকাশ করিয়া কোথাও বলেন নাই পূর্ব্বে (৩২২,৩২৭ পৃঃ)

২।২।১৬১-১৭০ বচনে, তৎপরে উপরোক্ত ৫২টি দেশী রাগের জনক নয় এরূপ, প্রসিদ্ধ ১৫টি ভাষা ও বিভাষা রাগের, তদন্তর্গত একটি ভাষা রাগের জনক, টক্ককৈশিক নামক গ্রামরাগের (স০র০ ২।২।১৯১-১৯৩ বচনে। এবং উদ্দেশের তালিকার অতিরিক্ত ১টি ভাষা রাগের (ঐ ১৭৩-১৭৪ বচনে) ও ঐরূপ অতিরিক্ত দুইটি ভাষাঙ্গ রাগের (ঐ ১৭২,১৮৮ বচনে), এই ভাবে ঐ ঐ ১৯টি রাগের লক্ষণ ২।২।১৭১-১৯৫ বচনে দিয়াছেন। উদ্দেশ তালিকার অতিরিক্ত, ঐ দুইটি ভাষাঙ্গ রাগ, তত্তৎ পূর্ব্বে বর্ণিত ভাষা রাগের নামসাম্যে, মতান্তরে ভাষাঙ্গ রাগ, একথা ঐ দুইটির লক্ষণ প্রদানকালে শার্ঙ্গদেব বলিয়াছেন। এইরূপে ১৭+(৫২+১৫)+১০+১৯=১২০টি রাগের লক্ষণ, শার্ঙ্গদেব দিয়াছেন (তন্মধ্যে উপরোক্ত ৩টি, উদ্দেশ তালিকার অতিরিক্ত)। উদ্দেশএ উক্ত বাকি (২৬৪ – ১২০ =) ১৪৪টি রাগের মতঙ্গ আদি মত অনুযায়ী লক্ষণ, খুব সংক্ষিপ্ত ভাবে, কল্লিনাথ, স০র০ ২।২।১৯৫ টীকার শেষে দিয়াছেন। শার্ঙ্গদেব, বহুমত অনুযায়ী, রাগের শ্রেণীবিভাগ, উদ্দেশএ করিয়াছেন, পূর্ব্বে বলিয়াছি। ঐরূপ বিভিন্ন মত অনুসরণ করিয়াই, তিনি উদ্দেশ বর্ণিত ১৬টি জনকের অতিরিক্ত উপরোক্ত ৩টি গ্রামরাগকে জনক স্বরূপ নির্দ্দেশ, এবং উদ্দেশ তালিকার অতিরিক্ত উপরোক্ত ৩টি জন্য রাগ নির্দ্দেশ, লক্ষণ প্রদানকালে করিয়াছেন। শার্ঙ্গদেব, কিন্তু ঐ বহু মতানুযায়ী রাগের শ্রেণীবিভাগ করিলেও, ৬ রাগ ও ঐ প্রত্যেক রাগের ৬ বা ৫ রাগিনী, এরূপ শ্রেণীবিভাগের উল্লেখ করেন নাই। শার্ঙ্গদেব কৃত মার্গ ও দেশী রাগ বিভাগের কথা আমি পূর্ব্বেও (২৯৬ পৃঃ) বলিয়াছি। ঐস্থলে আমি বলিয়াছি যে, 'অন্য কতকগুলি দেশী রাগের দৃষ্টান্ত। স০র০ ২.২।১৬১-১৯৫ বচনে আছে। ঐ ঐ বচনোক্ত রাগনিচয় মধ্যে, দেশী রাগ থাকার কথা, ঐ ১৬১ টীকায়, কল্লিনাথের উক্তি হইতে পাওয়া যায়, এবং ঐ ১৬১ শ্লোকের শীর্ষে, মুদ্রিত পুস্তকে, "অধুনা প্রসিদ্ধদেশীরাগলক্ষণম্" উক্তি দৃষ্টেও তাহাই

বলিয়াছি. কিন্তু সারিকার বিশেষণ ঈষদস্পষ্টসরিকা হইতে শার্ঙ্গদেবের কালেও যে সারিকা সঞ্চালন হইত, তাহার আভাস পাওয়া যায়, পূর্ব্বে (৩২৩ পৃঃ) বলিয়াছি। ঐ উক্তি, ও উপতন্ত্রীনিচয়ের সুর বদলান বিষয়ক কল্লিনাথ উক্তি, যাহা অতঃপর দেখাইব, তাহা, এতদ্ব্যতীত, বিভিন্ন গীত, বা রাগ আদি বাদন কার্য্যে, বীণার মুক্ত তন্ত্রীর ধ্বনি বদলান, বা সারিকা সঞ্চালন বিষয়ক স্পষ্টতঃ কোন বর্ণন, শার্ঙ্গদেব বা সিংহভূপাল ও কল্লিনাথ টীকাকারদ্বয়ের কোন উক্তি, বা ঐ টীকাদ্বয়ে উদ্ধৃত কোন প্রাচীন বচনে দেখিতে পাই নাই, তবে ঐ টীকাদ্বয়ের ও তদুদ্ধৃত কোন কোন প্রাচীন বচনের উক্তি হইতে, প্রাচীনকালে, সারিকা সঞ্চালন ও মুক্ত তন্ত্রীর ধ্বনি বদলানর প্রথা, কিছু কিছু ছিল, তদ্বিষয়ক অনুমান হয়। ঐ সকল বচন অতঃপর দেখাইব।

বিভিন্ন অংশ, গ্রহ আদি স্বর সম্পন্ন বিভিন্ন গীত, বা রাগ বাদন জন্য, বিভিন্ন মুদ্রিত স্বর সম্পন্ন বংশ গ্রহণ, বা বীণার সুর বদলানর বর্ণনা শার্ঙ্গদেব না করিয়া, তৎকার্য্যে, তিনি, যন্ত্রের দ্বার (অর্থাৎ বংশর স্বররন্ধ্র বিশেষ, বা বীণার সারিকা বিশেষ, বা তন্ত্রীবিশেষ বা তন্ত্রীর লগ্ন-বিশেষ) হইতে রাগবিশেষের গ্রহ আদি স্বর বাদনোপযোগী স্থান অন্বেষণ করিয়া লইবার উপদেশ দিয়াছেন, পূর্ব্বে (৩২৭ ইঃ পৃঃ) দেখাইয়াছি, তদ্ব্যতীত ঐ কার্য্যে, বংশবিশেষের এরূপ স্বররন্ধ্রস্থ ধ্বনিতে, রাগবিশেষের স্থায়ী স্বর স্থাপন করিতে হইবে, যাহাতে ঐ রাগের

বুঝা যায়। ঐ ঐ ১৬১-১৯৫ বচনে, যে সব রাগের লক্ষণ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা ইতঃপূর্ব্বে দেখাইয়াছি, তন্মধ্যে ভাষাঙ্গ দুইটি ব্যতীত, অন্যান্য সব কয়টিই শার্ঙ্গদেব কৃত মার্গ তালিকাভুক্ত। ঐ ভাষাঙ্গ, দেশী রাগের একটি শ্রেণীবিভাগ, তাহা ইতঃপূর্ব্বে দেখাইয়াছি। ৫২টি দেশী রাগের, জনকসহ, লক্ষণ, শার্ঙ্গদেব ২।২।৬৭-১৬০ বচনে দিয়াছেন, তাহাও ইতঃপূর্ব্বে বলিয়াছি। ঐ ১৬০ শ্লোকের শেষে মুদ্রিত পুস্তকে, "ইতি জনকসহিতা দ্বাপঞ্চাশৎ" এই উক্তি আছে। আনুপূর্ব্বিক দেখিয়া, ইহাই স্থির হয় যে. এই উক্তি ও পূর্ব্বোক্ত ১৬১ শ্লোকের শেষের উক্তি, একই বাক্যের অন্তর্ভূত, অর্থাৎ ঐ ১৬০ শ্লোকের শেষে, "ইতি জনকসহিতা দ্বাপঞ্চাশৎ অধুনা প্রসিদ্ধ দেশীরাগলক্ষণম্।" ইহাই প্রকৃত শুদ্ধ পাঠ। শার্ঙ্গদেব কৃত মার্গ তালিকার, কতক প্রসিদ্ধ রাগ, মতান্তরে দেশী, তিনি নিজেই একথা বলিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি। ঐ মতান্তর অনুসারেই, কল্লিনাথ, ঐ ১৬১ বচনের টীকায়, ঐ ১৬১ ইত্যাদি বচনোক্ত রাগ মধ্যে, দেশী রাগ থাকার কথা বলিয়াছেন, ইহাই স্থির হয়।

স০র০এর রাগনিচয়, জাতি, গ্রাম বা অন্য রাগ হইতে উৎপন্ন। জনক রাগ হইতে, জনিত বা জন্য, রাগের কথা বলিয়াছি। অন্য রাগ হইতে জনিত নয়, এরূপ যে কয়টি রাগের লক্ষণ শার্ঙ্গদেব দিয়াছেন, তাহাদের অধিকাংশই এক বা একাধিক জাতি হইতে উৎপন্ন, এবং কতক (যথা ২০টি রাগ মধ্যে প্রসিদ্ধ ১০টির, পূর্ব্বে ৩৯২ পৃঃ উক্ত, কতক) কোন না কোন গ্রাম হইতে উদ্ভূত তাহা তিনি দেখাইয়াছেন, এইরূপে তদ্বর্ণিত অধিকাংশ রাগই কোন জাতি বা রাগ হইতে জনিত দেখাইয়াছেন। স০র০ কঃ পৃঃ ১।৬ প্রকরণে বর্ণিত, ঐ জাতি বিভাগের কথা, পূর্ব্বে (২৪৫ পৃঃ) বলিয়াছি। ঐ প্রকরণে (তাহা স০র০ পূঃ পৃঃ ১।৭ প্রকঃ) গীতনিচয়ের, অংশ, গ্রহ, ন্যাস, অপন্যাস আদি, ও তার, মন্দ্র স্বর, ঐ সকল স্বরের বহুত্ব অল্পত্ব আদি একাদশবিধ, এবং মতান্তরে ষাড়ব এবং ঔড়ব এই ত্রয়োদশবিধ ভেদ অনুসারে, জাতি বিভাগ বিষয়ক প্রাচীনতর

মন্দ্র, মধ্য আদি সপ্তকস্থ সমস্ত স্বর, ঐ বংশতে বাদনকালে, ন্যূনতা না হয়, এই উপদেশও সং০র০ ৬.৭৭৮-৭৭৯ বচন (ও টীকায়) প্রদত্ত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত, বংশবিশেষের মুদ্রিত স্বর, স বা অন্য যে স্বর হউক, ঐ মুদ্রিত স্বরকেই রাগবিশেষের স্থায়ীস্বর স্বরূপ গ্রহণ করিয়া ঐ বংশরই, অন্যান্য স্বরন্ধ্রোৎপাদিত ধ্বনি হইতে, ঐ রাগ বাদনের ব্যবস্থা শাঙ্গর্দেব করিয়াছেন তাহাও পূর্ব্বে (৩৩৯-৩৪১ ইঃ পৃঃ) দেখাইয়াছি। স্বেচ্ছায় গৃহীত শ্রুতিতে (অর্থাৎ যন্ত্রে সুর উৎপাদনের স্থান সমূহের মধ্যে, স্বেচ্ছায় গৃহীত একটি স্থান হইতে) ষড়্জ উৎপাদন, এবং ঐ স অনুযায়ী (সেই যন্ত্রে) অন্যান্য স্বর উৎপাদন বিষয়ক দত্তিল এবং তৎটীকার, ও সিং০ভূ০ উক্তি, পূর্ব্বে (২৮৭-২৮৮ ইঃ পৃঃ) দেখাইয়াছি। ঐ সকল উক্তি হইতে বুঝা যায় যে, শাঙ্গর্দেবের ও তৎপূর্ব্ববর্ত্তীকালে, এমন কি তৎপরবর্ত্তী সিংহভূপালের কালেও, বিভিন্ন অংশ, গ্রহ, ন্যাস আদি স্বরসম্পন্ন বিভিন্ন গীত বা রাগ আদি বাদনকালে, যন্ত্রে সুর দেওয়ার সময় নির্দ্দিষ্ট, স রি গ আদি স্বরের স্থানেই, ঐ স রি গ আদি উৎপাদন সব ক্ষেত্রে না করিয়া, রাগবিশেষ বা গীতবিশেষের উপযোগী, উপরে যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, ঐরূপে, যন্ত্রের অন্যান্য স্থান হইতে, স অথবা রি অথবা গ আদি উৎপাদন প্রথা ছিল। একরূপ সুরপরম্পরার জন্য সুর দেওয়া যন্ত্রে, ঐরূপে অন্যান্য সুরপরম্পরা কিরূপে সম্ভব হইত এই সন্দেহ হইতে পারে। বংশতে

উপপত্তি, শাঙ্গর্দেব (স০ র০ পুঃ পৃঃ ১।৭।২৮-২৯ বচনে) দিয়াছেন, এবং ৭টি শুদ্ধা জাতি (ঐ১-২), তত্তৎ নামধেয় ৭টি বিকৃতা জাতি (ঐ ৩), এবং ঐ ঐ বিকৃতা জাতির সংমিশ্রণে উৎপন্ন ১১টি বিকৃতা জাতি (ঐ ৮) এইরূপে প্রাচীন জাতি বিভাগ তিনি করিয়া, ঐ ৭টি শুদ্ধার সাধারণ লক্ষণ (ঐ ১।৭।২ বচনে), ঐ ৭টি মূল বিকৃতা জাতির সাধারণ লক্ষণ (ঐ ৩ বচনে), ঐ শুদ্ধা ও বিকৃতার সাধারণ ভাবে লক্ষণ (ঐ ১১২৭, ৩৪-৪৩, ৫২-৫৩, ৫৮-৬০, ১০৯-১১১ বচনে), ঐ ৭টি শুদ্ধা ও বিকৃতার একত্রে (ঐ ৬০ টী০ পরবর্ত্তী টী০, ও ৭৯ টী০ পরবর্ত্তী ১০৭ পৃঃ টী০) বিশেষ লক্ষণ (ঐ ৬১-৭৯ বচনে), এবং ঐ ১১টি মিশ্রিতা বিকৃতা জাতির বিশেষ লক্ষণ ঐ ৯-১৬, ৮০-১০৮ বচনে) শাঙ্গর্দেব দিয়াছেন। ঐ সকল লক্ষণ হইতে দেখা যায় যে, সম্পূর্ণ ষাড়ব ঔড়ব এই ত্রিবিধ এবং বিভিন্ন অংশ স্বর সম্পন্ন, বিভিন্ন গীত, এক এক বিকৃতা জাতি অন্তর্ভূত হইয়াছে, এবং একই অংশ স্বর সম্পন্ন বিভিন্ন গীতও বিভিন্ন বিকৃতা জাতির অন্তর্ভূত হইয়াছে। আধুনিক হিন্দুস্থানী সংগীতে সম্পূর্ণ, ষাড়ব, ঔড়ব এই ত্রিবিধ জাতি, (৫৫ পৃঃ), এবং (গীতসূত্রসারকার কর্ত্তৃক ৮ম পঃ ৫৩ ইঃ পৃঃ বর্ণিত) শুদ্ধ, সালঙ্ক, সংকীর্ণ এই ত্রিবিধ জাতি, এই উভয় প্রকারের মাত্র জাতি বিভাগ হয়।

স০র০এ অন্তর-গ ও কাকলী-নি দ্বয়ের প্রয়োগ এবং সম্পূর্ণ, ষাড়ব, ও ঔড়ব বিষয়ক উপপত্তি, শাঙ্গর্দেব সাধারণতঃ জাতি, বা রাগের লক্ষণে, বিশেষ বিধি দ্বারা দেখাইয়াছেন, এবং জনক রাগ হইতে উৎপন্ন জন্য রাগের উপপত্তিতে, স্থলবিশেষে, ঐ সকল বিষয়, ঐ ঐ জন্য রাগের উপপত্তিতে না দিয়া, তত্তৎ জনক রাগের উপপত্তিতেই তাহা দিয়াছেন। তাহা হইতে, ঐ বিকৃত স্বরদ্বয়ের প্রয়োগ ও সম্পূর্ণত্ব ষাড়বত্ব ও ঔড়বত্ব বুঝা যাইবে। কিন্তু দ্বিশ্রুতিঃ-প এর প্রয়োগ, ঐরূপে প্রদত্ত না হওয়ায় তাহা নির্ণয় করা, স্থলবিশেষে খুব দুরূহ ব্যাপার। স০র০এ নানাস্থানে বিক্ষিপ্তভাবে প্রদত্ত উপপত্তি হইতে, তৎ প্রোক্ত রাগ সমূহের গ্রাম নিরূপণ করিয়া, ঐ সকল রাগের প এর শুদ্ধত্ব বা বিকৃতত্ব স্থির করিতে হইবে। তৎকার্য্যে, রাগবিশেষের, বা

স্বররন্ধ্র অল্লাধিক আচ্ছাদিত, ও ফুৎকারের ইতর বিশেষ করিয়া, একই বংশর একই স্বররন্ধ্র হইতে, বিভিন্ন স্বর উৎপাদন পূর্ব্বক, তাহা সম্ভব হইত, পূর্ব্বে (৩৪১-৩৪৩ ইঃ পৃঃ) দেখাইয়াছি। সারিকাবিহীন, স্বায়ত্বাধীনস্বরের তারের যন্ত্রে, তারের যথাযোগ্য লম্বে, তারের উপর টীপ দিয়া তাহা সম্ভব ছিল, এবং ঐ উপায়েই তাহা নিষ্পন্ন হইত, সহজেই বুঝা যায়। সারিকাযুক্ত যন্ত্রে ঐ কার্য্য যেরূপে নিষ্পন্ন হইত, নিম্নলিখিত প্রাচীন বচনসমূহ হইতে তাহার আভাস পাওয়া যায়। সকল স্বরের জন্য সারিকার ব্যবস্থা না করিয়া, নিম্নতর স্বরের সারিকার উপর, তার পার্শ্বে টানিয়া, উচ্চতর স্বর উৎপাদনের ব্যবস্থা সোমনাথ যাহা করিয়াছেন, ও তৎস্বপক্ষে যে ভরত বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা, পূর্ব্বে (৩৪৩ ইঃ পৃঃ) দেখাইয়াছি। ঐস্থানে (রা০বি০২।৫৯ টীকায়) ঐ ভরত বচন দ্বারা তিনি দেখাইয়াছেন যে, ঐরূপ প্রক্রিয়ায় উচ্চতর ধ্বনি উৎপাদন, ভরত আদিরও সম্মত। শার্ঙ্গদেব বর্ণিত, বিবিধ শুদ্ধতান প্রসঙ্গে, ঐ তানপ্রয়োগ কিরূপে হইত, তৎপ্রদর্শনার্থে ঐ ভরত ও তদনুরূপ মতঙ্গ এবং দত্তিল বচন, সিংহভূপাল (স০র০কঃপুঃ ১।৩।২৯-৩০ টীকায়) উদ্ধৃত করিয়াছেন। সএর শ্রুতিদ্বয় গ্রহণে কাকলী-নি, এবং ম-এর শ্রুতিদ্বয় গ্রহণে অন্তর গ হওয়ার কথা, শার্ঙ্গদেব (স০র০পুঃপুঃ১।৪।১৮ বচনে) বলিয়াছেন, তৎপ্রসঙ্গে (ঐ টীকায়) কল্লিনাথ, ভরত, মতঙ্গ, ও দত্তিলের উপরোক্ত বচন উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে শার্ঙ্গদেব বর্ণিত ঐ শ্রুতিদ্বয় গ্রহণ দ্বারা, ঐ ভরত মতঙ্গ আদি উক্ত, উপরোক্ত প্রক্রিয়াই সূচিত হইয়াছে। পাঠান্তরসহ ঐ ভরত বচন, পূর্ব্বে (৩৪৩-৩৪৪ পৃঃ) দেখাইয়াছি। উপরোক্ত মতঙ্গ ও দত্তিল বচনেরও উপরোক্ত বিভিন্ন টীকায়, পাঠান্তর দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে, যে দুইটি স্থলে, বিষয়টি পরিস্ফুটরূপে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা অতঃপর উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব। শার্ঙ্গদেব কৃত মূর্চ্ছনার প্রকারান্তর বর্ণন, পূর্ব্বে (২৮৭ পৃঃ) দেখাইয়াছি। তিনি নিম্নোদ্ধৃত (স০র০পুঃপুঃ১।৪।১৯) বচনে, মূর্চ্ছনার, আর এক প্রকারান্তর বর্ণনায় বলিয়াছেন,—ষড়্জ গ্রামের মূর্চ্ছনায়, স প্রথম স্বর হইলে, তাহা ঐ গ্রামের ১ম মূর্চ্ছনা, স দ্বিতীয় স্বর হইলে, তাহা ঐ গ্রামের ২য় মূর্চ্ছনা, স তৃতীয় স্বর হইলে ৩য় মূর্চ্ছনা ইত্যাদি, মধ্যম গ্রামে ঐরূপ ম, প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, আদি হইলে তাহা ঐ গ্রামের ১ম, ২য়, ৩য়, আদি মূর্চ্ছনা হয়। এইরূপ মূর্চ্ছনার বর্ণনা দ্বারা, বিভিন্ন মূর্চ্ছনা সম্পন্ন বিভিন্ন রাগ আদি বাদন কার্য্যে যন্ত্রের ১ম, ২য়, ৩য় আদি স্বরের স্থানে স্বেচ্ছায় স স্থাপন বিষয়ক প্রাচীন প্রথাই সূচিত

তৎজনক বা জনকের জনক, রাগ বা জাতির, সাধারণ বা বিশেষ লক্ষণ হইতে অনুসন্ধান করিয়া, ঐ গ্রাম নির্ণয় করিতে হইবে। স০র০উক্ত সকল জাতির গ্রাম, স০র০ পুঃ পুঃ ১।৭।১৭ বচনে বর্ণিত আছে পূর্ব্বে (৩৯২ পৃঃ) বলিয়াছি, কিন্তু রাগ বা জনক রাগের গ্রাম, ঐরূপে সকল ক্ষেত্রে, একত্রে প্রদত্ত হয় নাই, ৩০টি গ্রাম রাগের, নামসহ গ্রাম মাত্র. একত্রে (স০র০ ২।২।৮-১৪ বচনে) বর্ণিত হইয়াছে। অন্যান্য রাগের গ্রাম, তাহাদের লক্ষণ, বা তত্তৎ জনক বা জনকের জনক, রাগ বা জাতির, উদ্দেশ ও লক্ষণ হইতে, অনুসন্ধান করিয়া নির্ণয় করিতে হইবে। তৎকার্য্যে, ঐ সকল রাগের জনক জন্য আদি, শ্রেণী বিভাগ নির্দ্ধারণ করা প্রয়োজন, কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বিভিন্নরূপে একই রাগ বর্ণন, ও বিভিন্ন রাগের নামসাম্য থাকায়, ও তদুপরি পাঠের ভুল থাকায় ঐ শ্রেণীবিভাগ নির্দ্ধারণ করা স্থল বিশেষে বড়ই দুরূহ। শ্রীমল্লক্ষ্যসংগীতম্ পুস্তকে প্রদত্ত তালিকা হইতে, স০র০এর রাগনিচয়ের নাম ও শ্রেণীবিভাগ নির্ণয় বিষয়ে অনেক সাহায্য

হইয়াছে। ঐ স্বেচ্ছায় স্বরস্থাপন প্রসঙ্গে, সিংহভূপাল (নিম্নোদ্ধৃত বচনসমূহ মধ্যে উদ্ধৃত) এক গ্রামের মূর্ছনা, অপর গ্রামের মূর্ছনায় পরিবর্ত্তন বিষয়ক যে দত্তিল বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা হইতেও, গ্রামান্তরের মূর্ছনার গীত, বাদন বিষয়ক, প্রাচীন প্রথার আভাস পাওয়া যায়। উপরোক্ত বচন সমূহ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম ঃ—

तानानां प्रयोगस्तु द्विधा कथितो मतङ्गेन। यदाह—"कथमेतेषां तानानां प्रयोगः कार्य्य इति? द्विविधस्तान-प्रयोगः प्रवेशेण निग्रहेण च। प्रवेशोहि ऋषभापेक्षया षड्जस्याधरीभूतस्य विप्रकर्षः पीडनं ऋषभापादनमिति विप्रकर्षेण प्रवेशनं मार्दवेन यथा तस्य षड्जस्य निषादापेक्षया उत्तरीभूतस्य मार्दवं शिथिलीकरणं निषादापादनमिति यावत्। इति द्विविधं प्रवेशनम्। निग्रहस्तु उत्तरस्वर-परित्यागः। असंस्पर्शप्रयोगस्तु यथा सारणी" सं०र०क:पु: १।३।२९-३०टी०॥ मूर्छनाभेदोपयोगिका-कल्यन्तरप्रसङ्गान्मतङ्गप्रोक्तौ स्वराणां प्रवेशनिग्रहावुच्येते। तद्यथा—"द्विविधस्तानप्रयोगः प्रवेशेन निग्रहेण च। प्रवेशो द्विविधः पूर्वस्वरविप्रकर्षेणोत्तरस्वरमार्दवेन च। तत्रर्षभापेक्षया षड्जस्याधरीभूतस्य सोपस्थीयस्यापि विप्रकर्षः पीडनम्। ऋषभापादनमिति यावत्। तस्यैव षड्जस्य निषादापेक्षयोत्तरीभूतस्य मार्दवं शिथिलीकरणम्। निषादापादनमिति यावत्। निग्रहस्तूत्तरस्वरपरित्यागः। असंस्पर्श" इति यावत्। सं०र०पु:पु: १।४।१८ कल्लि०टी०।

यस्यां यावतिथौ षड्ज-मध्यमौ ग्रामयोः क्रमात्। मूर्छना तावतिथ्येव सा निःशङ्केन कीर्त्तिता॥ सं०र०क:पु: १।३।१८,पु:पु: १।४।१९॥ उभयोर्ग्रामयोर्मध्ये षड्ज-मध्यमौ स्वरौ यावतिथौ यावत्संख्या-पूरणौ तावतिथी तावत्संख्यापूरणी मूर्छना इति।......षड्जग्राममूर्छनासु यदि षड्जः प्रथमस्तदा प्रथमा मूर्छना। यदि षड्जो द्वितीयस्तदा द्वितीया। यदि तृतीयस्तृतीया......एवं मध्यमग्राममूर्छनासु यदि मध्यमः प्रथमस्तदा प्रथमा मूर्छना। यदि द्वितीयः द्वितीया मूर्छना इत्यादि। सं०र०क:पु: १।३।१८ सिं०भू: टी०।

यदाह (दत्तिलः)—"गान्धारं धैवतीकुर्य्याद्विश्रुत्युत्कर्षणाद्यदि। तद्वशान्मध्यमादींश्च निषादादीन् यथास्थितान्। ततोऽभद्यावतिथ्येषा षड्ज ग्रामस्य मूर्छना। जायते तावतिथ्येव मध्यमग्राम मूर्छना॥

হইবে, কিন্তু তাহা হইতে তদ্বিষয়ক সকল কার্য্য উদ্ধার হইবে না। যথা উদ্দেশ অতিরিক্ত উপরোক্ত ৩টি রাগের বিষয়, ও উপরোক্ত ৫২টি দেশী রাগের জনকের বিষয়, ঐ পুস্তক হইতে নির্দ্ধারিত হইবে না। তন্নির্দ্ধারণের সুবিধার্থেই, স০র০ বর্ণিত রাগনিচয়ের শ্রেণীবিভাগ ও উপপত্তি বিষয়ক এত কথা এস্থলে বলিতেছি।

স০র০এ রাগের নাম সাম্য থাকিলেও, তাহাদের বিভিন্নতা, তাহাদের উপপত্তি হইতে বুঝিতে হইবে, তাহা স০র০ ২।১।৪৬ বচনে উক্ত হইয়াছে। বিভিন্নরূপে বর্ণিত একই রাগও ঐরূপে নির্ণীত হইবে যথা উদ্দেশ ২।১।১৬-১৮ বর্ণিত 'ভৈরব' রাগেরই 'শুদ্ধভৈরব' নাম দিয়া ২।২।১৬৫ বচনে লক্ষণ প্রদত্ত হইয়াছে। মার্গরাগ তালিকাভুক্ত ঐ 'ভৈরব', স০র০ ২।২।১০ উঃ ও ২।২।৮০—৮১ লঃ বর্ণিত দেশী রাগ তালিকাভুক্ত 'ভৈরব' হইতে পৃথক। ঐরূপ ২।১।৩০ বচনোক্ত 'প্রেঙ্খক' রাগ, ২।১।১৩ উঃ ও ২।২।৯৪-৯৫ লঃ বর্ণিত 'হিন্দোল' রাগেরই নামান্তর (স০র০ ২য় ভাগ, ১ নং পরিশিষ্ট, ৮৬১ পৃঃ, ২।১।২৯ টীকার শেষে প্রদত্ত ২।১।৩০ বচনের টীকা)।

স্থিতিদ্বয়াপকর্ষেণ গান্ধারীকৃতধৈবতম্। পূর্ববন্মধ্যমার্যাং ভাবয়েৎ ষড়্জমূর্চ্ছনা" ইতি।···শার্ঙ্গদেবেনাপি অনবোধায়া সারণানিরূপণেনায়ং পন্থাঃ কিঞ্চিৎ স্বীকৃত এব "শ্রীপাশ্রমন্দীমানেয়াশ্রয়া সমস্বরাঃ বুধৈঃ" ইত্যাশ্রনাৎ।·········স০র০ক:পু: ১।২।১৫ শ্লোঃ মূ০টী০॥ অত্র টীকোদ্ধৃত শার্ঙ্গদেববচনং স০র০ক:পু: ১।২।১৩ শ্লোকে, স০র০পু:পু: ১।২।১৫ শ্লোকে চ দৃশ্যতে॥

তানপ্রয়োগ বিষয়ক উপরোদ্ধৃত মতঙ্গ বচনের অর্থ এই, "প্রবেশ ও নিগ্রহ এই দ্বিবিধ

পাঠের ভুল। হস্তলিখিত বিভিন্ন আদর্শ পুস্তকের পাঠ, স০র০এর বিভিন্ন টীকাযুক্ত, ঐরূপ পুস্তকের পাঠ, একই পুস্তকের মূলের বচনসহ তৎ টীকোদ্ধৃত সেই বচন ও তৎ টীকা, এবং বিষয় বর্ণন দৃষ্টে, ও ব্যাকরণ দৃষ্টে, পাঠ সংশোধন করিয়া দিয়া, এবং কোন কোন ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত শুদ্ধপাঠ দেখাইয়া দিয়া, ও কোন কোন পুস্তকে পাঠান্তর প্রদর্শন পূর্ব্বক, মুদ্রিত, ভরত রচিত নাট্যশাস্ত্র, স০র০, রা০বি০ আদি সংস্কৃত পুস্তকের সম্পাদক মহাশয়েরা, বহু যত্ন, পরিশ্রম, ও পাণ্ডিত্যের সহিত, অনেক অশুদ্ধ পাঠ সংশোধন, ও স্থলবিশেষে ত্রুটিত অংশ পূরণ, করিয়া দিয়াছেন। অবশ্য সকল স্থলেই তাঁহাদের প্রস্তাবিত পাঠ যে সঠিক হইয়াছে, তাহা নহে, তাহা হইলেও তাঁহাদের প্রদত্ত অশুদ্ধ পাঠ সংশোধন ও ত্রুটিত অংশের পূরণে, ঐ সকল পুস্তক বুঝার অনেক সুবিধা হইয়াছে। ঐ উপায়ে, এবং একই পুস্তকের একই বচন, বা বিষয়, ঐ পুস্তক বা তৎ টীকায়, বিভিন্ন স্থলে উক্ত হইলে, তাহা, এবং একই পুস্তকের মূল বা টীকা, অন্য পুস্তকে বর্ণিত বা উদ্ধৃত থাকিলে তাহা, মিলাইয়া দেখিয়া আরও অনেক অশুদ্ধ পাঠ ও ত্রুটিত অংশের উদ্ধার হইতে পারে। যথা, অভিনবগুপ্তের টীকাসহ ভরত রচিত নাট্যশাস্ত্র (বিশেষতঃ ঐ পুঃ ও টীকার নাট্য ও নৃত্য বিষয়ক বর্ণন, বিভিন্নকারে ধারাবাহিক ক্রমে, সাজাইয়া, স০র০এ বর্ণন; বরোদা হইতে প্রকাশিত, ঐ টীকাসহ, ঐ নাট্যশাস্ত্রের কয়েক অধ্যায়ের সম্পাদক লিখিত ভূমিকা দ্রষ্টব্য) সহ, স০র০ দৃষ্টে, উভয়ের অনেক পাঠোদ্ধার হইবে। ঐরূপ স০র০ ২।২।১৬১ কল্লি০ টীকার কংক কতক, রা০বি০ ১।৩৪,৪১ টীকায় যাহা উদ্ধৃত হইয়াছে, তদুভয় মিলাইয়া, ত্রুটিত অংশ ও অশুদ্ধ পাঠ থাকায় উভয়ই অবোধ্য সত্ত্বেও, উভয়ের পাঠ ও অর্থোদ্ধার হইবে। এই ভাবে পাঠ উদ্ধার করিয়া, মৎপ্রস্তাবিত শুদ্ধপাঠ, অনেকস্থলে ইতঃপূর্ব্বে দিয়াছি, অতঃপরও তাহা দিব। স০র০এ,৩০টি গ্রামরাগের নাম ও গ্রাম বর্ণনের কথা যাহা বলিয়াছি, সেই সকল বচনে পূর্ব্বোক্ত জটিলতা ব্যতীত, অলঙ্কারযুক্ত ভাষায় বর্ণন, ও গ্রাম সহ রাগের নামসাম্য থাকায়, ও তদুপরি স্থলবিশেষে, অত্যধিক পাঠের ভুল থাকায়, তাহা বড়ই দুর্বোধ্য হইয়াছে। শ্রীরাধাসংগীতম্ প্রদত্ত তালিকা হইতে ঐ সকল রাগের নাম নির্ণয় হইলেও, তদ্দ্বারা তাহাদের গ্রাম স্থির হইবে না, অথচ, ঐ গ্রাম নিরূপণ না করিলেও, তত্তৎ রাগের স্বরলিপির, ও তদন্তর্গত জনক হইতে জনিত রাগনিচয়ের পত্রের শুদ্ধত্ব ও বিকৃতত্ব স্থির হইবে না। এ কারণ, ঐ ঐ বচন মধ্যে যে অংশ বড়ই দুর্ব্বোধ্য, তাহার, ইতঃপূর্ব্বে বর্ণিত প্রণালী অনুসারে পাঠ ও অর্থ উদ্ধার করিয়া, তদন্তর্গত গ্রামরাগের নাম ও গ্রাম এস্থলে উল্লেখ করিতেছি:—শুদ্ধকৈশিকমধ্যম (স০র০২।১।১৮ বচনে, উহার 'ষড়্জকৈশিকমধ্যমাঃ' পাঠ ভুল, স০র০ ২য় ভাগ ১নং পরিশিষ্ট, ৮৫৯ পৃঃ, ২।১।১৮ টীকায়, উহার 'ষড়্জকৈশিকমধ্যমঃ' পাঠ যে সঠিক তাহা স০র০ ২।২।৩১ টী০ হইতে বুঝা যায়) শুদ্ধসাধারিত, ষড়্জগ্রাম, (ভিন্ন) কৈশিকমধ্যম, ভিন্নষড়্জ এই সকল গ্রামরাগের ষড়্জগ্রাম; (শুদ্ধ) পঞ্চম, মধ্যমগ্রাম, (শুদ্ধ) ষাড়ব, শুদ্ধকৈশিক, (ভিন্ন) তান, (ভিন্ন) কৈশিক, ভিন্ন পঞ্চম, এই সকল গ্রামরাগের মধ্যমগ্রাম·····টক্ককৈশিক, ককুভ, গ্রামরাগান্তর্গত এই রাগদ্বয়ের, ষড়্জ, ও মধ্যম, উভয় গ্রাম·····ইত্যাদি (স০র০ ২।১।৮-১৪)

স০র০ বর্ণিত জনক সহ জন্য রাগের সম্বন্ধ। উপরোক্ত স০র০ উদ্দেশ বচনে, ঐ গ্রামরাগদ্বয়ের দ্বিগ্রাম, ও অন্যান্য গ্রামরাগের, উপরোক্তরূপ, এক একটি গ্রাম, নির্দ্দেশিত হইয়াছে। ঐ এক গ্রাম তথায় উল্লেখ হইলেও, তত্তৎ কতক রাগের লক্ষণে, উভয় গ্রাম সম্পন্ন দুইটি জাতি হইতে তাহারা উৎপন্ন, এরূপ উল্লেখ

প্রক্রিয়ায় তানপ্রয়োগ হয়, তন্মধ্যে প্রবেশ দ্বিবিধ," (১) "নিম্নতর স্বরের (তাহা লোপ্য হইলে তাহারও) বিপ্রকর্ষ অর্থাৎ পীড়ন দ্বারা, যথা স কে পীড়ন দ্বারা রি করা, এইরূপ, এবং (২)

হইয়াছে। ঐ বিরোধ পরিহার, কল্লিনাথ, সংর০ ২।২।৩১ টীকায় করিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ এক্ষণে উদ্ধৃত করিব। কল্লিনাথ ঐ টীকায় বলিয়াছেন যে, (উপরোক্ত) টক্কৈশিক রাগের, সম্পূর্ণ ৭ স্বর ও চতুঃ-প প্রয়োগ, এই মতঙ্গ মত অনুসারে (মৎকর্ত্তৃক পূর্ব্বে ২৯৮,৩৯৫ ইঃ পৃঃ বর্ণিত লোপ্য বিষয়ক বিধি দৃষ্টে) উহার ষড়্জ-গ্রাম সম্বন্ধ সত্ত্বেও, 'নি গ লোপ হইয়া ঐ রাগ ঔড়ব হয়' ও তৎসহ 'ঐ রাগের তারব্যপ্তি' অর্থাৎ উহাতে তারসপ্তকের স্বর ব্যবহৃত হওয়ায়, কশ্যপ এবং মতঙ্গ মত অনুসারে, উহার মধ্যমগ্রাম সম্বন্ধ সাক্ষাৎ অবগত হওয়া যায়, এই কারণেই ঐ রাগের (সংর০ ২।২।১৯১-১৯৩) লক্ষণে (তাহাতে ঐ নি গ লোপ ও ঐ তার-ব্যপ্তির কথা শার্ঙ্গদেব বলেন নাই), যে দুইটি জাতি হইতে ঐ রাগ উৎপন্ন শার্ঙ্গদেব বলিয়াছেন, সেই দুইটি জাতি উভয় গ্রামস্থ হওয়া সত্ত্বেও, উদ্দেশ বচনে, ঐ রাগ দ্বিগ্রাম তাহা তিনি বলিয়াছেন। ঐ দ্বিগ্রাম বর্ণন হইতে, ঐ রাগের (ঐ ১৯৩ বচনের পরে প্রদত্ত) স্বরলিপির প শুদ্ধ কি বিকৃত তৎসম্বন্ধে সন্দেহ হয়, কিন্তু ঐ কল্লিনাথ টীকায়, উহাতে চতুঃ-প প্রয়োগ বিষয়ক উক্তি দৃষ্টে, ঐ স্বরলিপির প চতুঃশ্রুতিক তাহা নির্ণীত হয়। শুদ্ধকৈশিকমধ্যম রাগের (সংর০ ২।২।৯৭-৯৯) লক্ষণে, উহার জনক, ষড়্জমধ্যমা এবং কৈশিকী জাতিদ্বয় উক্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রথমটির ষড়্জগ্রাম, এবং দ্বিতীয়টির মধ্যমগ্রাম, এই উভয় গ্রামস্থ জাতিদ্বয় জনক বলা সত্ত্বেও, ঐ রাগের (উপরোক্ত উদ্দেশএ উহার) ষড়্জ গ্রাম শার্ঙ্গদেব বলায় হেতু, ঐ ২।২।৩১ টীকায়, কল্লিনাথ এই নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে ঐ রাগে রি প বর্জ্জিত (ঐ ৯৭-৯৯ লঃ) দৃষ্টে, এবং মধ্যমগ্রামে রি প স্বর লোপ (পূর্ব্বে ২৯৮ ইঃ পৃঃ মৎবর্ণিত বিধি অনুসারে) সম্ভব না হওয়ায়, ঐ রাগের ষড়্জগ্রাম সহ সম্বন্ধ প্রত্যক্ষতঃ বুঝা যায়, এবং উহার অংশ ও গ্রহ স্বর তার-স, এবং উহার ম-আদ্য মূর্চ্ছনা (ঐ ৯৭-৯৯ লঃ, ঐ লঃ বচনে 'আদ্য মূর্চ্ছনা' পাঠ আছে) বর্ণনা দৃষ্টে, গ্রহাংশভূতস্য স্বরস্য মূর্চ্ছনান্তঃপাতিত্বনিয়মাৎ (অর্থাৎ রাগবিশেষের বা গীতবিশেষের গ্রহ ও অংশ স্বর, তৎ রাগ বা গীতের মূর্চ্ছনার, নিম্নতর হইতে উচ্চতর স্বরসীমার, অন্তর্গত) এই (প্রাচীন) নিয়ম অনুসারে, এবং ঐ রাগে প লোপ, ও মধ্যমগ্রামে প লোপ, সম্ভব, এই সব কারণ, ঐ রাগের মধ্যমগ্রাম অনুমিত হয়, এ কারণ উভয় গ্রামের ঐ জাতিদ্বয় হইতে ঐ রাগ উৎপন্ন একথা মতঙ্গ ভরত আদির মত অনুসারে শার্ঙ্গদেব বলিলেও, উক্ত অনুমান অপেক্ষা, উক্ত প্রত্যক্ষের প্রাবল্যের হেতু, উহার ষড়্জগ্রাম তিনি বলিয়াছেন। ঐ টীকায়, উপরোক্ত রাগদ্বয় ব্যতীত, আরও কয়টি রাগের ঐরূপ বিরোধ পরিহার, কল্লিনাথ ঐরূপে করিয়াছেন। তাহা হইতে বুঝা যায় যে, সংর০ বর্ণিত, জাতি হইতে জনিত রাগনিচয়ের, তত্তৎ জনক জাতি সহ সামঞ্জস্য, উপরোক্তরূপ অতি সামান্যই ছিল, এবং ঐ সকল জাতির, সংর০ (পুঃ পুঃ ১।৭) বর্ণিত অধিকাংশ লক্ষণ, ঐ সকল রাগে বর্ত্তে নাই। রাগ সহ অনেক রাগিণীর কোন সামঞ্জস্য না থাকা, বা অতি অল্প সম্বন্ধ থাকা সত্ত্বেও, প্রাচীনতর উপপত্তি অনুসরণ করিয়া, আধুনিক হিন্দুস্থানী সংগীতে, যেরূপ ৬ রাগ, ৩৬, বা ৩০ রাগিনী বিষয়ক উপপত্তি প্রচলিত আছে (যাহা গীতসূত্রসারকার ৮ম পঃ, ৪৮, ৫০ ইঃ পৃষ্ঠায় দেখাইয়াছেন), শার্ঙ্গদেবও ঐরূপ, জনক জাতি সহ তজ্জনিত রাগনিচয়ের অতি সামান্য সম্বন্ধ সত্ত্বেও ভরত, মতঙ্গ, কশ্যপ আদি প্রাচীনতর গ্রন্থকারগণ বর্ণিত বহু প্রাচীন মত অনুসরণ করিয়াই, জাতি হইতে জনিত বলিয়া কতকগুলি রাগের উপপত্তি দিয়াছেন, ইহা সহজেই অনুমান করা যায়। জনক রাগ হইতে জনিত বলিয়া, যে সকল জন্য রাগের উপপত্তি শার্ঙ্গদেব দিয়াছেন, সেই সকল জন্য রাগসমূহের লক্ষণে প্রদত্ত বিশেষ লক্ষণ ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত লক্ষণ তত্তৎ জনক রাগের লক্ষণেই তিনি দিয়াছেন, পূর্ব্বে (৩৯২ পৃঃ) বলিয়াছি। উভয় মিলাইয়া দেখা যায় যে, ঐ সকল জনক রাগ সহ তত্তজ্জনিত রাগনিচয়ের অনেক বিষয়ে সামঞ্জস্য ছিল।

"উচ্চতর স্বরের মার্দ্দব অর্থাৎ শিথিল করিয়া, নিম্নতর স্বর আনয়ন করা, যথা উপরোক্ত স কে শিথিল করিয়া নি আনয়ন, এই দুই প্রকার প্রবেশ। নিগ্রহ অর্থে উচ্চতর স্বর পরিত্যাগ অথবা স্পর্শ না করা, যথা স" (উৎপাদনের পর) "রি" পরিত্যাগ করিয়া, বা তন্ত্রীতে রিএর স্থান স্পর্শ না করিয়া), "গ উৎপাদন"। * সারিকার উপর তার, পার্শ্বের দিকে টানিয়া উচ্চতর স্বর উৎপাদন, উপরোক্ত প্রথম প্রবেশ অন্তর্ভূত, সোমনাথ করিয়াছেন. পূর্ব্বে (৩৪৩ ইঃ পৃঃ) দেখাইয়াছি, অন্যান্য যে যে প্রকারে ঐ প্রথমবিধ প্রবেশ, ও তদ্ব্যতীত ঐ দ্বিতীয় প্রকারের প্রবেশ, সম্ভব ছিল, তাহা পরে দেখাইব। ঐ নিগ্রহ প্রক্রিয়া স্পষ্টই বুঝা যায়। স উৎপাদনের পর রি ত্যাগ করিয়া বা স্পর্শ না করিয়া গ উৎপাদন, অথবা সারিকা-যুক্ত যন্ত্রে, নিএর সারিকার উপর বাম করাঙ্গুলী দিয়া, তার পার্শ্বে টানিয়া, তৎকালেই দক্ষিণ করাঙ্গুলীর আঘাতে তার বাদন পূর্ব্বক, স প্রদর্শনের পর, রি প্রদর্শন না করিয়াই (ঐ তার ঐরূপে টানিয়া) গ প্রদর্শন, ইত্যাদি প্রক্রিয়া, ঐ নিগ্রহের অন্তর্ভূত ছিল, তাহা সহজেই বুঝা যায়। উপরে মদুদ্ধৃত মূছনার প্রকারান্তর বর্ণন বিষয়ক স০র০ বচনের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। এক গ্রামের মূর্ছনা হইতে, অপর গ্রামের মূর্ছনা উৎপাদন বিষয়ক, উপরে উদ্ধৃত দত্তিল বচনের অর্থ এই :—"ষড়্জ গ্রামের যে কোন মূর্ছনার, গ কে দুই শ্রুতি উচ্চ করিয়া, তাহাকে যদি ধ স্থির করা যায়, এবং ঐ মূর্ছনার স্ব স্ব স্থানস্থিত. ম প ধ আদি অন্যান্য স্বরকে, যথাক্রমে নি স রি আদি স্থির করা হয়, তাহা হইলে, ষড়্জ গ্রামের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় আদি মূর্ছনা হইতে, মধ্যমগ্রামের, যথাক্রমে, প্রথম. দ্বিতীয়, তৃতীয় আদি মূর্ছনা উৎপন্ন হয়। ঐরূপ, মধ্যম গ্রামের যে কোন মূর্ছনার, ধকে দুই শ্রুতি খাদ করিয়া, তাহাকে গ, এবং ঐ মূর্ছনার স্বস্থানস্থিত নি স রি আদিকে, যথাক্রমে ম প ধ আদি করিলে, তাহা, পূর্ব্ববৎ ষড়্জগ্রামের মূর্ছনা হয়। নিম্নের নক্সায়, ঐরূপ প্রক্রিয়ায়, এক গ্রামের প্রথম মূর্ছনা হইতে, অন্য গ্রামের প্রথম মূর্ছনায় পরিবর্ত্তন, প্রদর্শিত হইল।

শ্রুতি :— •
ষড়্জ-গ্রামের :—স রি গ ম প ধ নি স১
মধ্যম-গ্রামের :—ম প ধ নি স১ রি১ গ১ ম১

উপরোক্ত দত্তিল বচনে, এক গ্রামের মূর্ছনার উপযোগী স্বর দেওয়া যন্ত্রে, অন্য গ্রামের মূর্ছনা, অর্থাৎ অন্য গ্রামের মূর্ছনা সম্পন্ন গীত বা রাগ আদি বাদনার্থ প্রক্রিয়া †, এবং তান-

---

* উপরে উদ্ধৃত মতঙ্গ বচনে ঐ উদাহরণটি "যথা সারগী" এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে। স০র০এ, রি অথবা রী, ঋষভের এই দ্বিবিধ সংজ্ঞা আছে। উক্ত মতঙ্গ প্রদত্ত দৃষ্টান্তে, ঋষভ পরিত্যাগ বা তাহা স্পর্শ না করা প্রদর্শন উদ্দেশ্যেই, সম্ভবতঃ ঐ 'সারগী'তে ঋষভের সংজ্ঞা, র প্রদত্ত হইয়াছে।

† উপরোক্ত দুই শ্রুতি খাদ, বা চড়া করিয়া, মূর্ছনান্তর করায়, প্রাচীন প্রথা হইতেই, সম্ভবতঃ নিম্নলিখিত আধুনিক প্রথা আসিয়াছে। অধুনা, অচল সারিকার বীণ যন্ত্রে, এবং সচল সারিকার সেতার আদি যন্ত্রেরও, সারিকা সঞ্চালন, না করিয়া, স্বাভাবিক ঠাটের জন্য স্থাপিত ন১.স র গ মী প ধ (৩৫৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য) আদির সারিকা হইতেই যথাক্রমে সরোগোমপধোনো আদি উৎপাদন কি রয়ী আদি, সরোগোমপধোনো ঠাটের রাগ বাদন প্রচলিত আছে। তৎকার্য্যে সেতারের জুরীর তারদ্বয়ের

প্রয়োগ বিষয়ক পূর্ব্বে (৩৪৩ ইঃ পৃঃ) উদ্ধৃত ভরত, এবং উপরে উদ্ধৃত মতঙ্গ বচনে, তারের যন্ত্রে, বিভিন্ন শুদ্ধতান দ্বারা নির্দ্দিষ্ট, বিভিন্ন গীত, রাগ আদি বাদন কার্য্যে, (শুদ্ধতানের) লোপ্য স্বর ত্যাগ করিয়া বাদন, অথবা কূটতানের, উল্টাপাল্টা পরম্পরার স্বরনিচয় বাদন প্রক্রিয়াই, সূচিত হইয়াছে, তাহা সহজেই বুঝা যায়। তৎকার্য্যে, মুক্ত তন্ত্রীতে, নূতন করিয়া সুর দেওয়া কিছু কিছু হইত তাহা ঐ সকল, ও অন্যান্য বচন হইতে অনুমান হয়। ইহা পরে আরও বিশদ করিয়া দেখাইব। মুক্ত তন্ত্রীনিচয়ে ঐরূপ কার্য্যার্থে নূতন করিয়া সুর দেওয়া বিষয়ক, কল্লিনাথের যে একটি উক্তি ব্যতীত, স্পষ্টতঃ অন্য কোন উক্তি, স°র° বা তৎটীকাদ্বয়ে দেখিতে পাই নাই পূর্ব্বে বলিয়াছি, (স°র° পুঃ পুঃ ১।৭।৬৫ বচনের পরে) সংস্কৃত গান ও স্বরলিপি সহ, ষাড়্জী জাতির যে দৃষ্টান্তটি, শার্ঙ্গদেব দিয়াছেন তৎসম্পর্কেই, কল্লিনাথ ঐ উক্তি করিয়াছেন। ঐ দৃষ্টান্তটি শুদ্ধা ষাড়্জী জাতির (ঐ দৃষ্টান্তর টীকা, ৯২ পৃঃ, ও ১।৭।৭৯ টীকা, ১০৭ পৃঃ), ও তাহার অংশ স্বর স, এবং তৎ স্বর ব্যতীত গ ম প ধ, ঐ জাতির অংশ স্বর হইতে পারে, যাহা শার্ঙ্গদেব (ঐ ৬১-৬৫ বচনে) ঐ জাতির লক্ষণে বলিয়াছেন, [illegible] অংশ স্বর, বিকৃতা ষাড়্জী জাতির বিষয়ক, (ঐ স°র° ১।৭২ বচনে শুদ্ধা ষাড়্জী ভ, [illegible] অংশ, গ্রহ আদি স্বর, স বলিয়া উক্ত হইয়াছে), তাহা (ঐ দৃষ্টান্ত টীকা, ৯২ পৃঃ) বলিয়া কল্লিনাথ (ঐ টী° ৯৩ পৃঃ) বলিয়াছেন :—

मान्धारादौ ग्रहत्वमपि स्वस्थानस्थितानामेव तेषां स्थायित्वकरत्वमपि वीणायामुपलब्धीयां स्वनादसाम्या-पादनमिति बहुत्वम्। …… (सं०र० पु: पु: १।७।६५ …… ९३ पृ:, कल्लि० टी० ।)

এবং তবলা পাখোয়াজ আদির সুর পরিবর্ত্তন না করিয়া, নায়কী তারটিরই সুর দুই শ্রুতি (অর্থাৎ ক্ষুদ্র অন্তর) উচ্চ করা হয়, অর্থাৎ পূর্ব্ববর্ত্তী স্বাভাবিক ঠাটের নিএর সারিকার (যাহা পরবর্ত্তী ঠাটে সএর হইবে, তাহার) উপর নায়কী তার টিপিয়া, ঐ তারে আঘাত দিয়া বাজাইলে, যাহাতে ঐ তারে (জুরীর তারের উদারার স অনুযায়ী) মধ্য স উৎপাদন হয়, এইভাবে ঐ তারে নূতন করিয়া সুর বাঁধা হয়। ঐ আধুনিক প্রথায় কিন্তু, ঐ একই ঠাটের ভৈরবী আশাবরী আদি বিভিন্ন রাগের, যথাযথ, রূপ বিষয়ে, অভিজ্ঞ, ও তদুৎপাদনে পারদর্শী, সেতার আদি বাদকেরা, ঐ সকল রাগ বাদন করিতে করিতে যখন বুঝিতে পারেন যে রাগবিশেষের (৩৭৫ ইঃ পৃঃ যেরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে, ঐরূপ) রে আদি সুর যথাযথ হইতেছে না, তখনই তত্তৎ সুরের সারিকা, ঈষৎ সঞ্চালিত করিয়া লইয়া থাকেন। আধুনিক সেতার, এস্রাজ, বীণ আদি, তারের যন্ত্রের, প্রত্যেক তারের জন্যই, কাণ (শঙ্কু) থাকে, ও ঐ কান ঘুরাইয়া, তৎ তন্ত্রীতে সুরবিশেষ স্থাপনকেই, ঐ সুরে, ঐ তার বাঁধা বলে। তদ্ব্যতীত, সওয়ারীর নীচের দিকে, কড়ি, অথবা কাঁচের বা ঐরূপ দ্রব্যের গোলক বিশেষের (যাহাকে মান্‌কা বলে) ছিদ্রর ভিতর দিয়া, নায়কী তার চালান থাকে, ঐ সকল দ্রব্য সরাইয়া, তারের টান হ্রাস বৃদ্ধি করিয়া, তারে সূক্ষ্ম ভাবে সুর দেওয়া হয়। স°র° ও রা°বি° বর্ণিত বীণা অর্থাৎ তারের যন্ত্র সমূহে, সুর বাদনোপযোগী তন্ত্রীনিচয়ের জন্যই শঙ্কু (কাণ) ও তাহা ঘুরাইয়া সুর স্থাপনের ব্যবস্থা উক্ত হইয়াছে, অপ্রধান তার সমূহ, রজ্জুবিশেষ দ্বারা বন্ধন, ও সেই বন্ধনের ভিতর দিয়া বীণার ছিদ্রবিশেষে চালাইয়া আটকাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। ঐ প্রাচীন ব্যবস্থার প্রথার তুলনায়, আধুনিক উপরোক্ত সুর স্থাপন প্রথা অধিক সহজসাধ্য।

অর্থাৎ, ঐ স ব্যতীত, ঐ জাতির (বিকৃতা অবস্থার, অর্থাৎ বিকৃতা ষাড়্জী জাতির) অন্তর্ভুক্ত, গ অথবা ম অথবা প অথবা ধ অংশ স্বরযুক্ত, অপর কোন গীত, ঐ একই বীণায় বাদিত হইলে, ঐ গ ম আদির স্থান, ঐ বীণায়, অপরিবর্ত্তিত, ও তত্তৎ স্বরের ভিত্তিতে ঐ ঐ গীত বাদিত হইলেও, ঐ গ ম আদির সহিত সাম্য রাখিয়া, অর্থাৎ তত্তৎ উপযোগী করিয়া, বীণার উপতন্ত্রী নিচয়ের সুর পরিবর্ত্তন হইবে, অন্যান্য অংশ স্বর বিষয়ক ইহাই রহস্য, এই কথা, উপরোক্ত টীকায় কল্লিনাথ বলিয়াছেন। অধুনাও, বীণ সেতার এস্রাজ আদির, নায়কী তার ও তৎসন্নিকটস্থ জুরীর (একটি) তার ব্যতীত, অন্যান্য তারে, বিভিন্ন রাগ উপযোগী, কোন কোনটির কিছু কিছু সুর পরিবর্ত্তন, এবং ঐ বিভিন্ন রাগের ঠাটের সুরনিচয়েই, অথবা তদনুযায়ী, এস্রাজ আদির তরফের তারনিচয়ে, নূতন করিয়া সুর স্থাপন, কোন কোন বাদক, করিয়া থাকেন। ঐরূপ প্রক্রিয়ার ন্যায় প্রক্রিয়ার কথাই, ক'ল্লিনাথ, উপরোক্ত বচনে বলিয়াছেন, তাহা সহজেই বুঝা যায়।

ইতঃপূর্ব্বে উদ্ধৃত, ভরত, মতঙ্গ, দত্তিল আদি বচনে বর্ণিত, তানক্রিয়া, ও গ্রামান্তরের মূর্ছনা উৎপাদন ক্রিয়া, বংশতে, তৎ স্বররন্ধ্র অল্পাধিক আচ্ছাদন, ও ফুৎকারের ইতরবিশেষ করিয়া, এবং সারিকাবিহীন ও মুক্ততন্ত্রীতে টীপ দিয়া স্বরোৎপাদনকারী, যন্ত্রে, তন্ত্রীর যথাযোগ্য লম্বে, বামকরাঙ্গুলী বা কোণ আদির টীপ দিয়া নিষ্পন্ন হইত, তাহা সহজেই বুঝা যায়। স্বরবাদনোপযোগী একাধিক মুক্ত তন্ত্রীযুক্ত ও সারিকাবিহীন, তারের যন্ত্রে, ঐ সকল প্রক্রিয়ার জন্য, যথাযোগ্য মুক্ত তন্ত্রীর টান বৃদ্ধি বা ঐ টান শিথিল করিয়া, যথাক্রমে উচ্চতর ও নিম্নতর সুর, প্রয়োজন অনুসারে, স্থাপিত হইত, তাহা অনুমান করা যায়। সারিকাযুক্ত তারের যন্ত্রে, উপরোক্ত সোমনাথ ব্যবস্থিত, তার পার্শ্বে টানা ব্যতীত, ঐরূপ টান শিথিল করিয়া, যথা ধ অথবা নি সুরের সারিকার উপর, তার পার্শ্বে টানিয়া, স উৎপাদনের পর, সেই টান শিথিল করিয়া ঐ সারিকার উপরেই তার সরাইয়া নি উৎপাদন, এইরূপে * উপরোক্ত প্রক্রিয়া সমূহ হইত, অথবা যথাযোগ্য সারিকা সরাইয়া ঐ সকল প্রক্রিয়া হইত ইহা অনুমান করা যায়।

উপরে সারিকা সঞ্চালনের কথা বলিলাম। ঐরূপ কার্য্যে সারিকা সঞ্চালনের ব্যবস্থা বিষয়ক, শার্ঙ্গদেবের স্পষ্টতঃ কোন উক্তি দেখিতে পাই নাই, এবং তদ্বর্ণিত সারিকার বিশেষণ,

* অধুনাও, রাগে অভিজ্ঞ, ও তৎবাদনে কৃতী সেতার আদি বাদকেরা, রাগবিশেষের রূপ প্রকাশার্থে প্রয়োজন অনুসারে, একটি সুরের নিম্নতর ধ্বনি সহ, বা তৎসুরের নিম্নতর ও উচ্চতর উভয়রূপ ধ্বনি সহ, কম্পন, মিড় আদি কার্য্যে, এবং রাগবিশেষের ঠাটের সুরনিচয় উপযোগী করিয়া সঞ্চালিত, সারিকায়, যে যে সুর উৎপাদিত হয়, তাহা অপেক্ষাও ঈষৎ তারতম্যের ওজোনের সুর, বা ঐ রাগে প্রয়োজনীয় ঐরূপ পার্থক্যের ধ্বনি উৎপাদন ইত্যাদি কার্য্যে, উপরোক্ত রূপে, নিম্নতর সুরের সারিকাতেই, তার পার্শ্বে টানিয়া, উচ্চতর সুর, বা ধ্বনি, এবং তথায় কম্পন, মিড় আদি ক্রিয়া দ্বারা, উপরোক্ত তারতম্যের ধ্বনি সমূহ, এবং ঐ টান শিথিল করিয়া নিম্নতর সুর, উৎপাদন করিয়া থাকেন। গীতসূত্রসারকার রচিত, অপর পুস্তক, সেতার শিক্ষায়, ঐরূপে সুর উৎপাদনের অনেক দৃষ্টান্ত আছে। নিম্নে দেশ রাগের যে স্বরলিপি দিলাম, তাহাতে সুর উৎপাদনের ঐরূপ কার্য্যের এবং ঈষৎ তারতম্যযুক্ত সুর বা ধ্বনির দৃষ্টান্ত আছে।

ঈষদস্পষ্টসরিকা হইতে, ও দ্বিসপ্তকের অতিরিক্ত, দুই তিনটি সারিকা বাঁধিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা হইতে (আধুনিক সচল সারিকা বাঁধিয়া দেওয়ার প্রথা দৃষ্টে), তৎকালে সারিকা সঞ্চালন

সেতারের স্বরলিপি।

রাগ—দেশ | তাল— ঢিমা-কাওআলী।

সুর ও সেতার বাদন
অত্র জেলা মুর্শিদাবাদের. বহরমপুর নগরস্থ
সৈদাবাদ পাড়া নিবাসী, শ্রীব্রজনাথ ঠাকুর।

স্বরলিপি
শ্রীহিমাংশুশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়
(অর্থাৎ মৎ) কৃত।

এক মাত্রা = মঃ ১১২

১ mf +
pp | <W mf W | <W pp p pp |
স.স | র : ম.ম : প : ন | স১ : স১.স১ : স১ : ধ,ধ.ধ,ধ |
ডা রা | ডা ডারা ডা রা | ডা ডা রা ডা ডেরেডেরে |

৩ ০
<W | mf W (রএর সারিকায়) ||
ধ : প.প : ম,প.মপ.ধ : প | ম : গ : গো,গ.গো,গর ||
ডা ডারা ডারু রা | ডা রা ডা প্রঃহঃ ||

১ +
pp | <mf W mf mf | <ff f mf mf |
র,র.র,র | র : ধধ : প : প | র : প.ম : গ.র : স |
ডেরেডেরে | ডা ডারা ডা রা | ডা ডারা ডারু ডা |

৩ ০
<
র : ম.ম : প : নস১ | প.ধ,ধ : ধ,প.ম : গ র ||
ডা ডারা ডা ডা | ডাডিরি ডারু রা ডারা ||

এই স্বরলিপিতে ব্যবহৃত নূতন চিহ্ন মধ্যে, ডা, ডে অর্থে, (দক্ষিণ তর্জনীস্থ) মিজ্রাবের দ্বারা, করতল অভিমুখী, রা, রে অর্থে, তদ্দ্বারা তদ্বিপরীতমুখী, আঘাত দিয়া, এবং রু অর্থে নিম্নোক্ত কৃন্তন আঘাত দ্বারা, তার বাদন। ঐ রু চিহ্নের, উপরিস্থ, বা তাহা না থাকিলে, তৎপূর্ব্বস্থ. সুর, উৎপাদনার্থ, যে সারিকার, যে বাম করাঙ্গুলীর চাপ হইবে, সেই সারিকার উপরে, তারে, সেই অঙ্গুলীর আঘাত দিয়া, ঐ কৃন্তন বাদন হয়। ঐ ডা রা রু আদি আঘাতে, একটি সুর বাদিত অবস্থায়, কোন নূতন আঘাতে, তার না বাজাইয়া, ঐ সুর সহ তন্নিম্নে——চিহ্নিত সুরনিচয়, তারে, বাম করাঙ্গুলীর চাপ দিয়া উৎপাদন পূর্ব্বক,আশ, এবং ঐ সুর সহ তন্নিম্নে═══চিহ্নিত সুরনিচয়, বাম করাঙ্গুলী দিয়া তার, সারিকার উপর, পার্শ্বে টানিয়া, উৎপাদন করিয়া, মিড়, এবং W চিহ্নিত সুরের স্থানে, সারিকার উপর তার ঈষৎ নড়াইয়া,সামান্য তারতম্যের (যাহাকে স্থূলভাবে এক শ্রুতি বা সিকি সুর বা তদপেক্ষাও কম বলে) ধ্বনি, উৎপাদন পূর্ব্বক, কম্পন হয়। সেতারে অবরোহে (অর্থাৎ) খাদের দিকে, আশ, অনেকক্ষেত্রে খুব মৃদুধ্বনি হওয়ায়, কৃন্তন বা আশ সহ কৃন্তন, বা কৃন্তন সহ

ছিল, তাহা অনুমান হয়, পূর্ব্বে (৩২৩ পৃঃ) বলিয়াছি। সোমনাথ, রা০বি০২।১৫-৫১ ও টীকায়, তদ্বর্ণিত বিভিন্ন প্রকারের বীণায়, বিভিন্নরূপে-সারিকানিচয় স্থাপন, ও তদ্বিষয়ক

আশ দ্বারা, তৎকার্য্য, অনেক সময়, নিষ্পন্ন হয়। ঐ মিড় কার্য্যে, তার টানা অবস্থায়, কম্পনও হয়, তখন ঐ কম্পন চিহ্নিত সুর অপেক্ষা, ঈষৎ নিম্নতর ও ঈষৎ উচ্চতর, ধ্বনি সহ, ঐ কম্পন হয়, এবং ঐ মিড়ে যেরূপ হয়, ঐরূপে তার পার্শ্বে টানিয়া, প্রয়োজন হইলে, ডা রা আদি আঘাতে, তৎসারিকার সুর অপেক্ষা উচ্চতর সুর উৎপাদনের পর, তারের ঐ টান শিথিল করিয়া, ঐ সারিকার উপর যথাযোগ্য স্থানে, নিম্নতর সুর, প্রয়োজন হইলে, তাহা ডা রা আদি আঘাত দ্বারাও, উৎপাদন হয়। ঐ ভাবে নিম্নতর সুর উৎপাদন, উপরোদ্ধৃত মতঙ্গ আদি উক্ত, দ্বিতীয় প্রকার প্রবেশ, অর্থাৎ মার্দ্দবএর অন্তর্ভূত, তাহা সহজেই বুঝা যায়। সেতার, বীণ আ দতে, সারিকার উপর তার পার্শ্বে টানিয়া, ক্ষুদ্র যন্ত্রে, তৎসারিকার সুর হইতে তৃতীয় সুর পর্য্যন্ত, এবং অধিকতর লম্বা ও চওড়া ডাণ্ডী (দণ্ড) যুক্ত, বৃহৎ যন্ত্রে (ঐরূপ বৃহদাকারের সেতারকে সুরবাহার বলে), ৭ম বা তদুচ্চ সুর পর্য্যন্ত উৎপাদন হয়, এ কারণ ঐ সকল বৃহৎ যন্ত্র আলাপ কার্য্যে সুবিধা হয়, কিন্তু তাহা গত্ বাদনে তত সুবিধাজনক হয় না, ও তৎকার্য্যে ক্ষুদ্রতর যন্ত্রই বেশী উপযোগী। মিড় দ্বারা, একটি সুর হইতে অপর সুর পৌছিতে, অবিচ্ছেদে মাঝামাঝি সমস্ত ধ্বনি, অথবা মাঝামাঝি কতক কতক ধ্বনি স্পষ্ট করিয়া, প্রয়োজন মত, তৎকার্য্যে, ডা রা আদি আঘাত দ্বারা, বিভিন্ন প্রকারের বল সহ, প্রকাশ হয়। ছড় (ধনু) দিয়া বাদনোপযোগী, সারঙ্গী, এস্‌রার (অর্থাৎ এস্রাজ) আদি যন্ত্রে অঙ্গুলীর ঘর্ষণ দ্বারা, ঐ মিড়ের কার্য্য হয়, তাহা গীতসূত্রসারকার (৩৮, ৪২ পাদ টীঃ, পৃঃ) দেখাইয়াছেন। তারের লম্বে বাম করাঙ্গুলীর ঘর্ষণ, সারিকাবিহীন যন্ত্রে প্রয়োজন অনুসারে, দণ্ডের উপরেই, ঐরূপ তার ঘর্ষণ, দ্বারাই ঐ ঘষিট্, বা ঘর্ষণ কার্য্য হয়। সেতারেও, ঐ ঘষিট্ কার্য্য, কিছু কিছু হয়, কিন্তু ছড়ের যন্ত্রের তুলনায়, তদ্দ্বারা ঐ ধ্বনি খুব মৃদু হয়। ঐ মিড় বা ঘষিট্ দ্বারা, ব্যাবহারিক কার্য্যে উৎপাদিত, সকল প্রকার ধ্বনি, খুঁটিনাটী করিয়া, স্বরলিপিতে লিখন সম্ভব নহে। উপরোক্ত গত্‌টিতে, উক্ত সেতার বাদক মহাশয়, ঐ মিড় আদি দ্বারা, যে সকল ধ্বনি, বা সুর, স্পষ্টতঃ ও বিশিষ্টরূপে উৎপাদন করেন, মোটামুটি ভাবে, সেই সকলই স্বরলিপিতে প্রদর্শন করিয়াছি। মিড় কার্য্যে, সারিকার উপর, তার ইতস্ততঃ নড়ান হইলে, তাহা অনেকটা কম্পনের ন্যায় শুনায়।

ঐ রাগ, এবং ঐরূপ অন্যান্য রাগ, যথাযথরূপে উৎপাদনে পারদর্শী, উক্ত সেতার বাদক, শ্রদ্ধেয় ব্রজনাথ ঠাকুর মহাশয়, ও অন্যান্য গায়ক বাদকেরা, ঐ সকল রাগ গাহা, বা তারের যেন্ত্রীয় যন্ত্রে বাদনকালে, ব্যাবহারিক কার্য্যে, উপরোক্ত মিড় ব্যতীত, কম্পন আদি অলঙ্কার দ্বারা অসংখ্য প্রকারের তারতম্যের ধ্বনি উৎপাদন ব্যতীত, সুরসমূহেরও বহু প্রকারের তারতম্য উৎপাদন, এবং বার বার পুনরুক্তি কালে, ঐ সকল ধ্বনির বহু প্রকার বৈচিত্র্য উৎপাদন করিয়া থাকেন। উক্ত সেতার বাদক কর্ত্তৃক, উক্ত রাগের উক্ত গৎ বাদনকালে উৎপাদিত, ঐ বহু প্রকারের ধ্বনি মধ্যে, যেগুলি, গীতসূত্রসারে ব্যবহৃত, স্বরলিপি চিহ্ন নিচয়ের, উপপত্তিতে নির্দ্দিষ্ট, ধ্বনির ন্যায়, বা কাছাকাছি, ধ্বনি, সেগুলির সেই সকল চিহ্নই, উপরের স্বরলিপিতে দিয়াছি। ঐ সকল চিহ্ন, পূর্ব্বে (৩৭৪, ৩৭৯ ইঃ পৃঃ) যেরূপ বলিয়াছি, সেইরূপ, ঐ রাগে সংস্কার লাভ করিয়া, কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ তারতম্যে উৎপাদিত হইবে। ঐ সকল, বা প্রচলিত স্বরলিপি চিহ্নের, উপপত্তিতে নির্দ্দিষ্ট, ধ্বনি অপেক্ষা, একটু বিশেষ পার্থক্যে, ও নির্দ্দিষ্ট ও বিশিষ্টরূপে, যে সকল ধ্বনি, ঐ রাগের যথাযথ রূপ প্রকাশার্থ, ঐ রাগ যথাযথ উৎপাদনে পারদর্শী গায়ক বাদকগণ কর্ত্তৃক, এবং ঐ রাগের ঐ গৎ বাদনে, উক্ত সেতার বাদক মহাশয় কর্ত্তৃক, উৎপাদিত হইতে শুনিয়াছি, সেই সকল ধ্বনির জন্য, এক একটি বিশেষ

প্রকারান্তর, ও মতান্তর বর্ণনায়, খাদের (অর্থাৎ নিম্নের) সুরের দিকে, এক এক সপ্তকে, মেরু সহ, বা তদ্ব্যতীত, ১২টি কি ১৩টি সারিকার ব্যবস্থা, এবং তার বা তদুচ্চ এক এক সপ্তকে ৭টি মাত্র সারিকা, এবং কোন কোন বীণায়, মধ্য সপ্তকেও ৭টি, বা তদতিরিক্ত দুই তিনটি মাত্র, সারিকার ব্যবস্থা, ও ঐ সকল সারিকাই, দগ্ধবস্ত্র মিশ্রিত মোম দিয়া, ঐ সকল বীণার দণ্ডে আঁটিয়া দিবার ব্যবস্থা, (ঐ ২।১৩ টীকায়) করিয়াছেন। ঐ খাদের দিকের অতিরিক্ত সারিকা হইতেই (প্রয়োজন হইলে, পূর্ব্বোক্ত, তদ্বর্ণিত, সারিকার উপর, তার পার্শ্বে টানিয়া, উচ্চতর সুর উৎপাদন ব্যবস্থা করিয়া), সকল রাগের সকল মেলএর, ঐ খাদের দিকের সমস্ত সুর উৎপাদনের ব্যবস্থা করিয়া, ঐ সকল সারিকা অচল (তৎকালের ভাষায় বজ্রথাট ঐ ১৫-১৬টী০), ও উচ্চ দিকের উপরোক্ত কম সংখ্যক সারিকায়, বিভিন্ন রাগের ঐ ঐ উচ্চ দিকের সুরনিচয় উৎপাদন কালে, তত্তৎ রাগের মেল উপযোগী, ঐ সকল উচ্চ বা মধ্য সপ্তকের, যথাযোগ্য সারিকা, উঠাইয়া, বীণার দণ্ডে (বাদক নির্দ্দেশিত) যথাযোগ্য স্থানে, পুনঃ স্থাপন (ঐ ১৭টী০) করিয়া, ঐ সকল সারিকা সচল, এই ভাবে, সচল ও অচল, উভয়বিধ সারিকার ব্যবস্থা, রা০বি০২।১৫-১৭ ও টীকায় দেখাইয়াছেন *। শার্ঙ্গদেবের কালেও বস্ত্রমসী, অথবা ইষ্টকচূর্ণ,

---

সুরচিহ্ন দিয়াছি। তন্মধ্যে, ন, ধ, এবং গো অর্থে, যথাক্রমে, ন, ধ, এবং গো অপেক্ষা কিঞ্চিৎ কড়া (অর্থাৎ উচ্চ) ওজোন, কিন্তু, যথাক্রমে, তার-স, ধী (অথবা নো), এবং গ অপেক্ষা খাদ (অর্থাৎ নিম্ন) ওজোনের ধ্বনি, এবং তত্তৎ, যথাক্রমে ন, ধ, এবং রএর সারিকায়, পার্শ্বের দিকে তার টানিয়া, যথাযোগ্য, ডা, রা আদি আঘাত দ্বারা উৎপাদিত হইবে। গ অর্থে, গ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ খাদ, কিন্তু গো অপেক্ষা কড়া, এবং উক্ত গে অপেক্ষাও কিঞ্চিৎ কড়া ওজোনের ধ্বনি। প্রচলিত ১২টি মাত্র সুরের অন্তর্গত, সুরনিচয় দিয়াই, স সুরের ভিত্তিতে, ও রাগবাদন কালে,সেতার আদির সচল সারিকা সরাইয়া লইয়া, ঐ ঐ যে যে নামক সুরের সারিকা, রাগবিশেষ বাদন জন্য নির্দ্দিষ্ট হয় সেই সেই সুরের নাম অনুসারেই (১৫, ২১৪ ইঃ পৃঃ গীতসূত্রসারকার যেরূপ দেখাইয়াছেন, ঐরূপ) প্রত্যেক রাগের ঠাট নিরূপণ হওয়ায়, উপরোক্ত দেশ রাগের (৬৩ পৃঃ উক্ত), প্রচলিত ঠাট, সম্পূর্ণ ও দুই নি (অর্থাৎ নো এবং ন) স্থির হইয়াছে। তাহাতে ঐ রাগের উপরোক্ত স্বরলিপিতে, আমি যাহাকে ধ বলিয়াছি, তাহাকে, কেহ কেহ, ঐ প্রচলিত ঠাটের অন্তর্গত নো সুর, কেহ কেহ হয়ত তাহাকে ধ সুর নির্দ্দেশ করেন। যথাযথ উৎপাদিত, পুরবী রাগে, ঐরূপ, ধো হইতে নিম্ন, কিন্তু প হইতে ঈষদুচ্চ ধ্বনিবিশেষ প্রয়োজন হয়, এবং তাহাকে, উপরোক্ত প্রচলিত প্রথায়, কেহ হয়ত' ঐ রাগের ঠাটে, ধো, কেহ হয় ত প নির্দ্দেশ করেন। ইহাই, (৬৩ ইঃ, ও ২০৭-২০৯ ইঃ পৃঃ উক্ত) উক্ত পুরবী, এবং ধনশ্রী, কানাড়া আদি রাগের ঠাট বিষয়ক মতান্তরের অন্যতম কারণ বলিয়া বোধ হয়।

* দেবল মহাশয়, তাঁহার লিখিত (পূর্ব্বে ৩০২ পৃঃ উক্ত) সোমনাথ বিষয়ক পুস্তকের পরিশিষ্টে, রা০বি০ বর্ণিত চারিপ্রকার বীণার প্রত্যেক সারিকার, এক একটি স্বর নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে, পূর্ব্বে সোমনাথ বর্ণিত এক প্রকার বীণায় (উহা, তদুক্ত শুদ্ধমেলা-অখিলরাগমেলা বীণা) খাদের দিকের, এক একটি নির্দ্দিষ্ট স্বরের স্থানে, এক একটি নির্দ্দিষ্ট সারিকার ব্যবস্থা, যেরূপ (৩০৫ পৃঃ) দেখাইয়াছি, সোমনাথ, তদ্বর্ণিত বীণানিচয়ে, খাদের দিকেই ঐরূপ ব্যবস্থা দেখাইয়াছেন, উচ্চ সুরের দিকে, ঐরূপ স্বরনির্দ্দেশ না করিয়া, সাধারণভাবে, সারিকার সংখ্যা নির্দ্দেশ মাত্র, করিয়াছেন।

মিশ্রিত মোম দিয়া আঁটিয়া দেওয়া, এক এক সপ্তকের জন্য নির্দ্দিষ্ট, ৭টি মাত্র সারিকা, ঐরূপ, বিভিন্ন রাগের কার্য্যে, অথবা তৎ তৎ উপযোগী করিয়া স্থাপিত, তত্তৎ অংশ স্বর, ও তদুপযোগী অন্যান্য স্বর, উৎপাদনের জন্য ঐরূপ সচল সম্ভবতঃ ছিল, এবং বাদক জনসাধারণে তাহা জানিত বলিয়াই, শার্ঙ্গদেব সম্ভবতঃ, কিংনরী জাতীয় বীণায়, দ্বিসপ্তক বা তদধিক দুই তিনটি স্বরের স্থানে সারিকা, এবং শাস্ত্রীয় লঘ্বী কিংনরীতে (পূর্ব্বে ৩২৭ পৃঃ মৎপ্রদর্শিত) স্থায়ী হইতে দ্বিসপ্তক গণনার, ব্যবস্থা দেখাইয়া, ঐ সকল প্রত্যেক সারিকার স্বর নির্দ্দেশ করেন নাই। ঐ সকল প্রত্যেক সারিকার স্বর নির্দ্দেশ না হওয়ার যে সকল কারণ পূর্ব্বে (৩২৩-৩২৮ ইঃ পৃঃ) অনুমান করিয়াছি, তদ্ব্যতীত তাহার, উপরোক্ত কারণও হইতে পারে। নির্দ্দিষ্ট স্বরের জন্য নির্দ্দিষ্ট চিহ্নের ব্যবস্থা না করিয়া স০র০৬।৮ বচনে, (পূর্ব্বে ৩১০ পৃঃ উক্ত) স্বরবীণায় (অর্থাৎ স্বরোৎপাদনকারী বীণানিচয়ে), বিচক্ষণ ব্যক্তিরা, স্বরসমূহের যথাযথ বিভাগ, অঙ্কিত, অর্থাৎ চিহ্নিত, করিয়া, শ্রুতিসমূহ (ঐ ৬৮ টী০) উৎপাদন করার ব্যবস্থা, এবং ঐ ৬।১০৬-১০৭ বচনে, শ্রুতির স্থান বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা, একতন্ত্রী বীণায়, সহজে বুঝিবার উপযোগী করিয়া, স্বরনিচয়ের স্থান এরূপ ভাবে অঙ্কিত করিবে, যাহাতে, স্বরভেদের স্বকীয় বিভাগের, অর্থাৎ স্বরসমূহের বিভিন্নতা বিষয়ক যে বিভাগ, তাহার দ্বারাই, গ্রাম, মূর্চ্ছনা আদির বোধ সহজলভ্য হয়, এই ব্যবস্থা, শার্ঙ্গদেব যাহা করিয়াছেন, তদ্দ্বারা, বিভিন্ন রাগোপযোগী, উপরে যেরূপ উক্ত হইয়াছে, ঐরূপ কার্য্যের জন্য, বিভিন্নরূপ স্বরস্থান অঙ্কন, অথবা একইরূপে অঙ্কিত (অর্থাৎ চিহ্নিত) স্থান সমূহ হইতে, বিভিন্ন গীত বা রাগের বিভিন্ন গ্রাম, মূর্চ্ছনা আদির উপযোগী স্থান বিভিন্নরূপে বাছিয়া লওয়ার ব্যবস্থা, তিনি দেখাইয়াছেন, তাহা বলা যাইতে পারে। ঐ স০র০৬।৮ বচন, এবং ৬।১০৬ শ্লোকের দ্বিতীয়ার্দ্ধ হইতে ঐ ১০৭ বচন, পূর্ব্বে ২৫২ পৃষ্ঠায়, এবং ঐ ১০৬ শ্লোকের প্রথমার্দ্ধ ৩২৬ পৃষ্ঠায়, উদ্ধৃত করিয়াছি। ঐরূপ, নকুল আদি বীণানিচয়ের * মুক্ত তন্ত্রীতে, বিভিন্ন গীত, বা রাগোপযোগী, বিভিন্নরূপ

* স০র০৬।১০৮-১১১ বচনে, নকুল, ত্রিতন্ত্রিকা (কল্লি০ মতে, ইহার ভাষা নাম যন্ত্র, ঐ টী০), চিত্রা, বিপঞ্চী, এবং মত্তকোকিলা (কল্লি০ মতে, ইহার ভাষা নাম স্বরমণ্ডল, ঐ টী০) নামক, পাঁচ প্রকারের বীণা, ও তৎ প্রত্যেকের সুরবাদনোপযোগী, যথাক্রমে, ৩, ৫, ৭, ৯, ও ত্রিসপ্তকোপযোগী ২১টি মুক্ত তন্ত্রীর কথা ও তন্মধ্যে মত্তকোকিলা মুখ্য, ও অন্যান্য চারি প্রকার বীণা তাহার প্রত্যঙ্গ বা উপরঞ্জিকা, অর্থাৎ সহকারী, বর্ণনা করিয়া, শার্ঙ্গদেব, ঐ ৬।১১১-২০৮ বচনে, অঙ্গুলীর টীপ ও ঘর্ষণ, অঙ্গুলী, কোণ, কত্রা আদির, আঘাত বা সারণা আদি দ্বারা, এক হস্তে বা দুই হস্তে, নানাপ্রকারে, ও নানারূপ অলঙ্কার উৎপাদন পূর্ব্বক, ঐ পঞ্চ প্রকার বীণা বাদনের বর্ণনা, এবং ঐরূপে এক হস্তে বা দুই হস্তে নানা প্রকারে, ও নানা প্রকার অলঙ্কার উৎপাদন পূর্ব্বক, এক তন্ত্রী বীণা বাদন বর্ণনা, তিনি, ঐ ৬।৫৭-১০৭ বচনে করিয়াছেন। পূর্ব্বেও (৩০৯-৩১০ পৃঃ) ঐরূপে ঐ শ্রেণীর বীণা, ও অন্যান্য প্রকারের বীণা বাদন বিষয়ক স০র০ উক্তির কথা বলিয়াছি। ত্রিসপ্তকোপযোগী ২১টি মুক্ত তন্ত্রী, অথবা তদধিক সংখ্যক তন্ত্রীযুক্ত আধুনিক, কানুন বা নিম্নোক্ত স্বরমণ্ডল, যন্ত্রের প্রত্যেক তন্ত্রীর জন্য কাণ থাকে, এবং বিভিন্ন রাগোপযোগী সুরে, ঐ সকল তার বাঁধিয়া, ঐ সকল মুক্ত তন্ত্রী, দুই হস্তে ধৃত দুইটি কাঠি, বা হাতুড়ীর আঘাতে বাদিত হয়। ২১টি মুক্ত তন্ত্রীর, ব্যাসের ন্যায় আধারযুক্ত একটি, ও দণ্ডবিহীন বৃহৎ

স্বরস্থাপন বিষয়ক ব্যবহার নিশ্চয়ই ছিল; সেই কারণেই সম্ভবতঃ, ঐ সকল বীণার তন্ত্রীসংখ্যা মাত্র নির্দ্দেশ করিয়া, ও তদন্তর্গত মত্তকোকিলা বীণায় ত্রিসপ্তকোপযোগী ২১টি তন্ত্রীর কথা বলিয়া, ঐ সকল বীণার প্রত্যেক তন্ত্রীর স্বর নির্দ্দেশ তিনি করেন নাই।

সংগীত-রত্নাকর ও তৎটীকাদ্বয়ের, উপরোক্ত উক্তি সমূহ হইতে, শার্ঙ্গদেব ও তৎপূর্ব্ববর্ত্তী কালে, রাগ আদি বাদন প্রথার পরিচয় যেরূপ পাওয়া যায়, তাহা দেখাইলাম। ঐ প্রথায়

সেতারের ন্যায় আধারযুক্ত, একটি, এরূপ দুইটি, কানুন অথবা স্বরমণ্ডল নামক যন্ত্র, কলিকাতা মিউজিয়ামে রক্ষিত হইয়াছে, এবং ঐ মিউজিয়ামের বাদ্যযন্ত্র পরিচায়ক পুস্তিকায় (Guide to Musical Instruments, Indian Museum, Calcutta, Government Printing, India 1917), ও তাহার চিত্রে ঐ যন্ত্রদ্বয় ৪১-৪২ সংখ্যক, উক্ত হইয়াছে, ও ঐ পুস্তিকার ৮-৯-পৃষ্ঠায় (তথায় প্রথমটির সংখ্যা, ৪১ স্থলে, ভুলক্রমে ৪০ সংখ্যা নির্দ্দেশ করিয়া) ঐ শ্রেণীর যন্ত্র বাদন বর্ণনায়, ঐ সকল যন্ত্রের মুক্ত তন্ত্রীনিচয়ে বিভিন্ন রাগোপযোগী উপরোক্তরূপ সুর দিয়া, তাহা দুই অঙ্গুলিস্থ দুইটি মিজ্রাবের আঘাত, ও বামহস্তধৃত লৌহবলয়বিশেষ দ্বারা, নানাপ্রকার ভূষণ, অলঙ্কার আদি উৎপাদন পূর্ব্বক, বাদন প্রথা, ও ত্রিসপ্তকের জন্য (বিকৃত সুরের তন্ত্রী সহ) ৩৭টি তারযুক্ত পারস্যদেশ হইতে আমদানী আধুনিক কানুন যন্ত্র, ঐ রূপেই সুর দিয়া, ঐ রূপেই বাদন প্রথা, পপ্‌লে মহাশয়, তাঁহার লিখিত মিউজিক্ অব্ ইণ্ডিয়া নামক পুস্তকের (৭ম অঃ ১১৩-১১৪ পৃঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, এবং স্বরমণ্ডল, অধুনা দুই একটি মাত্র, স্থানে স্থানে দেখিতে পাওয়া যায় ঐ স্থলে (ঐ ঐ পৃঃ) বলিয়া, পপ্‌লে মহাশয়, এম্ ফ্রেডালিন্ লিখিত একটি প্রবন্ধ হইতে, স্বরমণ্ডলের নিম্নলিখিত দুই প্রকার বাদন প্রথার কথা, (ঐ ঐ পৃঃ) উদ্ধৃত করিয়াছেন :—(১) দক্ষিণ তর্জ্জনী ও মধ্যমায়, মিজ্রাবদ্বয়ের আঘাত, ও (অন্যান্য তারে) ঐ কনিষ্ঠার দ্বারা, তৎসমকালে আঘাত, ও বাম হস্ত ধৃত কড়ি বা শম্বুকবিশেষ দ্বারা তারের লম্বালম্বী ঘর্ষণ দ্বারা, সুন্দর ভূষণ ও অলঙ্কার আদি উৎপাদন পূর্ব্বক বাদন, (২) তন্ত্রীনিচয়ে দুই হস্ত ধৃত দুইটি হাতুড়ীর আঘাত দিয়া, পিয়ানোর ন্যায় আওয়াজ উৎপাদন পূর্ব্বক বাদন।

স্পেন্‌বাসীদের গীটার, এবং আমেরিকা অঞ্চলের হাওয়াইআন্ দ্বীপপুঞ্জ অধিবাসীদের বাদন প্রথার, মিশ্রণে, উদ্ভাবিত, আধুনিক হাওয়াইআন্ ষ্টীল্ গীটার্ (Hawaiian Steel Guitar), হাঁটুর উপর চিৎ করিয়া রাখিয়া, বামহস্তধৃত ইস্পাতশলাকাবিশেষ Steel bar) দিয়া, ঐ যন্ত্রের স্বরউৎপাদনকারী ৬টি তারে, যুগপৎ চাপ দিয়া দক্ষিণ হস্তে একটি তারে বা (স্বল্প বা অধিক বিচ্ছেদে), একাধিক তারে, আঘাত দিয়া, বাদিত হয়। ঐ যন্ত্রে সারিকা থাকে না, কোন কোনটিতে, দণ্ডের সমতলে ও দণ্ডসংলগ্ন, পাতলা ও সরু পিত্তলের পাত দিয়া স্বরসমূহের স্থান, এবং ঐরূপ দণ্ডের সমতলে ও দণ্ডসংলগ্ন, ছোট ছোট, পিত্তলের বা ঐরূপ কোন ধাতু নির্ম্মিত, চাক্‌তি দিয়া, বিকৃত স্বরসমূহের স্থান, চিহ্নিত করা হয়। ঐরূপে, বা ঐ প্রকার কোনরূপে, স্বরের স্থান চিহ্নিত করার, তাৎকালিক ব্যবহার কথাই, সম্ভবতঃ ইতঃপূর্ব্বে (৪১১ পৃঃ) প্রদর্শিত, সং-র-৩।৮, ১০৬-১০৭ বচনে উক্ত হইয়াছে। পাশ্চাত্য সাধারণ গীটার্, ও ব্যাঞ্জো, ম্যাণ্ডোলীন্ (Banjo, Mandolin) আদির দণ্ডে (Fingerboard) অনোচ্চ ও সরু, পিত্তল আদি ধাতুর, পাত বসাইয়া, সারিকানিচয় থাকে, এবং ঐ গুলিতে, স্বর বাদনোপযোগী, চারি, বা ততোধিক, সুরের তার, ও তন্মধ্যে ম্যাণ্ডোলীন্ ও অন্যান্য কোন কোন যন্ত্রে ঐ ঐ প্রত্যেক স্বরের জন্য, পরস্পর সন্নিকটস্থ, দুইটি (অর্থাৎ জোড়া বা জুড়ীর) তার থাকে, এবং ঐ সকল যন্ত্রের, এবং উপরোক্ত হাওয়াইআন্ ষ্টীল্ গীটারের, একটি বা একাধিক তারে, বাম করাঙ্গুলী নিচয়ের চাপ দিয়া, ঐ সকল প্রকার যন্ত্রের একটি তারে, অথবা স্বল্প বা অধিক বিচ্ছেদে বিভিন্ন তারে, দক্ষিণ-

বিভিন্ন গীত বা রাগ উপযোগী, যন্ত্রে, বাদকের স্বেচ্ছায় গৃহীত স্থানে. তত্তৎ গীত বা রাগের অংশ-স্বর উৎপাদন, ও তদনুযায়ী ঐ ঐ গীত বা রাগের, অন্যান্য স্বর ঐ যন্ত্রে উৎপাদন কার্য্যে, যন্ত্রই, বাদকের অধীনস্থ ছিল, এবং ১০টি মাত্র স্বর দিয়া, কণ্ঠ সঙ্গীতোপযোগী, ও এখনকার তুলনায়, অনেক সরল ও স্বাভাবিক, ঠাট নিচয়, নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। ঐ প্রথায়, যথা ইচ্ছা অংশে স্বরবিশেষ স্থাপন ও তদনুযায়ী অন্যান্য স্বর উৎপাদনে, বাদকের বিশেষ কৃতিত্বের প্রয়োজন ছিল। মনুষ্য ক্রমে অধিক হইতে অধিকতর, যন্ত্রের সাহায্য লইয়াছে, তাহাতে, অনেক সুবিধা, ও ব্যক্তিগত কৃতিত্বের অভাব মোচন, হইয়াছে, কিন্তু, ঐ সুবিধার ফলে, অনেক কৃত্রিমতা আসিয়াছে, এবং ব্যক্তিগত কৃতিত্ব, ও তাহার আদর কমিয়াছে, এবং সঙ্গীত, চিত্রাঙ্কন, ভাস্কর্য্য প্রভৃতি চারুশিল্পের আদর্শ, অনেক বিষয়ে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। ঐ কারণে সঙ্গীতের যেরূপ ক্ষতি হইয়াছে, তাহা ক্রমশঃ দেখাইব। এক্ষণে প্রাচীন মূর্চ্ছনার প্রয়োগ বিষয়ক যে সকল উক্তি দেখিতে পাইয়াছি, তাহাই বলিব।

অঙ্গুষ্ঠ সংলগ্ন দক্ষিণ-তর্জ্জনীর দ্বারা আঘাত, বা তদ্ধৃত প্লেকট্রাম্ (Plectrum, অর্থাৎ হাড় বা ধাতুর পাত বা ফলক বিশেষ, বা ঐরূপ দ্রব্য) দ্বারা আঘাত দিয়া বাদিত হয়।

প্রাচীন মত্তকোকিলা বা স্বরমণ্ডল, ও তাহাতে সুর স্থাপন প্রথা, আধুনিক কানুন বা স্বরমণ্ডলের ন্যায়ই ছিল, এবং ঐ শ্রেণীর, ও অন্যান্য, প্রাচীন বীণার, তারে আঘাত দিয়া বাদন জন্য ব্যবহৃত, উপরোক্ত (ও পূর্ব্বে ৩০৯-৩১০ পৃঃ উক্ত) কোণ, কত্রিকা আদি, উপরোক্ত আধুনিক কাঠি বা হাতুড়ি, বা পাশ্চাত্য প্লেকট্রামের ন্যায়ই ছিল, এবং ঐ সকল প্রাচীন যন্ত্রে, উপরোক্ত (ও ৩১০ ইঃ পৃঃ উক্ত) সংস্কৃত বর্ণিত অঙ্গুলী, কোণ, কত্রিকা, তুষ আদি সারণা, আধুনিক বাম করাঙ্গুলীনিচয়ের টীপ বা তারের লম্বালম্বী ঘর্ষণ অর্থাৎ ঘষিট্, ও উপরোক্ত, কড়ি-আদি, বা লৌহবলয় আদির ঘর্ষণের ন্যায়, বা উপরোক্ত পাশ্চাত্য ইস্পাত শলাকাদিগের সঞ্চালনের ন্যায় ছিল, এবং পূর্ব্বে (২৫৫ ইঃ পৃঃ) উক্ত, চলবীণার তন্ত্রীনিচয়ে সারণাচতুষ্টয় দ্বারা, উপরোক্ত পাশ্চাত্য ইস্পাত শলাকা সঞ্চালন পূর্ব্বক, সকল তারের একই প্রকার লয়ে, যুগপৎ টীপ দেওয়ার ন্যায়, কোন প্রকার প্রক্রিয়াই, সূচিত হইয়াছে, তাহা সহজেই বুঝা যায়।

উপরোক্ত বাদ্যযন্ত্র পরিচায়ক পুস্তিকার ৮ পৃষ্ঠায়, ঐ কানুন ও স্বরমণ্ডল, সম্ভবতঃ পারস্য ও আরব দেশ হইতে আমদানী বলিয়া উক্ত হইয়াছে, ও ঐ সকল ও ঐ মিউজিয়ামে রক্ষিত অন্যান্য যন্ত্রের উৎপত্তি ও প্রচলন স্থান, ঐ পুস্তিকায় বর্ণিত হইয়াছে। পপ্লে মহাশয়ও, তাঁহার উপরোক্ত পুস্তকে, ভারতীয় সঙ্গীতের অনেক পুরাতত্ত্ব আলোচনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে, কোনরূপ প্রমাণ প্রয়োগ না করিয়াই, বাল্মীকি রচিত রামায়ণের যুগ খৃষ্ট পূর্ব্ব ৪০০ হইতে ২০০ খৃষ্টাব্দ যাহা বলিয়াছেন, চাক্ষুষ প্রমাণ দ্বারা, তাহা অপ্রমাণ করা অবশ্য কঠিন, কিন্তু প্রাচীন ভারতের সঙ্গীত প্রচলন, প্রদর্শন করিতে গিয়া, দশরথের সভায় রাম লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক, ঐ রামায়ণ গাহা হইয়াছিল, যাহা পপ্লে মহাশয়, তাঁহার ঐ পুস্তকে (২য় অঃ, ৯ পৃঃ) বলিয়াছেন, তদ্দৃষ্টে, এবং বাঙ্গালা দেশে কীর্ত্তন-গীত, এবং নগর সংকীর্ত্তনে, সদা সর্ব্বদা ব্যবহৃত, খোল, যন্ত্রের, একটি নমুনা স্বরূপ, বাঙ্গালার রাজধানীতে, উপরোক্ত কলিকাতা মিউজিয়ামে, রক্ষিত হইয়া, ঐ মিউজিয়ামের, উপরোক্ত বাদ্য যন্ত্র পরিচায়ক পুস্তিকায় ৩২ পৃষ্ঠায়, ঐ 'খোল"এর প্রচলন স্থান "অজ্ঞাত" এই উক্তি, দৃষ্টে, পূর্ব্বে যেরূপ বলিয়াছি, ঐরূপ স্বতঃই মনে হয় যে, ভারতীয় আচার ব্যবহার, ও পুরাতত্ত্ব বিষয়ে, ইংরাজ মহাশয়দের লেখার উপর, আমাদের সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করা, উচিত নহে।

প্রাচীন মূর্ছনা দ্বারা ঠাট নির্দ্দেশে, ঐ সকল মূর্ছনার স্বরনিচয়ের, বা তৎ তৎ মন্দ্র, মধ্য, তার সপ্তকস্থ স্বরসমূহের, প্রয়োগ বিষয়ক কোন বিধি, সং৽র৽এ দেখিতে পাই নাই, তৎটীকাদ্বয়ে তদ্বিষয়ক যে উল্লেখ দেখিয়াছি, তাহাই অতঃপর দেখাইব। গীত বা রাগবিশেষের মূর্ছনা নির্দ্দেশে, ঐ গীত বা রাগের গ্রহাংশভূত স্বরের, ঐ মূর্ছনা অন্তঃপাতিত্ব বিষয়ক, কল্লিনাথোক্ত প্রাচীন বিধি, পূর্ব্বে (৪০৪ পৃঃ) দেখাইয়াছি। তদ্ব্যতীত, মধ্য সপ্তকের স্বর দ্বারা, মূর্ছনা নির্দ্দেশ করার প্রাচীন বিধি, ভরত ও মতঙ্গের বচন হইতে দেখাইয়া কল্লিনাথ বলিয়াছেন যে, ভরত মতঙ্গাদি দ্বারা ঐরূপ নিয়মিত হওয়াতেই, শার্ঙ্গদেব, তাঁহার আদিম, অর্থাৎ উত্তরমন্দ্রা মূর্ছনা, মধ্য-স হইতে আরম্ভ করিয়াছেন।* প্রাচীন, স্বেচ্ছায় স্বরস্থাপন প্রথায়, মন্দ্র ও তার সপ্তকস্থ স্বরনিচয় বাদন সৌকর্য্যার্থে, বীণায়, মধ্যসপ্তকস্থ স্বর দিয়াই, মূর্ছনা নির্দ্দেশ বিষয়ক উপরোক্ত বিধি ছিল, তাহা বুঝা যায়, এবং তৎসৌকর্য্যার্থে, উভয় গ্রামস্থ প্রত্যেক মূর্ছনায়, অন্ততঃ একটি মধ্য সপ্তকস্থ স্বরনির্দ্দেশ করার উদ্দেশ্যেই, শার্ঙ্গদেব, ঐ আদিম মূর্ছনা, মধ্য-স হইতে আরম্ভ করিয়াছেন, উপরোক্ত কল্লিনাথ উক্তি হইতে তাহাই সূচিত হইয়াছে। মতঙ্গ ও নন্দিকেশ্বর বর্ণিত, দ্বাদশ স্বর দিয়া গঠিত মূর্ছনার কথা, এবং তার মন্দ্র আদি সিদ্ধি এবং স্থানত্রিতয় প্রাপ্তির জন্য ঐরূপ মূর্ছনার ব্যবস্থা বিষয়ক, মতঙ্গ ও নন্দিকেশ্বরের মত, যাহা সিং৽ভূ৽ বলিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বে (২৮৬,৩৮৫-৩৮৬ পৃঃ) বলিয়াছি। কল্লিনাথও, বলিয়াছেন যে, "প্রয়োগে, মন্দ্র, মধ্য, তার সপ্তকত্রয়ে ব্যাপ্তি সিদ্ধ্যর্থে, ব্যাবহারিক কার্য্যের অনুরোধে, মতঙ্গ নন্দিকেশ্বর আদি কর্ত্তৃক, দ্বাদশস্বর মূর্ছনার কথা উক্ত হইয়াছে।" এই কল্লি৽ উক্তি, এবং সিং৽ভূ৽ উদ্ধৃত, উপরোক্ত মতঙ্গ ও নন্দিকেশ্বর বচন, এবং তদ্বিষয়ক উপরোক্ত সিং৽ভূ৽ উক্তি † হইতে বুঝা যায় যে, গীত, বা রাগবিশেষের, যে যে উচ্চতম ও নিম্নতম স্বরতক, ব্যাবহারিক কার্য্যে, গতি হইত, সেই স্বরসীমা নির্দ্দেশ জন্য, উপরোক্ত দ্বাদশ স্বর দিয়া গঠিত মূর্ছনা ব্যবস্থিত হইয়াছিল। সুতরাং ঐ দ্বাদশ স্বর মূর্ছনা-বিশেষ, রাগবিশেষে নির্দ্দিষ্ট হইলে, ঐ মূর্ছনার উচ্চ ও নিম্ন স্বরসীমা যাহা, ঐ রাগের, ঐ ঐ স্বরসীমা তাহাই, বুঝাইত, ইহা অনুমান করা যায়।

ঐ টীকাদ্বয়ে বর্ণিত উপরোক্ত বিধির উক্তি ব্যতীত, সংগীত-পারিজাতে কোন কোন

---

* मध्यस्थानस्थषड्जेनादिमा मूर्च्छनोत्तरमन्द्राऽऽरभ्यते। कुतोऽयं नियमः। भरतादिनियमित-त्वात्। यथाऽऽह भरतः—"मध्यमसप्तके वैणेन मूर्च्छनानिर्देशः" इति॥ मतङ्गोऽपि—"मध्यस्थानेन मूर्च्छनानिर्देशः कार्यो मन्द्रतारसिद्ध्यर्थम्॥" सं०र० पु:पु: १।४।९-१२ कल्लि०टी०।

† "मतङ्गेन तु द्वादशस्वरमूर्च्छना उक्ताः। 'इदानीं सम्प्रवक्ष्यामि द्वादशस्वरमूर्च्छनाः।' इति। 'अत्र मूर्च्छनानिर्देशः स्थानत्रयप्राप्तये' इति वचनात् द्वादशस्वरसम्पन्ना मूर्च्छना द्रष्टव्याः। नन्दिकेश्वरेणा-प्युक्तम्—'द्वादशस्वरसम्पन्ना ज्ञातव्या मूर्च्छना बुधैः। परिभाषादिसिद्ध्यर्थं तारमन्द्रादिसिद्धये' इति।" सं०र०क:पु:१।४।१४ सिं०भू०टी०॥ "मतङ्गनन्दिकेश्वरादिभिः प्रयोगे स्थानत्रयव्याप्तिसिद्ध्यर्थं व्यवहारानु-रोधेन द्वादशस्वरमूर्च्छना अप्युक्ता.........।" सं०र०पु:पु:१।४।९-१२ कल्लि०टी०॥ ঐ টীকায়, সিং৽ভূ৽,

রাগের মেলএ, মূর্ছনা নির্দ্দেশ, ও ঐ সকল মূর্ছনার আদি স্বর, ঐ সকল রাগের সার্গমে, তৎ তৎ আদি স্বর, অর্থাৎ গ্রহ স্বর স্বরূপ ব্যবহার মাত্র * দেখিয়াছি, তদ্ব্যতীত ঐ সকল মূর্ছনার অন্য প্রকার প্রয়োগ বা প্রয়োগ বিষয়ক বিধি, ঐ পুস্তকে দেখিতে পাই নাই। উপরোক্ত বিধি ও প্রয়োগ ব্যতীত, মূর্ছনানিচয়ে নির্দ্দিষ্ট, স্বরনিচয়ের, প্রয়োগ, বা প্রয়োগ বিষয়ক কোন বিধি, অপর কোন পুস্তকেও দেখিতে পাই নাই। শার্ঙ্গদেব, তদ্বিষয়ক, উপরোক্ত বা অপর কোন বিধির কথা, বা দ্বাদশ স্বরসম্পন্ন মূর্ছনার কথা বলেন নাই। সম্ভবতঃ ঐ সকল প্রাচীন বিধির, বিরুদ্ধ ব্যবহার দৃষ্টেই, তিনি ঐ সকল, বা ঐরূপ কোন বিধির, উল্লেখ করেন নাই, এবং রাগবিশেষে, ঐ সকল বিধির বিরুদ্ধ ব্যবহার, যেখানে দেখিয়াছেন,

---

নন্দিকেশ্বরোক্ত ষড়্‌জ গ্রামস্থ ৭টি, ও মধ্যমগ্রামস্থ ৭টি মূর্ছনা প্রত্যেকটির (ঐ টী০ হইতে উদ্ধৃত করিয়া, ষড়্‌জ গ্রামস্থ ঐ ৭টির দৃষ্টান্ত ২৮৬ পৃষ্ঠায়, এবং তৎপ্রথম ২টির দৃষ্টান্ত ৩৮৬ পৃঃ যাহা দেখাইয়াছি, ঐরূপ) কোন সপ্তকস্থ চিহ্ন না দিয়া, দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, ও তাহাদের নাম, শার্ঙ্গদেবোক্ত ঐ ঐ গ্রামস্থ মূর্ছনার নাম যাহা, যথাক্রমে তাহাই সিং০ভূ০, ঐ টীকায় দিয়াছেন। ঐ সকল দৃষ্টান্ত, উপরোক্ত মতঙ্গ ও নন্দিকেশ্বর বচন ও তদ্বিষয়ক উপরোক্ত সিং০ভূ০ ও কল্লি০ উক্তি হইতে, নন্দিকেশ্বরোক্ত উক্ত মূর্ছনাসপ্তক, যথাক্রমে, ধ$_{১}$, নি$_{১}$, স রি গ ম$_{১}$, প$_{১}$, আদিম, এবং মধ্যম গ্রামের ঐ মূর্ছনাসপ্তক, যথাক্রমে নি$_{১}$, স রি গ ম$_{১}$, প$_{১}$, ধ$_{১}$, আদিম, ও তৎ তৎ পর পর, (৩৮৬ পৃঃ যেরূপ দেখাইয়াছি ঐরূপ) ক্রমোচ্চ, মোট ১২টি স্বর ছিল, এইরূপ বুঝা যায়।

* সংগীতপারিজাতে, অল্প কয়েকটি (যথা ঐ ১৬, ২১ সংখ্যক) রাগের গ্রহ স্বর উল্লেখ আছে। ঐ ঐ রাগের সার্গমে ঐ ঐ গ্রহ স্বর, আদি-স্বর স্বরূপ ব্যবহৃত হইয়াছে। অপর রাগ মধ্যে, কতকের, রজনী (যথা ঐ ৬৩ সংখ্যক রাগের) বা ঐরূপ নামক মূর্ছনা, কতক কতক (যথা ঐ ১৩, ৪৩ ইঃ সং) রাগের গ, ধ, বা ঐরূপ স্বরবিশেষ মূর্ছনা, বা ঐরূপ স্বরবিশেষ-আদি মূর্ছনা (যথা ঐ ১, ৫, ২৫ ইঃ সং রাগের), টক্ক নামক ৭২ সং রাগের, আভীরী (অর্থাৎ ঐ ৫১ সং আভীরিকা রাগের, স্থায়, স-আদি) মূর্ছনা নির্দ্দেশিত হইয়াছে, ও ঐ সকল মূর্ছনার আদি-স্বর ঐ সকল রাগের সার্গমের আদি-স্বর স্বরূপ, নির্দ্দেশিত হইয়াছে। ঐ পুস্তকে, মাত্র ষড়্‌জ গ্রামের ৭টি মূর্ছনার, ও তাহাদের আকৃতি ও নাম, সং০র০এর যেরূপ, ঐরূপ, (ঐ ১৫৩-১০৯ বচনে) বর্ণিত হইয়াছে, এবং ঐ সকল মূর্ছনার, সম্পূর্ণ ষাড়ব, ঔড়ব, ও বিকৃতস্বরসম্পন্ন, বহু প্রকার ভেদ (ঐ ১৫৮-২০৩ বচনে), বর্ণিত হইয়াছে। ঐ পুস্তকে ২২৫ বচনে, উচ্চতর সপ্তকস্থ স্বর উর্দ্ধরেখা দ্বারা, নিম্নতর সপ্তকস্থ স্বর, বিন্দুশির দ্বারা, চিহ্নিত হওয়ার কথা, এবং ঐ উভয় মধ্য সপ্তকস্থ স্বরের, ঐরূপ কোন চিহ্ন না থাকার কথা, বর্ণিত হইয়াছে। সং০র০ ১,৬,৭-৮, বচনে ঐ ঐ চিহ্নর বর্ণনা ও রা০বি০৫।২৯ ও টীকায়, ঐ ধরণের চিহ্নর বর্ণনা আছে, এবং ঐ ঐ বর্ণনার কথাই পূর্ব্বে (২৭৬ পৃঃ) বলিয়াছি। সং০পা০তে, বিভিন্ন সপ্তক নির্দ্দেশক কোন চিহ্ন, বা মূর্ছনাবিশেষের, আদি, বা অপরাপর স্বরের (উপরোক্ত সং০পা০ মূর্ছনার, উপপত্তিতে নির্দ্দিষ্ট) সপ্তক নির্দ্দেশক কোন চিহ্ন, সং০পা০ প্রদত্ত কোন রাগের সার্গমে নাই। সং০পা০ বর্ণিত, উপরোক্ত রাগসমূহ ব্যতীত, কতক কতক (যথা ঐ ৭,১৫,৩৫ ইঃ সং) রাগের, স্বরবিশেষ বা স্বরদ্বয় (যথা ঐ ৩৪-৩৬ সং) উদ্‌গ্রাহ, কতক কতক (যথা ঐ ২,১১,২০ ইঃ সং) রাগের, স্বরবিশেষ-আদি, উল্লিখিত, এবং তৎ তৎ রাগের সার্গমে, ঐ ঐ উদ্‌গ্রাহ, বা আদি স্বরই, গ্রহস্বর, অর্থাৎ আদিস্বর স্বরূপ ব্যবহৃত হইয়াছে।

সেই রাগের বিশেষ লক্ষণেই, সেই রাগে সেই ব্যবহারের কথা, উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বে (৪০৪ পৃঃ) উক্ত, কল্লি° টীকা দৃষ্টে অনুমান করা যায়।

উপরোক্ত, ঠাট বা স্বরপরম্পরাবিশেষ অর্থে মূর্চ্ছনা ব্যতীত, **বীণাবাদন প্রক্রিয়া-বিশেষের পারিভাষিক নাম মূর্চ্ছনা**, স°র°এ যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা পূর্ব্বে (২৮৯ পৃঃ) বলিয়াছি, এবং ঐ বাদন প্রক্রিয়ার কথাও তথায় বলিয়াছি, নিম্নে আরও বিশদ করিয়া তাহা প্রদর্শন করিলাম।

শার্ঙ্গদেবের পরবর্ত্তীকালে, তারের যন্ত্রে সুর স্থাপন, বিকৃত স্বর ও মেল ব্যবস্থা যেরূপ হইয়াছিল, তাহা অতঃপর দেখাইব। ঐ প্রাচীন কালে, শুদ্ধস্বরসপ্তক, ও ষড়্জ গ্রাম ও তাহার আদি স্বর স-এর সম্পর্কে, তারের যন্ত্রে স্বর ও সারিকা স্থাপন প্রথা, স°র°এর ন্যায়ই ছিল, কিন্তু ঐ এক মাত্র ষড়্জ গ্রামের, ও প্রাচীন ২২ শ্রুতির ভিত্তিতেই, বিভিন্ন কালে, বিভিন্ন বিকৃত স্বর, ও মেল গঠন, ও সারিকা স্থাপন ব্যবস্থা, ও ঐ সকল বিকৃত স্বরের বিভিন্নরূপ প্রয়োগ, ব্যবস্থিত হইয়াছিল। স°র° পরবর্ত্তী ঐ প্রাচীন কালের কয়েকটি গ্রন্থে, ঐ ঐ ব্যবস্থা যেরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা এক্ষণে দেখাইব। সংগীত পারিজাতে (৬৫-৭৮ বচনে), ২২ শ্রুতির প্রত্যেক শ্রুতিতে এক একটি শুদ্ধ বা বিকৃত, অথবা (৩১৬-৩১৭ ইঃ পৃঃ যেরূপ দেখাইয়াছি, বিভিন্ন স্বরের সম্পর্কে, ঐরূপে) বিভিন্ন নামক একাধিক বিকৃত স্বর দিয়া, ৭টি শুদ্ধ ও ২২টি বিকৃত স্বরের (ঐ ৬৫), উপপত্তি প্রদত্ত হইয়াছে, এবং ঐ সকল প্রকার বিকৃত স্বর দিয়া, সকল রাগ উদীরিত, অর্থাৎ

---

* একতন্ত্রী বীণার নানাপ্রকার বাদন বর্ণনা, স°র°৬।৭৭-১০৭ বচনে আছে, পূর্ব্বে (৪১১ পৃঃ) বলিয়াছি, তন্মধ্যে, উভয় হস্তের কার্য্য দ্বারা, ত্রয়োদশবিধ বাদন মধ্যে, মূর্চ্ছনা নামক বাদন প্রক্রিয়া, এইরূপ উক্ত হইয়াছে,—"তর্জ্জন্যাদিকনিষ্ঠান্তা স্বাঙ্গুলীর্দক্ষিণে করে॥ স্বরস্থানে দ্রুতং ক্রমাদ্বামেন মূর্চ্ছনা মতা॥" স°র°৬।৮৪॥ অর্থাৎ উদ্বেষ্ট (অর্থাৎ, কুঞ্চিত, তর্জ্জনী হইতে কনিষ্ঠা অঙ্গুলীচতুষ্টয়যুক্ত, স্বীয় অভিমুখ কর-তলের তর্জ্জনী হইতে ক্রমে কনিষ্ঠা পর্য্যন্ত, ঋজু অর্থাৎ সিধাকরণ) ও পরিবর্ত্ত (ঐরূপ করতলের ঐরূপ অঙ্গুলী চতুষ্টয় কনিষ্ঠা হইতে ক্রমে তর্জ্জনী পর্য্যন্ত ঋজুকরণ) এই প্রক্রিয়াদ্বয় দ্বারা, একতন্ত্রী বীণার তারটিতে দক্ষিণ হস্ত ভ্রমণ করার (অর্থাৎ উপরোক্ত ক্রমে উপরোক্ত অঙ্গুলী চতুষ্টয়ের আঘাত দ্বারা; তারটি বাদনের) সমকালীন, একটি স্বরের স্থানে (ও ঐরূপে বিভিন্ন স্বরের স্থানে); দ্রুত (বামহস্তধৃত) কম্রাসাংশ (অর্থাৎ পূর্ব্বে ৩১০, ৪১১ ইঃ পৃঃ মৎপ্রদর্শিত, শলাকা, বা দণ্ড, বা ঐরূপ দ্রব্যবিশেষ দ্বারা তারে টিপ দেওয়া বা তার ঘর্ষণ) এইরূপ প্রক্রিয়ার নাম মূর্চ্ছনা। ঐ উদ্বেষ্ট ও পরিবর্ত্ত পারিভাষিক শব্দদ্বয়ের অর্থ স°র°৭।১০৩-১০৪৮ ও টীকায় পাইয়াছি। তথায়, অভিনয় কার্য্যে, অঙ্গুলী চতুষ্টয়ের উপরোক্ত তর্জ্জনী হইতে কনিষ্ঠান্তক ঋজুকরণের সমকালীন, বক্ষঃস্থলস্থিত ও তদভিমুখ, করতলের, বহির্গমন ক্রিয়ার নাম, উদ্বেষ্টিত, এবং ঐরূপ করতলের, উপরোক্ত কনিষ্ঠা হইতে তর্জ্জনীতক ঋজুকরণের সমকালীন, হস্তের বহির্গমন ক্রিয়ার নাম, পরিবর্ত্তিত উক্ত হইয়াছে। ঐ প্রক্রিয়াদ্বয়ের অন্তর্গত, হস্তের বহির্গমন ক্রিয়া, উপরোক্ত ৬।৮৪ বচনোক্ত উদ্বেষ্ট ও পরিবর্ত্ত ক্রিয়াদ্বয়ে যে প্রযোজ্য নহে, এবং অঙ্গুলী চতুষ্টয়ের ঋজুকরণ ক্রিয়াই তত্র প্রযোজ্য, তাহা সহজেই বুঝা যায়, এবং ঐ উদ্বেষ্ট ও পরিবর্ত্ত ক্রিয়াদ্বয়ের ঐ অঙ্গুলীচতুষ্টয় ঋজুকরণ অর্থই, উপরে করিয়াছি।

উচ্চারিত বা প্রকাশিত হয় (ঐ ৪৯৩ বচনে) উক্ত হইয়াছে, এবং ঐ সকল বিকৃতের মধ্যে ১০টি ত্যাগ করিয়া. ৫টি বিকৃত ও ৭টি শুদ্ধ, মোট ১২টি * স্বর দিয়াই, অসংখ্য রাগের মধ্যে, প্রসিদ্ধ ১২২টির (ঐ ৪৮৮, ৪৯১) লক্ষণ ঐ গ্রন্থকার অহোবল, দিয়াছেন, একথা, এবং রাগনিচয় ঐ ১২টি স্বর দিয়াই তত্তৎ (রাগের) দেশে প্রতিষ্ঠিত. তাহা তিনি (ঐ ৪৯৪-৪৯৭ বচনে) বলিয়াছেন। তিনি, ৭টি শুদ্ধের জন্য ব্যতীত, মাত্র ৫টি বিকৃত স্বরের জন্য, সারিকা ব্যবস্থা করিয়াছেন, এবং ৭টি শুদ্ধ. ও ৫টি বিকৃত, মোট এই ১২টি স্বর † মাত্র ব্যবহার করিয়া, তন্মধ্যে (ইতঃপূর্ব্বে যেরূপ দেখাইয়াছি, ঐরূপে) যেটি আদি স্বর ও তদ্ব্যতীত যে যে স্বর শুদ্ধ বা বিকৃত বা বর্জ্জিত, তদনুরূপে, উপরোক্ত ১২২টি রাগ মধ্যে, কতকগুলি রাগের সম্পূর্ণ, ষাড়ব, বা ঔড়ব মেল, ও ঐ সকল কতক কতক মেল অন্তর্গত, অপরাপর রাগের, সম্পূর্ণ, ষাড়ব বা ঔড়ব ঠাট. দিয়াছেন।

রাগবিবোধে, যে যে বিকৃত স্বর ব্যবস্থিত, ও মেল কার্য্যে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি। § এক মাত্র ষড়্জ গ্রামের ভিত্তিতেই ঐ সকল স্বর ব্যবস্থিত হইয়াছে, এবং দেশীরাগে, পএর বিকৃতি না থাকায়. মধ্যম গ্রামের ব্যবহার না হইয়া, মাত্র ষড়্জ গ্রাম ব্যবহৃত

---

* ঐ পরিত্যক্ত ১০টির প্রত্যেকটি, বিভিন্ন শ্রুতিস্থ, ও শুদ্ধসপ্তক জন্য নির্দ্দিষ্ট শ্রুতিসপ্তকের বহির্ভূত। উপরোক্ত সং০পা০ ২২টি বিকৃতর মধ্যে স প দ্বয়ের শ্রুতিদ্বয়ে কোন বিকৃত নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। অন্যান্য ৫টি শুদ্ধস্বরের শ্রুতিস্থ, বিকৃত স্বর, তত্তৎ শ্রুতিস্থ শুদ্ধ স্বর যাহা, তাহাই (পূর্ব্বে ৩১৬ পৃঃ মহুদ্ধৃত) সং০পা০৩২৩-৩২৫ বচনে, বীণার সারিকা প্রসঙ্গে, উক্ত হইয়াছে। শুদ্ধসপ্তকস্থ ঐ ৭ শ্রুতি, ও রাগের লক্ষণে পরিত্যক্ত, উপরোক্ত ১০ শ্রুতিস্থ ১০টি বিকৃত, বাদ দিলে, বাকি ৫ শ্রুতিস্থ, কোমল-রি, তীব্র-গ, তীব্রতর-ম, কোমল-ধ, তীব্র-নি এই বিকৃত পঞ্চক থাকে, এবং ঐ বিকৃত পঞ্চক ও শুদ্ধসপ্তক, মোট এই ১২টি স্বর মাত্র, রাগনিচয়ের লক্ষণে, অহোবল ব্যবহার করিয়াছেন।

† পূর্ব্বে (৩১৬ পৃঃ) মদুদ্ধৃত, সং০পা০৩১৯-৩২৫ বচনে ঐ সকল সারিকার ব্যবস্থা, ও তাহাতে, ইতঃপূর্ব্বে প্রদর্শিত, রাগনিচয়ের লক্ষণে ব্যবহৃত, কোমল-রি, তীব্র-গ, কোমল-ধ, তীব্র-নি এই চারিটি বিকৃতর জন্য সারিকা ব্যতীত, তীব্রতম-ম এই বিকৃত স্বরের জন্য সারিকা ব্যবস্থিত হইয়াছে। সং০পা০তে কিন্তু, কোন রাগের লক্ষণে তীব্রতম-ম ব্যবহৃত হয় নাই, কিন্তু অনেক (যথা ঐ ২৩,২৫,৩৪-৩৮,৫২-৫৫ ইত্যাদি সংখ্যক) রাগে তীব্রতর-ম ব্যবহৃত হইয়াছে। এতদৃষ্টে মনে হয়, বীণার সারিকা ব্যবস্থা প্রসঙ্গে সং০পা০৩২০ বচনোক্ত "মং তীব্রতমম্" পাঠ ভুল, তৎস্থলে "মং তীব্রতরম্" এই পাঠ হইবে, এবং ইতঃপূর্ব্বে উক্ত, পরিত্যক্ত ১০টি বাদে, ৫টি বিকৃত, ও রাগনিচয়ের লক্ষণে ব্যবহৃত ৫টি, যে যে বিকৃত স্বর (তীব্রতর-ম সহ), সেই বিকৃত পঞ্চকের জন্যই, সারিকা ব্যবস্থিত হইয়াছে, তাহাই বুঝিতে হইবে। উপরোক্ত পাঠ অনুযায়ী হিসাব, পূর্ব্বে (৩৫১-৩৫২ ইঃ পৃঃ) মৎপ্রদর্শিত, সং০পা০ প্রদত্ত মাপ হইতে লব্ধ, হিসাবে, নির্দ্দেশ করিলে, ঐস্থলে যেরূপ দেখাইয়াছি, ঐরূপই, একই সংখ্যক শ্রুতির, বিভিন্ন স্বরের সম্পর্কে বিভিন্ন অনুপাত, নির্ণীত হইবে।

§ তন্মধ্যে, মৎকর্ত্তৃক, ২৭০ পৃঃ প্রদর্শিত তালিকায়,—(৮) সংখ্যক, তীব্র-ম, ও (১৫) সংখ্যক, মৃদু-ম নাম দুইটি স্থলে, যথাক্রমে তীব্রতম-ম ও মৃদু-ম হইবে। মুদ্রিত রা০বি০ ৩।১৭ টীকার তালিকায় ঐ প্রথম ভুলটি থাকায়, ঐ ভুল, ও অজস্র মুদ্রাকর প্রমাদে দ্বিতীয় ভুলটি হইয়াছে।

হওয়ার কথা, সোমনাথ, রা০বি০১।৪১ও টীকায়,* বলিয়াছেন, এবং তদ্বর্ণিত রাগনিচয় যে, দেশী, তাহা রা০বি০৪।৫-৭ ও টীকায় সূচিত হইয়াছে। তদ্ব্যবস্থিত, ও মেল গঠনে ব্যবহৃত, ঐ সকল বিকৃত স্বরের, সব কয়টির জন্য সারিকা ব্যবস্থা না করিয়া, খাদের দিকে মাত্র ৫টি কি ৬টির জন্য, ও চড়ার দিকে তদপেক্ষাও কম সংখ্যক, সারিকার ব্যবস্থা, সোমনাথ যেরূপ করিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বে (৩০৫ ইঃ পৃঃ) দেখাইয়াছি, এবং যে সকল স্বরের জন্য সারিকা নির্দ্দিষ্ট হয় নাই, নিম্নস্থ স্বরের সারিকার উপর তার পার্শ্বে টানিয়া, সেই সকল স্বর উৎপাদনের, রা০বি০২।৩৯ টীকায়, তৎকৃত ব্যবস্থার, ও তৎব্যবস্থিত সারিকাসঞ্চালনের কথা, পূর্ব্বে (৩৪৩,৪০১,৪১০ ইঃ পৃঃ) বলিয়াছি। সোমনাথ ২৩টি মেল ব্যবহার করিয়াছেন, পূর্ব্বে (২৭৫ পৃঃ) বলিয়াছি। ঐ প্রত্যেক মেল, এক একটি রাগের ঠাট, ও তৎ তৎ রাগের নামধেয়,মেল, এবং প্রত্যেক মেল **সম্পূর্ণ**, † এবং প্রত্যেক মেল অন্তর্গত কোন কোন স্বর লোপ হইয়া বা না হইয়া,তৎ অন্তর্গত রাগনিচয়ের, সম্পূর্ণ, ষাড়ব, বা ঔড়ব, ঠাট ব্যবস্থিত হইয়াছে। মেল প্রসঙ্গে রা০বি০৩।১ ও টীকায় সোমনাথ বলিয়াছেন, যাহাতে রাগনিচয় মিলিত, অর্থাৎ বর্গ (অর্থাৎ শ্রেণী) ভুক্ত হয়,

---

* ঐ টীকায়, ও রা০বি০ ১।৩৪ টীকায়, সোমনাথ, তাঁহার ঐ মতের সাপক্ষে, কয়েকটি কল্লিনাথের উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন। ঐ সকল কল্লি০ উক্তি, স০র০২।২।১৬১ টীকায় আছে, এবং তথায় তৎকর্ত্তৃক, দেশী রাগে, স্থলবিশেষে স০র০ বর্ণিত উপপত্তি ও বিকৃত স্বর ব্যবহার দৃষ্ট না হওয়ার কথা, এবং স্থলবিশেষে, স০র০ অতিরিক্ত, ষট্শ্রুতিক-ম, পঞ্চশ্রুতিক রি ও ধ, প্রভৃতি বিকৃত স্বরের ব্যবহার দৃষ্ট হওয়ার কথা, এবং স০র০ উপপত্তিতে মধ্যম গ্রাম উল্লেখ থাকিলেও, স্থলবিশেষে তাহা ষড়্জ গ্রামের ন্যায়ই দৃষ্ট হওয়ার কথা, কল্লিনাথ বলিয়াছেন। ঐ টীকায় উদ্ধৃত আঞ্জনেয় বচন, ও তাহাই রা০বি০ ১।৩৫ টীকোদ্ধৃত হনুমন্ত বচন বলিয়া, সেই প্রাচীন বচন আমি পূর্ব্বে (২৮৩ পৃঃ) উদ্ধৃত করিয়াছি। ‡ স০র০ ২।২।১৬১ টীকায়, তাহার আঞ্জনেয় পাঠ, এবং গীতসূত্রসারকার কর্ত্তৃক হনুমন্ত নাম ব্যবহার, দৃষ্টে, আমি ঐরূপ বলিয়াছি। ঐ রা০বি০ ১।৩৫ টীকায়, ঐ বচন, হনুমৎ বচন বলিয়াই উক্ত হইয়াছে, এবং যে সকল প্রাচীনতর গ্রন্থকারদের পুস্তক হইতে, স০র০এ সারসংগ্রহ করার কথা, শার্ঙ্গদেব স০র০পুঃপুঃ১।১।১৫-২০ বচনে বলিয়াছেন, তন্মধ্যে, আঞ্জনেয় নাম আছে। এতদ্দৃষ্টে বুঝা যায়, উপরোক্ত স০র০২।২।১৬১ টীকায় আঞ্জনেয় পাঠ ভুল, তৎস্থলে আঞ্জনেয় পাঠ হইবে, এবং কল্লিনাথ ও সোমনাথ উদ্ধৃত, উপরোক্ত বচন লেখক, ও গীতসূত্রসারকার কর্ত্তৃক (৮ম পঃ ৪৭ পৃঃ, ১২শ পঃ ১০৭ পৃঃ, ইঃ পৃঃ) উক্ত, হনুমন্ত বা হনুমৎ, একই ব্যক্তি, ও তিনি অঞ্জনানন্দন হনুমৎ। ঐ হনুমৎ উক্তি, ও উপরোক্ত কল্লিনাথ ও সোমনাথ উক্তি, হইতে, বুঝা যায় যে, আধুনিক উপপত্তিগত ১২টি স্বর মাত্র দিয়া, যেরূপ মৎকর্ত্তৃক (৪০৮ পৃঃ) ইতঃপূর্ব্বে প্রদর্শিত, 'দেশ' রাগের, সকল স্বর প্রদর্শন, সম্ভব হয় নাই, বহু প্রাচীনকালেও ঐরূপ তৎকালিক শাস্ত্রীয় স্বর মাত্র দিয়া, 'দেশী' সকল রাগের স্বর প্রদর্শন সম্ভব হয় নাই।

† প্রাচীন ও আধুনিক, ঐ সম্পূর্ণ বা পূর্ণ অর্থে, যাহাতে এক সপ্তকের ৭টি নামধেয় স্বরই, শুদ্ধ বা বিকৃত উভয় অবস্থায়, আছে, এবং তাহাতে শুদ্ধ ও বিকৃত, উভয় অবস্থায়, একই স্বর থাকিলে, ঐ সম্পূর্ণ, সপ্তাধিক স্বর সম্পন্ন, নচেৎ সপ্তস্বর সম্পন্ন। আধুনিক ষাড়ব অর্থেও, ঐরূপ শুদ্ধ বা বিকৃত অবস্থায় ৬টি স্বর যুক্ত, বা শুদ্ধ ও বিকৃত উভয় অবস্থায় একই স্বর তাহাতে থাকিলে, ষষ্ঠাধিক স্বর যুক্ত, এবং আধুনিক ঔড়ব অর্থে, ঐরূপ, পঞ্চ, বা একই স্বরের শুদ্ধ ও বিকৃত অবস্থা থাকিলে, পঞ্চাধিক, স্বর যুক্ত।

তদাশ্রয়ীভূত স্বরসংস্থান বিশেষই মেল। এই ভাবে, তিনি মেল অর্থে, রাগনিচয়ের শ্রেণী-বিভাগের আধার স্বরূপ স্বরসংস্থানবিশেষ বলিয়াছেন, এবং উপরোক্ত ২৩টি মেল ও তৎ তৎ অন্তর্গত রাগনিচয় দিয়া, তদ্বর্ণিত রাগসমূহের শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন। ঐ সকল মেলএর প্রত্যেকটির, আদি-স্বরের উল্লেখ, সোমনাথ করেন নাই, কিন্তু মেল প্রসঙ্গে, ঐ রা°বি°৩।১ ও টীকায় তিনি বলিয়াছেন যে, "মেল ক্রমরূপ, অর্থাৎ আরোহক্রমের স্বরপরম্পরা," (আরোহ সহ অবরোহ যুক্তে) "উল্টাপাল্টা পরম্পরার স্বরনিচয় নহে।"* ঐ ক্রম অর্থে, পূর্ব্বে (২৯০ পৃঃ) মৎপ্রদর্শিত প্রাচীন ক্রম। ঐ প্রাচীন ক্রমের, প্রত্যেকটির আদি-স্বর নির্দ্দিষ্ট ছিল দেখাইয়াছি, কিন্তু সোমনাথ, প্রত্যেক মেলএর পৃথক পৃথক আদি-স্বর নির্দ্দেশ না করায়, ঐ সকল মেলএর আধারীভূত গ্রামের, অর্থাৎ ষড়্জগ্রামের, আদি-স্বরই ঐ সকল মেলএর আদি-স্বর অর্থাৎ রা°বি° ব্যবস্থিত সকল মেল, স-আদি ক্রমোচ্চ তৎ তৎ স্বরপরম্পরা, তাহা উপরোক্ত সোমনাথ উক্তি দ্বারা সূচিত হইয়াছে। রাগবিবোধে, অধিকাংশ রাগের, স গ্রহস্বর, অন্যান্য রাগের, অপরাপর স্বর, গ্রহ অর্থাৎ আদি স্বর স্বরূপ, নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, এবং কোন মেলএ স বর্জ্জিত হয় নাই, কিন্তু মেলবিশেষ অন্তর্গত রাগবিশেষের (যথা ঐ ৩।৫৩ রেবগুপ্ত মেল অন্তর্গত ঐ ৪ ৯ রেবগুপ্তী রাগের) ঠাটে, স বর্জ্জিত হইয়াছে।

পুণ্ডরীক বিঠ্ঠল প্রণীত রাগমালা ও সদ্রাগচংদ্রোদয় গ্রন্থদ্বয় মধ্যে, রাগমালায়, তখনকার রাগে মধ্যমগ্রাম, দৃষ্ট না হওয়া, এবং সকল গায়ক ষড়্জগ্রামস্থ রাগসমূহ গাহার কথা † উক্ত হইয়াছে এবং ঐ ষড়্জ গ্রামেই শুদ্ধস্বরের ৭ শ্রুতিস্থ ব্যতীত ১১টি শ্রুতিস্থ, মোট ১৮ শ্রুতিস্থ স্বরের উপপত্তি (ঐ ২য় পৃঃ) প্রদত্ত হইয়াছে, এবং ঐ ঐ স্বরের মধ্যে যেটি শুদ্ধ বা বিকৃত, তদুল্লেখে, ঐ গ্রন্থোক্ত, মৎকর্ত্তৃক পূর্ব্বে (৩৪৪ পৃঃ) প্রদর্শিত, রাগ, তস্য পত্নী ও পুত্র রাগ এই ভাবে বিভাগিত কতক রাগের মেল, ও ঐ কতক কতক মেল অন্তর্গত, অপরাপর রাগের ঠাট প্রদত্ত হইয়াছে। রাগমালা (২য় পৃঃ শেষ ও ৩য় পৃঃ প্রথম), ও সদ্রাগচংদ্রোদয় (৭ পৃঃ ৫১ শ্লোকে) উভয় পুস্তকে, "রাগেতে সর্ব্বত্র ষড়্জ গ্রহ" (অর্থাৎ গ্রহস্বর), "নি ধ প প্রভৃতি যে সকল বর্ণ রঞ্জকত্বের হেতু প্রয়োগিত হয়, সেই সকল" (নি ধ প প্রভৃতি) "স্বর" (সর্ব্বত্র গ্রহ) "নহে" § উক্ত হইয়াছে। উভয় পুস্তকেই, অধিকাংশ রাগের, গ্রহস্বর স ব্যবস্থিত হইয়াছে। সদ্রাগচংদ্রোদয়ে (১।২৬-২৯ বচনে) শুদ্ধসপ্তক ব্যতীত, ৭টি বিকৃত স্বরের

---

* अथ कथ्यन्ते मेलाः क्रमरूपाः ……॥ रा०वि०३।१॥ मिलन्ति वर्गीभवन्ति रागा अस्मिन्निति तदाश्रयाः स्वरसंस्थानविशेषाः थाट इति भाषायां ते कथ्यन्ते कीदृशाः? क्रमरूपाः क्रम आनुपूर्व्यं स्वरारोहक्रमेव रूपं येषां तेऽव्युत्क्रमस्थापितस्वरा इति यावत्। रा०वि०३।१टी०॥

†…मध्यमग्रामः क्वापि रागे न दृश्यते॥ षड्जग्रामात् स्थितान् रागान् सर्वे गायन्ति गायकाः। तस्मान्मुख्यतमः षड्जग्राम एव न मध्यमः॥ रागमाला २य पृः॥

§ सर्वत्र षड्जो ग्रह एव रागे स्वरेषु केचिन्निधपादयो ये॥ वर्णाः प्रयोज्या न तु ते स्वराश्च……॥ सद्रागचंद्रोदयः १।४१॥ ঐ প্রাচীন বর্ণ অর্থে গানক্রিয়া, এবং তাহা নিম্নলিখিত চারি প্রকারের, বিশ্রাম

শ্রুতিনির্দেশ পূর্ব্বক, ঐ ১৪টি স্বর তাঁহার মতানুযায়ী (ঐ ২৯ বচনে) বলিয়া, ঐ গ্রন্থকার, তন্মধ্যে কাকলী-নি ও অন্তর-গ বিকৃতস্বরের জন্য সারিকার ব্যবস্থা না করিয়া, অপর ৫টি বিকৃত ও শুদ্ধ সপ্তকের জন্য সারিকার ব্যবস্থা করিয়া বলিয়াছেন যে ঐ "বিকৃতস্বরের জন্য পৃথক সারিকা দিলে" (বীণার দণ্ডে) "সঙ্কীর্ণস্থানের জন্য, তত্তৎ বাদন অনুকূল হয় না, রাগবিশেষে ঐ বিকৃতস্বয়ের প্রয়োজন হইলে," (ঐ বিকৃতদ্বয় হইতে এক এক শ্রুতি উচ্চ, ও ঐ গ্রন্থোক্ত উপরিউক্ত ৭টি বিকৃতর অন্তর্ভূত) "লঘু-স ও লঘু-ম" (বিকৃত) "স্বরের সারিকা, এক এক শ্রুতিবিহীন করিলে, ঐ সারিকাদ্বয়,ঐ কাকলী-নি ও অন্তর-গ স্বরের অনুকূল হয়,কিন্তু সূক্ষ্মধ্বনি-ভেদবিজ্ঞেরা, লক্ষ্যে" (অর্থাৎ ব্যবহারিক কার্য্যে) "লঘু-স লঘু-ম স্বরকে, ঐ কাকলী-নি ও অন্তর-গ স্বরের প্রতিনিধি স্বরূপ" (অর্থাৎ বদলে, বা তুল্যরূপ) "বলেন" (সঙ্গী০ চং০, বীণা প্রকঃ, ১২ পৃঃ, ৩০-৩৩)। ঐ পুস্তকে, ঐ কাকলী-নি ও অন্তর-গ কোন মেল ভুক্ত হয় নাই, কিন্তু লঘু-স, বা লঘু-ম, বা ঐ উভয় যুক্ত কোন কোন মেল অন্তর্গত কোন কোন রাগের (যথা কর্ণাটগৌড় মেল অন্তর্গত, ছায়ানট ও সামংত রাগদ্বয়ের, ঐ ১৮ পৃঃ, ও কেদারমেল অন্তর্গত নটনারায়ণ ও কাংবোজী রাগদ্বয়ের, ঐ ১৯-২০ পৃঃ) ঠাটে, ঐ কাকলী-নি ও অন্তর গ, ঐ ঐ লঘু-স ও লঘু-ম পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইয়াছে, এবং তাঁহার মতানুযায়ী, উপরোক্ত বিকৃত সপ্তকের অতিরিক্ত, চতুঃশ্রুতিক-রি, চতুঃশ্রুতিক-ধ, এবং পঞ্চশ্রুতিক ম, এই তিনটি বিকৃত স্বর, কচিৎ প্রয়োগ হয় (ঐ ১।৩০ বচনে) বলিয়াছেন, এবং ঐ বিকৃত স্বরের এক বা একাধিক, কোন কোন মেল (যথা ঐ ১৭ পৃঃ শ্রীরাগ মেল, ঐ ২২ পৃঃ দেবক্রীমেল) অন্তর্ভূত করিয়াছেন, এবং রাগবিশেষ বাদনকালে ঐ অতিরিক্ত বিকৃতত্রয়ের প্রয়োজন হইলে, যন্ত্রের সারিকা তদনুকূল করিতে (ঐ ১২ পৃঃ বীণা প্রকঃ ৩৪ বচনে) বলিয়াছেন। ঐ ভাবে, ঐ সকল স্বরের মধ্যে, যে যে স্বর শুদ্ধ বা বিকৃত, তদুল্লেখে, কয়েকটি রাগের, তৎ তৎ রাগের নামধেয়

হইয়া হইয়া, অর্থাৎ বিচ্ছেদে বিচ্ছেদে, যথা স স স অথবা রি রি রি এইরূপ, এক একটি স্বরের প্রয়োগ (১) স্থায়ীবর্ণ; স্বরসমূহের আরোহ সহকারে, যথা স রি গ ম প ইত্যাদি রূপ প্রয়োগ (২) আরোহী বর্ণ; ঐরূপ অবরোহ সহকারে যথা নি ধ প ম গ রি ইত্যাদি রূপ প্রয়োগ (৩) অবরোহী বর্ণ; ঐ তিন প্রকারের মিশ্রণে (৪) সঞ্চারী বর্ণ, এবং ঐ সকল বর্ণ, (মৎ কর্ত্তৃক ৩৪৮ পৃঃ প্রদর্শিত) প্রাচীন অলঙ্কারের, আধার (সং০রঃ পুঃপুঃ ১।৬।১-৬ ও টী০)। সঙ্গী০চং১।৫২-৫৪, রাগমালা ৫-৬ পৃঃ, রা০বি০ ১।৫৫-৫৭, সং০পা০ ২১৯-২২২, ইত্যাদিতে, ঐ সং০র০ অনুসরণ পূর্ব্বক, বর্ণ ও অলঙ্কার, ঐরূপেই বর্ণিত হইয়াছে, এবং সং০র০ ও ঐ সকল গ্রন্থে, অসংখ্য অলঙ্কারের মধ্যে, প্রসিদ্ধ কতকগুলি অলঙ্কারের দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইয়াছে। ঐ সকল পুস্তকোক্ত সকল অলঙ্কার ঠিক একরূপ নহে, তৎ তৎ প্রদেশ, কাল, ও উপপত্তি অনুযায়ী ঐ পার্থক্য হইয়াছে পূর্ব্বে (৩৪৮ পৃঃ) বলিয়াছি। গীতসূত্রসারকার, ১২শ পঃ ১২৪ পৃঃ যে বর্ণালঙ্কারের কথা বলিয়াছেন, তাহা ঐ বর্ণ ও ঐ অলঙ্কার। রাগ প্রসঙ্গে, "যে স্বরবর্ণবিভূষিত ধ্বনিবিশেষ, জনসমূহের চিত্তরঞ্জক, তাহা রাগ" এই মতঙ্গ বচন রা০ বি০ ৪।১ টীকায় উদ্ধৃত করিয়া, সোমনাথ, ঐ স্বরবর্ণ অর্থে, স্বরসমূহের বর্ণ অর্থাৎ "গ্রহাংশন্যাসাদিযুক্ত গানক্রিয়া", ঐ টীকায় বলিয়াছেন। রাগের কার্য্যে প্রয়োজিত উপরোক্ত বর্ণসমূহের, নি ধ প প্রভৃতি স্বর, সর্ব্বত্রই যে গ্রহস্বর, তাহা নহে, এ কথাই, উপরোক্ত সঙ্গী০চং০ বচনে, কথিত হইয়াছে।

সম্পূর্ণ মেল, ও ঐ সকল মেলএর কোন স্বর লোপ বা পরিবর্ত্তিত না হইয়া, অথবা কোন কোন স্বর লোপ, বা উপরোক্তরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া, প্রত্যেক মেল অন্তর্গত রাগনিচয়ের, সম্পূর্ণ, ষাড়ব, বা ঔড়ব ঠাট, ঐ পুস্তকে প্রদত্ত হইয়াছে, এবং ঐরূপে রাগবিবোধের ন্যায়ই মেল বিভাগ দ্বারা, রাগসমূহের শ্রেণীবিভাগ হইয়াছে। ঐ সদ্রা০চং০ ও রাগমালা পুস্তকদ্বয়ে, এবং সং০পা০তে কোন মেলে বা রাগের ঠাটে, স বর্জ্জিত হয় নাই।

রামামাত্য রচিত স্বরমেলকলানিধি পুস্তকে ৭টি বিকৃত স্বরের উপপত্তি আছে, এবং ব্যংকটেশ্বর রচিত চতুর্দ্দংডিপ্রকাশিকা, এবং সংগীতসারামৃত (যাহা তুলজেন্দ্র রচিত স০র০পুঃপুঃ পরিশিষ্ট নং ৫, ১০০০ পৃঃ) পুস্তকদ্বয়ে, ৫টি বিকৃত স্বরের উপপত্তি, ও তদ্ব্যতীত, ঐ গ্রন্থত্রয়ে * ষড়্‌জগ্রামের ৭টি শুদ্ধ স্বরের উপপত্তি আছে।

আধুনিক হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে, একটিমাত্র গ্রাম, ও তাহার ৭টি স্বাভাবিক, ও ৫টি বিকৃত সুর, ও ঐ গ্রাম ও সুরসমূহ, উপরোক্ত প্রাচীনকালের গ্রাম, ও শুদ্ধ এবং বিকৃত সুরসমূহ হইতে ভিন্ন। আধুনিক ঐ ১২টি সুরের অন্তর্গত স্বাভাবিক, বা স্বাভাবিকসহ বিকৃত সুর দিয়া, প্রত্যেক রাগের সম্পূর্ণ, ষাড়ব, বা ঔড়ব ঠাট ব্যবস্থিত, এবং ঐ প্রত্যেক ঠাট স-আদি ও স-খরজের, এবং বিভিন্ন রাগের একরূপ ঠাটও আছে, তাহা গীতসূত্রসারকার কর্ত্তৃক, এবং পূর্ব্বে পূর্ব্বে মৎকর্ত্তৃক, প্রদর্শিত হইয়াছে। আধুনিক সেতার এস্রাজ আদি যন্ত্রে যেরূপ সারিকা ব্যবস্থিত হয়, তাহাও পূর্ব্বে (৩৫৫ ইঃ পৃঃ) দেখাইয়াছি। আধুনিক বীণ (বীণা) যন্ত্রের নায়কী তারে আড়ীতে * ম, সুর এবং মী, প, ধো, ধ, নো, ন, স রো র গো গ ম মী প ধো ধ নো ন স১ (অথবা ঐ ধরণের) সুরনিচয় উৎপাদনোপযোগী স্থানে (২২ পৃঃ যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, ঐরূপ) অচল সারিকানিচয়ে থাকে। আধুনিক ঐ একসপ্তকস্থ ১২টি সুরের মধ্যে, স্বাভাবিক সপ্তকেরই শ্রুতি অন্তর নির্দ্দেশিত হয়, বিকৃত পঞ্চকের শ্রুতি নির্দ্দেশিত হয় না, ও বিভিন্ন রাগের কার্য্যে ঐ পঞ্চক, বিভিন্ন ওজোনে উৎপাদিত হয়, পূর্ব্বে পূর্ব্বে দেখাইয়াছি। ঐরূপ তারতম্যে উৎপাদিত বিকৃত সুরনিচয়েরও শ্রুতি নির্দ্দেশিত না হইয়া, সেগুলি, স্থলবিশেষে কম-কোমল, স্থলবিশেষে অতি-কোমল, ইত্যাদিরূপে খুব স্থূলভাবে বর্ণিত হয়। †

---

* এ পুস্তকত্রয় সংগ্রহ বা পাঠ করা, মৎকর্ত্তৃক এখনও হয় নাই। ঐ পুস্তকত্রয়ের স্বরনিচয়ের কথা উপরে যাহা বলিয়াছি, তাহা, শ্রীমল্লক্ষ্যসংগীতম্ পুস্তকে প্রদত্ত, ঐ পুস্তকত্রয়োক্ত শুদ্ধ ও বিকৃত স্বরনিচয়ের নামযুক্ত এক একটি তালিকা যাহা আছে, তদ্দৃষ্টে বলিয়াছি। তন্মধ্যে (শ্রীমল্লক্ষ্য০ ৩০ পৃঃ) সং০পা০র স্বরনিচয়ের তালিকার শীর্ষে, 'পারিজাতোক্ত স্বরাণাং বীণাদণ্ডে নিদর্শনম্" উল্লেখ পূর্ব্বক, ঐ তালিকায়, সং০পা০র উপপত্তিগত সকল শুদ্ধ ও বিকৃত স্বরের নাম প্রদত্ত হইয়াছে। প্রকৃত প্রস্তাবে সং০পা০এ, বীণার দণ্ডে, শুদ্ধসপ্তক জন্য ব্যতীত, ৫টি মাত্র বিকৃত স্বরের জন্য সারিকা ব্যবস্থিত হইয়াছে ইতঃপূর্ব্বে দেখাইয়াছি। যতদূর সন্ধান পাইয়াছি, তাহাতে বুঝিয়াছি যে, ঐ শ্রীমল্লক্ষ্যসংগীতম্ পুস্তক পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে মহাশয়, (পূর্ব্বে ৩৬৬ পৃঃ উক্ত) চতুরাথ্যপংডিত নাম গ্রহণ পূর্ব্বক, রচনা করিয়াছেন।

† আধুনিক আড়ী, ও স্থলবিশেষে তৎসন্নিকটে ঐরূপ অপর একটি দ্রব্য যাহা থাকে তাহার মস্তক, শঙ্খ-শান, অর্থাৎ শাঁখের কবাতের ন্যায় অথবা সাধারণ করাতের ন্যায় হয়, অথবা একটির মস্তক একরূপ ও

মেল ও ঠাট। সং•পা•তে উক্ত হইয়াছে, "মেলঃ স্বরসমূহঃ স্যাদ্রাগব্যঞ্জনশক্তিমান্।" (সঙ্গীতপারিজাত: ২২৫); অর্থাৎ রাগ (বিশেষ) প্রকাশ করার উপযোগী (শুদ্ধ বা বিকৃত) স্বরনিচয়ই, (ঐ রাগের) মেল। ঐ সাধারণ অর্থেই, গীতসূত্রসারকার এবং মৎ কর্ত্তৃক ঠাট শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। উপরোক্ত প্রাচীন কোন গ্রন্থে. ঠাট শব্দ ব্যবহৃত হয় নাই, তবে রা•বি•এ. মেলএর ভাষা নাম থাট বলিয়া উক্ত হইয়াছে পূর্ব্বে (২৭৫ পৃঃ) বলিয়াছি এবং ঐ পুস্তক ও অন্যান্য পুস্তকের মেলএর অর্থ ও মেল ব্যবস্থা যেরূপ, তাহা ইতঃপূর্ব্বে দেখাইয়াছি। ঐ সকল মেল ব্যবস্থা হইতে দেখা যাইবে যে. অধিকাংশ রাগ স-আদি হইলেও, এবং কোন মেলএ স লোপ না হওয়া, ও ঐরূপ, সএর প্রাধান্য, কিছু কিছু থাকিলেও, আধুনিক প্রত্যেক ঠাট যেরূপ স-আদি, প্রাচীন প্রত্যেক মেল সেরূপ ছিল না, এবং আধুনিক প্রত্যেক ঠাট যেরূপ স-খরজের, প্রাচীন কোন মেল ঐরূপ ছিল না, বা কোন খরজের স্বরের ব্যবস্থাও তৎকালে ছিল না, এবং কতক মেল, কতকগুলি রাগের ঠাটের আধারস্বরূপ ছিল। অন্যান্য বিষয়ে, ঐ সকল মেল আধুনিক ঠাটের ন্যায়ই ছিল। আধুনিক ঠাট সমূহ, বীণকার রবাবী সেতারী প্রভৃতি যন্ত্রীদের বাদনপ্রথা অনুসারে নিরূপিত, তাহা গীতসূত্রসারকার (২১৫ ইঃ পৃঃ) দেখাইয়াছেন। আধুনিক ঠাট দ্বারা, যে সকল শুদ্ধ বা বিকৃত স্বরনিচয়ের অচল সারিকা সমূহে, বা ঐ ঐ স্বরের স্থানে স্থাপিত সচল সারিকা সমূহে, ঐ ঠাটের কোন রাগ বাদন হইবে, তাহা সূচিত হয়। প্রাচীনকালেও ঐরূপ, তাৎকালিক যন্ত্রবাদনপ্রথা অনুসারেই তাৎকালিক মেলসমূহ নিরূপিত হইয়াছিল, এবং মেলবিশেষ দ্বারা, যে যে শুদ্ধ বা বিকৃত স্বরের স্থানে স্থাপিত, অচল বা সচল সারিকানিচয়ে ঐ মেলএর অন্তর্গত রাগবিশেষ বাদন ব্যবস্থিত, তাহা সূচিত হইত। ঐরূপ বাদনপ্রথার অধীনতায় আধুনিক সকল ঠাট নিরূপিত হওয়ায়, আধুনিক

অপরটির অনুরূপ হয়, ও তদ্ব্যতীত ঐ এক বা উভয়ের মাঝামাঝি কতকগুলি ছিদ্রও থাকে। ঐ আড়ীর প্রাচীন নাম মেঢ়ক (স•র•৬।২৩৬, রা•বি•২।৯), বা মেরু (রা•বি•২।৯টী•) এবং ঐ মেঢ়ক "বাণপুঙ্খবৎ" (স•র•৬।২৬৬; অর্থাৎ বাণমূল অর্থাৎ শরস্থ পক্ষের স্থানের ন্যায়), ও "কর্ত্তরীযুক্ত অথবা গলে বক্রাম্বিত" (ঐ ২৮৫-২৮৬) উক্ত হইয়াছে। কর্ত্তরী শব্দের কৃপাণী, স্বর্ণের পাত প্রভৃতি দ্রব্য কর্ত্তনোপযোগী কাত্তি, কাঁচি, কাটারী, এই সকল অর্থ শব্দকল্পদ্রুমঃ হইতে পাওয়া যায়। মেঢ়কের উপরোক্ত স•র• বর্ণনা, ও আধুনিক ব্যবহার দৃষ্টে ঐ স•র• উক্ত কর্ত্তরী শব্দের একটি অর্থ, সাধারণ করাত বুঝা যায়। ঐ করাতের বাঙ্গালা ভাষা নাম আড়ী ও তাহা হইতেই মেঢ় বা মেরুর নাম আড়ী হইয়াছে, তাহা বুঝা যায়। আধুনিক ব্যবস্থায়, কোন কোন তন্ত্রী দৃঢ় করার জন্য আড়ী ব্যতীত, হাড়ের খিলও (কীলক) থাকে, এবং চিকারীর তার প্রভৃতি যে সকল তার আড়ী পর্য্যন্ত লম্বা নয়, সেই সকল হ্রস্ব তারের প্রত্যেকটির জন্য এক একটি ঐরূপ হাড়ের খিল দিয়া মেরুর কার্য্য করা হয়। এস্রাজে তরফের তারনিচয়ের প্রত্যেকটির জন্য এক একটি কাণ, ঐ যন্ত্রের দণ্ডসংলগ্ন লম্বা কাষ্ঠখণ্ডে, লম্বালম্বী ভাবে থাকে। ঐ সকল তরফের তার, সওয়ারীর মধ্যস্থ ছিদ্রসমূহের ভিতর দিয়া চালাইয়া, বরাবর তৎ তৎ কাণসংলগ্ন করা হয়, ও ঐ তরফের তারসমূহের কোন মেরু বা খিল থাকে না। এস্রাজের ঐ সওয়ারী হাড়ের, ও ঐ সওয়ারীর মস্তক শাঁখের করাতের (অর্থাৎ বেহালার সওয়ারীর) ন্যায় থাকে। এস্রাজের অপর মুখ্য তারগুলি ঐ সওয়ারীর মস্তকের উপর দিয়াই চালান হয়।

বিকৃতস্বরবহুল অস্বাভাবিক ঠাটসমূহ হইয়াছে, গীতসূত্রসারকার (২০৭-২০৯,২১৪-২১৫ ইঃ পৃঃ) দেখাইয়াছেন। ঐ ঐ কারণে প্রাচীন কতক কতক মেলও অস্বাভাবিক হইয়াছিল। অতঃপর তাহা দেখাইব।

সংরং পরবর্ত্তী, মেল ও ঠাট ব্যবস্থা ও রাগ বাদন প্রথা।

শার্ঙ্গদেবের পরবর্ত্তী উপরোক্ত প্রাচীন গ্রন্থ সমূহে বর্ণিত, উপরোক্ত মেল, সারিকা স্থাপন আদির ব্যবস্থা হইতে দেখা যায় যে, প্রাচীন আদিম গ্রাম অর্থাৎ ষড়্জগ্রাম ও তাহার আদি স্বর সএর সম্পর্কে তারের যন্ত্রে স্বর দেওয়া, ও সারিকাস্থাপন প্রথা, যাহা শার্ঙ্গদেব ও তৎপূর্ব্ববর্ত্তীকালে প্রচলিত ছিল, তাহা, ধারাবাহিকক্রমে, তৎপরবর্ত্তীকালেও আসিয়াছিল, কিন্তু সংরং ও তৎপূর্ব্ববর্ত্তীকালের, বাদকের স্বেচ্ছায় গৃহীত স্থান হইতে, বাদকের স্বেচ্ছাধীন স্বরপরম্পরা উৎপাদন প্রথার পরিবর্ত্তন হইয়া, যন্ত্রে নির্দ্দিষ্ট স্থান, বা নির্দ্দিষ্ট সারিকা হইতেই, নির্দ্দিষ্ট স্বর উৎপাদন প্রথা, ও ঐরূপে যন্ত্রের কতকটা অধীনতা, ঐ পরবর্ত্তীকালে হইয়াছিল, ও ঐরূপে ষড়্জগ্রাম ও সএর ভিত্তিতে স্থাপিত সকল স্বরের স্থান, যন্ত্রে নির্দ্দিষ্ট, ও অপরিবর্ত্তনীয়, হওয়ায়, ক্রমশঃ মধ্যমগ্রামের ব্যবহারের লোপ ও তৎসহ পএর বিকৃতির লোপ হইয়াছিল, এবং সএর সম্পর্কে সকল স্বর ব্যবস্থিত হওয়ায়, সএর বিকৃতি, ও মেল কার্য্যে সএর বর্জ্জনের, লোপ হইয়াছিল। তাহাতে, প্রাচীন বিভিন্ন গ্রাম, মূর্চ্ছনা, শুদ্ধতান, ও ৭টি শুদ্ধ ও ৫টি বিকৃত স্বর মাত্র দিয়া গঠিত, প্রাচীন ঠাটনিচয়ের কার্য্য, ও প্রাচীন স্বর কয়টি মাত্র দিয়া, দেশী রাগসমূহের কার্য্য, নিষ্পন্ন করা সম্ভব না হওয়ায়, প্রাচীন ষড়্জগ্রাম, তৎ শুদ্ধস্বরসপ্তক, এবং ২২ শ্রুতিবিভাগের ভিত্তিতেই, উপরোক্ত স এবং প ব্যতীত, অন্যান্য ৫টি স্বরের বিকৃতি * করিয়া, বিভিন্নকালে, এবং বিভিন্ন গ্রন্থকার কর্ত্তৃক, অনেক নূতন নূতন বিকৃত স্বর নিরূপিত, ও ঐরূপে ১১,১০,২২ বা ৭টি বিকৃত স্বর ব্যবস্থিত হইয়াছিল, এবং শুদ্ধসপ্তক, ও ঐ সকল বিকৃত স্বরের ৫টি বা ততোধিক লইয়া, তারের যন্ত্রে, উপরোক্ত নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে বাদনোপযোগী, মেল সমূহ ব্যবস্থিত হইয়াছিল, কিন্তু বীণায়, শুদ্ধসপ্তক প্রত্যেকটির জন্য ব্যতীত, মেল কার্য্যে ব্যবহৃত, প্রত্যেক বিকৃত স্বরের জন্য, এক একটি সারিকা দিলে, বাদনের অসুবিধা হওয়ায়, ঐ শুদ্ধসপ্তক প্রত্যেকটির জন্য ব্যতীত, অপর ৫টি মাত্র সারিকা, ৫টি বিকৃত স্বরের জন্য ব্যবস্থিত হইয়াছিল। রাগনিচয়ের মেলগঠন, ও ঐ সকল রাগ বাদনকার্য্যে ব্যবহৃত, তদতিরিক্ত বিকৃত স্বর কয়টির কার্য্য, হয় নিম্নতর, শুদ্ধ বা বিকৃত,-স্বরের সারিকার উপর তার পার্শ্বে টানিয়া, না হয় সারিকাসঞ্চালন পূর্ব্বক নির্ব্বাহ করার ব্যবস্থা হইয়াছিল। সংরং পরবর্ত্তী খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর পর্য্যন্ত গ্রন্থসমূহে, ঐরূপ ব্যবস্থা দেখা যায়। পরে, ক্রমশঃ যন্ত্রের অধীনতা অধিক হইয়া, বীণায় যে শুদ্ধসপ্তক ও বিকৃতপঞ্চকের জন্য সারিকা ব্যবস্থিত,

---

* রাগবিবোধে মৃদু-স, লঘু-প প্রভৃতি উক্ত হইলেও তৎ তৎ, যথাক্রমে নি ম প্রভৃতির বিকৃতি, তাহা রাংবিং ৩।২-৭,১৭ ও টীকায় উক্ত হইয়াছে। তাহা হইতে বুঝা যায় ঐ মৃদু-স লঘু-প এবং সঙ্গীতরত্নাকরোক্ত লঘু-স লঘু-প প্রভৃতি, নি ম প্রভৃতিরই বিকৃতি বলিয়া, তৎকালে গণ্য হইত।

সেই ১২টি স্বর মাত্র, উপপত্তি ও মেল কার্য্যে ব্যবস্থিত হইয়াছিল, এবং খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর * গ্রন্থে এই ব্যবস্থাই দেখা যায়। তৎপরে শুদ্ধ ও বিকৃত সুরের পরিবর্ত্তন হইলেও, উপপত্তিতে, ও সচল বা অচল সারিকানিচয় স্থাপনে, ও ঠাট গঠন কার্য্যে, ৭টি শুদ্ধ ও ৫টি বিকৃত মোট ১২টি সুর মাত্র ব্যবস্থিত ও ব্যবহৃত হইয়াছে, এবং অধুনাও সেই ব্যবস্থা ও ব্যবহারই দেখা যায়। অধুনা তদতিরিক্ত বিকৃত সুরের, কম-কোমল, অতি-কোমল আদি আখ্যায়, নামে মাত্র উল্লেখ হইয়া থাকে।

যন্ত্রের অধীনতায় স॰র॰ পরবর্ত্তীকালের মেল, ও আধুনিক ঠাটসমূহ নিরূপিত হইয়াছে দেখাইলাম। গীতসূত্রসারকারও (২১৫ ইঃ পৃঃ) বলিয়াছেন যে, আধুনিক বীণ, সেতার প্রভৃতি যন্ত্র এরূপ নহে, যে, যে সুর ইচ্ছা তথা হইতে, অর্থাৎ যে সে সুরকে খরজ করিয়া, রাগনিচয় বাদন করা যায়, ও সেই জন্যই একটি নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে (অর্থাৎ প্রত্যেকটি

---

* স॰র॰পুঃপুঃ সম্পাদক নির্দ্ধারিত, স॰র॰এর কালের কথা, পূর্ব্বে (২৪৬ পৃঃ) বলিয়াছি। তথায় যে দেবগিরি নগরের কথা বলিয়াছি, ঐ দেবগিরি নগরই আধুনিক দৌলতাবাদ নগর, এই কথাই ঐস্থলে ঐ সম্পাদক মহাশয় বলিয়াছেন। স॰র॰ কল্লি॰ টীকার ভূমিকার ৮ম শ্লোকে, ঐ টীকাকারের সমসাময়িক যাদববংশীয় ইম্মডিদেব নৃপতির নাম উল্লেখ দৃষ্টে, ও ঐ ইম্মডিদেবের কাল নির্ণয় করিতে না পারিয়া, এবং ঐ যাদববংশীয় নৃপতিরা, বিজয়নগরে খৃষ্টীয় ১৪শ হইতে ১৬শ শতাব্দী পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাহা নির্ণয় করিয়া, ঐ সম্পাদক মহাশয় (তাঁহার লিখিত প্রস্তাবনায়), কল্লিনাথের কাল ঐ খৃষ্টীয় ১৪শ হইতে ১৬শ শতাব্দীর মধ্যে, বলিয়াছেন। সং॰পা॰তে কোন কাল বা রাজার নামের উল্লেখ দেখিতে পাই নাই। ঐ পুস্তকে বিভিন্ন গ্রাম, তান আদি পারিভাষিক শব্দের বিবরণ এত সংক্ষিপ্তভাবে উক্ত হইয়াছে যে, স॰র॰এর সাহায্য ব্যতীত তৎ তৎ বুঝা যায় না। তদ্দৃষ্টে, ঐ সংগীতপারিজাত স॰র॰এর পরবর্ত্তী, এবং উহাতে ২৯টি বিকৃত স্বর, ও মেল কার্য্যে ৫টি বিকৃত স্বর, ও ৫টি মাত্র বিকৃত স্বরের জন্য সারিকা ব্যবস্থা দৃষ্টে, ঐ সং॰পা॰ খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী, তাহা অনুমান হয়। ৪র্থ বার্ষিক ভারতীয় সঙ্গীত সম্মেলন ১৯২৪ খৃঃ অব্দে লক্ষ্ণৌ সহরে যাহা হইয়াছিল, ১৯২৫ খৃঃ অব্দে প্রকাশিত, তৎ বিবরণীর ১১৪-১৪৭ পৃষ্ঠায় পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে মহাশয়ের (ইংরাজি) প্রবন্ধের, এবং ঐ ১৪৮-১৫২ পৃঃ, এম্ এস্ রামস্বামী আয়ার মহাশয়ের (ইংরাজি) প্রবন্ধে ('The Modern Hindnstani Raga System' by Pandit V. N. Bhatkhande, in Report of 4th All India Music Conference, Taluqdar Printing Press, Lucnow, 1925, Vol. II, pp. 114-147, 'The Truth of Indian Music', by M. S. Ramaswami Ayar, *ibid.*, 148-152) পুণ্ডরিক বিট্‌ঠল আকবরের সমসাময়িক, ও তিনি রাগমালা ও সদ্রাগচং॰ ব্যতীত, নির্তননির্ণয় নামক নৃত্যবিষয়ক, ও রাগমঞ্জরী নামক পুস্তকের রচক (ঐ ১১৯-১২০ পৃঃ), ও তিনি সোমনাথের সমসাময়িক (ঐ ১৪৯ পৃঃ); রামামাত্য (ওরফে রামামাধ্যর) খৃঃ ১৬শ শতাব্দীর (ঐ পৃঃ); চতুর্দ্দংডিপ্রকাশিকা লেখক ব্যংকটেশ্বর (ওরফে ব্যংকটমুখী, ঐ ১২৫ পৃঃ) খৃঃ ১৭শ শতাব্দীর মধ্যভাগের (ঐ ১৪৯ পৃঃ), এইরূপ উক্ত হইয়াছে। রাগবিবোধ শেষ শ্লোক ও টীকায়, উহার রচনার কাল, ১৫৩১ শক, লিখিত আছে, তাহা হইতে উহার কাল ১৬০৮ খৃঃ অব্দ পাওয়া যায়। চতুর্দ্দংডিপ্রকাশিকা ও সংগীতসারামৃত গ্রন্থদ্বয়ে, কোন কোন বিকৃত স্বরের নামান্তর ব্যতীত, বিকৃতস্বর সংখ্যা ও তাহাদের শ্রুতি অন্তর, একরূপই আছে. তদ্দৃষ্টে ঐ পুস্তকদ্বয় একই কালের বুঝা যায়।

স-থরজে) সকল রাগ উত্থাপিত হওয়ার প্রথা, হইয়াছে, ও ঐরূপে ঐ সকল যন্ত্রবাদন প্রথানুযায়ী সকল রাগের ঠাট নিরূপিত হওয়ায়, রি-মূর্ছনা, গ-মূর্ছনা প্রভৃতি প্রাচীন ঠাটের পরিবর্তন হইয়া, কতকগুলি রাগের বিকৃত স্বরবহুল অস্বাভাবিক ঠাটনিচয় ব্যবস্থিত হইয়াছে। ঐ সকল ঠাটে নিরূপিত রঞ্জক রাগসমূহ, কোন স্বরলিপির, অর্থাৎ লিখিত লিপির সাহায্য ব্যতীত, মুখে মুখে ও কাণে শুনিয়া গাহিতে * বা বাজাইতে অস্বাভাবিক বোধ হয় না, ঐ কার্য্যে কোন ঠাটের প্রয়োজন না হওয়াতেই তাহা অস্বাভাবিক বোধ হয় না, সুতরাং ঐ সকল রাগ অস্বাভাবিক নয়, তাহা তিনি (২১৫ পৃঃ) বলিয়াছেন, এবং ঐ সকল ঠাটে, অনিশ্চিত (অর্থাৎ একই নামধেয় সুর বিভিন্ন রাগে বিভিন্ন) ওজোনের বিকৃত সুরনিচয় দিয়া নিরূপিত হওয়াতেই, ঐ সকল ঠাট অনুযায়ী স্বরলিপি সাহায্যে ঐ সকল রাগ, কণ্ঠে বা যন্ত্রে অভ্যাস করা খুব কঠিন ও কষ্টসাধ্য, এ সকল কথাও তিনি (২০৭-২০৮, ২১৫ ইঃ পৃঃ) বলিয়াছেন, এবং আমিও তাহা (৩৭১ পৃঃ) দেখাইয়াছি। ঐ সকল অনিশ্চিত ওজোনের সুরযুক্ত অস্বাভাবিক ঠাটের পরিবর্তে, উপরোক্ত মূর্ছনা অনুযায়ী, সহজতর ঠাটের প্রস্তাব, তিনি (২০৮-২১৫ ইঃ পৃঃ) করিয়াছেন এবং তৎপ্রস্তাবিত ঐ সকল ঠাটে নির্দ্দিষ্ট ওজোনের সুরসমূহ থাকায়, তদনুযায়ী স্বরলিপির সাহায্যে, ঐ সকল রাগ অভ্যাস করা অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য হইবে, তাহা তিনি (২১৫ পৃঃ) বলিয়াছেন, এবং স্বরলিপি দিয়া তাহার কতক দৃষ্টান্তও (২০৭-২১৬ ইঃ পৃঃ, ও গীতসূত্রসার ২য় ভাগে) তিনি দিয়াছেন।

উপরোক্ত নির্দ্দিষ্ট ওজোনের সুর অর্থে, চিরস্থায়ী বা ধ্রুব ওজোনের বা অনুপাতের, সুরনিচয় নহে, কারণ ভাষার ন্যায়, সঙ্গীত, কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট ওজোন বা অনুপাতের সুরের দ্বারা নিরূপণ সম্ভব নহে, ভাষার বর্ণের ন্যায়, সঙ্গীতের ঐ সকল সুর, স্থলবিশেষে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ওজোনতারতম্যে উৎপাদনের প্রয়োজন যে হইবেই, ভাষার সহিত তুলনা করিয়া, গীতসূত্রসারকার (উপঃ ॥৶০ পৃঃ), তাহার ইঙ্গিত দিয়াছেন, এবং আমিও তাহা (৩৭৪ ইঃ পৃঃ) দেখাইয়াছি, এবং গীতসূত্রসারকার প্রস্তাবিত উপরোক্ত ঠাট ব্যবস্থা, অপেক্ষাকৃত নির্দ্দিষ্ট ওজোনের সুর দিয়া হইলেও, রাগবিশেষে, বা রাগের স্থলবিশেষে, ঐ সকল সুরের কতক কতক, সুরের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ওজোনতারতম্যে উৎপাদন যে প্রয়োজন, তাহাও (৩৭৬ ইঃ পৃঃ) দেখাইয়াছি। তৎপ্রস্তাবিত ঐ সকল মূর্ছনার ঠাটের প্রত্যেকটির আদি-সুর তাহার থরজের সুরস্বরূপ, গীতসূত্রসারকার নির্দ্দেশ করিয়াছেন, †। স০র০ বর্ণিত, গ্রাম মূর্ছনা আদি দ্বারা

---

* ঐ প্রস্তাব, এবং প্রাচীন মূর্ছনার কাম্বিক অর্থ তাহাই (২১০ পৃঃ) এই অনুমান, তিনি যাহা করিয়াছেন, তাহা যে সঠিক, তাহা, গীতসূত্রসার লেখার পরে প্রকাশিত সম্পূর্ণ স০র০, এবং রা০বি০ প্রভৃতি গ্রন্থ দৃষ্টে আমি যাহা বলিয়াছি, তাহা হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে। ঐ সকল গ্রন্থ না দেখিয়া, স০র০ ১ম অধ্যায়, এবং (২৭৭ ইঃ পৃঃ মৎপ্রদর্শিত, এবং খ ও ১০৪ পৃষ্ঠায় গীতসূত্রসারে উক্ত) আরও কয়েকটি সংস্কৃত সঙ্গীতগ্রন্থমাত্র দৃষ্টে, স্বীয় বুদ্ধি, বিদ্যা, অভিজ্ঞতা ও প্রতিভার বলে, ঐ সকল অনুমান, এবং প্রাচীন মূর্ছনার ব্যাবহারিক প্রয়োগ, তিনি যাহা করিয়াছেন, তদ্দৃষ্টে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়।

† ভারতীয় আধুনিক প্রত্যেক ঠাটের আদি-সুর ও থরজের সুর, স, ও বিভিন্ন স্বাভাবিক ও বিভিন্ন

নির্দ্দেশিত, প্রাচীন ঠাটনিচয়ের ঐরূপ বা কোনরূপ খরজের সুরের বন্ধন না থাকায়, ঐ সকল প্রাচীন ঠাটের সুর আরও অধিক নির্দ্দিষ্ট ওজোনের ছিল, ও সে কারণে শুদ্ধসপ্তক ব্যতীত বিকৃতস্বরত্রয়মাত্র দিয়া, ঐ সকল ঠাট নিরূপণ সম্ভব হইয়াছিল, তাহা অনুমান করা যায়, কিন্তু তৎসত্ত্বেও, ঐ সকল প্রাচীন ঠাটের কতক কতক সুরও, উপরোক্ত কারণে, স্থলবিশেষে যে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ওজোনতারতম্যে উৎপাদন করার প্রয়োজন হইত, তাহাও অনুমান করা যায়। ২২ শ্রুতির প্রত্যেকটিতে এক একটি নির্দ্দিষ্ট অনুপাতযুক্ত ওজোনের সুর নির্দ্দেশ করিলেও, ঐ ঐ সুর দ্বারা সকল রাগের কার্য্য নিষ্পন্ন করা সম্ভব নহে, তাহা পূর্ব্বে (৩৬২-৩৬৩, ৩৭৬ ইঃ পৃঃ) দেখাইয়াছি, ঐ ব্যবস্থাতেও রাগবিশেষে, বা রাগের স্থলবিশেষে, কতক কতক সুর, ওজোনতারতম্যে উৎপাদন করার প্রয়োজন হইবেই, সুতরাং স০র০ পরবর্ত্তী রা০বিঃ, সদ্রা০চঃ০, সং০পা০ প্রভৃতি গ্রন্থে বর্ণিত মেল গঠনে শুদ্ধসপ্তক ব্যতীত পঞ্চ বা পঞ্চাধিক বিকৃতস্বর ব্যবহৃত হইলেও, ঐ সকল মেল মধ্যে, কতক কতক মেল অন্তর্গত, কতক কতক সুর অনিশ্চিত ওজোনের হওয়া অবশ্যম্ভাবী, এবং প্রকৃতপক্ষেও যে তাহা হইয়াছিল তাহা পূর্ব্বে (৩৬২ ইঃ পৃঃ) প্রদত্ত, ও নিম্নে প্রদত্ত দৃষ্টান্ত হইতে * দেখা যাইবে। সএর ভিত্তি ও সম্পর্কে সুর দেওয়া, ও অন্যান্য সুরের স্থান নির্দ্দেশিত যন্ত্রে, বাদনপ্রথানুযায়ী সকল মেল নিরূপিত হওয়াতেও, ঐ সকল অস্বাভাবিক মেল হইয়াছিল, এবং ঐ বাদনপ্রথার জন্য, অধিকাংশ মেলএর স গ্রহস্বর, কোন মেলএ স লোপ না হওয়া, প্রভৃতির কথা যাহা বলিয়াছি, ঐরূপ সএর প্রাধান্য অনেকটা হইয়াছিল।

গীতসূত্রসারকার প্রদর্শিত পন্থা অবলম্বন পূর্ব্বক, আধুনিক অস্বাভাবিক ঠাটনিচয়ের পরিবর্ত্তে, স০রঃ বর্ণিত ঠাটনিচয়ের ন্যায় ঠাট নিরূপণ করিতে পারিলে, ঐ সকল ঠাট, গীতসূত্রসারকার প্রস্তাবিত ঠাটনিচয় অপেক্ষা আরও অধিক নির্দ্দিষ্ট ওজোনের সুরসমূহ দিয়া গঠিত ও সে কারণ আরও অধিক স্বাভাবিক হইবে। ঐ ব্যবস্থায় কিন্তু, প্রাচীনকালের ন্যায়ই

বিকৃত স্বর-আদি, পাশ্চাত্য মেজর ও বিভিন্ন প্রকারের মাইনর স্কেল্‌সমূহ, যাহা ব্যবস্থিত আছে, ঐ ঐ আদি স্বরই, তৎ তৎ স্কেলের খরজের সুর। আধুনিক ঐ প্রথানুসারেই সম্ভবতঃ গীতসূত্রসারকার তৎপ্রস্তাবিত প্রত্যেক মূর্চ্ছনার ঠাটের আদি-সুর, তাহার খরজের সুর স্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

* যথা,—সং০পা০৩৭১ বচনে, দেশাখ্য (ঐ ১৩ সংখ্যক) রাগ ও অন্যান্য রাগের, সদ্রা০চঃ০ বর্ণিত শুদ্ধনট (ঐ ১৭ পৃঃ) রাগ ও অন্যান্য রাগের (পূর্ব্বে ৩৩০ ইঃ পৃঃ রা০বি০এর যেরূপ দেখাইয়াছি ঐরূপ) একটি বা দুইটি একশ্রুতিক স্বরান্তরযুক্ত মেল, ও (প্রাচীন গান্ধার গ্রামের ন্যায়) পাশাপাশী দুইটির অধিক ৩ শ্রুতিক স্বরান্তরযুক্ত মেল, যথা সং০পা০ ৩৭০ বচনোক্ত বসন্ত (ঐ ১২ সংখ্যক) রাগের স ৩ রি ৩ তীব্র-গ ৩ ম ৪ প ৩ ধ ৩ তীব্র নি ৩ স মেল ইত্যাদি। পূর্ব্বে (৩১৪ পৃঃ পাদটীকায়) "কোন কোনটির এক শ্রুতি আধিক্যে বা ন্যূনত্বে রঞ্জনহানিকর হয় না" এই রা০বি০ উক্তি, এবং (৪২০পৃঃ) 'লক্ষ্যে, কাকলী-নি ও অন্তর-গ স্বরের প্রতিবিম্বিস্বরূপ লঘু-স ও লঘু-ম স্বর কথিত" এই সদ্রা০চঃ০ উক্তি যাহা দেখাইয়াছি, তাহাতেও একই নামধেয় সুরের অনিশ্চিত ওজোন, ও ব্যবহারিক কার্য্যে, স্থলবিশেষে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ওজোনতারতম্য সূচিত হইয়াছে।

যন্ত্রে স্বেচ্ছায় স্বরস্থাপন ও সেজন্য যন্ত্রীর কৃতিত্বের প্রয়োজন হইবে। অধুনাও যন্ত্রীরা স্বীয় কৃতিত্বের দ্বারাই, যথা এতদ্দেশীয় তারের যন্ত্রে তারে অঙ্গুলীর টীপের ইতরবিশেষ মিড়, সারিকাসঞ্চালন প্রভৃতি, এবং এতদ্দেশীয় শনাই আদি বাঁশী জাতীয় যন্ত্রে স্বররন্ধ্র অল্লাধিক আচ্ছাদন, ফুৎকারের ইতরবিশেষ প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত প্রক্রিয়া সমূহ দ্বারা প্রচলিত অস্বাভাবিক ঠাটের দোষ অতিক্রম পূর্ব্বক যথাযথরূপে ঐ সকল ঠাটের রাগসমূহ বাজাইয়া থাকেন। এতদ্দেশীয় কণ্ঠ ও যন্ত্র সঙ্গীত শিক্ষাদানপ্রণালী, যাহা প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, তাহাতে কোন স্বরলিপির সাহায্যে শিক্ষাদান হয় না. ওস্তাদদের কণ্ঠে গাহা বা যন্ত্রে বাদন শুনিয়া, ছাত্রেরা নিজ নিজ কণ্ঠে বা যন্ত্রে তদনুকরণ করিয়াই শিক্ষা করে, এবং ঐ প্রথায় ওস্তাদেরা কণ্ঠে সময় সময় সার্গম উচ্চারণ করিয়া, উপরোক্তরূপে ছাত্রদের তদনুকরণ করাইয়া কণ্ঠ ও যন্ত্র উভয় প্রকার সঙ্গীত শিক্ষাদান যাহা করিয়া থাকেন, ঐ সকল সার্গম, এবং রাগের সার্গম যাহা গাহা হয়, তাহা, এতদ্দেশে প্রচলিত সকল সার্গমে, স রি গ ম প ধ নি এই শুদ্ধ স্বরসংজ্ঞায় উচ্চারিত হয়; তাহাদের বিভিন্ন ঠাটোপযোগী বিকৃত স্বরনিচয়ের জন্য, পৃথক সংজ্ঞা ও তদনুযায়ী উচ্চারণ ভেদ নাই, * গায়কেরা, এবং ওস্তাদেরা ও তাঁহাদের অনুকরণে ছাত্রেরা, ঐ সকল সার্গম গাহা কালেই, ঐ সকল সার্গমের, প্রত্যেক রাগোপযোগী শুদ্ধ বিকৃত স্বর অনুযায়ী শ্রুতান্তারতম্যে উৎপাদন পূর্ব্বকই, ঐ সকল সার্গমের স্বরসমূহ গাহিয়া থাকেন, এবং ওস্তাদদের দ্বারা ঐরূপে গাহা শুনিয়াই তদনুকরণে ছাত্রেরা তাহা যন্ত্রে বাজাইয়া থাকেন। এতদ্দেশীয় প্রথায় যে সকল গায়ক ও বাদক, কৃতী ও রাগে পারদর্শী হইয়াছেন, তাঁহারা ঐরূপে শিক্ষালাভ করিয়াই তাহা হইয়াছেন। প্রচলিত অস্বাভাবিক ঠাটসমূহের দোষের জন্য, তাঁহাদের বিশেষ কিছু অসুবিধা হয় না, এবং ঐ সকল ঠাটের পরিবর্ত্তে উপরোক্তরূপ স্বাভাবিক ঠাট ব্যবস্থাতেও তাঁহাদের বিশেষ কিছু সুবিধা হইবে না কিন্তু, স্বরলিপির সাহায্যে রাগ ও অন্যান্য সঙ্গীত শিক্ষার ব্যবস্থা গীতসূত্রসারকার যেরূপ দেখাইয়াছেন, উপযুক্ত শিক্ষকের নিকট ঐরূপে তাহা শিক্ষা করা, উপরোক্ত এতদ্দেশীয় প্রথা অপেক্ষা সহজতর

* শুদ্ধ বিকৃত স্বরসংজ্ঞাভেদ ও ঐ পার্থক্য অনুযায়ী উচ্চারণভেদযুক্ত সার্গম ব্যবস্থা গীতসূত্রসারকার যাহা করিয়াছেন, তাহা তিনি পাশ্চাত্য টনিক সল্‌ফা স্বরলিপি দৃষ্টেই করিয়াছেন। এতদ্দেশে প্রচলিত সার্গমের সংজ্ঞার ও উচ্চারণের, ঐরূপ বিকৃত স্বরানুযায়ী কোন পার্থক্য নাই। স০র০, রা০বি০, সং০পা০ প্রদত্ত স্বরলিপি বা সার্গমেও বিকৃত স্বরের জন্য কোন পৃথক চিহ্ন বা সংজ্ঞা নাই, তদ্দৃষ্টে, ঐ ঐ প্রাচীনকালে, আধুনিক কালের ন্যায়ই, শুদ্ধ স্বরসংজ্ঞায় উচ্চারণ ও বিকৃতস্বরনিচয় শ্রুতান্তারতম্যে উৎপাদনপূর্ব্বক, ঐ সকল প্রাচীন সার্গম গাহা হইত, তাহা বুঝা যায়। পাশ্চাত্য স্বরলিপি দৃষ্টে উদ্ভাবিত, এতদ্দেশীয় কয়েক প্রকার সার্গম-স্বরলিপিতেও তদনুযায়ী সার্গমে, বিকৃত স্বরের জন্য পৃথক চিহ্ন বা সংজ্ঞা ব্যবহৃত হইয়াছে, কিন্তু ঐ সকল সার্গমের শুদ্ধ ও বিকৃত উভয় প্রকারের স্বরই উপরোক্তরূপ শুদ্ধ স্বরসংজ্ঞায় উচ্চারণ, ও শুদ্ধ বিকৃত শ্রুতান্তারতম্য করিয়া কণ্ঠে উৎপাদন করা হয়। সারিকাযুক্ত যন্ত্রে রাগবিশেষ বাদন করার পূর্ব্বে, ঐ রাগের ঠাটের শুদ্ধ বিকৃত স্বর অনুযায়ী সচল বা অচল সারিকা নির্দ্দেশেই প্রধানতঃ ঠাটের ব্যবহারিক প্রয়োগ হয়।

হইবে, এবং তৎকার্য্যে প্রচলিত অস্বাভাবিক ঠাটসমূহে নির্দ্দেশিত স্বরলিপি অপেক্ষা, স্বাভাবিক ঠাটসমূহে নিরূপিত স্বরলিপিই, অধিকতর সহজসাধ্য হইবে ।

শুধু যন্ত্রসঙ্গীতে রাগবাদন কার্য্যে, এতদ্দেশে, বীণ, সেতার, সুরবাহার, এই সকল সারিকা-যুক্ত, ও পৌনে দুই হস্ত বা দুই হস্তেরও কিঞ্চিদধিক, মুক্ত (অর্থাৎ সওয়ারী হইতে আড়ীতক) লয়ের সুরবাদনোপযোগী তন্ত্রীনিচয়যুক্ত যন্ত্রই, সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয় । স০র০এ * এবং রা০বি০এ রাগবাদনোপযোগী যে কয়েক প্রকারের বীণা (অর্থাৎ তারের যন্ত্র) বর্ণিত হইয়াছে, ঐ সকল যন্ত্রও সারিকাযুক্ত এবং ঐরূপ মুক্ত লয়ের তন্ত্রীযুক্ত, এতদ্ব্যতীত রা০বি০ বর্ণিত ঐ সকল বীণার, এবং সঙ্গী০চং০ বর্ণিত বীণাসমূহের ও আধুনিক এ বীণ, সেতার, ও সুর-বাহারের নায়কী ও অন্যান্য সুরের তারের ও উপতন্ত্রীসমূহের সংখ্যা ও লয়, অচল ও সচল সারিকা, ও ঐ সকল তন্ত্রী ও সারিকার সুরস্থাপন ব্যবস্থায়, অনেক সাদৃশ্য দেখা যায়, তদ্দৃষ্টে আধুনিক ঐ সকল যন্ত্রের ঐ সকল ব্যবস্থা, প্রাচীনকাল হইতেই আসিয়াছে, তাহা বুঝা যায় । সারিকাবিহীন যন্ত্রের তুলনায়, সারিকাযুক্ত যন্ত্রের ধ্বনি মধুর, ও সারিকাযুক্ত যন্ত্রে শীঘ্র সুরজ্ঞান হওয়ার কথা, নিম্নোদ্ধৃত বচনে † সোমনাথ যাহা বলিয়াছেন, আধুনিক এতদ্দেশীয় যন্ত্র সম্বন্ধেও ঐ কথা খাটে, এবং তৎকার্য্যে, পাশ্চাত্য সারিকাযুক্ত যন্ত্রের তুলনায়, ঐ সকল এতদ্দেশীয় যন্ত্র শ্রেষ্ঠ ‡ । এ সকল আধুনিক এবং প্রাচীন এতদ্দেশীয় যন্ত্রের আর এক, গুণ এই যে, লম্বা

---

* স০র০এ সর্ব্বপ্রকার বীণার প্রকৃতি একতন্ত্রী বীণার ন্যায় (স০র০৬।৫৩ বচনে) উক্ত হইয়াছে, এবং কিংনরী জাতীয় বীণাতেই কতিপয় রাগ বাদনের দৃষ্টান্ত বর্ণিত হইয়াছে । ঐ দুই জাতীয় বীণারই মুক্তন্ত্রীর লয়, উপরোক্তরূপ ছিল । কলিকাতা মিউজিয়মে কয়েকটি কিন্নরী বীণা রক্ষিত হইয়াছে, এবং ঐ মিউজিয়মের বাদ্যযন্ত্র পরিচায়ক পুস্তিকার ৬ পৃষ্ঠায়, ঐ ঐ কিন্নরী মহীশূর এবং দক্ষিণ কানাড়া অঞ্চলের কৃষক ও নিম্নশ্রেণীর লোক কর্ত্তৃক সাধারণভাবে ব্যবহৃত হয়, উক্ত হইয়াছে । স০র০ বর্ণিত কিংনরীর তুলনায়, ঐ সকল কিন্নরী খুব স্থূল ভাবে নির্ম্মিত ও অনুন্নত যন্ত্র । স০র০ (৬।২৫৩) আলাপিনী বীণায় রাগালাপবাদন ব্যবস্থিত হইয়াছে ।

† द्रुतकारिणी स्वरगतिः सारीभिर्मंजुलतरस्वरा ॥ रा०वि०२।६॥ वीणायां सारिवेष्टितायां वाद्यमानायां आशु श्रुतिस्वरज्ञानं भवति ॥ सारीरहितायां तु चिरकालेनेति भावः ॥ मंजुलतरः अतिशयितकोमलो ध्वनिर्यस्याः सा सारिभिरित्यनेनापि संबध्यते ॥ यथा सारिवीणायां नादे माधुर्यं न तथा अन्यवीणायां इति लोकप्रसिद्धमेवेति भावः ॥ रा०वि०२।६टी० ॥

‡ পাশ্চাত্য ম্যাণ্ডোলীন্, গীটার্ প্রভৃতির সারিকার কথা যাহা পূর্ব্বে (৪১২ পৃঃ) বলিয়াছি ঐ সকল সারিকা অচল ও কৃত্রিম ইকোয়াল্ টেম্পেরামেণ্টের ভিত্তিতে স্থাপিত, সে কারণ ঐ সকল সারিকা হইতে শুদ্ধ সুর উৎপাদন কার্য্যে মিড়, ঘসিট্ আদি ক্রিয়া সর্ব্বদা প্রয়োজন হওয়ায় ঐ সকল যন্ত্রে শীঘ্র ও সহজে বিশুদ্ধ সুরজ্ঞান হয় না, বরং ঐ কৃত্রিম সুরসমূহ উৎপাদনের অভ্যাস শীঘ্র হয় । এতদ্দেশীয় অচল সারিকার বীণ যন্ত্রের সারিকাসমূহ গীতসূত্রসারকার (২০ ইঃ পৃঃ) যেরূপ দেখাইয়াছেন, তাহা ঐরূপ স্বাভাবিক অন্তরের ভিত্তিতে স্থাপিত, তৎকারণে ঐ সকল স্বাভাবিক অন্তরের জ্ঞান, ও ঐ সকল অন্তরের সুর উৎপাদনের ক্ষমতা, ঐ যন্ত্রে শীঘ্র হয়, কিন্তু ঐ যন্ত্রে, বিভিন্ন রাগোচিত শুদ্ধ ও বিকৃত স্বরের, সামান্য সামান্য শুদ্ধাশুদ্ধতারতম্য উৎপাদন কার্য্যে, মিড় আদি ক্রিয়ার সদা সর্ব্বদা প্রয়োজন হয়, এ কারণ সচল সারিকার যন্ত্র অপেক্ষা ঐ সকল অচল সারিকার যন্ত্র অধিক

তন্ত্রীযুক্ত ঐ সকল যন্ত্রে হার্মনিক্স্ সুরসমূহ স্পষ্টরূপে উত্থিত হয়, এবং তৎসাহায্যে ঐ সকল যন্ত্রে বিশুদ্ধরূপে সুরপ্রদানের ক্ষমতা ও বিশুদ্ধ সুরজ্ঞান, শীঘ্র জন্মে, তাহা এক্ষণে দেখাইব।

বাদ্যযন্ত্রে যে সুর বাদন হয়, তাহাকে মূল সুর (fundamental note বা leading note) কহে। ঐ মূল সুরসহ মিশ্রিতভাবে, ঐ মূল সুর অপেক্ষা মৃদুতর বলে, ঐ মূল সুরের দুই, তিন, চারি প্রভৃতি গুণ কম্পনসংখ্যার উচ্চ উচ্চ সুরসমূহ স্বতঃই উত্থিত হয় *। ঐ সকল উচ্চ উচ্চ সুরকে হার্মনিক্স্ (harmonics) সুরসমূহ বলে। সকল বাদ্যযন্ত্রে, একই সংখ্যক, বা একই বলের, বা একই রূপ স্পষ্ট, হার্মনিক্স্ সুরসমূহ হয় না, যন্ত্রের রেজোন্যান্স্, যন্ত্রে বিভিন্ন সংখ্যক তারের অস্তিত্ব, এ সকল তারের, ইস্পাত, পিত্তল, তাঁত আদি উপাদান, স্থূলত্ব, ঘনত্ব, টানের জোর, এবং বিভিন্ন তারে বিভিন্নরূপে সুর দেওয়া প্রভৃতির তারতম্যে, হার্মনিক্স্ সুরসমূহের সংখ্যার, বলের ও স্পষ্টতার তারতম্য হয়। সাধারণতঃ উৎকৃষ্ট রেজোন্যান্স্ যুক্ত যন্ত্রে, ও মুক্ততন্ত্রীর উভয় প্রান্ত বিন্দুবৎ স্থানে বদ্ধ হইলে, ঐ তারে অধিক সংখ্যক হার্মনিক্স্ সুর স্পষ্টরূপে উত্থিত হয়, এবং ঐরূপ ব্যবস্থার যন্ত্রের তারের লম্ব যদি দীর্ঘ হয়, তাহা হইলে আরও অধিক সংখ্যক, এবং সহানুভূতিক কম্পনোপযোগী বিভিন্ন তার যদি যন্ত্রে থাকে, তাহা হইলে ঐ সকল তারের সহানুভূতিক কম্পনে আরও অধিক সংখ্যক, হার্মনিক্স্ সুর স্পষ্টরূপে উত্থিত হয়। মূল সুর ঐরূপ হার্মনিক্স্ সুর বিরল হইলে, সে সুর রঞ্জক হয় না †। পাশ্চাত্য উৎকৃষ্ট তারের যন্ত্রে ভাল রেজোন্যান্স্, চারি বা ততোধিক

আয়াসসাধ্য। ঐ অচল সারিকায় বীণ বাদনে দক্ষতা লাভ করা খুব পারদর্শিতার কার্য্য বলিয়া উক্ত হয়। উপরোক্ত কারণেই তাহা কথিত হয়, এবং ঐ কারণেই ঐ যন্ত্র অপেক্ষা সচল সারিকার যন্ত্রই এতদ্দেশে অধিক ব্যবহৃত হয়। ঐ বীণএর আওয়াজ খুব মৃদু, সেজন্যও উহার ব্যবহার কম।

* Elementary Treatise on Natural Philosophy by A. P. Deschanel (*i. e.* Deschanel's Physics), English 14th edition, 1897, by J. D. Everett, Blackie & Son, Ld. London, Part IV, Ch. IV, Section 60, p. 70. মূল সুরসহ তৎ হার্মনিক্স্ সুরসমূহ উৎপাদকরূপে স্পন্দিত পার্শ্ববর্ত্তী বায়ু, শ্রোতার কর্ণগোচর হওয়াতেই, ঐ মূল ও হার্মনিক্স্ সুরসমূহ শুনা যায়। সাধারণতঃ বাদ্যযন্ত্রের কম্পন হইতেই মূল সুরসহ ঐ হার্মনিক্স্ সুরসমূহ উত্থিত হয়, যথা তারের যন্ত্রে একটি মুক্ত তন্ত্রী বাজাইলে, ঐ সমগ্র মুক্ত লম্বের কম্পনসহ, ঐ মুক্ত অংশের বিভিন্ন বিভাগেরও স্পন্দন হয়, এবং তাহা চাক্ষুষ দেখাও যায় (*ibid.*)। ঐ মুক্ত অংশের সমগ্র লম্বের কম্পনে মূল সুর, ও ঐ সকল বিভাগের কম্পনে হার্মনিক্স্ সুরসমূহ উত্থিত হয়।

† বাঁশী জাতীয় যন্ত্র, বিশেষতঃ ঐ সকল যন্ত্রের খাদের সুর, হার্মনিক্স্ বিরল। খুব খাদের সুর, হার্মনিক্স্ বিরল হইলে, তাহা ভাল শুনা যায় না। বাটালীর অগ্রভাগের ন্যায় স্পন্দনশীল অংশযুক্ত, বাঁশীজাতীয় নলসমূহ, যে সকল পাশ্চাত্য অর্গানের সুরোৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত থাকে, তন্মধ্যে বড় বড় নলোত্থিত সুরসমূহ, উপরোক্তরূপ হার্মনিক্স্ বিরল হওয়ায়, তাহার অরঞ্জকত্বের দোষ সংশোধনার্থে, ঐ সকল যন্ত্রে, ঐ সকল সুরের হার্মনিক্স্ সুরনিচয়ের ন্যায় উচ্চ উচ্চ কয়েকটি সুর উৎপাদনকারী, কতকগুলি ছোট ছোট নল, ঐ প্রত্যেক বড় নলসহ একযোগে বাদনের ব্যবস্থা থাকে, এবং বিভিন্ন ষ্টপ্ (stops) দ্বারা, এক বা একাধিক এ ঐ উচ্চ সুর, ঐ মূল সুরসহ একযোগে উৎপাদনের ব্যবস্থা থাকে (Deschanel's Physics, *ibid.* p. 71)। রীড্ (reeds) যুক্ত অর্গান্ ও পাশ্চাত্য উৎকৃষ্ট হার্মোনিয়ম যন্ত্রে, দুই বা তিন প্রস্থ রীড্ ব্যবস্থা যাহা থাকে,

তার, ঐ সকল তারের মুক্ত অংশের উভয় প্রান্ত বিন্দুবৎ স্থানে বদ্ধ করা প্রভৃতি, ব্যবস্থা আছে, এ কারণ ঐ সকল যন্ত্রের সুর হার্মনিক্স্ স্বরবহুল হইয়া সুমধুর *, এবং ঐ সকল যন্ত্রে কোন জোআরীর ব্যবস্থা না থাকা সত্বেও, সারিকাযুক্ত ও সারিকাবিহীন উভয়বিধ যন্ত্রেরই ধ্বনি, সবল ও সুললিত। উৎকৃষ্ট উপাদান নির্ব্বাচন, রেজোন্যান্স্ ব্যবস্থা ও শিল্প নৈপুণ্যের জন্য পাশ্চাত্য যন্ত্রের এত উন্নতি হইয়াছে †। সং৹রং৹ বর্ণিত কাষ্ঠ ও চর্ম্ম আদি নির্ব্বাচন ব্যবস্থা, আধুনিক

তাহা ঐরূপ রঞ্জনকার্য্যের জন্যই ব্যবস্থিত হয়। বিভিন্ন ষ্টপ্ দ্বারা, প্রত্যেক প্রস্থ, বা যুগপৎ দুই বা তিন প্রস্থ রীড্ বাদনের এবং ঐ ভাবে, ঐ সকল যন্ত্রের প্রত্যেক পর্দ্দায়, এক প্রস্থ রীডের একটি সুর, বা দুই বা তিন প্রস্থ রীডের দুই বা তিনটি সুর যুগপৎ বাদনের ব্যবস্থা থাকে। তন্মধ্যে এক প্রস্থ রীডের সুর প্রবলতর বলসহ মূলসুরস্বরূপ, এবং অন্যান্য প্রস্থ রীডের সুর রঞ্জক স্বরূপ মৃদুতর বলসহ, উৎপাদন জন্য, ঐ সকল যন্ত্রের হাফরের চাপে বিভিন্ন প্রস্থ রীড বাদনোপযোগী, বায়ু প্রবেশের রন্ধ্র সমূহ নিয়ন্ত্রিত হওয়ার বা করার ব্যবস্থা থাকে।

* যথা মূলসুরসহ, উৎকৃষ্ট পিয়ানোতে, তাহার চারি পাঁচটি, এবং পাশ্চাত্য উৎকৃষ্ট বেহালায় আরও অধিক সংখ্যক হার্মনিক্স্ সুর উত্থিত হয় (Deschanel's Physics, *ibid.* p. 71.)। মূলসুরসহ ঐরূপে স্বতঃ উত্থিত কয়েকটি হার্মনিক্স সুর মিশ্রিত না হইলে, সে ধ্বনি রঞ্জক হয় না। ঐ ভাবে ছয়টি মৌলিক (elementary) সুর (অর্থাৎ মূলসুর ও তাহার দ্বি, ত্রি, চতুঃ, পঞ্চ ও ষষ্ঠ গুণ কম্পনসংখ্যার হার্মনিক্স সুর) যথাযথ অনুপাতে মিশ্রিত হইয়া উৎপন্ন হইলে সেই ধ্বনি রক্তিযুক্ত ও মিষ্ট হয়। তদতিরিক্ত উচ্চ উচ্চ হার্মনিক্স সুর যদি মৃদু বলের হয়, তাহা হইলে রঞ্জকত্বের বিশেষ হানি হয় না ও তাহা রূপ প্রকাশের সাহায্যকারী হয়, কিন্তু অতিরিক্ত ঐ সকল উচ্চ সুর খুব প্রবল বলের হইলে তন্মিশ্রিত ধ্বনি কর্কশ ও ঘর্ঘরে হয় (*ibid.* Sec. 61, p. 73)। মূল সুর, মধ্য সপ্তকের ডো হইলে, উপরোক্ত দ্বি, ত্রি, চতুঃ, পঞ্চ, ও ষষ্ঠ গুণ কম্পন সংখ্যার সুরনিচয়, যথাক্রমে তার (অর্থাৎ মধ্য অপেক্ষা এক সপ্তক উচ্চ) সপ্তকের ডো, তার-সপ্তকের সোল্, অতিতার (অর্থাৎ মধ্য সপ্তক অপেক্ষা দুই সপ্তক উচ্চ) ডো, অতিতারসপ্তকের মি, অতিতার সপ্তকের সোল্। পাশ্চাত্য সাধারণ সুরজ্ঞ ব্যক্তিরা যত্নপূর্ব্বক শ্রবণ করিলে, পিয়ানো হইতে উত্থিত উপরোক্ত হার্মনিক্স সুরসমূহের মধ্যে দুইটি, উপলব্ধি করিতে পারেন, এবং পাশ্চাত্য অত্যুৎকৃষ্ট সুরজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিরা ঐ পিয়ানোর উচ্চ উচ্চ আরও অধিক সংখ্যক হার্মনিক্স সুর উপলব্ধি করিতে পারেন (*ibid.* Ch. III, See. 38, p. 48)। ঐরূপ উপলব্ধি কালে, তাঁহারা ঐ ঐ প্রত্যেক হার্মনিক্স সুর পৃথকরূপে, ও যেটি যে সপ্তকের সুর, তাহা বুঝিতে পারেন।

মনুষ্য কণ্ঠের শব্দ এবং সুর হার্মনিক্সবহুল, এবং পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক যন্ত্রে ঐ সকল হার্মনিক্সসুরের অস্তিত্ব, ও যে যে হার্মনিক্স সুর মিশ্রিত তাহা, বিশ্লেষণ পূর্ব্বক স্থির করা যায় (*ibid.* Ch. IV, sec. 62 pp. 73-74)। প্রসিদ্ধ তানসেন তাঁহার কণ্ঠ হইতে যুগপৎ তিনটি সুর উৎপাদন করিতে পারিতেন বলিয়া একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে, তাহার মূলে যদি কোন সত্য নিহিত থাকে, তাহা এই বলিয়া অনুমান হয় যে, তাঁহার কণ্ঠ হইতে মূলসুরসহ সেই সুরের দুইটি হার্মনিক্স সুর স্পষ্টরূপে উত্থিত হইত। যন্ত্রোত্থিত হার্মনিক্স সুরসমূহও, উপরোক্ত বৈজ্ঞানিক যন্ত্রে, উপরোক্তরূপ বিশ্লেষণ করা যায়।

† যথা,—পাশ্চাত্য উৎকৃষ্ট বেহালার ও পিয়ানোর তারসমূহের সন্নিকটস্থ তক্তাটি, খুব পাতলা (অর্থাৎ অল্পস্থূল) ও গ্রন্থিবিহীন, সমসন্নিবিষ্ট সরল লম্বা আঁশের ডীল্ (deal, অর্থাৎ কেরাসিন্ টীনের আধার বাক্স যে কাষ্ঠ সেই) কাষ্ঠ দিয়া নির্ম্মিত হয়, এবং বেহালার পৃষ্ঠ, ও ম্যাণ্ডোলিন্ গীটার প্রভৃতির গল ও পৃষ্ঠ, ভাল

কালের অপেক্ষা কিছু শ্রেষ্ঠ হইলেও *, এতদ্দেশীয় উপরোক্ত প্রাচীন ও আধুনিক তারের যন্ত্রের উপাদান নির্ব্বাচন, রেজোন্যান্স্ ব্যবস্থা ও শিল্পনৈপুণ্য, আধুনিক পাশ্চাত্য যন্ত্রের তুলনায় খুব নিকৃষ্ট, ও সেকারণেই, এদেশীয় তারের যন্ত্রের ধ্বনি খুব মৃদু। সং০র০ ও রা০বি০ বর্ণিত রাগবাদনোপযোগী বীণানিচয়সহ, এদেশীয় ঐ সকল তারের যন্ত্রের সাদৃশ্য দৃষ্টে, উপরোক্ত কারণেই ঐ সকল প্রাচীন বীণার আওআজ খুব মৃদু ছিল, তাহা বুঝা যায় †।

রেজোন্যান্সকারী, ঐরূপ নরম ও ফোঁপড়া কাঠের (porous wood) পাতলা তক্তা দিয়া নির্ম্মিত হয়, এবং উত্তম রেজোন্যান্সকারী নরম ও ফোঁপড়া কাঠ দিয়া, বা ঐরূপ কাঠের উপর ধাতুর পাতলা পাত দিয়া, ঐ সকল যন্ত্রের সওআরী (bridge) তৈয়ার করা হয় ও ঐ সকল কাঠ, বহু বৎসর, বায়ু ও জলসহ(season) করিয়া লওয়া হয়। ঐ সকল বেহালা, গীটার আদির, জোর টানে বাঁধা তারনিচয়ের যে চাপ, সওআরীর উপর পড়ে, সওআরীর নিম্নস্থ খুব পাতলা তক্তাটিকে, সেই চাপসহ করার জন্য, ঐ তক্তার নীচে ঐ বেহালায় একটি, ও অন্যান্য যন্ত্রে অনেকগুলি লম্বা, ও সরু, ও কিঞ্চিৎ স্থূল কাঠ, শিরিষ আদি দিয়া আঁটিয়া দেওয়া হয়। পাশ্চাত্য উৎকৃষ্ট বেহালার সওআরীর পদগুলির নীচের ঢাল (curve) ও সুরকাঠির (sound post) উভয় অঙ্গের ঢাল ও আঁশ (grains), বেহালার সহিত উহাদের সংযোগস্থল সহ, উত্তমরূপে মিলান, ও ঐ সকল দ্রব্যের ও তারনিচয়ের স্থূলত্ব নির্ব্বাচন প্রভৃতি বিষয়ক ব্যবস্থা *Grand Violin School* by Spohr পুস্তকের ভূমিকায় যেরূপ বর্ণিত আছে, তাহা দেখিলে, ঐ যন্ত্রের শিল্পনৈপুণ্য বিষয়ে ধারণা হইবে। ঐ সুরকাঠি ও সওআরী যথাযথস্থানে স্থাপন করিতে না পারিলে, ও যথাস্থান হইতে এক ইঞ্চি মাত্র দূরে স্থাপিত হইলেও, ঐ যন্ত্রের ধ্বনির মধুরত্ব অনেক কমিয়া যায়।

* যথা,—ঢোলক জাতীয় যন্ত্রের জন্য সাধারণতঃ খদির অথবা রক্ত চন্দন কাঠ ব্যবস্থা, এবং 'নীরস উচ্চভূমিজাত জীর্ণ' (অর্থাৎ পরিপক্ব) 'বাতাহত' (অর্থাৎ ঝড়ে পড়া) 'তরু হইতে' (কাঠ লইয়া তাহা) 'খোদাই করিয়া গর্ভ উৎসারিত হইলে' (অর্থাৎ ঐ খদির রক্ত চন্দন আদির শক্ত, সার অংশ বাদ দিয়া) 'অবশিষ্ট অংশ হইতে বাদ্যযন্ত্র তৈয়ার করাইবার' ব্যবস্থা, এবং 'পূর্ব্বপ্ররোহ' (অর্থাৎ প্রথমকার অঙ্কুর বা মূল) 'ছিন্ন হইলে, যে প্ররোহ উদ্গত হয়, তদুদ্ভবদ্রুমোদ্ভূত সর্ব্বপ্রকার বাদ্যযন্ত্র উৎকৃষ্ট', এবং বাদ্যযন্ত্র জন্য 'নীরস ভূমির তরু অত্যুত্তম, অল্প রস ভূমির তরু অধম, এবং জলাশয় সমীপস্থ অতিশয় রসযুক্ত জমীর তরু ছেদনের পর শুষ্ক হইলেও, তাহা পরিত্যাজ্য' এবং 'দারুসমূহেতে কোমলত্ব ব্রণ গ্রন্থি ভেদ' (অর্থাৎ কাটা ফাঁপা আদি) 'এই সকল পরিত্যাগ করিবে' প্রভৃতি সং০র০৬।১১৪৬-৬৪বচনোক্ত ব্যবস্থা। আঁঠির চারার প্রথমকার প্রধান শিকড়টি ভাঙ্গিয়া দিয়া, নূতন শিকড় নির্গত হইলে, ঐ চারা পুনঃ পুঁতিয়া উৎকৃষ্ট ফলবান বৃক্ষ উৎপন্ন করার ব্যবস্থা অধুনা প্রচলিত আছে, তদ্দৃষ্টে, উপরোক্ত প্ররোহ অর্থে, মূল বলিয়াই বোধ হয়। কাঠের ঐ ব্যবস্থার ন্যায়, 'বৃদ্ধ বৃষভের চর্ম্ম দিয়া বধ্র' (অর্থাৎ ঢোলক জাতীয় যন্ত্রের টানা, যাহা বধ্রী বলিয়াও উক্ত হয় সেই) 'চর্ম্ম, এবং দ্বয় মাসের বৎসের চর্ম্ম দিয়া পুটবন্ধন,' (অর্থাৎ ঢোলক আদির মুখ আচ্ছাদন) 'মেদদুষ্ট জরাক্রান্ত স্নিগ্ধ কাকমুখাহত অগ্নিধূমহত ও জীর্ণ চর্ম্ম বাদ্যেতে কার্য্যোপযোগী নহে' প্রভৃতি চর্ম্মবিষয়ক ব্যবস্থা সং০র০৬।১১৬৫-৬৭ বচনে আছে। অধুনা ঐরূপে কাঠ বা চর্ম্ম নির্ব্বাচন বড় একটা হয় না, এবং ক্ষেত্রবিশেষে তুঁদ (অর্থাৎ ঘোঁড়ানিম) আদি নরম কাঠ ব্যবহৃত হইলেও, সেগুণ আদি নিটন কাঠই সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়।

† আধুনিক সেতার, ও তাম্বুরার, লম্বালম্বী গহ্বরযুক্ত, কাঠের একটি দণ্ড ও ঐ দণ্ডের নিম্নে, তৎসহ আঁটা পক্ক অলাবুর খোলার একটি তুম্ব (যাহা বস্ বলিয়াও উক্ত হয় তাহা) ও তবলীনামক, একখণ্ড

ঐ দোষ সত্ত্বেও ঐ সকল এতদ্দেশীয় বীণ, সেতার আদি, পূর্ব্বোক্তরূপ দীর্ঘ মুক্ততন্ত্রীনিচয়যুক্ত, যন্ত্রের ষড়্‌জের তার বাজাইলে, তদুদ্ভব মূল ও হার্মনিক্স্‌ সুরনিচয়ের সাহায্যে, সুরজ্ঞ যন্ত্রীরা নায়কা তারে, এবং ঐরূপে বিভিন্ন তন্ত্রীর সাহায্যে অন্যান্য তারে খুব বিশুদ্ধভাবে সুর প্রদান করিয়া থাকেন। ঐরূপ বিশুদ্ধ সুর দেওয়া তন্ত্রীনিচয়ের একটি তার, বা তাহাতে সুরবিশেষ, বাজাইলে, ঐ মূল সুরসহ উত্থিত হার্মনিক্স্‌ সুরসমূহের সহানুভূতিক কম্পনে, অন্যান্য তারের মুক্ত অংশের মূল ও তৎ হার্মনিক্স্‌ সুরসমূহ ধ্বনিত হয়, এবং ঐ সকল ধ্বনির সহানুভূতিক কম্পনে, বিভিন্ন তার হইতে নানা মূল ও হার্মনিক্স্‌ সুরসমূহ উত্থিত হয়। ঐ সকল সুরের সাহায্যে, যন্ত্রীরা অচল বা সচল সারিকাসমূহ বিশুদ্ধভাবে স্থাপন করেন। ঐরূপে বিশুদ্ধভাবে সুর দেওয়া যন্ত্রে রাগবিশেষ বাদনকালে, কোন সুর অশুদ্ধ, বা ঐ রাগোপযোগী যথাযথ, না হইলে, ঐ সকল মূল ও হার্মনিক্স্‌ সুরসমূহের সাহায্যে যন্ত্রীরা তাহা উপলব্ধি করিয়া, ঐ তারে সূক্ষ্মভাবে সুর দিয়া বা সারিকাসঞ্চালন করিয়া, বা মিড় আদি ক্রিয়া দ্বারা যথাযথ সুর উৎপাদন করিয়া থাকেন। ঐ সকল যন্ত্রে, এই ভাবে, উৎপাদনের খুব সাহায্য ও শাসন হয়, এবং ঐ সাহায্য ও শাসনে, বাদকেরা প্রত্যেক রাগোচিত যথাযথ ওজোনের সুর উৎপাদন করিয়া থাকেন। সুরজ্ঞ ব্যক্তির নিকট শিক্ষা করিলে, ঐ সাহায্য ও শাসনে শীঘ্র শীঘ্র সুরজ্ঞান হয়।

অল্পস্থূল তক্তা দিয়া ঐ তুম্ব আচ্ছাদিত, এবং ঐ তুম্বর উপর, তিন চারি আঙ্গুল লম্বা, (দণ্ডের লম্বের দিকে) দুই তিন আঙ্গুল চওড়া, আন্দাজ সিকি ইঞ্চি পুরু (সেতারে হাড়ের, ও তাম্বুরায় শক্ত কাঠের) সওআরী থাকে এবং সেতারের ঐ সওআরীর, শক্ত কাঠ বা হাড়নির্ম্মিত দুইটি পায়া, ও তাম্বুরার শক্ত কাষ্ঠ নির্ম্মিত দুইটি পায়া থাকে, ও ঐ ঐ পায়া, ঐ তব্‌লী সহ শিরীষ আদির আঠা দিয়া আঁটা থাকে। সেতারের সওআরীর উপরিভাগের পিছনে, ঐ সওআরীর লম্বালম্বী, স্বল্পস্থূল একটু অংশ কিঞ্চিদুচ্চ থাকে, ও ঐ উচ্চ অংশর উপর তারনিচয় চালাইয়া, ঐ উচ্চ অংশের সামনেটা চাঁছিয়া ঘষিয়া কূর্ম্মের ন্যায় ক্রমশঃ এরূপ ঢালু (sloping) করা হয়, যাহাতে ঐ ঢালু অংশ অপেক্ষা, প্রত্যেক তন্ত্রী এরূপ ঈষদুচ্চ হয় যে, তন্ত্রীবিশেষে সুরবিশেষ বাদনকালে, ঐ তন্ত্রীসহ ঐ ঢালু অংশের সংঘর্ষ হইয়া জোআরী হয়। তাম্বুরার সওআরীর উপরস্থ মধ্য অংশ ঈষদুন্নত ও বহিঃ ঈষৎ নিম্ন, এই ভাবে কূর্ম্মের ন্যায় থাকে, এবং উহার প্রত্যেক তন্ত্রীতে পৃথকভাবে, সূতা জড়াইয়া ও বাঁধিয়া সেই সূতা, তারের লম্বালম্বী সরাইয়া, সওআরীর উপর এরূপ স্থানে বসান হয়, যাহাতে ঐ সূতার সামনের দিকে প্রত্যেক তার সওআরী অপেক্ষা এরূপ ঈষদুচ্চ হয়, যাহাতে ঐ প্রত্যেক তার বাদনকালে, ঐ সওআরীসহ সংঘর্ষ হইয়া জোআরী হয়। সুরবাহার, সেতারের ন্যায়ই, কিন্তু বৃহত্তর, পূর্ব্বে বলিয়াছি। তাহা হইলেও, সারিকানিচয়ে সুরবাদনকালীন বাম হস্ত চালনের সৌকর্য্যার্থে, সুরবাহারের দীর্ঘতন্ত্রীনিচয়ের মুক্ত অংশ, সেতারের অপেক্ষা, খুব বেশী অধিক লম্বা করা হয় না। তাম্বুরার মুক্ততন্ত্রীচতুষ্টয় মাত্র বাদিত ও উহা সারিকাবিহীন হওয়ায়, উহাতে ঐরূপ বামহস্তচালনের প্রয়োজন না হওয়ায়, উহার তারসমূহের মুক্তলম্ব, অধিক, ও তাহা কিঞ্চিন্ন্যূন দুই হস্ত, বা দুই হস্তেরও কিঞ্চিদধিক করা হয়, ও সেকারণ উহা স্পষ্টতর হার্মনিক্স্‌ সুরবহুল হয়। সেতারের তুম্ব, আন্দাজ অর্দ্ধ হস্ত বা তদধিক চওড়া ও তদনুযায়ী লম্বা ও স্থূল পক্ক অলাবুর খোলার হয়, এবং সুরবাহার ও তাম্বুরার তুম্ব বৃহত্তর হয়। ক্ষুদ্র সেতারে ঐরূপ আকারের, দারু নির্ম্মিত ক্ষুদ্রতর বস্তু থাকে।

সারিকাযুক্ত যন্ত্রের ধ্বনি সুমধুর পূর্ব্বে বলিয়াছি, এবং দীর্ঘ মুক্ত তন্ত্রীনিচয়যুক্ত যন্ত্রের মূল ও হার্মনিক্স্ সুর সমূহের সাহায্য ও শাসনে রাগবাদনের সুবিধার কথা বলিলাম। ঐ কারণেই সারিকাযুক্ত, ও পৌনে দুই হস্ত বা ততোধিক মুক্ত লম্বের দীর্ঘ তন্ত্রীনিচয়যুক্ত বীণ, দাক্ষিণাত্য বীণা সেতার, ও সুরবাহার যন্ত্রসমূহই, শুধু যন্ত্র সঙ্গীতে রাগবাদনকার্য্যে, পারদর্শী রাগবাদকগণ সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়। ঐ সারিকানিচয়, দীর্ঘতন্ত্রী প্রভৃতি বিষয়ে, ঐ সকল আধুনিক যন্ত্রের সহিত, স০র০, রা০বি০, সঙ্গা০চং০ বর্ণিত রাগবাদনোপযোগী বীণাসমূহের সাদৃশ্যের কথা যাহা (পূর্ব্বে ৪২৮ পৃঃ) বলিয়াছি, তদ্দৃষ্টে ঐ ঐ প্রাচীনকালের ঐ সকল যন্ত্রেও সুমধুর ও বিশুদ্ধ সুর উৎপাদনের ক্ষমতা শীঘ্র হইত ও ঐ সকল যন্ত্রের মূল ও হার্মনিক্স্ সুরসমূহের সাহায্যে ও শাসনে ঐ ঐ কালের যন্ত্রীরা তাৎকালিক রাগোচিত যথাযথ সুর উৎপাদন করিতেন, এবং মিড়, সারিকাসঞ্চালন আদি প্রক্রিয়াসমূহ দ্বারা আধুনিক উপরোক্ত যন্ত্রবাদকগণ কর্ত্তৃক, প্রচলিত অস্বাভাবিক ঠাটের দোষ অতিক্রম করার কথা যাহা (৪২৭ পৃষ্ঠায়) বলিয়াছি, স০র০ পরবর্ত্তী প্রাচীনকালের ঐ সকল যন্ত্র বাদকেরাও এরূপ প্রক্রিয়া-সমূহ দ্বারাই তৎ তৎ কালের পূর্ব্বোক্ত অস্বাভাবিক মেল সমূহের দোষ অতিক্রম পূর্ব্বক, প্রয়োজনানুযায়ী যথাযথ ওজোনের সুর ও সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ওজোনতারতম্যের ধ্বনিসমূহ উৎপাদন পূর্ব্বক যথাযথরূপে তাৎকালিক রাগসমূহ বাজাইতেন, তাহা বুঝা যায়।

উপরে যাহা দেখাইলাম, তাহা হইতে বুঝা যায় যে, স০র০ পরবর্ত্তী প্রাচীনকাল হইতে আধুনিক কালতক, এতদ্দেশীয় প্রথায়, সএর প্রাধান্য এবং যন্ত্রের অধীনতা কতকটা হইলেও,

---

এস্রার (অর্থাৎ এস্রাজ) যন্ত্রের দণ্ড সেতারের ন্যায়ই কিন্তু হ্রস্বতর, ও উহার আড়ী হইতে সওআরীতক লম্ব আন্দাজ দেড় হস্ত। ঐ দণ্ডের নিম্নে, তৎসহ আঁটা, অর্দ্ধহস্তের কিঞ্চিদধিক লম্বা, আন্দাজ পাঁচ ইঞ্চি চওড়া ও ঐরূপ স্থূল, ছড় চালনের সুবিধার জন্য দুই পার্শ্ব বক্রভাবে কাটা ও ভিতরটা গহ্বর করা, কাঠের একটি বস্ থাকে। ঐ বস্, এক খণ্ড চামড়া দিয়া আচ্ছাদিত, ও ঐ চামড়ার আড়াআড়ী, লম্বা ও স্বল্পপরিসর একখণ্ড শক্ত চামড়া আঁটা থাকে, ও ঐ শক্ত চামড়ার উপর ঐ যন্ত্রের সওআরী থাকে। রবাব্ স্বরদ ও সারঙ্গী যন্ত্রত্রয়ের বস্‌ও ঐরূপ কাঠ খোদাই করা, কিন্তু ঐ ত্রয়ের দণ্ড ও বস্ একইখণ্ড কাষ্ঠ খোদাই করিয়াই করা হয়, ও ঐসকল দণ্ড, স্বল্পস্থূল কাষ্ঠের তক্তা দিয়া আচ্ছাদিত, ও রবাব্এর বস্ চামড়া দিয়া আচ্ছাদিত ও স্বরদ এবং সারঙ্গীর বস্, কাষ্ঠের স্বল্পস্থূল তক্তা দিয়া আচ্ছাদিত, এবং ঐ ঐ বস্ আচ্ছাদক চামড়া ও তক্তার উপর, উহাদের সওআরী থাকে। ঐ ঐ বস্ ও দণ্ডের সংযোগস্থল বক্রভাবে কাটা, এবং ঐ সংযোগস্থলে দণ্ডটি বস্ অপেক্ষা কিঞ্চিন্ন্যূন স্থূল ও ঐরূপ চওড়া, এবং তাহা ক্রমশঃ কমিয়া ঐ দণ্ডের মস্তকের স্থানে কম চওড়া ও কম স্থূল থাকে। ঐ সকল যন্ত্রে চারিটি হইতে ছয়টি, সুরের তার, ও তাহার অধিকাংশই তাঁতের, ও ১১টি বা ঐরূপ সংখ্যক উপতন্ত্রী থাকে, ও ঐ সকল তারের জন্য দণ্ডসংলগ্ন কাণ থাকে। রবাব্ ও স্বরদএর বস্ আন্দাজ বার ইঞ্চি চওড়া, ঐরূপ স্থূল ও ঐরূপ খাড়াই এবং উহার দণ্ডসহ মোট খাড়াই, আন্দাজ দুই ফুট হয়, কোন কোন স্বরদের দণ্ড আরও লম্বা, ও তাহাতে অন্য কাষ্ঠ জোড়াও থাকে এবং কোন কোন স্বরদের এরূপ লম্বা দণ্ডের উপরিস্থ কাঠের তক্তা, লোহার পাত দিয়া আচ্ছাদিতও থাকে। সারঙ্গী অপেক্ষাকৃত কম স্থূল, কম চওড়া ও কম লম্বের হয়। রবাব্ ও স্বরদ, একখণ্ড পাতবিশেষ (plectrum)

ঐ সকল যন্ত্রে শীঘ্র সুরজ্ঞান হইত এবং মধুর ও বিশুদ্ধ সুরসমূহ উৎপাদনের ক্ষমতা শীঘ্র জন্মিত, এবং যথাযথ সুর উৎপাদনের সাহায্য ও শাসন হইত, এবং স্বীয় কৃতিত্বের দ্বারা ঐ সকল যন্ত্রের উপরোক্ত অধীনতার দোষ অতিক্রম পূর্ব্বক, বিভিন্ন রাগোচিত যথাযথ সুর, ও সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম তারতম্যের ধ্বনিসমূহ উৎপাদনের স্বাধীনতা, বাদকদের ছিল, এবং সেই সকল সুর ও ধ্বনিসমূহ উৎপাদন পূর্ব্বক তাঁহারা যথাযথরূপে রাগসমূহ বাজাইতেন। পরে যন্ত্রের অধীনতা বৃদ্ধি হইয়া, বাদকদের ঐ স্বাধীনতার লোপ হইয়া ঐ সুরজ্ঞান নষ্ট হইয়াছে।

রাগবাদন কার্য্যে ব্যবহৃত এতদ্দেশীয় যন্ত্রের মৃদুত্ব আদি দোষ সত্ত্বেও উহাদের যে গুণ আছে, তাহা বলিলাম, এবং তাম্বুরা ও সেতারাদিতে জোআরী দ্বারা ঐ ধ্বনি বৃদ্ধির কথা গীতসূত্রসারকার এবং মৎকর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে। ঐ জোআরী জন্য, এবং চারিটি তারে চারিটি মাত্র সুর বাদিত হওয়ায়, কণ্ঠসহ সঙ্গত কার্য্যে ঐ তাম্বুরার অনুপযোগিতার কথা, এবং ছড় দিয়া বাদিত এতদ্দেশীয় সারঙ্গী, এস্রাজ আদির এবং পাশ্চাত্য বেহালার উপযোগিতার কথা, গীতসূত্রসারকার (৩ ইঃ ও ১৪৩ ইঃ পৃঃ) দেখাইয়াছেন। ঐ সকল দোষ সত্ত্বেও সেতারাদির যেরূপ বলিয়াছি, তাম্বুরার, দীর্ঘতর তন্ত্রীচতুষ্টয়োৎপন্ন মূল ও স্পষ্টতর হার্ম্মনিক্স্ সুরসমূহের সাহায্যে, শীঘ্র উত্তম সুরজ্ঞান ও তদুৎপাদনের ক্ষমতা হয়, এবং ঐ যন্ত্রবাদনপূর্ব্বক গাহা কালে, কণ্ঠের সুরের খুব সাহায্য ও শাসন হয়, তাহারই ফলে ঐ সারঙ্গীর সঙ্গতে বাইজী গায়িকা আদির গানের সুরের ওজোন অপেক্ষা, ঐ তাম্বুরার সঙ্গতে ধ্রুপদ গায়কদের, সুরের ওজোন, অনেক বিশুদ্ধ, ও রাগোচিত হয়। ঐরূপ উত্তম সুরজ্ঞানের জন্যই

দিয়া, কোন কোন রবাব্ ছড় দিয়া, এবং এস্রাজ ও সারঙ্গী ছড় দিয়া বাদিত হয়। রবাব্ ও স্বরদে সাধারণতঃ সারিকা থাকে না, ক্ষেত্রবিশেষে তাম্র, পিত্তল আদির পাত, সূতা দিয়া বাঁধিয়া, বা ঐরূপ দ্রব্যের সারিকানিচয় দেওয়া হয়। ঐ রবাব্, স্বরদ ও সারঙ্গী, উপরোক্তরূপ ব্যতীত, নানা আকার ও আকৃতির হইয়া থাকে। ঐ যন্ত্রত্রয় ও এস্রাজের সওআরী, বেহালার সওআরীর আকারের, তন্মধ্যে এস্রাজের সওআরী হাড়ের, ও অন্য তিনটি শক্ত কাঠের থাকে। ঐ যন্ত্র চতুষ্টয়ের বস্এর গাত্র (দল্) প্রায়ই খুব পুরু থাকে, এবং ঐ সকল বস্ আচ্ছাদক তক্তা, ও সেতার আদির তব্লী, পাশ্চাত্য উৎকৃষ্ট যন্ত্রের বক্ষর ও পৃষ্ঠের তক্তা যেরূপ, তত স্বল্পস্থূল ও রেজোন্যান্সকারী কাষ্ঠ নির্ম্মিত নহে। ঐ সকল বস্ আচ্ছাদক তক্তার কোন কোনটীতে শব্দবহ বায়ুনির্গমরন্ধ্র (sound holes) থাকে, সেতার আদির তব্লীতে তাহা থাকে না।

উত্তর ভারতীয় বীণ যন্ত্রের, বাঁশ বা লম্বালম্বী গহ্বরযুক্ত কাঠের দণ্ড, ও ঐ দণ্ডপৃষ্ঠের দুই স্থানে দুইটি পক্ব অলাবুর খোলার তুম্ব, দণ্ডের নীচে একখণ্ড কাঠ আঁটা ও ঐ কাঠের উপর বেহালার সওআরীর আকৃতির, কিন্তু শক্ত কাঠের সওআরী বসান থাকে। দক্ষিণ ভারতীয় বীণার (যাহার একটি নমুনা কলিকাতা মিউজিয়ামে রক্ষিত ও ঐ বাদ্যযন্ত্রপরিচায়ক পুস্তিকার ৭ পৃঃ বর্ণিত, তাহার) নীচের দিক মায় তুম্ব, তব্লী ও সওআরী, সেতারের ন্যায়, এবং দণ্ড ও উপরকার তুম্ব উপরোক্ত বীণের ন্যায়। এই ভাবে ঐ বীণার মোট দুইটি তুম্ব থাকে। সং০র০ বর্ণিত কিংনরী বীণার বাঁশের দণ্ড (সং০র০৬।২৫৩), আলাপিনী বীণার দণ্ড বাঁশ (ঐ ২৩৯) বা খদির কাষ্ঠের বা ঐ ও সর্ব্বপ্রকার বীণার দণ্ড রক্তচন্দন কাষ্ঠের (ঐ ২৪৬-৪৭), রা০বি০২।৮ টীকায়, বীণার ঐ ঐ দারু, বা কাংস্য বা বাঁশের দণ্ড ব্যবহৃত হইয়াছে। ঐ সকল প্রাচীন বীণার

উত্তম ও বিশুদ্ধরূপে তব্‌লার ডাইনেতে সুর থাকা সত্ত্বেও, ঐ তব্‌লার বাঁয়াতে বিশুদ্ধভাবে সুর না থাকায়, তাম্বুরার সহিত সঙ্গতে ধ্রুপদ গান গাহা কালে, ঐ ধ্রুপদীরা ঐ তব্‌লার

দণ্ড ও দীর্ঘতন্ত্রীনিচয়ের মুক্ত লম্ব, উপরোক্ত উত্তর ভারতীয় বীণএর দণ্ডের ন্যায়ই হইত, তবে ক্ষুদ্রাকার দেশী কিংনরীর দণ্ডের লম্ব ত্রিশ আঙ্গুলও (ঐ ৩১৪, ৩২৩) হইত। রাগবাদন জন্য ব্যবহৃত ঐ কিংনরী, ও রা॰বি॰ বর্ণিত বীণাসমূহের, দুইটি তুম্ব, ও দণ্ডর নীচের দিকের কাষ্ঠ (যাহার প্রাচীন নাম ককুভ বা প্রসেচক ছিল তাহা), উপরোক্ত উত্তর ভারতীয় বীণএর ন্যায়ই ছিল, তবে ককুভের নিজস্ব দণ্ড, তদুপরিস্থ নিম্নলিখিত সওআরী, তারের কাণ, ও বাঁশের ছিলা ও এক একপ্রকার রজ্জু দিয়া, তন্ত্রীবিশেষ, তুম্ব, ও ককুভ আদি বন্ধন প্রভৃতি বিষয়ে ঐ সকল প্রাচীন বীণায় কিছু কিছু পার্থক্য ছিল। একতন্ত্রী, কিংনরী ও রা॰বি॰ বর্ণিত বীণানিচয়ের ককুভের উপর তৎসহ আঁটা দুই আঙ্গুল চওড়া, চারি আঙ্গুল বা তদ্রূপ লম্বা ও বহির্ভাগ কূর্ম্মোন্নত লৌহনির্ম্মিত পত্রিকা (স॰র॰৬:৩৫-৩৬,২৫৮,২৮১) বা চারিটি পদের উপর কূর্ম্মোন্নত চারিটি লৌহপত্র শীর্ষক পত্রিকা (রা॰বি॰২।১২ ও টী॰) এবং ঐ পত্রিকা ও তন্ত্রীর মধ্যে, 'নাদসিদ্ধির জন্য' (স॰র॰৬৫০) 'তন্ত্রী ও পত্রিকার সংশ্লেষে সংদেহকারী' (অর্থাৎ স্পন্দনকারী) 'নাদাতিশয়ের হেতুভূত, পক্কবংশর ত্বকের ক্ষুদ্র' (রা॰বি॰২।১৩ টী॰) "দুই আঙ্গুল লম্বা, এক যব চওড়া, সরু (স॰র॰৬:৪৯) জীবা নামক (বাঁশের ছালের) টুকরা, অর্থাৎ ঐ পত্রিকার দ্বারা সওআরী, ও ঐ জীবা দ্বারা জোআরী, ব্যবস্থিত ছিল। আলাপিনী বীণার, পত্রিকাবিহীন, ও বিস্তারে দুই আঙ্গুল ও অর্দ্ধ আঙ্গুল আয়ত ককুভ দ্বারা, সওআরীর ব্যবস্থা ছিল (স॰র॰৬।২৪১-৪২)। উপরোক্ত উত্তর ভারতীয় বীণএর আওয়াজ এত মৃদু, যে, ছয় সাত হাত তফাৎ হইতেও, উহার মিড় আদি সূক্ষ্ম কায্য ভাল শুনা যায় না। তৎসহ উপরোক্ত প্রাচীন বীণানিচয়ের সাদৃশ্য দৃষ্টে, ঐ সকল প্রাচীন বীণার ধ্বনিও খুব মৃদু ছিল ও সেকারণেই ঐ জীবা দ্বারা জোআরীর ব্যবস্থা ছিল, বুঝা যায়।

বাদ্যযন্ত্রে পালিশ দিলে, তাহার ধ্বনি মৃদুতর হয়, কিন্তু ধুলা, ময়লা জমিয়া রেজোন্যান্স্ কমিয়া, আওয়াজ যাহাতে বোদা হইয়া না যায়, এই উদ্দেশে পাশ্চাত্ত্য বেহালা আদি যন্ত্রের বক্ষ, পৃষ্ঠ, ও পার্শ্বের কাষ্ঠসমূহে খুব পাতলা করিয়া চাচ গালার পালীশ দেওয়া হয়। এতদ্দেশের যন্ত্রে কিন্তু যথেচ্ছা পুরু পালীশ দেওয়া হয়। বেহালার মিউট্ (Mute) নামক পদার্থটির দ্বিখণ্ডিত তিন বা চারিটি পায়া, ঐ বেহালার সওআরীর উপর (কোন তার স্পর্শ না করাইয়া) আঁটিয়া দিলে, সওআরীর, ঐ কিঞ্চিন্মাত্র আঁটা স্থান, ঈষৎ শক্ত ও সেকারণ কম স্পন্দনশীল হওয়ায়, পাশ্চাত্য উৎকৃষ্ট বেহালারও ধ্বনি, অনেক মৃদু হইয়া যায়, আর এতদ্দেশীয় উপরোক্ত, ও অন্যান্য যন্ত্রের সওআরী, হাড় বা শক্ত কাষ্ঠ দিয়া নির্ম্মিত হয়। এই সকল কারণে, ও উপরোক্ত স্থূল কাষ্ঠ, পাশ্চাত্যের তুলনায়, সাধারণতঃ নিকৃষ্ট উপাদান ও নিকৃষ্ট শিল্পনৈপুণ্যে এতদ্দেশীয় তারের যন্ত্রসমূহ নির্ম্মিত হওয়ায়, উহাদের ধ্বনি খুব মৃদু হয়, পাশ্চাত্য উৎকৃষ্ট বেহালার সহিত এতদ্দেশে প্রস্তুত বেহালার (যাহার আকৃতি ও সমস্ত অবয়ব ঐ পাশ্চাত্যের ন্যায়ই) তুলনা করিলে, তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে। সেতার আদিতে জোআরী দ্বারা ঐ ধ্বনির বল কতকটা বৃদ্ধি হইলেও, পাশ্চাত্য যন্ত্রের তুলনায় তাহা অনেক মৃদু হয়। এতদ্দেশীয় জোআরীবিহীন যন্ত্রের ধ্বনি আরও মৃদু, ও সেকারণ রবাব, স্বরদ, ও পূর্ব্বোক্ত উত্তর ভারতীয় বীণের ব্যবহার বড় বেশী দেখা যায় না, এবং এস্রাজ ছড় দিয়া বাদিত, এবং তৎকারণ উহার গীতসূত্রসারকার কর্ত্তৃক ১৪৩ পৃঃ উক্ত, কণ্ঠসহ সঙ্গতের উপযোগীতা সত্ত্বেও, উহার ধ্বনি মৃদু হওয়ায়, কণ্ঠসহ সঙ্গতে উহা বড় বেশী ব্যবহৃত হয় না, এবং সারঙ্গী ছড় দিয়া বাদিত হওয়ায় উপরোক্ত কারণে কণ্ঠসহ সঙ্গতে ব্যবহৃত হইলেও, উহার ধ্বনি এত মৃদু হয় যে, একজন বাইজী গায়িকার কর্ণদ্বয়ের পার্শ্বে, দুইটি সারঙ্গী, দুইজন বাদক কর্ত্তৃক বাদন, ঐ গায়িকার সহিত সঙ্গত জন্য প্রয়োজন হয়। এস্রাজের আওয়াজ নাকী ও সেকারণ অমিষ্ট, এবং রবাব্ ও স্বরদের ধ্বনিও মিষ্ট নহে, তদ্ব্যতীত ঐ যন্ত্রত্রয়ের দীর্ঘতন্ত্রী

সঙ্গত অপেক্ষা উভয়মুখে অতি বিশুদ্ধরূপে সুর দেওয়া পাখোআজের * সঙ্গতই পছন্দ করেন ও ঐ কার্য্যে তাহা ব্যবহৃতও হয়।

পাশ্চাত্য ও ভারতীয় বাদ্যযন্ত্র এবং বিশুদ্ধ ও মধুর সুর। উপরে বিশুদ্ধ সুরের কথা যাহা বলিলাম, তাহা সুরের ওজোন বিষয়ক। সুরে স্বাভাবিক ব্যুৎপত্তি যাঁহাদের আছে, তাঁহারাই, বিশুদ্ধসুরজ্ঞ ও কণ্ঠে বা যন্ত্রে তদুৎপাদনে সক্ষম উপযুক্ত শিক্ষকের নিকট শিক্ষালাভ করিলে তবে, বিশুদ্ধ সুরনিচয় উৎপাদন করিতে পারেন। তাম্বুরা ও সেতারাদির উপরোক্ত সুরের সাহায্য ও শাসনে, ঐরূপে বিশুদ্ধ সুর উৎপাদন ক্ষমতা, শীঘ্র শীঘ্র হয় বলিয়াছি। ঐ সকল এতদ্দেশীয় যন্ত্রের কিন্তু মৃদু ও জোআরী ধ্বনির দোষ আছে। পাশ্চাত্য পিয়ানো হার্মনিক্স্‌ বহুল হইলেও, এবং উহার ও অর্গান্‌ ও উৎকৃষ্ট হার্ম্মোনিয়ম আদির ধ্বনি, প্রবল ও সুমধুর হইলেও চিরস্থায়ী ওজোনের কৃত্রিম

গুলির মুক্ত অংশ, সেতারাদির ন্যায় তত লম্বা না হওয়ায়, ঐগুলি ততটা স্পষ্ট হার্মনিক্স্‌ বহুল নহে, এই সকল কারণে, ঐ রবাব্‌ ও স্বরদ, এবং সারিকাযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও ঐ এস্রাজ, যন্ত্রসঙ্গীতে রাগবাদন কার্য্যে, বড় বেশী ব্যবহৃত হয় না।

* তব্‌লার বাঁয়াখণ্ডটিতে সুস্পষ্টভাবে সুর দেওয়ার ব্যবস্থা নাই। উহার ডাইনে খণ্ডের কাঠের গুল আদিতে আঘাত দিয়া খুব সুস্পষ্ট ও বিশুদ্ধভাবে, সেতার আদি যন্ত্রের, বা প্রত্যেক গায়কের কণ্ঠোপযোগী মধ্য-স সুর, (ঐ ডাইনেতে) দেওয়া হয়। পাখোআজের ডাইনের মুখটিতেও ঐরূপেই প্রত্যেক গায়কের কণ্ঠোপযোগী মধ্য-স সুর দেওয়া হয়, তাহাতে উহার বাঁয়ার মুখের সুর চড়িয়া যায়। তখন, জল দিয়া ময়দা ঠাসিয়া, তাহা ঐ বাঁয়ার চামড়ার উপর টীপিয়া টীপিয়া দিয়া, ও তাহার পরিমাণের হ্রাস বা বৃদ্ধি করিয়া, ঐ বাঁয়াতে খুব বিশুদ্ধ ও সুস্পষ্টভাবে উদারার গ বা ম সুর, দেওয়া হয়। তব্‌লা ও পাখোআজ যেরূপ নানাপ্রকার ছন্দ, পরণ আদি করিয়া বাদিত হয়, এবং পাখোআজ ও তব্‌লার ডাইনেতে উপরোক্তরূপে যেরূপ বিশুদ্ধভাবে, সুর দেওয়া হয় পাশ্চাত্য ড্রাম্‌ (drum) জাতীয় যন্ত্রে সেরূপ ব্যবহার নাই, তদ্বিষয়ে ঐ ঐ এতদ্দেশীয় যন্ত্র শ্রেষ্ঠতর। সংর০ ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে যে কয়েক প্রকারের অবনদ্ধ যন্ত্র (অর্থাৎ ঢোলক, ড্রাম্‌ আদি জাতীয় চামড়ার দ্বারা মুখ বন্ধ বা আচ্ছাদিত যন্ত্র) বর্ণিত হইয়াছে, তন্মধ্যে তব্‌লার ন্যায় দুই হস্তোপযোগী দুইটি পৃথকখণ্ডযুক্ত কোন যন্ত্র বর্ণিত হয় নাই, এবং কোণ দ্বারা বাদিত, অতি বৃহদাকার তব্‌লার বাঁয়া বা (রসুনচৌকীর নগড়া ডগড়ার) নগড়ার বৃহৎ সংস্করণের ন্যায় যেরূপ যন্ত্র, উৎকল অঞ্চলের কোন কোন মন্দিরে ব্যবহৃত হয়, ঐ ধরণের প্রাচীন 'দুন্দুভী' (সংর০৬।১১৪৪-৪৬), এবং কাঠের ঢোলযুক্ত ও উভয় মুখ চর্ম্মাচ্ছাদিত, আধুনিক ঢোলকের ন্যায় প্রাচীন 'পটহ' (ঐ ৮০২-৮১৮) ও আধুনিক মাদল যন্ত্রের ন্যায় 'মুরজ' ও 'মৃদঙ্গ' নামান্তরযুক্ত (ঐ ১০২৪) ও মেঘগর্জ্জার ধ্বনি (ঐ১০২৭) উৎপাদক, কাঠের ঢোলের উভয় মুখের চর্ম্মে রোহণ (অর্থাৎ গাব) দেওয়া প্রাচীন 'মর্দল' (ঐ১০১৭-৩০), এবং তাম্রের ঢোল ও উভয় মুখ চর্ম্মাচ্ছাদিত ও দক্ষিণ মুখ কোণ দ্বারা এবং বাম মুখ হস্ত দ্বারা বাদিত, আধুনিক ড্রাম্‌ (drum) যন্ত্রের ন্যায়, প্রাচীন 'ভেরী' (ঐ১১৪৭-৫০), ও অন্যান্য যন্ত্র, এবং ঐ সকল বিভিন্ন যন্ত্রোপযোগী বিভিন্ন বর্ণ (অক্ষর) নিচয় দিয়া গঠিত (মাত্রা ও তাল চিহ্ন বিহীন) প্রাচীন বহু বোল্‌, এবং ঐরূপ বোল্‌ বর্ণ দিয়া গঠিত প্রাচীন বহু গৎ, ঐ সং র০ ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে বর্ণিত হইলেও, পাখোআজের বাঁয়াতে প্রয়োজনানুযায়ী গাব দেওয়ার ব্যবস্থার কথা যাহা বলিয়াছি, ঐ ধরণের কোন ব্যবস্থার বর্ণনা সংর-এ দেখি নাই।

সুরের পর্দাযুক্ত ঐ সকল যন্ত্রে, ঐ কৃত্রিম সুর ব্যতীত বিশুদ্ধ বা অন্য প্রকারের সুর উৎপাদন সম্ভব নহে। পাশ্চাত্য ক্লারিওনেট্, কর্ণেট্, ট্রম্বোন্ আদি বাঁশী জাতীয়, এবং সারিকাযুক্ত বা সারিকাবিহীন এবং আঘাত বা ছড় দিয়া বাদিত, তারের যন্ত্রের ধ্বনি প্রবল এবং সুমধুর হইলেও, ঐ সকল, বাঁশীজাতীয় যন্ত্রের স্বররন্ধ্র সমূহ, এবং সারিকাযুক্ত যন্ত্রের সারিকাসমূহ, কৃত্রিম গ্রামের ভিত্তিতে স্থাপিত হওয়ায়, পূর্ব্বে (৩৪১ ইঃ, ও ৪২৮ ইঃ পৃঃ) উক্ত, ঠোঁটের চাপের, বা ফুৎকারের ইতরবিশেষ প্রভৃতি, এবং তারে মিড়, ঘষিট্ আদি আয়াসসাধ্য প্রক্রিয়া-সমূহ ব্যতীত, ঐ সকল যন্ত্রে বিশুদ্ধ বা রাগোচিত যথাযথ সুর উৎপাদন সম্ভব নহে, কিন্তু ঐরূপে ঐরূপ সুর উৎপাদন করিতে, বহু পরিশ্রম ও বহুবৎসরব্যাপী সাধনার আবশ্যক হয়, একারণ ঐ সকল যন্ত্রের অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য কৃত্রিমসুরনিচই, বাদকদের অভ্যস্ত হইয়া যায় *। সারিকাবিহীন পাশ্চাত্য তারের যন্ত্রসমূহের এবং এদেশীয় সারঙ্গীর ঐ কৃত্রিম সুরের দোষ নাই, এবং ঐ সকল যন্ত্রের বিভিন্ন তারের সহানুভূতিক কম্পনে, বিভিন্ন মূল ও হার্মনিক্স সুর নির্গত হয়, এবং পাশ্চাত্য যন্ত্রে তাহা, বহুল পরিমাণে হয়, কিন্তু তদন্তর্গত সারঙ্গী এবং পাশ্চাত্য ক্ষুদ্রাকার গীটার ও বেহালা আদি হ্রস্বাকার যন্ত্রের ঐ হার্মনিক্স, পৃথকরূপে উপলব্ধি করা সহজসাধ্য নহে † ও সে কারণ ঐ সকল হার্মনিক্সের শাসন ও সাহায্য গ্রহণ সহজসাধ্য না হওয়ায়, ঐ সকল যন্ত্রে তাম্বুরা সেতারাদির ন্যায় বিশুদ্ধ সুর উৎপাদন দুঃসাধ্য। উপরোক্ত সারিকাবিহীন যন্ত্রের অন্তর্গত ভায়লেন্‌সেলো (violencello) আদি এবং বৃহদাকারের গীটার্, হাওআইয়ান্ গীটার্ আদি দীর্ঘতন্ত্রীনিচয়যুক্ত যন্ত্রের ঐ হার্মনিক্স সুরসমূহের কতক কতক পৃথকরূপে উপলব্ধি ও তৎকারণে সুরের সাহায্য ও শাসন গ্রহণপূর্ব্বক বিশুদ্ধ সুর উৎপাদন, অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য হইলেও, হ্রস্বাকার ও দীর্ঘাকার ঐ সকল যন্ত্রেই, সারিকা না থাকায়, ও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ঘষিট্ আদি দ্বারা মিড়ের কার্য্য নির্ব্বাহ করার প্রয়োজন হওয়ায়, ঐ সকল যন্ত্রে সেতারাদির ন্যায় বিশুদ্ধ রাগোচিত, ও সুমধুর সুর উৎপাদন, বহু পরিশ্রম ও বহুবৎসর-ব্যাপী সাধনা সাপেক্ষ, এবং ঐ সকল যন্ত্রে ঐরূপ সুর উৎপাদন প্রদর্শন পূর্ব্বক শিক্ষা দিতে পারেন, এরূপ শিক্ষক পাওয়াও দুঃসাধ্য। কণ্ঠসহ সঙ্গত কার্য্যে ঐ সকল যন্ত্রে ঐরূপ সুর উৎপাদনে সক্ষম বাদক পাওয়াও, খুব দুরূহ ব্যাপার। এতদ্ব্যতীত, উৎকৃষ্ট উপাদান ও শিল্পনৈপুণ্যে নির্ম্মিত, ঐ সকল ও অন্যান্য, পাশ্চাত্য যন্ত্রের মূল্য এবং সওআরী, তার আদি বদলানর ও মেরামত আদি বাবদ, সরঞ্জামী খরচ, এতদ্দেশের লোকের পক্ষে অত্যধিক।

* এতদ্দেশীয় সঙ্গীতে, পাশ্চাত্য উপরোক্ত কৃত্রিম সুরের যন্ত্রনিচয়ের অনুপযোগিতা লক্ষ্য করিয়াই, গীতসূত্রসারকার (১৪৩ পৃষ্ঠায়) "ইউরোপের কেবল বেয়ালা" (অর্থাৎ বেহালা) "আমাদের সঙ্গতের উত্তম উপযোগী" বলিয়াছেন। ঐ বেহালা শিক্ষা কত কষ্টসাধ্য, তাহা অতঃপর প্রদর্শিত হইবে। ভায়লেন্‌সেলো, বেহালা জাতীয়ই বৃহত্তর আকারের যন্ত্র।

† যাঁহাদের উৎকৃষ্ট সুরবোধ স্বাভাবিক, তাঁহারও উপযুক্ত শিক্ষকের নিকট, বহুপরিশ্রম ও বহুবৎসরব্যাপী সাধনা না করিলে, ঐ সকল হ্রস্বাকার যন্ত্রের হার্মনিক্স সুরসমূহের কতক কতকও পৃথকরূপে উপলব্ধি করিতে পারেন না।

ঐ সকল অসুবিধা থাকিলেও পাশ্চাত্য উৎকৃষ্ট যন্ত্রসমূহের ধ্বনি প্রবল ও সুমধুর হওয়ায়, ঐ সকল যন্ত্রের মধ্যে যেগুলিতে বিশুদ্ধ ও রাগোচিত সুর উৎপাদন সম্ভব, সে গুলিতে, ঐরূপ সুরোৎপাদন পূর্ব্বক রাগনিচয় বাদিত হইলে, তাহা এতদ্দেশীয় যন্ত্রে বাদিত সুর অপেক্ষা আরও অধিক মধুর ও রঞ্জক হয়। এ কারণ ঐরূপ যন্ত্রীর হস্তে, উৎকৃষ্ট শ্রেণীর পাশ্চাত্য স্বায়ত্বাধীন সুরের যন্ত্রসমূহ, যথা, সারিকাবিহীন, বা দণ্ড হইতে উচ্চ সারিকাবিহীন গীটার্, হাওআইয়ান্ গীটার্ আদি, তারে আঘাত দিয়া বাদিত যন্ত্রনিচয়, যন্ত্রসঙ্গীতের কার্য্যে, এবং বেহালা, ভায়লেন্‌সেলো আদি ছড় দিয়া বাদিত যন্ত্র, কণ্ঠসহ সঙ্গত ও যন্ত্রসঙ্গীত উভয় কার্য্যে খুব উপযোগী। এতদ্দেশে কিন্তু উপরোক্তরূপ কৃতী যন্ত্রী পাওয়া দুঃসাধ্য, এবং ছড় দিয়া বাদিত বেহালা আদি বাদনে ঐরূপ যন্ত্রী পাওয়া আরও সুকঠিন *। তাম্বুরার সঙ্গতে কণ্ঠে, এবং সেতারাদিতে, ঐরূপ ওজোনের সুর উৎপাদন অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য দেখাইয়াছি। ঐরূপ বিশুদ্ধ ও রাগোচিত ওজোনের সুর, সঙ্গীতের কার্য্যে অত্যাবশক, কিন্তু তৎকার্য্যে তাহাই যথেষ্ট নহে, এবং তৎকার্য্যে প্রবল ও সুললিত সুরের মূল্য, যথেষ্ট আছে, এবং তাম্বুরার জোআরীর জন্য কণ্ঠের মিষ্টত্ব হানি, সেতারাদির জোআরীর দোষ এবং ঐ সকল যন্ত্রের ও সারঙ্গীর মৃদু ধ্বনি প্রভৃতি, সঙ্গীতে খুবই দূষণীয়। এতদ্দেশীয় বীণ সারঙ্গী আদিতে এবং পাশ্চাত্য যন্ত্রসমূহে কিন্তু, ঐ জোআরীর দোষ না থাকিলেও, সকল যন্ত্রেই সুর সহ অল্প বা অধিক অরঞ্জক ধ্বনি মিশ্রিত থাকেই † এবং তাহা, দূর হইতে বড় একটা শুনা না যাইলেও, এবং উৎকৃষ্ট যন্ত্রে,

* "বেহালা শিক্ষা করিতে কত সময় লাগে," এক যুবক এই প্রশ্ন করায়, তদুত্তরে গিয়ার্দিনি (Giardini) বলিয়াছিলেন,—"Twelve hours a day for twenty years together,' অর্থাৎ "প্রত্যহ বার ঘণ্টা করিয়া ক্রমাগত কুড়ি বৎসর" সাধনা করার প্রয়োজন হয়, একথা স্মাইল্‌স্ লিখিত সেল্‌ফ্ হেল্প (*Self Help* by Samuel Smiles, at Ch. IV, para 7) পুস্তকে উক্ত হইয়াছে। এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশে, অত পরিশ্রম ও অতবৎসরব্যাপী ওরূপ দৃঢ় সংকল্পতার সহিত বাদন শিক্ষা ও সাধনা করার লোক খুব বিরল, একারণ পারদর্শী বেহালাবাদক এতদ্দেশে খুব কম, এবং তাঁহারও পাশ্চাত্য শ্রেষ্ঠ বেহালাবাদকদের তুলনায় অনেক নিকৃষ্ট।

† Deschanel's Physics, *ibid.* Part IV, Ch. I, Sec. 2, p. 7. ছড়সহ তারের ঘর্ষণ, তারে আঙ্গুল বা মিজ্রাব আদির আঘাত ও বাম করাঙ্গুলীর টীপ, তারসহ সওআরী ও আড়ীর ঘর্ষণ, পিয়ানো আদির পর্দার উপর আঙ্গুলের আঘাত, অর্গান আদির হাফরের শব্দ প্রভৃতি দ্বারাও ঐ সকল অরঞ্জক ধ্বনি, যাহা ইংরাজিতে noise অর্থাৎ গোলযোগ বা কোলাহল বলে, তাহা উৎপন্ন হয়। উপরোক্ত জোআরী শব্দ এতদ্দেশে, (১) একটি তারে স্বরবিশেষ বাদনকালে, যন্ত্রের রেজোন্যান্স্ জন্য বা তৎসহ পার্শ্ববর্ত্তী তারসমূহের সহানুভূতিক কম্পনে, ঐ তার হইতে উত্থিত, শব্দায়মান হার্মনিক্স স্বরসমূহ, (২) পূর্ব্বোক্ত জোআরী ব্যবস্থায়, তারসহ সওআরীর (চৌকীর) সংঘর্ষণে উত্থিত ঐ তারের ঐ মূল সুর সহ সুমিল (অর্থাৎ রঞ্জক) ধ্বনিসমূহ, (৩) ঐ ঘর্ষণে উত্থিত ঝন্‌ঝন্ শব্দকারী, ঐ মূল সুরসহ অমিল (অর্থাৎ অরঞ্জক বা বেসুরা) ধ্বনি সমূহ, এই ত্রিবিধ ধ্বনি বা ঐ তিন প্রকারের ধ্বনি সমষ্টি, এই বিভিন্ন অর্থে (ঐ জোআরী শব্দ) ব্যবহৃত হয়। ঐ তৃতীয় প্রকারের অরঞ্জক ধ্বনি অর্থেই, ঐ জোআরী শব্দ, গীতসূত্রসারকার এবং মৎকর্ত্তৃক ব্যবহৃত হইয়াছে। প্রত্যেক কৃতী যন্ত্রীই স্বহস্তে নিজ যন্ত্রের জোআরী ব্যবস্থা করেন, এবং যাহাতে ঐ প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকারের

বিশেষতঃ পাশ্চত্য উৎকৃষ্ট যন্ত্রে, তাহা অল্প হইলেও, অনবরত ঐ সকল যন্ত্রবাদনসহ একযোগে গাহিয়া গান শিক্ষা ও সাধনা করিলে, কণ্ঠে, বিশেষতঃ বালক বালিকাদের কণ্ঠে, অজ্ঞাতসারে ঐ সকল অরঞ্জক ধ্বনি অনুকরণ ও তাহা ঐরূপে অভ্যস্থ হইয়া কণ্ঠের মধুরত্বের হানি করে *। ওস্তাদদের কণ্ঠ, জোয়ারীদোষবিহীন ও মিষ্ট হইলেও, তৎসহ অরঞ্জক ধ্বনিসমূহ প্রায়ই মিশ্রিত থাকে, সে কারণ তাঁহাদের সহিত একযোগে গাহিয়া শিক্ষা ও সাধনা অনবরত করিলেও (১৪১ পৃষ্ঠায় গীতসূত্রসারে উক্ত কারণ ব্যতীত) উপরোক্তরূপে, কণ্ঠের মিষ্টত্বের হানি হয়। এই সব কারণে, আমার মত এই যে, সুরজ্ঞানহানিকর, কৃত্রিম সুরের পাশ্চাত্য যন্ত্রসমূহ এতদ্দেশে ব্যবহার করা উচিত নহে, এবং উৎকৃষ্ট উপাদান নির্ব্বাচন পূর্ব্বক, ও উৎকৃষ্ট শিল্পনৈপুণ্যে, এতদ্দেশীয় সারঙ্গী, তাম্বুরা, বীণ, সেতারাদি নির্ম্মাণ করাইয়া, ঐ সকল যন্ত্রের মৃদুত্ব ও জোয়ারীর দোষ নিবারণ করিয়া, ঐ সকল যন্ত্রই এতদ্দেশে ব্যবহার করা উচিত, অন্ততঃ প্রথম শিক্ষার্থীদের তাহা করা উচিত। এতদ্দেশীয় ঐ সকল যন্ত্রে সুরজ্ঞান ও যথাযথরূপে রাগোৎপাদনের ক্ষমতা লাভের পর, যাঁহাদের অর্থে ও উপরোক্তরূপ পরিশ্রম করার সামর্থ্যে কুলাইবে, তাঁহারা উপরোক্ত স্বায়ত্বাধীনশ্রেণীর ও উৎকৃষ্টরূপে নির্ম্মিত, পাশ্চাত্য যন্ত্রসমূহ বাদন শিক্ষা করিতে পারেন, ও সেই সকল যন্ত্রে বিশুদ্ধ, রাগোচিত, ও মধুর সুর উৎপাদন করিতে পারিলে, তাহাতে এতদ্দেশীয় রাগ আদি সঙ্গীত বাজাইতে, বা কণ্ঠসহ সঙ্গত কার্য্যে ব্যবহার করিতে পারেন। কণ্ঠসঙ্গীত শিখান ও সাধনা করার কালেও, যন্ত্রের উপরোক্ত অরঞ্জক ধ্বনি, যাহাতে কণ্ঠে অনুকরণ না হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত, এবং সেই উদ্দেশ্যে যন্ত্রবাদন, এবং ওস্তাদের গান সহ একযোগে গান যথাসম্ভব কম করাইয়া, এবং কর্ণের সন্নিকটে সঙ্গতের যন্ত্রবাদন না করাইয়া, তাহা যথাসম্ভব দূরে বাদন করাইয়া, এবং সঙ্গত কার্য্যে, যে সকল যন্ত্রের মধুর ধ্বনি অধিক ও অরঞ্জক ধ্বনি কম, যথাসম্ভব সেই সকল যন্ত্র, সুবিধা

ধ্বনি যথাসম্ভব বেশী হয়, ও ঐ তৃতীয় প্রকারের ধ্বনি যথাসম্ভব কম হয়, এরূপভাবেই ঐ জোয়ারী করেন। ঐ জোয়ারী ব্যতীত, যন্ত্রে সুমধুর প্রবল ধ্বনি হইতে পারে না, এতদ্দেশীয় এই ধারণা যে ভ্রমাত্মক, তাহা পাশ্চাত্য পিয়ানোফোর্ত (অর্থাৎ পিয়ানো) যন্ত্রের দৃষ্টান্ত দিয়া, গীতসূত্রসারকার (৫ পৃষ্ঠায়) দেখাইয়াছেন।

* পাশ্চাত্য ভাল বেহালাসহ সঙ্গতে, অল্পক্ষণ ধরিয়া ও অল্প স্বল্প পরিমাণে, গান শিক্ষাকালেও, এক বালিকার স্বাভাবিক মিষ্ট কণ্ঠে, ঐ বেহালার অরঞ্জক ধ্বনির কিছু কিছু অনুকরণ হইয়া সেই মিষ্টত্বের হানি হইতে দেখিয়াছি। সারঙ্গী সহযোগে সদাসর্ব্বদা গান করিতে অভ্যস্থ বাইজী গায়িকাদের গানে, সারঙ্গীর মধুর ধ্বনির ন্যায় আওয়াজসহ, সারঙ্গীর চাঁছা ঘষা অরঞ্জক ধ্বনির ন্যায় আওয়াজ উৎপাদন হইতে প্রায়ই শুনা যায়। কাণের কাছের ধ্বনি কণ্ঠে অনুকরণ হওয়াতেই ঐরূপ হয়। ঐরূপ অনুকরণ হওয়ার কথা, গীতসূত্রসারকার (৪ ইঃ পৃষ্ঠায়) যাহা বলিয়াছেন, বেহালা বাদনে তাহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। কোন কথা না বলিয়া বা গলায় কোন শব্দ উচ্চারণ না করিয়া, ক্রমাগত এক কি দুই ঘণ্টা কাল, মনঃসংযোগ সহকারে বেহালা বাজাইলে, ঐ বেহালাবাদকের গলা ধরিয়া যায়। অনেকক্ষণ কথা বলিলে, বা গান বা বক্তৃতা করিলে যেরূপ গলা ধরে, ঐ গলা ধরা ঐরূপই হয়। ঐ বেহালায় বাদিত, সঙ্গীতের সুরগুলি, তৎবাদকের কণ্ঠে অজ্ঞাতসারে অনুকরণ হওয়াতেই ঐরূপ গলা ধরে।

হইলে ছড় দিয়া বাদিত ঐরূপ যন্ত্র ব্যবহার, ও ঐ সকল যন্ত্রে বিশুদ্ধ ও রাগোচিত সুর উৎপাদন করাইয়া, যাহা শিখান হইবে তাহার নমুনা (pattern) ঐ সকল যন্ত্রে বা শিক্ষকের কণ্ঠে, উৎপাদন পূর্ব্বক, তৎপরেই শিক্ষার্থীদের (রঞ্জক ধ্বনি গ্রহণ ও অরঞ্জক ধ্বনি পরিত্যাগ পূর্ব্বক) তদনুকরণ করাইয়া কণ্ঠসঙ্গীত শিখান উচিত। সুমধুর কণ্ঠের গুণের কথা গীতসূত্রসারকার বলিয়াছেন ও তৎসাধনবিষয়ক উপদেশ তিনি দিয়াছেন *।

স্বাভাবিক গ্রামের হার্মনিক্স্ সম্বন্ধ। বৈজ্ঞানিক যন্ত্রে বিশ্লেষণ পূর্ব্বক, বা পাশ্চাত্য উৎকৃষ্ট সুরজ্ঞগণ কর্ত্তৃক কর্ণে, হার্মনিক্স্ সুরনিচয় উপলব্ধি হওয়ার কথা বলিয়াছি। বেহালায় সময় সময় মূল সুরের পরিবর্ত্তে হার্মনিক্স্ সুরবিশেষ উৎপাদন হয় †, এবং ভাল বেহালার তারের যথাযথ লম্বে, অঙ্গুলীর ঈষৎ স্পর্শ ও সাধারণভাবে ছড় দিয়া ঐ তার বাজাইয়া, স্বেচ্ছায় কতকগুলি হার্মনিক্স্ সুর স্পষ্টরূপে উৎপাদন করা যায়, এবং এতদ্বিষয়ক বিধি এই যে, তারের, বদ্ধ উভয় প্রান্ত হইতে, $\frac{১}{খ}$ অথবা $\frac{ক}{খ}$ ভাগ লম্ব হইতে, ঐরূপে, ঐ তারের (সমগ্র মুক্ত লম্বোপযোগী) মূল সুরের খ গুণ কম্পন সংখ্যার হার্মনিক্স সুর উৎপাদন হয় ‡। পাশ্চাত্য প্রথায় পারদর্শী, বেহালাবাদকেরা, পাশ্চাত্য সঙ্গীতের প্রয়োজনানুসারে, পাশ্চাত্য ভাল বেহালায়, তারের উভয় প্রান্ত হইতে $\frac{১}{৩}$, $\frac{১}{৪}$, $\frac{২}{৫}$, $\frac{১}{২}$, $\frac{২}{৫}$, $\frac{১}{৩}$ প্রভৃতি ভাগ লম্বে, ঐরূপে স্পর্শ দ্বারা ঐ তন্ত্রীর সমগ্র ভাগ মুক্ত লম্বোপযোগী মূল সুরের, যথাক্রমে ৩, ৪, ৫, ২, ৫, ৩ প্রভৃতি গুণ কম্পন সংখ্যার হার্মনিক্স্ সুর উৎপাদন করিয়া থাকেন §। শ্রীযুক্ত হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, পাশ্চাত্য ভাল বেহালায়, ঐরূপে ঐরূপ হার্মনিক্স্ সুরনিচয় উৎপাদন

---

* *Standard Course* by John Curwen পুস্তকে, ঐ বিষয়ক ও সঙ্গীতশিক্ষাবিষয়ক অনেক ভাল ভাল উপদেশ আছে, তন্মধ্যে পাশ্চাত্য কৃত্রিম গ্রামসমূহের ভিত্তিতে স্থাপিত অংশগুলি, ভারতীয় সঙ্গীতের অনুকূল নহে। ভারতীয় সঙ্গীত শিক্ষার্থে, তাহা গ্রহণ না করিয়া, যে সকল অংশ এতদ্দেশীয় সঙ্গীতের অনুকূল তাহা গ্রহণ করা যাইতে পারে।

† Deschanel's Physics *ibid.* Pt. IV, Ch. III, Sec. 38, p. 48. সেতারাদিতে যেরূপ মোটা পিত্তলের তারে, উদারার স, বা তন্নিম্ন সপ্তকের স বা গ সুর সাধারণতঃ বাঁধা হয়, তদপেক্ষা সরু তারে, ঐ ঐ সুর বাঁধিয়া, জোরে আঘাত করিলে, সময় সময় ঐ ঐ সুর পরিবর্ত্তে, উচ্চ উচ্চ সুর উত্থিত হয়। ঐ সকল উচ্চ সুরও হার্মনিক্স সুর।

‡ *ibid.*। ঐজন্য, উপরোক্ত ক এবং খ, এরূপ দুইটি মূল সংখ্যা হওয়া প্রয়োজন যে, একটির দ্বারা, বা একটির মূল সংখ্যায় বিভাগিত কোন সমবিভাগ দ্বারা, অপরটি মূল সংখ্যায় বিভাজ্য নহে (*ibid.*)। উপরোক্ত স্বতঃ উত্থিত, বা স্বেচ্ছায় বাদিত, হার্মনিক্স উৎপন্ন হওয়ার কালে, তন্ত্রীটি কতকগুলি স্পন্দনশীল সমবিভাগে বিভাগিত হয় (*ibid.*), যথা উপরোক্ত খ গুণ কম্পন সংখ্যায় হার্মনিক্স উত্থিত হওয়ার সময়, তারটি খ সংখ্যক স্পন্দায়মান সমবিভাগে বিভাগিত হয়, ও ঐ প্রত্যেক বিভাগের কম্পন হইতে ঐ হার্মনিক্স সুর উত্থিত হয়, তখন তন্ত্রীটির সমগ্র লম্বের কম্পন হইয়া মূল সুর উত্থিত হয় না।

§ ঐরূপে স্বেচ্ছায় উৎপাদিত, ও পূর্ব্বোক্ত মূল সুর সহ স্বতঃ উত্থিত, বা মূল সুরের পরিবর্ত্তে স্বতঃ উত্থিত হার্মনিক্সগুলিকে স্বাভাবিক হার্মনিক্স (natural harmonics) বলে।

ব্যতীত, তাহাতে (৩৮২ পৃষ্ঠোক্তরূপে সুর দেওয়া) 'ডি' সুরের তারে, সি^{১} বাদনের স্থান হইতে সি^{২} হার্মনিক্স সুর, ঐ তারের সি^{১}সার্প্ মূল সুরের স্থান হইতে সি^{২}সার্প্, 'এ' সুরের তারের সি^{১} মূল সুরের স্থান হইতে সি^{২} ও জি^{২}, ঐ 'এ' সুরের তারের সি^{১}সার্প্ মূল সুরের স্থান হইতে সি^{২}সার্প্ ও সি^{৩}সার্প্, এবং ঐ তারের ডি^{১} ই^{১} এফ্^{১} জি^{১} মূল সুরনিচয়ের স্থান হইতে, যথাক্রমে ডি^{২} ই^{২} এফ্^{২} জি^{২} হার্মনিক্সরূপে, ও অন্যান্য মূল সুরের স্থান হইতে উপরোক্তরূপ (মূল সুরের) দ্বি, ত্রি, অথবা চতুঃগুণ কম্পন সংখ্যার হার্মনিক্স সুর * উৎপাদন করিয়া আমাকে দেখাইয়াছেন, আবার কোন কোন মূল সুরের স্থান হইতে এক বা একাধিক ঐরূপ হার্মনিক্স ব্যতীত, এক একটি, পূর্ব্বোক্তরূপ স্বাভাবিক হার্মনিক্স উৎপাদন করিয়াও দেখাইয়াছেন †। তার হইতে স্বতঃ উত্থিত স্বাভাবিক হার্মনিক্স বা তারে স্বেচ্ছায় বাদিত উভয় প্রকারের হার্মনিক্স, তৎ তৎ মূল সুর সম্পর্কে খুব বিশুদ্ধ, ও তাহা বিশুদ্ধ সুর উৎপাদনের সহায়ক। উৎকৃষ্ট যন্ত্র ও পারদর্শী বাদক ব্যতীত কিন্তু, বেহালায়

---

* ঐ ঐ মূল সুরের স্থানে, তারে অঙ্গুলীর ঈষৎ স্পর্শ ও দ্রুতভাবে ও যথাপ্রয়োজন জোরে, ছড়ের অনেকটা লম্ব চালাইয়া বাজাইয়া, ঐ ঐ হার্মনিক্স উৎপাদিত হয়, এবং ঐ গুলিকে কৃত্রিম হার্মনিক্স (artificial harmonics) বলে।

† এইরূপে বেহালার তারের কোন কোন লম্ব হইতে, একটি মূল সুর, একটি স্বাভাবিক হার্মনিক্স, ও এক বা একাধিক কৃত্রিম হার্মনিক্স, বাদিত হইতে পারে, এবং বাদকের পারদর্শিতার ও যন্ত্রের তারতম্যে, একটি তার হইতে যতগুলি হার্মনিক্স উৎপাদন সম্ভব তাহার, ও তাহাদের স্পষ্টত্বের তারতম্য হয়। ঐ সকল সুরের একটি বাদনকালে, অপর কোনটি উৎপাদিত হয় না, এবং বাদনকালে, উভয় প্রকার হার্মনিক্সই, স্পষ্টরূপে, কিন্তু মূল সুর অপেক্ষা মৃদুতর বলে, উত্থিত হয়। সাধারণভাবে টীপ দিয়া মূল সুর বাদনকালে, তারে অঙ্গুলী স্পর্শিত স্থান হইতে সওআরীতক লম্বের সমগ্রভাগ কম্পিত হইয়া, ঐ মূল সুর, এবং উপরোক্তরূপে কৃত্রিম হার্মনিক্সনিচয় বাদনকালে, তারে অঙ্গুলী স্পর্শিত স্থান হইতে সওআরী পর্য্যন্ত সমগ্র লম্ব কম্পিত না হইয়া, ঐ লম্বটি দ্বি, ত্রি, অথবা চতুঃভাগ স্পন্দনশীল বিভাগে বিভাগিত, ও ঐ ঐ প্রত্যেক বিভাগের স্পন্দন হইতে, যথাক্রমে, উপরোক্ত (মূল সুরের) দ্বি, ত্রি, বা চতুঃগুণ কম্পন সংখ্যার কৃত্রিম হার্মনিক্স উত্থিত হয়, তাহা সহজেই বুঝা যায়। স্বাভাবিক হার্মনিক্স স্বেচ্ছায় বাদনকালে, তন্ত্রীর (আড়ী হইতে সওআরীতক) আগাগোড়া সমস্ত মুক্ত লম্ব, স্পন্দনশীল কতকগুলি সমবিভাগে বিভাগিত হইয়া ঐ সকল স্বাভাবিক হার্মনিক্স উত্থিত হয় পূর্ব্বে বলিয়াছি। সনোমিটার (Sonometer) নামক বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের দীর্ঘ তারের যথাযোগ্য লম্বে অঙ্গুলীর ঈষৎ স্পর্শ, ও জোর ছড়ের টান দিয়া, স্বাভাবিক হার্মনিক্স উৎপাদনকালে, তারটি উপরোক্তরূপ, স্পন্দনশীল কতকগুলি সমবিভাগে বিভাগিত হইতে দেখা যায়, এবং ক্ষেত্রবিশেষে তাহা ঐরূপ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ না হইলেও, তারের সমবিভাগের সংযোগস্থলগুলিতে, বাঁকান কাগজের টুকরা ধীরে ধীরে বসাইয়া দিলে তাহা পড়িয়া যায় না অন্যস্থানে বসাইলে পড়িয়া যায়, ইহা দৃষ্টে তারের ঐ স্পন্দনশীল সমবিভাগ হওয়া প্রমাণিত হয়, এবং ঐ সনোমিটারে, সমসুরে দুইটি দীর্ঘ তন্ত্রী স্থাপন করিয়া একটিতে ঐরূপে স্বাভাবিক হার্মনিক্স উৎপাদন, ও অপরটিতে ঐরূপে কাগজের টুকরা বসাইয়া, বাদিত তারের স্পন্দনশীল সমবিভাগগুলির সহানুভূতিক কম্পনে, অপর তারটিও ঐরূপ স্পন্দনশীল সমবিভাগে বিভাগিত হয়, তাহা প্রমাণ করা যায় (Deschanel's Physics *ibid.* Pt. IV, Ch. III, Sec. 38 p. 48. ।)

স্বেচ্ছায়, হার্মনিক্স, বিশেষতঃ কৃত্রিম হার্মনিক্স উৎপাদন * সম্ভব নহে। দীর্ঘতন্ত্রী হইতে নিম্নে বর্ণিত ব্যবস্থায়, স্বেচ্ছায় স্পষ্টরূপে স্বাভাবিক হার্মনিক্স উৎপাদন অপেক্ষাকৃত সহজ †, এবং তারে মূল সুর সহ স্বতঃ উত্থিত, বা উপরোক্ত যে কোন উপায়ে স্বেচ্ছায় বাদিত স্বাভাবিক হার্মনিক্সনিচয়ই, যন্ত্রোৎপাদিত সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিশুদ্ধ সুর, ও যন্ত্রসাহায্যে যন্ত্রে বিশুদ্ধরূপে সুরপ্রদানের উৎকৃষ্ট পন্থা। ঐ পন্থাবলম্বনে, নিম্নলিখিত সম্বন্ধ দৃষ্টে, স্বাভাবিক সুরসপ্তক বিশুদ্ধরূপে উৎপাদন করা যাইতে পারে।

মূল সুরটি ডো হইলে, তাহার ত্রি ও পঞ্চগুণ কম্পন সংখ্যার হার্মনিক্সদ্বয় যাহা তাহাই সোল্^{1} ও মি^{2}। ঐ সোল্^{1}এর এক সপ্তক নিম্ন ও মি^{2}এর দুই সপ্তক নিম্ন সুরদ্বয়ই যথাক্রমে স্বাভাবিক সোল্ ও মি। ঐ সোল্ সুরের ত্রি ও পঞ্চগুণ হার্মনিক্স যাহা তাহাই রি^{2} ও সি^{2} এবং যে সুরের ত্রিগুণ কম্পন সংখ্যার হার্মনিক্স ডো^{1}, তাহাই ফা$_{1}$, এবং ঐ ফা$_{1}$ সুরের পঞ্চগুণ কম্পন সংখ্যার হার্মনিক্স যাহা, তাহাই লা^{1}। ঐ রি^{2} সি^{2} দ্বয়ের দুই সপ্তক নিম্ন ও ফা$_{1}$ সুরের এক সপ্তক উচ্চ, এবং লা^{1} সুরের এক সপ্তক নিম্ন সুরই যথাক্রমে স্বাভাবিক রি সি ফা এবং লা। ঐ মি এবং লা সুরদ্বয়ের ত্রিগুণ কম্পন সংখ্যার হার্মনিক্স, যথাক্রমে

---

* Canary Polka by F. Poliakin পাশ্চাত্য বহুমিল সঙ্গীতটির, (প্রত্যেক পাশ্চাত্য বহুমিল সঙ্গীতেই বিভিন্ন যন্ত্রোপযোগী বিভিন্ন স্বরলিপি যেরূপ থাকে, তদ্রূপ) বিভিন্ন যন্ত্রে বাদন জন্য নির্দ্দিষ্ট, বিভিন্ন স্বরলিপির মধ্যে, মুখ্য বেহালার জন্য নির্দ্দিষ্ট স্বরলিপিতে, সাধারণ সুরের লিপি ব্যতীত, উপরোক্ত উভয় প্রকারের হার্মনিক্স সুরেরও লিপি আছে, এবং ঐ স্বরলিপিটি, ভাল বেহালায় যথাযথ বাদিত হইলে, ঐ সঙ্গীতান্তর্গত, স্থলবিশেষের পক্ষীর গানের ন্যায় ধ্বনি, ও স্থলবিশেষের পক্ষীর কলরবের ন্যায় ধ্বনি, সুমধুররূপে উত্থিত হয়।

† উৎকৃষ্ট তারের যন্ত্রে, বা ঐরূপ রেজোন্যান্স্ সম্পন্ন আধারে স্থাপিত, উভয় প্রান্ত (পিয়ানো বা বেহালার, বা ঐরূপ ব্যবস্থার ন্যায়) বিন্দুবৎ স্থানে বদ্ধ, জোর টানে বাঁধা দুই হস্ত বা ততোধিক মুক্ত লম্বের তারে (বিশেষতঃ ইস্পাত বা পিত্তলের তারে) আঘাত বা ছড় দিয়া বাজাইয়া, তাহার যথাযোগ্য লম্বে, অঙ্গুলীর, বা শক্ত পাতলা কাগজ বা ঐরূপ দ্রব্যের টুকরার সরল রেখাবৎ ধারের দিক দ্বারা ঈষৎ স্পর্শ করিয়া, সাধারণ বাদকেরাই, স্বাভাবিক হার্মনিক্সনিচয়, এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই, মূল সুরের দ্বি, ত্রি, চতুঃ ও পঞ্চগুণ কম্পন সংখ্যার ঐরূপ হার্মনিক্স সুরসমূহ উৎপাদন করিতে পারেন। সনোমিটার যন্ত্রে, উপরোক্ত ব্যবস্থা ব্যতীত, তারের লম্ব মাপের ব্যবস্থা থাকায়, তাহাতে উপরোক্তরূপে হার্মনিক্স উৎপাদন অপেক্ষাকৃত সহজ, এবং উৎকৃষ্ট রেজোন্যান্স্ সম্পন্ন সনোমিটার হইলে, তাহার তন্ত্রীর খুব লম্বা মুক্ত অংশ রাখিয়া, অনেকগুলি স্বাভাবিক হার্মনিক্স উৎপাদন করা যায়। ব্যাবহারিক কার্য্যে কিন্তু, উপপত্তি অনুযায়ী আগাগোড়া সমান তার, ও লম্বের সঠিক বিশুদ্ধ মাপ হয় না, এবং সনোমিটারেও তাহা হয় না, এ কারণ তারের অভিষ্ট লম্বের সন্নিকটে, এদিকে ওদিকে একটু সরাইয়া দেখিয়া, যেখান হইতে হার্মনিক্সটি স্পষ্টরূপে উত্থিত হয়, সেইখানেই উপরোক্তরূপে ঈষৎ স্পর্শে তাহা উৎপাদন করিতে হয়, এবং তদ্দ্বারা যদি সুর নির্দ্ধারণ করা হয়, তাহা হইলে সুরজ্ঞ ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক উপলব্ধি করা হার্মনিক্সের উপরই নির্ভর করা উচিত, নচেৎ উপরোক্তরূপে, একটি অভিষ্ট হার্মনিক্স উৎপাদনকালে, তারে, সন্নিকটস্থ লম্বে, অপর একটি হার্মনিক্স উৎপাদিত হইয়া, তৎসহ ভ্রম হইতে পারে।

সি১ এবং মি২। মূল সুরের দ্বিগুণ ও চতুর্গুণ কম্পন সংখ্যার হার্মনিক্স যাহা, এক সপ্তক ও দ্বিসপ্তক উচ্চ স্বর যথাক্রমে তাহাই। এইরূপে ডোরিমিফাসোল্লাসি স্বাভাবিক সুরসপ্তক, পরস্পর ১, ২, ৩, বা ৫ গুণ বা ঐ ঐ সংখ্যার গুণ বা বিভাগ দ্বারা লব্ধসংখ্যাগুণ কম্পন সংখ্যার হার্মনিক্স সম্পর্কযুক্ত *। ঐ ঐ সুরের ঐ ঐ সম্পর্কের, পূর্ব্বে (২৭৩ ইঃ ও ৩১৭-৩১৯, ৩৪৪ ইঃ পৃঃ) উক্ত কম্পন সংখ্যা, ও তন্ত্রীর লম্ব বিষয়ক গণিত ও উপপত্তি অনুযায়ী হিসাব করিলে, আগাগোড়া সমান একটি তন্ত্রীর, যে মুক্ত লম্বে ডো মূল স্বর হয়, আগাগোড়া সম জোর টানে রাখা সেই তন্ত্রীর যথাক্রমে $\frac{৮}{৯}$, $\frac{৪}{৫}$, $\frac{৩}{৪}$, $\frac{২}{৩}$, $\frac{৩}{৫}$, $\frac{৮}{১৫}$, $\frac{১}{২}$ ভাগ মুক্ত লম্বে রি, মি, ফা, সোল্, লা, সি, ডো১ স্বাভাবিক (মূল) সুরসমূহ উৎপাদন হওয়া, এবং ডো স্বরের তুলনায় ঐ সকল সুরের কম্পন সংখ্যা, যথাক্রমে $\frac{৯}{৮}$, $\frac{৫}{৪}$, $\frac{৪}{৩}$, $\frac{৩}{২}$, $\frac{৫}{৩}$, $\frac{১৫}{৮}$, ২ গুণ স্থির হয়। এইরূপে স্বাভাবিক গ্রাম, ও তদন্তর্গত পূর্ব্বে (২৩৩ পৃঃ) উক্ত $\frac{৯}{৮}$, $\frac{১০}{৯}$, $\frac{১৬}{১৫}$ অনুপাতের তিন প্রকারের স্বাভাবিক অন্তর, ১, ২, ৩, ৫ সংখ্যা ও ঐ ঐ সংখ্যার, গুণ ও বিভাগ দিয়া গঠিত অনুপাতের সম্পর্কযুক্ত।

ঐ হার্মনিক্স বিষয়ক উপপত্তি অবগত না থাকায়, এতদ্দেশীয় প্রথায় শিক্ষিত সঙ্গীতজ্ঞেরা, পূর্ব্বোক্ত, তাম্বুরা ও সেতারাদি হইতে উৎপন্ন, নানা স্বর মধ্যে কোন্‌টি মূল স্বর ও কোন্‌টি হার্মনিক্স তাহা সকল ক্ষেত্রে স্থির করিয়া বলিতে পারেন না †, এবং সেতারাদির স$_১$ সুরের তার হইতে, ও তাম্বুরার প, স স স$_১$ স্বরে বাঁধা তার চতুষ্টয় হইতে সকল সুর উত্থিত হওয়ার কথা, এবং তৎসাহায্যেই কণ্ঠে ও যন্ত্রে বিশুদ্ধ ভাবে স্বর উৎপাদন ও সেতারাদিতে সারিকা স্থাপিত হওয়ার কথা তাঁহারা বলিয়া থাকেন ‡। প্রকৃত প্রস্তাবে, তাঁহারা ঐ সকল যন্ত্র হইতে মূল ও হার্মনিক্সরূপে উত্থিত নানা স্বর সহ সুমিল সম্বন্ধ উপলব্ধি করিয়াই, বিভিন্ন স্বাভাবিক ও বিকৃত স্বর উৎপাদন করেন এবং স্বাভাবিক গ্রামে সারিকাস্থাপন বা ঐ গ্রামের সুর, পর পর উৎপাদন কালে, তৎতৎ সহ যুগপৎ সাধারণতঃ ষড়্‌জ সুরে বাঁধা তার, স্থলবিশেষে পঞ্চম সুরে বাঁধা তার বাজাইয়া, ঐ ষড়্‌জ বা পঞ্চম সহ সুমিল করিয়া, ঐ সকল সুর উৎপাদন করেন। তাহার ফলে স্বাভাবিক ডো-লা যাহা সেইরূপ স-ধ এবং স্বাভাবিক সোল্-সি যাহা, সেইরূপ প-নি স্বর উৎপাদন করেন §। তাম্বুরা সেতারাদির স$_১$ বা স$_২$ সুরে বাঁধা তার

* ইহাকেই, হার্মনিক্স স্বর-গ্রামোৎপত্তির মূল বলিয়া, গীতসূত্রসারকার ১৪২ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করিয়াছেন।

† পূর্ব্বে ৩০৬-৩০৭ ইঃ পৃঃ মদুদ্ধৃত রা॰ বি॰ ২৩০-৩১ ও টী॰ ইঃ বচনে সোমনাথোক্ত 'স্বয়ম্ভু' বা 'স্বভূব স্বর' বা 'অনুরব' ইত্যাদি দ্বারা, উপরোক্তরূপ অনির্দ্দেশিত, মূল ও হার্মনিক্স স্বরনিচয়ের কথা সূচিত হইয়াছে, তাহাও হইতে পারে।

‡ তাম্বুরার নামান্তর 'তানপুরা' ঐ কারণেই হইয়াছে, তাঁহারা বলেন।

§ পূর্ব্বে (৩৫৬ ইঃ পৃঃ) উক্ত, উভয় প্রকার কন্‌সোন্যান্ট্ সম্পর্কের সুরদ্বয়ই যুগপৎ উৎপাদিত হইলে সুমিলরূপে উপলব্ধি হয়, এবং তন্মধ্যে যে যে সম্পর্ক উৎকৃষ্ট কন্‌সোন্যান্ট্ তাহা ঐস্থলে বলিয়াছি। ১৩ পৃষ্ঠায় গীতসূত্রসারকারোক্ত স্বাভাবিক মেজর ও মাইনর স্কেলদ্বয় মধ্যে, মেজর তৃতীয় ও মেজর ষষ্ঠ এবং

বাজাইলে, ঐ ঐ সুর ব্যতীত, পঞ্চম বা গান্ধার সুর, ও ঐরূপ প, বা প সুরের তার হইতে ঋষভ, ঐরূপ ম, সুরের তার হইতে ষড়্‌জ শুনিতে পাওয়ার কথা, এতদ্দেশীয় সঙ্গীতজ্ঞেরা মোটামুটিরূপে বলেন, কিন্তু ঐ ঐ পঞ্চম গান্ধার আদি, কোন্ কোন্ সপ্তকস্থ, তাহা সকল স্থলে সঠিকরূপে বলিতে পারেন না। ঐ পঞ্চম গান্ধারাদি যে, হার্মনিক্স সুর, তাহা সহজেই বুঝা যায়, এবং পাশ্চাত্য স্বরসমূহের ইতঃপূর্ব্বে উক্ত হার্মনিক্স সম্পর্কসহ, ঐ ঐ পঞ্চম গান্ধার আদি হার্মনিক্সের সামঞ্জস্য দৃষ্টে, পাশ্চাত্য স্বাভাবিক ডো রি মি ফা সোল্ এবং ঐ ঐ হিন্দুস্থানী স রি গ ম প যথাক্রমে একই তাহা বুঝা যায়। বাদকেরা সময় সময় সেতার আদিতে, গ২ সুরেও একটি তার বাঁধেন, ও তাহা হইতে নি শুনার কথাও সময় সময় বলেন, এবং স্বাভাবিক সোল্ ও সি যাহা হিন্দুস্থানী ধ ও নি সুরদ্বয় তাহাই ইতঃপূর্ব্বে বলিয়াছি। পাশ্চাত্য ও হিন্দুস্থানী স্বাভাবিক গ্রাম যে একই তাহা পূর্ব্বে পূর্ব্বে দেখাইয়াছি। উপরোক্ত সম্পর্ক হইতেও তাহার প্রমাণ হয়, এবং তৎদৃষ্টে, পাশ্চাত্য ও হিন্দুস্থানী স্বাভাবিক গ্রাম যে একইরূপ হার্মনিক্স সম্পর্কযুক্ত তাহাও বুঝা যায়। নিম্নে বর্ণিত পরীক্ষাতেও তাহাই পাইয়াছি †।

মাইনর তৃতীয় ও মাইনর ষষ্ঠ, অর্থাৎ কম্পন সংখ্যার বা পূর্ব্বোক্ত তারের লম্বের, যথাক্রমে ৪:৫ ও ৩:৫ এবং ৫:৬ ও ৫:৮ অনুপাতের সুরদ্বয় পরস্পর অপকৃষ্ট (less perfect) কন্‌সোন্যান্ট্ (Deschanel *ibid.* Ch. V, Sec. 64, p, 77)। স-ধ উপরোক্ত ৩:৫ অনুপাতের হওয়ায় সুমিল, পূর্ব্বে (৩৮৩ পৃঃ) বলিয়াছি। প-নি উপরোক্ত ৪:৫ অনুপাতের সম্পর্কযুক্ত।

† পূর্ব্বোক্ত শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ ঠাকুর মহাশয় কর্ত্তৃক সেতারে উৎপাদিত উদারার-প ও তার-গ সুরে যথাক্রমে বেহালার ৪র্থ ও ১ম তার বাঁধিয়া ঐ ৪র্থ তারে ঐ সেতারীর উদারার ধ বাজাইলে ঐ ১ম (ইস্পাতের) তার, স্বতঃ ধ্বনিত হইয়াছে। ঐ উদারার ধ বাদিত তার হইতে উত্থিত (ঐ উদারার ধএর) ত্রিগুণ কম্পন সংখ্যার হার্মনিক্স, তার-গএর সহানুভূতিক কম্পনেই, ঐ ১ম তার ধ্বনিত হইয়াছে, তাহা বুঝা যায়, ও তাহা হইতে, পূর্ব্বোক্ত লা-মি সম্পর্ক যাহা ঐ ধ-গ সম্পর্কও তাহাই, বুঝা যায়। সনোমিটার (Sonometer) যন্ত্রে আন্দাজ ছয় সাত ইঞ্চি প্রস্থ ও তিন চারি ইঞ্চি স্থূল ও চারি ফুট বা ততোধিক লম্বা, লম্বা বাক্স আকৃতির, কাষ্ঠের রেজোন্যান্স্‌কারী একটি আধার ও তাহার উপর লম্বপরিমাপক বিভাগিত মাপ ও এক প্রান্তে তার বাঁধার জন্য কীলক ও একটি অচল সওআরী, ও অপর প্রান্তে একটি অচল সওআরী ও কপিকল (pulley) থাকে, ও মধ্যে, ও ঐ বিভাগিত মাপের উপর, একটি সচল সওআরী থাকে, ও ঐ সওআরীত্রয় সমখাড়াই ও স্বল্পস্থূল সরলরেখাবৎ মস্তকবিশিষ্ট থাকে। এরূপ একটি সনোমিটারের একটি কীলকে ইস্পাতের সরু তাল তারের এক প্রান্ত বাঁধিয়া, তাহা সওআরীত্রয়ের মস্তক ও কপিকল দিয়া চালাইয়া, ঐ তারের অপর প্রান্তে যথাপ্রয়োজন ওজনের ভার ঝুলাইয়া ঐ তারের ১০০০ মিলিমিটার (অর্থাৎ মোটামুটিরূপে তৃতীয়াংশ ফুট ঊর্দ্ধ তিন ফুট) লম্ব মুক্ত রাখিয়া, ঐ লম্বে অগ্রহ উপরোক্ত ও অপর একজন সেতার বাদকের উদারার স সুর স্থাপন করিয়া, ঐ সনোমিটারের সচল সওআরী সরাইয়া সরাইয়া, ঐ সেতারীদ্বয় কর্ত্তৃক নিজ নিজ সেতারে উৎপাদিত উদারার ম হইতে পর পর স্বাভাবিক সুর, ঐ সনোমিটারের ঐ তারের যে যে লম্বে উৎপাদিত হয় তাহা বহুবার পরীক্ষা করিয়া, পূর্ব্বোক্ত উপপত্তি অনুযায়ী যে যে লম্বে পাশ্চাত্য স্বাভাবিক ডোরিমিফাসোল্‌লাসি হওয়ার-কথা, অধিকাংশ ক্ষেত্রে, ঐ সেতারীদের স্বাভাবিক সরিগমপধনি সনোমিটারে যথাক্রমে সেই সেই লম্বেই উৎপাদিত হইতে দেখিয়াছি, স্থলবিশেষে, কোন কোন বারের পরীক্ষায়, কোন

প্রাচীন মেল আধুনিক সুরে পরিবর্ত্তন। রা০বি০ আদি বর্ণিত তারের যন্ত্র সহ, আধুনিক বীণ সেতারাদির সাদৃশ্যের কথা যাহা (৪২৮ ইঃ পৃষ্ঠায়) বলিয়াছি ও ঐ সকল প্রাচীন ও আধুনিক যন্ত্রে একইরূপ স-প ও স-ম অর্থাৎ ১৩ ও ৯ শ্রুতি অন্তর সম্পর্কে সুরপ্রদান ব্যবস্থার কথা যাহা (৩৫৪ ইঃ পৃঃ) বলিয়াছি, তদ্দৃষ্টে ঐ ঐ প্রাচীনকালের শুদ্ধস্বরসপ্তক আধুনিক কালের ন্যায়ই হার্মনিক্স সম্পর্কের ছিল তাহা বুঝা যায়, এবং তদ্বারা, পূর্ব্বে পূর্ব্বে কথিত প্রমাণ ব্যতীত, প্রাচীন ও আধুনিক শুদ্ধস্বরসপ্তকের অন্তর্গত ৪, ৩, ও ২ শ্রুতি অন্তর যে একই তাহার অপর প্রমাণ পাওয়া যায়। স০র০ পরবর্ত্তী রা০বি০ আদির শুদ্ধস্বরসপ্তক স০র০এর ন্যায়ই সুতরাং পূর্ব্বে (৩৮৯ পৃঃ) উক্ত রূপেই, ঐ সকল প্রাচীন শুদ্ধ স্বর, আধুনিক সুরে পরিবর্ত্তিত হইবে। স০র০ পরবর্ত্তী প্রাচীন গ্রন্থোক্ত মেল সমূহের শুদ্ধ বা বিকৃত স্বরান্তর্গত ২২, ১৩, ৯, ৭, ৬, ৫, ৪, ৩, ২ শ্রুতি অন্তরও আধুনিক হিন্দুস্থানী স্বরগ্রামের ঐ ঐ শ্রুতি অন্তরের ন্যায়ই, তাহা পূর্ব্বে পূর্ব্বে দেখাইয়াছি, ও ঐ সকল প্রাচীন অন্তরের মাপ যেরূপে নির্ণীত হইবে, তাহাও পূর্ব্বে পূর্ব্বে (বিশেষতঃ ৩৬১-৬৩ পৃঃ) দেখাইয়াছি। তদনুযায়ী ঐ সকল শ্রুতি অন্তরের মাপ দিলে, অধিকাংশ ঐ সকল প্রাচীন মেল, আধুনিক সুরে পরিবর্ত্তিত হইবে। ঐরূপে রা০বি০ বসন্ত মেল আধুনিক সুরে যেরূপ পরিবর্ত্তিত হইতে পারে, তাহার দুই প্রকার দৃষ্টান্ত নিম্নে দিলাম *। ঐরূপে কিন্তু পূর্ব্বে (৩৩০, ৪২৬ ইঃ পৃঃ) উক্ত এক শ্রুতিক স্বরান্তরযুক্ত বা পাশাপাশী দ্ব্যধিক ত্রিশ্রুতিক স্বরান্তরযুক্ত মেলসমূহ, আধুনিক সুরে পরিবর্ত্তিত হইবে না, ও তাহা নিম্নে বর্ণিত পন্থায় †, কতকটা সম্ভব হইলেও, রা০বি০ স্বর-

---

কোন সুর এক বা দেড় মিলিমিটার মাত্র তফাতে উৎপাদিত হইয়াছে। ঐ এক মিলিমিটার, সওআরীর মস্তকের স্থূলত্বের বেশী অধিক নহে ও সেকারণ ঐ তফাৎ ধর্ত্তব্যের মধ্যে নহে। ঐ পরীক্ষায়, উপরোক্ত উভয় স্বরগ্রাম যে এক, তাহার ও উক্ত সেতারীদের বিশুদ্ধ সুরজ্ঞানের প্রমাণ পাওয়া যায়।

* রা০বি০ বসন্ত মেল :—স ৩ রি ৪ অন্তর-গ ২ ম ৪ প ৩ ধ ৪ কাকলী-নি ২ স১
তৎতৎ আধুনিক সুর :—প ৮ ধ ৯ ন ৫ স১৯ র১ ৮ গ১৯ মী ৫ প১
অথবা আধুনিক :—স ৮ র্‌ ৯ গ ৫ ম ৯ প ৮ ধ ৯ ন ৫ স১

প্রাচীন সুরের শ্রুতি অন্তর, ও আধুনিক সুরের ৫৩ অংশের হিসাব অনুযায়ী অন্তরসহ, ঐ ঐ দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইল। সর্‌উইলিয়াম্ জোন্স্ ও কম্‌ষ্ট্রাঙওয়েজ্, মহাশয়েরা ঐ ঐ মেল বুঝিতে ভুল করিয়াছেন, পূর্ব্বে (২৮১ পৃঃ) বলিয়াছি।

† রা০বি০ এক শ্রুতিক স্বরান্তরযুক্ত মেলনিচয়ের যেরূপ সঙ্গত অর্থর কথা পূর্ব্বে (৩৩২-৩৩৩ পৃঃ) বলিয়াছি, উপরোক্ত মেলসমূহের অর্থ সেইরূপ হইতে পারে, অথবা আধুনিক রাগবিশেষে ক্ষুদ্র অন্তর অপেক্ষা কম অন্তরের রো-স ও মিড়যুক্ত ধ প্রভৃতির অস্তিত্ব (৩৭৫ ইঃ পৃষ্ঠায়), ও দেশ রাগে, ঐরূপ কম অন্তরের ধ্বনির অস্তিত্ব (৪০৮ ইঃ পৃঃ) যাহা দেখাইয়াছি, উপরোক্ত এক শ্রুতিক স্বরান্তরযুক্ত বা পাশাপাশী দ্ব্যধিক ত্রিশ্রুতিক অন্তরযুক্ত মেল দ্বারা, স্থলবিশেষে, ঐরূপ অন্তর সূচিত হইত তাহাও হইতে পারে। ঐ সকল মেলের স্বরান্তরসমূহ, সাধারণতঃ বৃহৎ মধ্য ও ক্ষুদ্র অন্তরত্রয়ের অন্তর্ভূত করার চেষ্টা করিয়া, ও তদ্ব্যতীত আধুনিক যে সকল রাগে উপরোক্তরূপ ক্ষুদ্রান্তরের কম অন্তর আছে, অথবা যে সকল রাগের শুদ্ধ ও বিকৃত সুরনিচয়ের

লিপিতে বহু ভুল * থাকায়, ঐ সকল স্বরলিপি দ্বারা লিখিত প্রাচীন সঙ্গীতের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যাইবে না। সম্ভব হইলে বিভিন্ন হস্তলিখিত পুঁথি দৃষ্টে, ও একই পুস্তকের একাধিক মুদ্রন থাকিলে †, তাহা দৃষ্টে, ঐ সকল স্বরলিপির প্রকৃত পাঠ অনেকটা, উদ্ধার হইতে পারে। কিন্তু তাহাতেও ঐ সকল প্রাচীন সঙ্গীতের সম্পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যাইবে না, কারণ একেত' পূর্ব্বে (২৭৬-২৭৮ ইঃ পৃঃ) উক্ত ঐ সকল প্রাচীন সার্গম বা স্বরলিপিতে, এবং স০র০ ৬।৩২৬-৩৯৮ বচনে, কিংনরী বীণায়, ও ঐ ৬৬৮-৭৭৭ বচনে, বংশতে কতিপয় রাগবাদন বর্ণনায়, আধুনিক উন্নত পাশ্চাত্য স্বরলিপির তুলনায় অনেক বিষয়ের অভাব আছে, তদ্ব্যতীত, জীবিত লোকের জীবিত সঙ্গীতের অনেক বিষয় ঐ উন্নত, বা কোন প্রকারের স্বরলিপিতেই লিখন সম্ভব নহে, শুনিয়া শুনিয়া অভ্যাস ও সংস্কার দ্বারাই ঐ অভাব পূরণ করিতে হয় পূর্ব্বে

ওজোন পরীক্ষা করিলে, তাহাদের ঠাটে পাশাপাশী দুইটি বা ততোধিক, মধ্য অন্তরের ন্যায় স্বরান্তর পাওয়া যায়, সেই সকল অন্তরের এক একটি, উপরোক্ত প্রাচীন মেলসমূহে প্রয়োগ করিয়া, ও তদনুযায়ী ঐ সকল মেলের স্বরলিপি, যন্ত্রে বা কণ্ঠে উৎপাদন করিয়া ও ঐরূপ বহু পরীক্ষা ও অনুসন্ধান করিয়া, ঐ সকল প্রাচীন মেলের আধুনিক চিহ্নে পরিবর্ত্তিতরূপ অনেকটা আবিষ্কার করা যাইতে পারে।

* যথা রা০বি০ ৫।২৩-২৭ বচন ও টীকায় একাধিক সুরের উপর আশ মিড় ও ঐ ধরণের অন্যান্য প্রক্রিয়া বর্ণিত হইলেও, রা০বি০ স্বরলিপি সমূহের অনেকস্থলে একটি সুরেই ঐরূপ প্রক্রিয়ার চিহ্ন প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে কোন্ কোন্ সুরের উপর ঐ সকল প্রক্রিয়া হইবে তাহা বুঝা যায় না। কোন্ কোন্ সুরে ঐ সকল প্রক্রিয়া হওয়া সম্ভব, তাহা অনুমান করিয়া, বহু পরীক্ষা দ্বারা, তাহা আবিষ্কার হইতে পারে। ঐ সকল প্রক্রিয়ার চিহ্ন দিয়া দৃষ্টান্ত, যাহা ঐ টীকায় আছে তাহাতে, ও ঐ সকল চিহ্ন যাহা রা০বি০ স্বরলিপিতে ব্যবহৃত হইয়াছে তাহাতে, ও রা০বি০ স্বরলিপি অংশেও, পূর্ব্বোক্ত (পুণায়) মুদ্রিত রাগবিবোধে বহু ভুল আছে। ঐ মুদ্রিত রা০বি০এর স্বরলিপিসমূহ সহ, তত্তৎ টীকার তুলনা করিলে, তাহা সহজেই বুঝা যাইবে। পুণায় মুদ্রিত স০র০এর স্বরলিপিতেও ভুল আছে, যথা, স০র০পুঃপুঃ ১।৩।৮ বচন অনুযায়ী মন্দ্রসপ্তকের স্বরের বিন্দুশির চিহ্ন কতক রাগের স্বরলিপিতে প্রদত্ত হইলেও, ঐ ২।২।৯৭-৯৯ শুদ্ধকৈশিকমধ্যম রাগের ও অন্যান্য রাগের স্বরলিপিতে, তারসপ্তকের স্বরেই ঐ চিহ্ন প্রদত্ত হইয়াছে। উভয় মুদ্রিত পুস্তকেই বহু অনুকল্প প্রয়োগ হওয়াতেই ঐরূপ হইয়াছে। নিজের সঙ্গীতজ্ঞ না হওয়ায়, মুদ্রাঙ্কনকালে, ঐ সকল পুস্তকের সম্পাদক মহাশয়েরা, স্বরলিপি অংশে ঐ অত্যধিক অনুকল্প প্রয়োগ নিবারণ করিতে পারেন নাই, তাঁহারা এতদ্দেশীয় সংস্কৃত পণ্ডিতোচিত পরিশ্রম, যত্ন ও পাণ্ডিত্যসহকারে, ঐ সকল পুস্তকের বচন অংশের শুদ্ধতা, বহুলরূপে রক্ষা করিয়াছেন।

† *The Musical Compositions of Somanatha* (by Richard Simon, of the University of Munich. Otto Harrassowitz, Leipzig, 1904) নামক জার্মানীতে লিথো (litho) করিয়া মুদ্রিত, রিচার্ড সাইমন্ কর্ত্তৃক প্রকাশিত রাগবিবোধের স্বরলিপি অংশ, কয়েকখানি হস্তলিখিত পুঁথী দৃষ্টে, ঐ সকল পুঁথীর মূল ও স্বরলিপির টীকার পাঠ দৃষ্টে, পাঠান্তরসহ, ও মিড়, আশ আদির ন্যায় প্রক্রিয়াসমূহের, যথাযথ চিহ্ন ও চিহ্নের দৃষ্টান্ত ও বিবরণসহ, খুব যত্নপূর্ব্বক মুদ্রিত করিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। তদ্দৃষ্টে রা০বি০ রাগসমূহের স্বরলিপির প্রকৃত পাঠ অনেকটা উদ্ধার হইবে। স০র০ ১ম অধ্যায়ে যেটুকু স্বরলিপি আছে, তাহা স০র০কঃপুঃ ও স০র০পুঃপুঃ মিলাইলে, অনেকটা সংশোধিত হইবে।

পূর্ব্বে (৩৭৮ ই:, ৪০৯ ই: পৃ:) বলিয়াছি। ঐ সকল প্রাচীন স্বরলিপির আসল রাগসমূহ তৎ তৎকালে কিরূপ গাহা বা বাজান হইত, তাহা শুনিবার উপায় নাই। এই সব কারণে ঐ সকল প্রাচীন স্বরলিপির শুদ্ধ পাঠোদ্ধার, যথাযথ অর্থ আবিষ্কৃত, ও তাহা যথাযথ উৎপাদিত হইলেও, তৎ তৎ প্রাচীন রাগের খুব অসম্পূর্ণ রূপ মাত্র পাওয়া যাইবে, ও (আধুনিক রাগ সহ সাদৃশ্য পাওয়া যাইলে, তদনুযায়ী) অনুমান দ্বারা ঐ অভাব পূরণ, কতকটা মাত্র হইতে পারে।

রা°বি° ৫ ৪৬-৪৭ প্রদত্ত বসন্ত রাগের স্বরলিপির উপরোক্তরূপে শুদ্ধ পাঠ ও অর্থ, যথাসম্ভব উদ্ধার করিয়া, ও তাহার সুরগুলি, রা°বি° বসন্ত মেলের ইতঃপূর্ব্বে মৎপ্রস্তাবিত দুই প্রকারের আধুনিক সুরে পরিবর্ত্তন অনুযায়ী পরিবর্ত্তন করিয়া, তাহা ঐ স্বরলিপিত প্রদত্ত কম্পন, মিড় আদি অলঙ্কার চিহ্ন অনুযায়ী, যথাযথ, শ্রীযুক্ত হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক বেহালায় ও শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক সেতারে বাদন করাইয়া, * ঐ প্রাচীন রাগের উপরোক্ত অসম্পূর্ণ রূপ মাত্র পাইয়াছি, ও তাহাতে স্থলবিশেষে এতদ্দেশে প্রচলিত বসন্ত ও বাহার রাগদ্বয়ের আভাস পাইয়াছি। আধুনিক ঐ বসন্ত এবং বাহার রাগদ্বয়ের (গীতসূত্রসার ৬৩ পৃ: উক্ত) ঠাটদ্বয়ের স্বরান্তর পরম্পরার সহিত, ঐ রা°বি° বসন্ত মেলের স্বরান্তরপরম্পরার মিল নাই। তৎসত্তেও ঐ সাদৃশ্য পাওয়া যায়। আধুনিক ঐ রাগদ্বয় যথাযথ গাহা বা বাদনকালে তৎ তৎ ঠাটের সুরনিচয়ের ধ্বনি ব্যতীত তদতিরিক্ত অনেক প্রকারের ধ্বনি উৎপাদন পূর্ব্বকই এ ঐ রাগের রূপ প্রকাশিত হয় ও সেই সকল ধ্বনিকে, সুরের উৎপাদনগত তারতম্য ও অলঙ্কার স্বরূপই গণ্য করা হয়। ঐ রা°বি° স্বরলিপিতেও অলঙ্কারসমূহের চিহ্ন দ্বারা, তদন্তর্গত সুরসমূহের ধ্বনির অতিরিক্ত, ও ঈষৎ তারতম্যের অনেক প্রকার ধ্বনি চিহ্নিত হইয়াছে। এই সব কারণেই উপরোক্ত রা°বি° বসন্ত মেল, ও আধুনিক ঐ বসন্ত এবং বাহারের ঠাটদ্বয় বিভিন্ন হইলেও ঐ সাদৃশ্য পাওয়া গিয়াছে। উপরোক্তরূপ কারণে অধুনাও একই রাগের বিভিন্ন ঠাট নির্দ্দেশ হওয়ার কথা পূর্ব্বে (৪১০ পৃ:) বলিয়াছি।

মেল বা ঠাট দৃষ্টে রাগ। উপরোক্ত দৃষ্টান্ত হইতে বুঝা যায় যে, শুধু মেল বা ঠাটই, রাগপরিচায়ক নহে, ও বিভিন্ন প্রাচীন গ্রন্থোক্ত দুইটি রাগের, বা ঐরূপ কোন রাগ ও আধুনিক রাগবিশেষের, মেল বা ঠাট বিভিন্ন হইলেও, তাহাদের সাদৃশ্য থাকিতে পারে, ও তাহারা বিভিন্ন না হইতেও পারে। আবার প্রাচীন বিভিন্ন রাগেরও একই মেল ছিল, আধুনিক বিভিন্ন রাগেরও একই ঠাট আছে। একারণ প্রাচীন বিভিন্ন গ্রন্থোক্ত দুইটি রাগের মেল বা ঠাটসাম্য, বা প্রাচীন কোন রাগের মেল বা ঠাট সহ আধুনিক রাগবিশেষের ঠাট

---

* বীণায় বাদনোপযোগী (আধুনিক) আলাপ রূপেই, বহু অলঙ্কার চিহ্ন সহ, ঐ ও অন্যান্য রাগের স্বরলিপি ঐ পুস্তকে প্রদত্ত হইয়াছে। রাগে পারদর্শী এতদ্দেশীয় বীণ সেতার আদি বাদকদের, প্রায়ই স্বরলিপি জ্ঞান নাই। বীণায় বাদনোপযোগী মিড় আদি, ঐ সকল অলঙ্কার, পাশ্চাত্য যন্ত্রে উৎপাদন খুব কঠিন কার্য্য। একারণ, উপরোক্তরূপ স্বরলিপি দৃষ্টে, ঐ সকল অলঙ্কার সহ, তাহা বাদন করার লোক পাওয়া খুবই কঠিন।

সাম্য * দৃষ্টেই উভয় একরূপ, তাহা অনুমান করা উচিত নহে। প্রাচীন বিভিন্ন গ্রন্থোক্ত, বা আধুনিক রাগের নামসাম্য দৃষ্টেই, সেই সেই রাগ একরূপ, তাহা অনুমান করাও উচিত নহে, কারণ একই সং০র০ পুস্তকে নামসাম্যের বিভিন্ন রাগ আছে, তাহা পূর্ব্বে (৪০২ পৃঃ) বলিয়াছি। প্রাচীন পুস্তকোক্ত রাগের বাদী সম্বাদী প্রভৃতি লক্ষণমাত্র দৃষ্টেও, সেই রাগের পরিচয় পাওয়া যাইবে না। যে সকল প্রাচীন পুস্তকে, যে যে রাগের সার্গম বা স্বরলিপি আছে, তৎ তৎ গ্রন্থোক্ত উপপত্তি অনুযায়ী, ঐ সকল সার্গম বা স্বরলিপির প্রকৃত অর্থ আবিষ্কার ও তাহা যথাযথ গাহিতে বা বাজাইতে পারিলে, তবে ঐ সকল **প্রাচীন রাগের পরিচয়** পাওয়া যাইবে।

স্বাভাবিক অন্তরত্রয়াতিরিক্ত অন্তর ও ঠাট। গীতসূত্রসার-কারের উক্তি অনুসরণ করিয়া, ক্ষুদ্রান্তরের কম অন্তরের ঠাট বেসুরা হয়, পূর্ব্বে (৩৩১ ইঃ পৃঃ) বলিয়াছি। ঐ ঐ স্থলে, খুব অল্প, যথা সিকি অন্তর সম্বন্ধেই এ কথা বলিয়াছি, এবং যে ওজোনের ধ্বনি পৃথকভাবে, গোটাগোটারূপে ও স্পষ্টরূপে, অন্য ধ্বনির বিনা সহযোগে উৎপাদন করিয়া প্রদর্শন করা যায়, তাহাকেই সুর এবং রাগের ঐরূপ সুরসমষ্টিকেই ঠাট বলিয়াছি। একই নামক সুর, বিভিন্ন সুরের সম্পর্কে (যথা ২৭ পৃষ্ঠোক্ত রি ও ধ), অথবা (২২০ ইঃ পৃঃ উক্ত) অজ্ঞাতসারে স্থিত খরজ সংক্রমণ জন্য, বিভিন্ন খরজের সম্পর্কে, একই রাগের বিভিন্ন স্থলে, এক অংশ কড়া বা খাদ হওয়ার কথা, এবং কম্পন, মিড় আদি রূপে, ক্ষুদ্রান্তর অপেক্ষা খুব কম অন্তরের অস্তিত্বের কথা (২৫ পৃষ্ঠায়), গীতসূত্রসারকার বলিয়াছেন। আমিও (৩৭৫ ইঃ পৃষ্ঠায়) বিভিন্ন ওজোনের রো আদি, এবং পূর্ব্বে (৪০৮ পৃষ্ঠায়) প্রদত্ত দেশ রাগের এবং অতঃপর প্রদত্ত অন্যান্য রাগের স্বরলিপিতে বিভিন্ন সুরচিহ্ন দিয়া, উপরোক্তরূপ স্বল্পতারতম্যের ওজোনের ধ্বনির দৃষ্টান্ত দিয়াছি। উপরোক্ত এক অংশ কড়া বা খাদের সুরনিচয়, ও বিভিন্ন ওজোনের রো আদির জন্য প্রচলিত ঠাট ও স্বরলিপিতে কোন পৃথক চিহ্ন ব্যবহৃত হয় না ও ঐগুলি একই সুরের উৎপাদনগত তারতম্য বলিয়া গণ্য হয়, এবং উপরোক্ত কম্পন মিড় আদি, তৎ তৎ অলঙ্কার চিহ্ন দ্বারাই মোটামুটিরূপে স্বরলিপিতে প্রদর্শিত হয়। পৃথক সুরচিহ্ন দিয়া, মৎপ্রদর্শিত দেশ আদি রাগের, স্বল্পতারতম্যের ওজোনের ধ্বনিনিচয়ও, কম্পন মিড় আদি রূপ ভূষণ সহিতই উৎপাদিত হয়, তাহা ঐ সকল রাগের মৎপ্রদত্ত স্বরলিপি দৃষ্টেই বুঝা যাইবে। বিভিন্ন সুরচিহ্ন দিয়া প্রদর্শিত ঐ সকল, ও উক্ত কম্পন মিড় আদি স্বল্পতারতম্য-যুক্ত ধ্বনিনিচয়, এবং উপরোক্ত বিভিন্ন ওজোনের রো প্রভৃতি, এবং এক অংশ কড়া বা খাদের রি ধ প্রভৃতি, এতদ্দেশীয় গায়ক বাদকেরা, সাধারণতঃ প্রথমে **রাগের আলাপ দ্বারা স্বরগত** করিয়া লইয়া, তৎপরে ঐ ঐ রাগের গান গাহিয়া বা গৎ বাজাইয়া

* ঐ সকল প্রাচীন প্রত্যেক মেল বা ঠাটের, মৎকর্তৃক যেরূপ পূর্ব্বে পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে, ঐরূপে তৎ তৎ প্রত্যেক প্রাচীন গ্রন্থোক্ত উপপত্তি অনুযায়ী স্বরান্তর ও সেই সকল স্বরান্তরের আধুনিক অর্থ আবিষ্কার করিয়া তুলনা করিয়াই, উপরোক্ত সাদৃশ্য বা পার্থক্য নির্ণয় করিতে হইবে।

থাকেন *। ঐরূপ আলাপকালে, অথবা রাগ বা রাগের খণ্ডবিশেষ গাহা বা বাদনকালে, বিভিন্ন ধ্বনির সহযোগ, অথবা বিভিন্ন সুরের বা উপরোক্ত বিভিন্ন খরজের সম্পর্ক বিনা, ঐ সকল তারতম্যের ধ্বনিনিচয় যথাযথরূপে উৎপাদন করিয়া প্রদর্শন, সকল স্থলে সম্ভব নহে †। রাগবিশেষে মিড়, কম্পন আশ আদি সহযোগে উৎপাদিত, ঐ সকল স্বল্পতারতম্যের ধ্বনিনিচয় মধ্যে, যে ধ্বনি পূর্ব্বোক্ত, প্রচলিত ১২টি সুরের নিকটবর্ত্তী, তাহা ঐ রাগের প্রচলিত ঠাটের সুর, ও সন্নিকটস্থ অপর ধ্বনিগুলি, ঐ সুরের কম্পন মিড় আদি অলঙ্কার স্বরূপই প্রচলিত প্রথায় গণ্য হয়। তাহার ফলে, ঐ সকল ধ্বনি মধ্যে কোন কোন রাগপরিচায়ক, নির্দ্দিষ্ট অনুপাত ওজোনের ধ্বনি, ঐ ঐ রাগের প্রচলিত ঠাট অন্তর্ভূত না হইয়া, অল্প প্রয়োগিত ও অনির্দ্দিষ্ট (অর্থাৎ যাহার অল্পতারতম্যে রাগহানিকর হয় না এইরূপ) ওজোনের ধ্বনি তদন্তর্ভূত হইয়াছে ও এইরূপেও অনেক রাগের ঠাট অস্বাভাবিক হইয়াছে, যথা দেশ রাগের নির্দ্দিষ্ট অনুপাতের (৪০৮ পৃঃ প্রদর্শিত গো ও ধ ঐ রাগের প্রচলিত ঠাটের অন্তর্ভুক্ত না হইয়া, ঐ রাগের উপরোক্তরূপ অল্প প্রয়োগিত ও অনির্দ্দিষ্ট অনুপাত ওজোনের, গ এবং ধ তদন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

ঐ দেশ ও পূর্ব্বে (৩৭৫ পৃঃ) উক্ত কয়েকটি রাগের ন্যায় বিশিষ্ট স্বরান্তর যুক্ত, অপর কয়েকটি রাগের, ঐ দেশ রাগের ঐ স্বরলিপির ন্যায়ই প্রচলিত স-খরজে, ও স্থলবিশেষে নূতন নূতন সুরচিহ্ন দিয়া দৃষ্টান্ত অতঃপর দিয়াছি, এবং ঐ সকল নূতন সুরচিহ্নের, এবং ঐ সকল ও পূর্ব্বোক্ত রাগসমূহের দৃষ্টান্তে, প্রচলিত ১২টি সুরচিহ্নান্তর্গত চিহ্ন দিয়া প্রদর্শিত সুরনিচয়ের মধ্যেও যেগুলির স্পষ্টরূপ বিশিষ্ট ওজোন পাইয়াছি, সেই সেই সুরেরও, মৎকর্ত্তৃক সনোমিটারে লব্ধ মাপ দিয়াছি। পাশ্চাত্যে কাগজে ছাপান মিলিমিটার বিভাগিত স্কেল্ (scale) মাপযুক্ত এতদ্দেশে স্থূলভাবে নির্ম্মিত একটি সনোমিটার, যাহা আমি সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি তাহাতে

* আলাপে তাল, মাত্রা বা লয়ের বন্ধন না থাকায় ঐ অভ্যাস ও স্বরগত করার ও বিভিন্ন স্বরবিন্যাস ও বিভিন্ন ওজোন, বল, প্রস্বন প্রভৃতি যুক্ত ধ্বনি, ও আশ মিড় কম্পন আদি দ্বারা, রাগবিশেষের রূপ ও রস প্রকাশ করার সুবিধা হয়, এবং ঐ আলাপকালে প্রথম প্রথম কিঞ্চিৎ ভুল হইলেও তাহা তত দোষের হয় না। তদ্ব্যতীত, ঐ আলাপ দ্বারাই, যে রাগ গাহা বা বাদন হইবে, শ্রোতাদের তাহার পরিচয় দেওয়া হয়, নচেৎ, যে যে রাগ গাহা বা বাদন হইবে, তাহা পূর্ব্বসূচী স্থির করা'র, বা শ্রোতাদের জানানর প্রথা এতদ্দেশে না থাকায়, আলাপ না করা। রাগের গান গাহা বা গৎ বাদন হইলে, সেটি কোন্ রাগ তাহা বুঝিতে, শ্রোতাদের খানিকটা সময় নষ্ট হয়, ও সেই সময়টা ঐ রাগের যথাযথরূপ রস গ্রহণ হয় না। রাগজ্ঞ সেতারাদি বাদকেরা, একটি রাগের ঠাটের উপযোগী স্থানে সারিকানিচয় স্থাপন করিয়া, ঐ রাগের আলাপ কালেই, ঐ রাগের, উপরোক্ত স্বল্পতারতম্যের ধ্বনিনিচয়ের উপযোগী যথাযথস্থানে ঐ সারিকানিচয় অল্প স্বল্প সরাইয়া স্থাপন করিয়া থাকেন। গীতসূত্রসারকার কর্ত্তৃক ৭৪ ইঃ পৃষ্ঠোক্ত প্রয়োজন ব্যতীত, আলাপের উপরোক্ত উপযোগিতাও আছে।

† ঐরূপ ধ্বনির পরস্পর সাহায্যেই ঐ সকল ধ্বনি উপলব্ধি করা যায়। ইহাকেই ঐরূপ "সূক্ষ্মান্তরিত" "পার্থক্য তুলনা বিনা সহসা কাণে উপলব্ধি হয় না," গীতসূত্রসারকার ২১ ও ২৫ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন।

ও পূর্ব্বোক্ত শ্রদ্ধেয় ব্রজনাথ ঠাকুর মহাশয় কর্ত্তৃক সেতারে, ঐ সকল রাগ বা স্বরলিপি বাদন অনুসারে, আমি ঐ সকল, (এবং পূর্ব্বোক্ত শুদ্ধস্বরসপ্তকের) মাপ স্থির করিয়াছি। ঐ সনোমিটারের ঐ সকল মাপে পূর্ব্বোক্তরূপ এক বা দেড় মিলিমিটার মাপের ভুল হইতে পারে। উৎকৃষ্ট সনোমিটারেও অল্লাধিক ঐরূপ ভুল হওয়া অবশ্যম্ভাবী *, তদ্ব্যতীত মৎপ্রদত্ত

---

* তারের লম্বের বিপরীত অনুপাত কম্পনসংখ্যার সুর হওয়া বিষয়ক উপপত্তির কথা যাহা (৩৪৪, ৪৪৩ ইঃ পৃঃ) বলিয়াছি, তদনুযায়ী আগাগোড়া সম তার, পাশ্চাত্যে প্রস্তুত পাকা ইস্পাতের ভাল সরু তার, অনেকটা হইলেও, সঠিক তাহা হয় না, এবং ঐ উপপত্তি অনুযায়ী, তারে আগাগোড়া সমটান, সনোমিটারে অনেকটা হইলেও, সনোমিটারের বিভাগিত (স্কেল্) মাপ সঠিক সমতলে বা সঠিক সরলরেখায় স্থিত হয় না, ও সওআরীত্রয় সঠিক সমখাড়াই বা ঐ ত্রয়ের মস্তক স্থূলত্ববিহীন সরলরেখা প্রভৃতি, উপপত্তি অনুযায়ী সঠিক, ব্যাবহারিক কার্য্যে হয় না, ও সচল সওআরীর মস্তক, তারের কোন কোন লম্বে কিঞ্চিৎ অধিক ও কোন কোন লম্বে কিঞ্চিৎ কম উচ্চ, ঐ কারণে হয়, ও সেজন্য স্থলবিশেষে ঐ সচল সওআরীর উপর তারে আঙ্গুলের টীপ না দিলে সুর উৎপাদন হয় না, সেকারণ সনোমিটারেও তারে টানের জোর আগাগোড়া সঠিক সম থাকে না। তদ্ব্যতীত লম্বমাপক (স্কেল্) বিভাগও নির্ভুল হয় না। এই সব কারণে সনোমিটারে লব্ধ মাপে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ভুল হওয়া অবশ্যম্ভাবী। এই জন্যই ঐ মাপে এক বা দেড় মিলিমিটার পার্থক্য ধর্ত্তব্যের মধ্যে নহে, পূর্ব্বে (৪৪৫ পৃঃ) বলিয়াছি, কিন্তু উপপত্তির পরীক্ষার্থেই ঐ ভুল ধর্ত্তব্য নহে। সনোমিটারে, উপপত্তি অনুযায়ী তারের লম্বের মাপ লইয়া সুর উৎপাদনকালে, ঐ ভুল, স্থলবিশেষে এক মিলিমিটারের ভগ্নাংশমাত্র হইলেও, সুরের যে পার্থক্য হয়, তাহা অন্য যন্ত্রে উৎপাদিত সঠিক সুরের তুলনায়, বেসুরা বলিয়া বোধ হয়। একারণ, ঐরূপে সনোমিটারে উৎপাদিত সুরের উপর নির্ভর করা উচিত নহে।

তারে কম লম্বে উচ্চতর সুর, স্থূলতর তারে অপেক্ষাকৃত খাদ ধ্বনি এবং তারে টানের জোরের তারতম্যে সুরের পার্থক্য হওয়ার বিষয় যন্ত্রীমাত্রেই অবগত আছেন। তারের কাণ ঘুরাইয়া, বা মিড় দ্বারা বা তারে আঙ্গুলের টীপের ইতরবিশেষ দ্বারা, তারে টানের জোরের বৃদ্ধিতে উচ্চতর ধ্বনি ও তাহার হ্রাস দ্বারা নিম্নতর ধ্বনি উৎপাদিত হয়। বেহালার ৪র্থ তার, তাহার ৩য় তারের সমান লম্বের ও ঐ ৩য় তার অপেক্ষা কম স্থূল ও কম জোর টানে বাঁধা হইলেও, ঐ ৪র্থ তারে তামা বা ঐরূপ ধাতুর তার জড়ান থাকায়, তাহা অপেক্ষাকৃত বেশী ওজনের হওয়ায়, ঐ ৪র্থ তারের ধ্বনি অপেক্ষাকৃত নিম্ন হয়। ইতঃপূর্ব্বে উক্ত, তারের লম্ববিষয়ক উপপত্তির ন্যায়, তারে ঐ টানের জোরের, তন্ত্রীর স্থূলত্বের ও ওজনের (ঘনত্বের) যে যে অনুপাতের পার্থক্যে, যে যে অনুপাত কম্পনসংখ্যার ধ্বনি হয়, তদ্বিষয়ক উপপত্তিও শব্দবিজ্ঞানে আছে, ও সনোমিটারে, তারে বিভিন্ন ওজনের ভার ঝুলাইয়া, টানের জোরের হ্রাস বৃদ্ধি করিয়া, ও বিভিন্নরূপ স্থূল, ও বিভিন্ন ওজনের, বিভিন্ন তার দিয়া, ঐ ঐ উপপত্তির পরীক্ষা ও প্রমাণ হয়। সনোমিটারে তারে ভার ঝুলানর ব্যবস্থা ব্যতীত, অভিষ্ট সুর স্থাপনের জন্য, কোন কোন সনোমিটারে একাধিক কাণও থাকে, কিন্তু তাহাতে পরীক্ষাকালে, ঐ কাণ, কিঞ্চিৎ নড়িয়া গিয়া ঐ স্থাপিত সুর পরিবর্ত্তিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। বেহালা আদির জোর টানে বাঁধা তার, আঙ্গুল দিয়া টানিয়া, ছাড়িয়া দিয়া, বা বার বার ঐরূপ করিয়া অপেক্ষাকৃত খাদের সুর ঐ তারে স্থাপন করা হয়। ঐ প্রক্রিয়ায়, কাণটি অল্প নড়িয়া, তারে টানের জোর কমিয়ায়ই কিঞ্চিৎ খাদ ঐ সুর হয়। পাশ্চাত্য ব্যবহার, বেহালা, ভায়লেন্সেলো আদির তার, খুব জোর টানে বাঁধা থাকে, সেকারণ তার পার্শ্বে টানিয়া মিড় ক্রিয়া করিলে, উপরোক্তরূপে কাণ নড়িয়া তারের সুর টলিয়া যায়, একজন্য ঐ সকল যন্ত্রে ঐরূপে মিড় ক্রিয়া হয় না। এতদ্দেশীয় বীণ সেতার আদির তার, ঐ তুলনায় খুব কম জোর টানে বাঁধা থাকে ও সেজন্য ঐরূপে মিড় ক্রিয়ায়, কাণ নড়িয়া, তারে স্থাপিত সুর টলিয়া যায় না।

ঐ সকল স্বরলিপিতে নূতন নূতন সুরচিহ্নে প্রদর্শিত স্থলগুলি, আশ, মিড় কম্পন আদি অলঙ্কার সহযোগেই, দ্রুত পরিবর্ত্তিত বিভিন্ন ওজোনের ধ্বনি সহযোগেই উৎপাদিত হইয়াছে। ঐ সকল ধ্বনির মধ্যে রাগপরিচায়ক নির্দ্দিষ্ট অনুপাতের এক একটি ধ্বনি নির্ব্বাচন, ও তাহাদের সঠিক মাপ লওয়া কঠিন ও তদ্বিষয়ে আমার ভুল হইতে পারে ও ঐ ঐ বিষয়ে বহু মতান্তর হইতে পারে, ও তদ্ব্যতীত প্রধানতঃ একজন মাত্র বাদকের সঙ্গীত অনুযায়ী ঐ সকল মাপ স্থির হওয়ায়, তাহাতে তাঁহার নিজস্ব বিশেষত্ব জন্য ত্রুটী থাকিতে পারে। একারণেই, বহুজনের সঙ্গীত হইতে ব্যাপকভাবে পরীক্ষা দ্বারা সুরবিষয়ক উপপত্তি নির্দ্ধারণ করার কথা পূর্ব্বে (৩৭৪ পৃঃ) বলিয়াছি। কিন্তু রাগনিচয়ে পারদর্শী গায়ক বাদক অধুনা কমই পাওয়া যায় * এবং তাঁহাদের কর্ত্তৃক উৎপাদিত রাগনিচয়ের স্বরলিপি লিখন ও তদন্তর্গত সুরনিচয়ের মাপ নির্দ্ধারণের প্রয়োজনার্থে, যাঁহারা একই রাগৎও, নিম্নোক্তরূপ পুনঃ পুনঃ একইরূপে ও ধীর লয়ে উৎপাদন পূর্ব্বক প্রদর্শন করিতে পারেন, এরূপ লোক অতীব বিরল, এবং তাঁহারাও উপরোক্ত সেতার বাদকের ন্যায়ই কোন নির্দ্দিষ্ট স্বরলিপি উৎপাদনে রাগ শিক্ষা করেন নাই, ও নির্দ্দিষ্ট কোন স্বরলিপি উৎপাদন পূর্ব্বক কোন রাগের সঙ্গীত উৎপাদনও করেন না। তাঁহারা আলাপকালে রাগবিশেষের রূপ, ও গৎ বাদন বা গান গাহা কালে, তৎসহ তাহার তাল বজায় রাখিয়াই, এক একটি রাগ বিভিন্ন দিনে, বা বিভিন্ন পুনরুক্তিকালে, বিভিন্ন স্বরপ্রস্তার ও

তারের যন্ত্রের ন্যায়, বাঁশী জাতীয় যন্ত্রেও বিভিন্ন স্বররন্ধ্র উন্মোচন বা আচ্ছাদন পূর্ব্বক, অভ্যন্তরস্থ বায়ুর অধিক মুক্ত লম্বে নিম্নতর ও কম মুক্ত লম্বে উচ্চতর ধ্বনি উৎপাদিত হয়, এবং ফুৎকারের জোরের তারতম্যে উচ্চ উচ্চ সুরও বাদিত হয়। কিন্তু তারের লম্বের তুলনায় তাহার স্থূলত্ব যেরূপ ধর্ত্তব্যের মধ্যে নহে, বাঁশী জাতীয় যন্ত্রে তাহা না হওয়ায়, তাহাতে তারের ন্যায় লম্বের অনুপাতের সুর হয় না। বাহ্য আকৃতির ও মস্তকের দিক বন্ধ ও একটির অভ্যন্তরস্থ লম্ব, প্রস্থ, ও স্থূলত্ব অপরটির দ্বিগুণ, ও অন্য বিষয়ে একরূপ, দুইটি বাঁশী, হাফর দিয়া বাজাইলে, ছোটটি হইতে, বড়টির দ্বিগুণ কম্পন সংখ্যার ধ্বনি উত্থিত হয় (Deschanel, *ibid.* Pt. IV, Ch. III, Sec. 47, p. 55)। পূর্ব্বোক্ত অর্গ্যানের (স্বররন্ধ্র বিহীন) বাঁশী যদি খুব সরু গোল নলের ন্যায়, ও তাহার ব্যাসের বহু গুণ লম্বের হয়, তাহা হইলে প্রায় সম্পূর্ণরূপে তাহার লম্বের উপরেই তাহার সুর নির্ভর করে, এবং ঐরূপ একটি বাঁশীতে, ক্রমশঃ জোর চাপের হাফরের বায়ু চালাইয়া বাজাইলে, প্রথমে মূল সুর, পরে তৎপরিবর্ত্তে, ক্রমশঃ, ঐ মূল সুরের, ঐ বাঁশীর মস্তক বন্ধ হইলে মোটামুটিরূপে ৩, ৫, ৭ প্রভৃতি গুণ কম্পনসংখ্যার, ও মস্তকের দিক মুক্ত থাকিলে মোটামুটিরূপে ২, ৩, ৪, ৫ প্রভৃতি গুণ কম্পনসংখ্যার, এক একটি উচ্চ উচ্চ সুর, পর পর উত্থিত হয় (*ibid.* Sec. 48, pp. 55-56)। বাঁশী জাতীয় যন্ত্রের ঐ রূপ উচ্চ উচ্চ সুরকে ওভারটোন্‌স্ (overtones) বলে। সাধারণ যন্ত্রের, স্বররন্ধ্রের আকারের তারতম্যে ও বিভিন্ন সন্নিকটস্থ স্বররন্ধ্রের উন্মোচন বা আবরণে, তদভ্যন্তরে প্রেরিত বায়ুর চাপের তারতম্য, ও তদ্ব্যতীত ফুৎকারের ইতরবিশেষ দ্বারাও ঐ তারতম্য, ও ঐ ঐ কারণে ওভারটোন্‌সের তারতম্য হয়। স্বররন্ধ্র অল্পাধিক আচ্ছাদন, সন্নিকটস্থ, বিভিন্ন স্বররন্ধ্র, উন্মোচন বা আচ্ছাদন, ও ফুৎকারের ইতরবিশেষ দ্বারা, অভ্যন্তরস্থ বায়ুর লম্বের তারতম্য ও ওভারটোন্‌সের তারতম্য করিয়া, সাধারণ বাঁশী জাতীয় যন্ত্রবাদকেরা পূর্ব্বে (৩৪১, ৩৪২ ইঃ পৃঃ) উক্ত নানা সুর, ও অল্পাধিক তারতম্যের ধ্বনি উৎপাদন করেন।

* নিম্নোক্ত পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে, ও তদ্ব্যতীত হারমোনিয়মের অতিশয় প্রচলনে ঐরূপ হইয়াছে।

তদন্তর্গত ধ্বনিনিচয়ের ওজোন, বল, প্রস্বন, বিরাম, আশ, মিড় কম্পন আদির, ও ঐ প্রস্বন, বিরাম, আশ, মিড় আদির স্থানের নানা তারতম্য, ও সম্ স্থানে কম প্রস্বন বা প্রস্বন না দিয়া, এবং অন্যান্য স্থানে কম বা প্রবল প্রস্বন দিয়া ও নানারূপ লয়ভেদ, ইত্যাদি করিয়া, নানা বৈচিত্র্য উৎপাদন করেন *। তদ্ব্যতীত একই রাগ, বিভিন্ন গায়ক বাদক কর্ত্তৃক বিভিন্নরূপেও উৎপাদিত হয়। এই সব কারণে এক একটি রাগের একইরূপ স্বরলিপি বা সুরের মাপ নির্দ্ধারণ হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম। ঐ সকল তারতম্যের মধ্যেই, যাহা রাগজ্ঞ বহু গায়ক বাদকের সঙ্গীত সম্মত, তদ্দৃষ্টেই ঐ সকল রাগপরিচায়ক স্বরলিপি ও তদন্তর্গত সুর ও সুরের মাপ নির্দ্ধারণ করিতে হইবে, এবং আমিও উক্ত সেতারবাদক মহাশয় কর্ত্তৃক উপরোক্তরূপে নানা বৈচিত্র্যে বাদন মধ্যে, এক একটি রাগের যে যে স্বরপ্রস্তার ও তদন্তর্গত ধ্বনিনিচয় আমার অভ্যাস ও সংস্কার অনুসারে † রাগজ্ঞ বহু গায়ক বাদকোৎপাদিত ঐ ঐ রাগপরিচায়ক বুঝিয়াছি, তাহারই কতক বাছিয়া লইয়া, উক্ত সেতারবাদক কর্ত্তৃক বহুবার, ও এক একটি খণ্ড আমার প্রয়োজনানুযায়ী বিলম্বিত লয়ে বহুবার বাজাইয়া লইয়া, ও তাহা বহুবার পরীক্ষা করিয়া, ও স্থলবিশেষে অপর দুই একজন বাদকেরও রাগবাদন হইতে পরীক্ষা করিয়া, নিম্নে প্রদত্ত সুরনিচয়ের মাপ, ও পূর্ব্বে ও নিম্নে প্রদত্ত স্বরলিপিগুলির মধ্যে সন্নিবিষ্ট স্বরলিপিগুলি, নির্দ্ধারণ করিয়াছি ‡।

---

* জীবিত লোকের জীবিত সঙ্গীত ঐরূপ বৈচিত্র্যেই প্রকাশিত হয়। পাশ্চাত্যে, পূর্ব্বে (২৯০ পৃঃ) উক্ত, বহুমিল সঙ্গীতে, গায়ককৃত বৈচিত্র্য ও বিস্তারের প্রথা না থাকিলেও, পাশ্চাত্য শ্রেষ্ঠ গায়ক বাদকেরা, স্বরলিপিতে লিখিত একই সঙ্গীত, উপরোক্তরূপ বৈচিত্র্যে উৎপাদন, ও একপ্রধান সঙ্গীতের স্থলবিশেষে, নূতন নূতন স্বরপ্রস্তার যোজনাও করেন। একই সঙ্গীত, প্রত্যেক পুনরুক্তিতে অবিকল একইরূপে উৎপাদিত হইলে, তাহা গ্রামোফোন (Gramophone) ও টকী বায়স্কোপ (Talking bioscope) আদি কলের গান বাজনার ন্যায়, নীরস ও পুনঃ পুনঃ উৎপাদনে শ্রুতিকটু হয়। ঐ দোষ ব্যতীত ঐ সকল কলের গান বা বাজনায়, বহুল পরিমাণে গোলযোগ বা কোলাহল (noise) থাকায়, তাহা সঙ্গীতপদবাচ্য নহে।

† পূর্ব্বে, রাগজ্ঞ ও সুরজ্ঞ গায়ক বাদকেরা, অত্রস্থ মুর্শিদাবাদের নবাব ও ঐ ও অন্যান্য স্থানের বড়লোকদের পৃষ্ঠপোষকতা পাইতেন ও ঐ সকল গায়ক বাদকদের সঙ্গীত জনসাধারণের শুনার সুবিধাও খুব ছিল। বাল্যকাল হইতে (এই ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে আমার বয়স এখন ৫১ বৎসর) ঐরূপ সঙ্গীত শুনিয়া শুনিয়া আমার যে অভ্যাস ও সংস্কার হইয়াছে তাহার কথাই উপরে উক্ত হইয়াছে।

‡ উপরোক্ত সনোমিটারের তন্ত্রীর ১০০০ মিলিমিটার মুক্ত লম্বে, উক্ত বাদকদের উদারার-স সুর স্থাপন করিয়া, উক্ত বাদকদের উৎপাদিত যে যে সুর ঐ তন্ত্রীর যত মিলিমিটার লম্বে মৎকর্ত্তৃক উৎপাদিত হইয়াছে, সেই সেই মাপ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

পূর্ব্বে (৩৭৫ পৃঃ) উক্ত, সোহিনী, ভৈরবী, ও পূরবী, রাগের রে অর্থাৎ বিভিন্ন রি-কোমলের মাপ যথাক্রমে ৪৭০, ৪৭৬, ৪৭৭, এবং নিম্নে প্রদত্ত আশাবরী রাগের রে ৪৮৩ হইতে ৪৮৫ মধ্যে। ঐ (৩৭৫ পৃঃ) স্থলের (ক) চিহ্নিত এবং নিম্নে আশাবরীর (ক) চিহ্নিত তার-সএর মাপ অনির্দ্দিষ্ট, ও স্থলবিশেষে তাহা ২৫৯ পাইয়াছি। ব্যাবহারিক কার্য্যে, মূলার্থে, তাহা, কোন সময়ে ২৫০ মাপের স্বাভাবিক তার-স, কোন সময়ে তদপেক্ষা উপরোক্তরূপ কিঞ্চিৎ উচ্চে উৎপাদিত হয়। পূর্ব্বে (৪০৮ পৃঃ) প্রদত্ত দেশ রাগের

ঐরূপে স্থিরীকৃত হইলেও তাহাতে আমার নিজস্ব বিশেষত্ব জন্য ত্রুটী থাকিতে পারে। সেজন্য উপরোক্তরূপ আরও পরীক্ষা দ্বারা, ঐরূপ আরও তথ্য সংগ্রহের পর, এক একটি রাগের উপরোক্তরূপ বিশিষ্ট ধ্বনিনিচয় বিষয়ক উপপত্তি নির্দ্ধারণের চেষ্টা হইতে পারে। অবশ্য

গো, ধ, ন, গ চতুষ্টয়ের মাপ যথাক্রমে ৪২১, ২০৯ হইতে ২২০ মধ্যে, ২৬৫, ৪১৭, তন্মধ্যে গ আনির্দ্দিষ্ট ওজোনের ও তাহা ঐ ৪২১ মাপের ঈষদুচ্চ গো ও ৪০০ মাপের স্বাভাবিক গ মধ্যে, রঞ্জনার্থ অল্প অল্প তারতম্যে উৎপাদিত হয় এবং ঐ দেশ রাগের ঐ ঈষদুচ্চ নি, স্বাভাবিক (২৬৬.৬ মাপের) নি এর খুব সন্নিকট হইলেও, তাহার নিজস্ব ওজোনবৈশিষ্ট্য আছে। নিম্নে উপরোক্ত আশাবরীর স্বরলিপি, অপর কয়েকটি রাগের সেতারের স্বরলিপি, ও উপরোক্তরূপ সুরের মাপ প্রদত্ত হইল।

১ (ক) + আশাবরী—তাল ঢিমা তেতালা। স্বরলিপি

স .স। রো : ম .ম : প : স১। নো : গো : প : ধো. ধো। ম : প .প : ম ,প ,পো : ম .প।

শ্রীহরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রদত্ত। + ৩

গো : রো : স ॥ ম .ম। প : ধো .ধো : স১: রো১। গো১: রো১: স১: গো১. গো১। রো১:

স১. স১: নো : ধো .প। নো .ধো : প ম : গো .রো ॥

এই আশাবরীর গো ধো নো ত্রয়ের মাপ যথাক্রমে ৪১৭ ৪১৮, ৩১২-৩১৩, ২৮৪; পূর্ব্বোক্ত ভৈরবীর গো ধো নো ত্রয়ের মাপ যথাক্রমে ৪১৬, ৩১২-৩১৩, ২৮২-২৮৩। উভয়ের স, ম, প ত্রয় যথাযথ স্বাভাবিক, এবং ঐ প্রত্যেকটির রো এর মাপ উপরে প্রদত্ত হইয়াছে।

ছায়ানট —তাল ঢিমাকাওয়ালী। সুর ও সেতারবাদন— শ্রীব্রজনাথ ঠাকুর।

W < W
১f + > mf pp ৩
স .স। র : প .প : প .ম : প। ধ : নি .ধ : প .প : র ,র .র ,র। র : গ .গ :
ডা রা ডা ডা রা ডাক্ক রা ডা ডা ডা ডা রা ডি রি ডি রি ডা ডা রা

ভীমপলশ্রী বা
W
pp p • p mf <১
গমগমগ — ধ : প .প। গ ,ম ,গ : র ,র .র : স .স ॥ স .র। নো১ :-.স স :
ডা ঘাষট্ ডা রা ডারাক্ক ডা ডে রে ডা ডা রা ডা রা ডা ডা রা

ভীমপলাশী- + - তাল ঢিমা তেতালা। সুর ও সেতারবাদন শ্রীব্রজনাথ ঠাকুর

f ff p p pp ৩ W pp
গো.র গো : ম। প :-. ম প : প .প .ম : প ,প .প ,প। মগ : গো.গো : গো.ম : গোম,গে.ম,প।
ডা ডা ডাক্ক ডা ক্ক রা ডি রি ডি রি ডা ডা রা ডা ডা

হাম্বীর – তাল ঢিমা কাওয়ালী। <>

• ১ +
প .ম .গো : র .র : স ॥ প .প .প ,প। পমী.পো : ধ .ধ : প.মী : গ .মী। ধধ :—
ডা রা ডা রা ডা ডি রি ডি রি ডা ডে রে ডা ডা রা ডা

সুর ও সেতারবাদন শ্রীব্রজনাথ ঠাকুর। হাম্বীর (প্রকারান্তর)

mf ff < • f p p
.ন : স১ : স১. স১। ন • র১.র১ : স১ : ন। ধধ : প : মীপমীপ ॥ প ,প .মী .প .ধ ,ধ।
রা ডা ডে রে ডা ডে রে ডা রা ডা রা ডা ডে রে ডা ডে রে

রাগজ্ঞ গায়ক বাদক উৎপাদিত, এক একটি রাগপরিচায়ক সকল প্রকার বিশিষ্ট ধ্বনিরই, মাপ বা স্বরলিপি চিহ্ন স্থির হইতে পারে না, পূর্ব্বে পূর্ব্বে বলিয়াছি। তন্মধ্যে কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট অনুপাত ওজোনের ধ্বনি বাছিয়া লইয়াই সেইগুলিকে সুর, নির্ব্বাচন করিতে হইবে, এবং ঐ সকল সুর, পূর্ব্বোক্তরূপ বিভিন্ন সুরের, বা খরজের সম্পর্কে, এক অংশ উচ্চ বা নিম্ন হিসাব অনুযায়ী হইয়া অথবা অন্যরূপে, স্বাভাবিক অন্তরত্রয়ের হিসাবেই আইসে কিনা, তাহা

তাল—কাওআলী। সুর ও সেতারবাদন ঐ।

< >
১ + *mf f*
প মগ.—.ম। নধধ্ব.— ন : স১। ইত্যাদি।
ডা রা ডা ডা ডা রা

দরবারী-কানাড়া—

নো < *W*
১পো,: নো,: প,: প,।
ডা ডা রা

—তাল তেতালা।

৩ • *W*
W *W* + নো *W* *W* গো ১
নো, : - : স : —। র : - : র : -। ১স : - : র : র। ম : - : গো : র। ম : - :
ডা রা ডা রা ডা ডা রা ডা ডা রা ডা

W
পধো + *W* ৩
নো : - । মগো : -: গো : ম। র : - : স : স ॥
ডা ডা ডা রা ডা ডা রা

উপরে প্রদত্ত খটিট্ চিহ্ন ব্যতীত, অন্যান্য চিহ্ন, ও মিড় প্রভৃতি অন্তর্গত সুরচিহ্ন ইত্যাদি, পূর্ব্বে (৪০৮-৪০৯ পৃষ্ঠায়) দেশ রাগ প্রসঙ্গে যেরূপ বলিয়াছি ঐরূপ। উপরোক্ত দরবারী-কানাড়ার মূল স্বরলিপি শ্রীহরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রদত্ত, ও ঐ রাগের রূপ প্রকাশার্থে কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক তাহা শ্রীব্রজনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক সেতারে বাদন অনুসারে ঐ স্বরলিপি সংকৃত। উপরোক্ত অপর রাগত্রয়ের স্বরলিপি মৎকৃত। ইতঃপূর্ব্বে প্রদত্ত আশাবরী ও উপরোক্ত রাগকয়টির ঐ ঐ সঙ্গীতের, (প্রত্যেক রাগপরিচায়ক) খানিকটা করিয়া খণ্ডেরই স্বরলিপি উপরে দিয়াছি। তন্মধ্যে পূর্ব্বোক্তরূপ সনোমিটারে লব্ধ, ছায়ানটের ঐ ধি সুরের মাপ ২৯৫; ভীমপলশ্রীর গো এবং উদারার নো দ্বয়ের মাপ যথাক্রমে ৪২৬,ও ৫৫৪-৫৫৫ মধ্যে; হাম্বীরের ধ,ধ্ব,মী,পো চতুষ্টয়ের মাপ, যথাক্রমে ৩০০, ২৯৬, ৩৫৫ হইতে ৩৫৬ মধ্যে, ৩৫১ হইতে ৩৫২ মধ্যে; দরবারী কানাড়ার গো, ধো, নো ত্রয়ের মাপ যথাক্রমে, ৪১৭, ৩১২.৫, ২৮০। ঐ ঐ স্থলে উদারার-সএর মাপ ১০০০ পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি, তদনুযায়ী পূর্ব্বে (২৫৩, ৪৪৩ ইঃ পৃঃ) প্রদত্ত হিসাব ও অনুপাত অনুসারে, যথা স, গ, ম, ধ, পূর্ব্বোক্ত ধ্ব, গীতসূত্রসার কর্ত্তৃক ২৩ পৃষ্ঠায় উক্ত মী এবং পো এই সব সুরের মাপ, যথাক্রমে ৫০০, ৪০০, ৩৭৫, ৩০০, ২৯৬.৩, ৩৫৫.৫, ৩৫১.৫ হয়। উপরোক্ত দৃষ্টান্ত কয়টির স্বরলিপিতে প্রদত্ত গ, ম, ধ ঐরূপই পাইয়াছি, এবং তদ্ব্যতীত ঐ সকল স্বরলিপির র, প, ন ত্রয়ও ঐরূপ স্বাভাবিক পাইয়াছি। ধ্ব, মী এবং পো ত্রয়ের ঐ ঐ মাপ, হাম্বীরের ঐ ঐ নামক সুরত্রয়ের উপরোক্ত মৎলব্ধ মাপের খুব সন্নিকট, এবং পরীক্ষা দ্বারা, ঐ ঐ উভয় সুরত্রয় একই পাইয়াছি, তবে মিড় আদি ভূষণ স্থলে, হাম্বীরের ঐ সুরত্রয়, তৎ তৎ সন্নিকটস্থ ধ্বনিনিচয় সহযোগে, কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ওজোন তারতম্যেও উৎপাদিত হয়। হাম্বীরের ঐ ধ্ব সহযোগে মিড়ের দৃষ্টান্ত হইতে, পূর্ব্বে (৩৭৫ পৃঃ) উক্ত হাম্বীরের (ধ) স্থানের ধ যেরূপ তাহা বুঝা যাইবে।

পরীক্ষা করা আবশ্যক হইবে, এবং ঐ হিসাবের মধ্যে হইলে, আমি এস্থলে হাম্বীরের ধ্রুব আদি যেরূপে স্থির করিয়াছি ঐরূপ সুরযুক্ত ঠাট, কিম্বা গীতসূত্রসারকারোক্ত অথবা প্রাচীন মূর্চ্ছনার ন্যায় ঠাট স্থির করার চেষ্টা হইতে পারে। এ স্বাভাবিক স্বরত্রয়, ১, ২, ৩, ৫ সংখ্যা কয়টি দিয়া গঠিত অনুপাতের হার্মনিক্স্ সুরনিচয়ের সম্পর্কযুক্ত (৪৪৩ পৃষ্ঠায়) বলিয়াছি। উপরোক্ত ও অন্যান্য রাগের ঐরূপ বিশিষ্ট সুরগুলির কতক কতক, ঐরূপ ৭, ১১, ১৩ ইত্যাদি সংখ্যা দিয়া গঠিত অনুপাতের হার্মনিক্স্ সম্পর্কযুক্তও * হইতে পারে, এবং পরীক্ষা দ্বারা তাহা স্থির হইলে তদনুযায়ী, অথবা অন্য প্রকারের স্থির হইলে তদনুযায়ী, নূতন নূতন সুর চিহ্ন নির্দ্ধারণ হইতে পারে। বহু পরীক্ষা দ্বারা ঐ সকল অনুপাত স্থির করা উচিত, নচেৎ রাগজ্ঞ এক একজন গায়ক বা বাদকের সঙ্গীত অনুসারে সনোমিটারে শব্দ মাপ হইতেই, সুরনিচয়ের ঐরূপ অনুপাত স্থির করিলে, পূর্ব্বোক্তরূপ এক মিলিমিটারের ভগ্নাংশ ভুলের জন্যও, কতকগুলি জটিল ভগ্নাংশের অনুপাত নির্দ্ধারিত হইবে। উপরোক্তরূপ পরীক্ষা সমূহ দ্বারা, প্রচলিত অস্বাভাবিক ঠাটনিচয়ের পরিবর্ত্তে অপেক্ষাকৃত স্বাভাবিক ঠাটসমূহ নিরূপণ হইতে পারে। বীণ সেতার আদিতে বাদিত, দেশ রাগের নির্দ্দিষ্ট ওস্তোনের গো হইতে অনির্দ্দিষ্ট ওস্তোনের গা তক মিড়, ও ঐ ও অন্যান্য রাগের, ঐরূপ মিড় বা কম্পনযুক্ত ধ্বনিসমষ্টি, নিম্নোক্ত রাগবিবোধের দোলন, গমক প্রভৃতি ভূষণের ন্যায় গণ্য, ও তদ্রূপ পৃথক পৃথক ভূষণ চিহ্ন দিয়া স্বরলিপিতে চিহ্নিত হইতে পারে †।

ইকোয়াল্ টেম্পেরামেন্টের ঠাট। পাশ্চাত্যে, স্বাভাবিক গ্রামের, এক অষ্টক অন্তর্গত তিনটি বৃহৎ ও দুইটি মধ্য অন্তরের পরিবর্ত্তে, সমান সমান পাঁচটি পূর্ণান্তর স্থাপন, ও ঐ পূর্ণান্তরেরই সঠিক অর্দ্ধেক, দুইটি অর্দ্ধান্তর, ঐ স্বাভাবিক অষ্টকের ক্ষুদ্রান্তর-দ্বয়ের পরিবর্ত্তে স্থাপন করিয়া, ঐ ঐ অন্তর অনুপাতের সি ডি ই এফ্ জি এ বি সুরসপ্তক পিয়ানো আদির ৭টি সাদা পর্দায় স্থাপন, ও ঐ পাঁচটি পূর্ণান্তরের পর্দাদ্বয়ের মধ্যে সঠিক অর্দ্ধান্তরে,

---

* ঐরূপ সম্পর্কের হার্মনিক্সও, মূল সুর সহ স্বতঃ উত্থিত হয়, সুতরাং ঐরূপ সম্পর্ক অস্বাভাবিক নহে। একারণ স্বাভাবিক অন্তরত্রয়ের অতিরিক্ত অন্তরকে, অস্বাভাবিক অন্তর না বলিয়া, অভিনব অন্তর, পূর্ব্বে (৩৭৩, ৩৭৪ ইঃ পৃঃ) বলিয়াছি।

† রা০ বি০ ৫।১৮,১৯ ও টীকায়, কৃত্তন ন্যায় প্রক্রিয়ার সংজ্ঞা 'পীড়া,' তারে এক আঘাতে একটি সুর বাজাইয়া, (বাম কনিষ্ঠাঙ্গুলী দিয়া সারিকার উপর) তার পার্শ্বে টানিয়া, পরবর্ত্তী সুর অপেক্ষা কিঞ্চিন্ন্যূন এক শ্রুতি ধ্বনি পর্য্যন্ত উৎপাদন করিয়া, ধীরে ধীরে তারটি পূর্ব্ব সুরের স্থানে ফিরিয়া আনার সংজ্ঞা 'দোলন,' ঐরূপে ঐরূপ চড়া ধ্বনি উৎপাদনের পর, পূর্ব্ব সুরে ফিরিয়া না আইসার সংজ্ঞা 'বিকর্ষ'; এক আঘাতে তার বাদিত অবস্থায়, ধীরে তিন চারি বার উপরোক্তরূপ দোলনের সংজ্ঞা 'গমক'; দোলনে যতটা চড়া ধ্বনিতক ধ্বনি উঠে, তাহার এক চতুর্থাংশ ধ্বনিতক চড়াইয়া, দ্রুত তিন চারি বার (ঐ দোলনের ন্যায়) কম্পনের সংজ্ঞা 'কম্প'। বীণায় বাদনোপযোগী ঐ ঐ ও ঐরূপ অন্যান্য প্রক্রিয়ার সংজ্ঞা, ও তৎ প্রত্যেকটির জন্য এক একটি ভূষণ চিহ্ন, রাগবিবোধে ব্যবস্থিত, ও ঐ পুস্তকের স্বরলিপিতে, সুরসহ, ঐ সকল চিহ্ন সংযোজিত হইয়াছে।

পাঁচটি কাল পর্দায় ৫টি বিকৃত সুর* স্থাপন করিয়া এক অষ্টক সমান সমান ৬টি পূর্ণান্তর বা ১২টি অর্দ্ধান্তরে বিভাগ পূর্ব্বক, ইকোআল্ টেম্পেরামেন্টের কৃত্রিম গ্রাম বা ঠাট ব্যবস্থিত হইয়াছে। ঐ পূর্ণান্তরের অনুপাত ক এবং অর্দ্ধান্তরের অনুপাত খ বলিলে, পূর্ব্বে (২৩৩, ৩৬২ ইঃ পৃঃ) প্রদত্ত হিসাব অনুসারে, খ × খ = ক হয়, এবং মধ্য-সিএর ক৬ অথবা খ১২ গুণ, তার-সপ্তকের সিএর কম্পনসংখ্যা হয়, † এবং ৫৩ অংশের মোটামুটী হিসাবে, ঐ পূর্ণান্তর ৮$\frac{5}{6}$ অংশ ও ঐ অর্দ্ধান্তর ৪$\frac{5}{12}$ অংশ, এবং ২২ শ্রুতি সমবিভাগ ধরিয়া ঐ পূর্ণান্তর ৩$\frac{2}{3}$ শ্রুতি ও অর্দ্ধান্তর ১$\frac{5}{6}$ শ্রুতি স্থির হয়। পাশ্চাত্য বিভিন্ন ধরণের, মেজর ও মাইনর স্কেলসমূহ, পাশ্চাত্য বহুমিল সঙ্গীত ‡ ঐ কৃত্রিম অন্তরের ভিত্তিতে, এবং পাশ্চাত্য সাঙ্কেতিক স্বরলিপি, ঐ ভিত্তিতে স্থাপিত §। ঐ কৃত্রিম স্বরগ্রামের সপক্ষে বলা হয় যে, স্বাভাবিক সুরনিচয়ের তুলনায়, ঐ সকল কৃত্রিম সুরনিচয়ের সামান্য সামান্য পার্থক্য বড় একটা ধরা যায় না, ও তদ্দ্বারা পাশ্চাত্য পিয়ানো আদি যন্ত্রের পূর্ব্বে (২৯০ পৃঃ) উক্ত সুবিধাগুলি হয়। ইউরোপীয় বহুমিল সঙ্গীতে, একই সঙ্গীতের বিভিন্ন খণ্ডস্বরূপ বিভিন্ন প্রকারের যন্ত্রে যুগপৎ উৎপাদিত, বিভিন্ন স্বরপ্রস্তার

---

* ঐ ঐ প্রত্যেক পূর্ণান্তরের অন্তর্গত এক একটি বিকৃত সুরের, সি-সার্প ডি ফ্লাট এইরূপ সংজ্ঞা ও তদনুযায়ী স্বরলিপি চিহ্নের পার্থক্য থাকিলেও, প্রকৃত পক্ষে কোন ওজোন পার্থক্য নাই। পাশ্চাত্য ঐরূপ বিকৃতপঞ্চক ব্যবস্থার প্রভাবেই সম্ভবতঃ, ভারতীয় প্রাচীন ষড়জগ্রাম ও তাহার বিকৃত সুরনিচয়ের পরিবর্ত্তে, আধুনিক হিন্দুস্থানী ৭টি স্বাভাবিক ও ৫টি বিকৃত সুর প্রচলিত হইয়াছে।

† ঐ তার-সিএর কম্পনসংখ্যা মধ্য-সিএর দ্বিগুণ। অতএব ঐ ক, ২এর ষষ্ঠবর্গমূল। ঐই হিসাবে ঐ পূর্ণ অন্তরের অনুপাত ১·১২২ এবং ঐ অর্দ্ধ অন্তরের অনুপাত ০·১০৫৯ হয়। পারিস্ কন্‌সার্ভেটয়র (Paris Conservatoire) ব্যবস্থিত মধ্য-সিএর ধ্রুব ওজোন অনুযায়ী, মধ্য-সি সহ, ঐ কৃত্রিম এক অষ্টক সুরের, ফি সেকেণ্ডে কম্পনসংখ্যা, যথাক্রমে ২৫৮·৭, ২৯০·৩, ৩২৫·৯, ৩৪৫·৩, ৩৮৭·৬, ৪৩৫, ৪৮৮·২, ৫১৭·৩, এবং ঐ এক অষ্টক স্বাভাবিক সুরের, ঐরূপ কম্পনসংখ্যা যথাক্রমে, ২৫৮·৭, ২৯১, ৩২৩·৪, ৩৪৪·৯ ৩৮৮, ৪৩১·১ ৪৮৫, ৫১৭·৩ উপরোক্ত হিসাবে হয় (Deschanel, *ibid.* IV, ii, Sec. 27, p. 36)। পাশ্চাত্য f ভিন্ন দেশের মধ্য-সিএর চিরস্থায়ী ওজোন বিভিন্ন, পূর্ব্বে (২৮৯) পৃষ্ঠায় বলিয়াছি।

‡ বহুমিল যে ঐ ইকোআল্ টেম্পেরামেন্টের কৃত্রিম অন্তরের ভিত্তিতে স্থাপিত তাহা গীতসূত্রসারকার ২৫ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন, এবং ঐ ভিত্তি ব্যতীত, স্বাভাবিক অন্তরত্রয়ের ভিত্তিতে, পাশ্চাত্য হার্মনিক (Harmonic) মাইনর, এবং মেলডিক (Melodic or "Arbitrary") মাইনর স্কেলসমূহের অন্তর্গত সকল স্কেল্ যে ব্যবস্থিত হইতে পারে না, তাহা বিভিন্ন ধরণের ও ঐ স্কেল্ পরীক্ষা করিলেই বুঝা যাইবে।

§ *Intro. To Ind. Music* by Clements II, 35. গীতসূত্রসারকার কিন্তু সাঙ্কেতিক স্বরলিপির সুরনিচয়, ঐ কৃত্রিম ইকোআল্ টেম্পেরামেন্টের সুরস্বরূপ ব্যবহার করেন নাই, তিনি এতদ্দেশীয় প্রথানুযায়ী, স্বাভাবিক সুরনিচয় স্বরূপ, ও সঙ্গীত বা রাগবিশেষে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ওজোনতারতম্যে উৎপাদনোপযোগী সুর স্বরূপই সাঙ্কেতিক বা সার্গম স্বরলিপির স্বাভাবিক সুরনিচয় ব্যবহার করিয়াছেন, এবং তিনি উভয় স্বরলিপির সা-রে, রী-গো আদি বিকৃত সুরনিচয়ও যে ঐরূপেই ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বে (৩০৪ পৃঃ) হিন্দুস্থানী ১২টি সুরের প্রসঙ্গে বলিয়াছি।

প্রভৃতিতে, ঐ কৃত্রিম স্বরগ্রামের দোষ অনেকটা ঢাকা পড়ে *. কিন্তু ঐ স্বরগ্রাম ও তৎসুরের পিয়ানো আদি যন্ত্রে পাশ্চাত্ত্যে সঙ্গীতের ক্ষতি. ও সুরজ্ঞান দুষ্ট হওয়ার কথা, পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীতবেত্তারাও বলেন, তাহা পূর্ব্বে (২৯০ পৃঃ) উপরোক্ত প্রসঙ্গে বলিয়াছি। ঐ বহুমিল সঙ্গীতের এরূপ স্বরপ্রস্তার যুগপৎ-উৎপাদন, ও ঐ সঙ্গীতের মুহুর্মুহু খরজ পরিবর্ত্তন, প্রভৃতির প্রয়োজনার্থে, পাশ্চাত্ত্যে ঐ ইকোআল্ টেম্পেরামেণ্টে সুর দেওয়া, পিয়ানো অর্গান আদি ও বিভিন্ন থরজের ক্লারিওনেট্ কর্ণেট্ আদি বাঁশীজাতীয় যন্ত্র ব্যবস্থিত হইয়াছে। ঐ সকল যন্ত্রের সহযোগে ও সঙ্গতে গাহার ও বাদনের ফলে ক্লেমেণ্ট্স্ বলিয়াছেন, পাশ্চাত্ত্যে ঐ ইকোআল্ টেম্পেরামেণ্টের কৃত্রিম সুর এতটা মজ্জাগত হইয়াছে যে, তথাকার গায়কেরা কণ্ঠে, এবং বেহালা আদি সারিকাবিহীন স্বায়ত্তাধীন সুরের যন্ত্রবাদকেরাও সেই সকল যন্ত্রে, শুদ্ধ সুরের পরিবর্ত্তে, অবিকল ঐ কৃত্রিম সুরের সঙ্গীতই উৎপাদন করিয়া থাকেন, এবং তাঁহাদের সঙ্গীতে ঐ কৃত্রিমতার অস্তিত্বের কথা, অনেক ক্ষেত্রে তাঁহারা অবগত নহেন।" †. ক্লেমেণ্ট্স্ মহাশয় আরও বলিয়াছেন, "ইউরোপীয় সঙ্গীতবিৎদের মতে এক শ্রুতি পার্থক্যের অন্তরদ্বয়" (অর্থাৎ ৪ শ্রুতি বা বৃহদন্তর ও ৩ শ্রুতি বা মধ্য অন্তরের পার্থক্য) "উপলব্ধি করার মত সূক্ষ্ম সুরবোধ সাধারণ গায়ক বাদকদের নাই। ঐ উক্তি ভিত্তিহীন। টনিক সল্ফার আদি ও অকৃত্রিম অবস্থায়, ইংলণ্ডে সঙ্গীত স্কুলে বালক বালিকাদের সঠিক শুদ্ধ সুরে গান, ও ৩ শ্রুতি এবং ৪ শ্রুতি অন্তরের পার্থক্য নির্ণয় করিতে শিখান হইত। পরে পিয়ানো, যাহার সুর ইকোআল্ টেম্পেরামেণ্টের, সেই অধঃপাতক যন্ত্র. প্রত্যেক সঙ্গীত স্কুলে ব্যবস্থিত হইল। টনিক সল্ফা এক্ষণে ইকোআল্ টেম্পেরামেণ্টের সহচর মাত্র।......ঐ ইকোআল্ টেম্পেরামেণ্টের প্রভাবে প্রভাবিত সঙ্গীতবিৎদের দ্বারা ইউরোপীয় সঙ্গীত পরিচালিত হওয়ায়, তথায় সঙ্গীতে যাঁহাদের সখ আছে তাঁহাদের খাঁটী সঙ্গীত ও তদ্বিষয়ক উপপত্তিতে পরিচিত হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। তবে তথায় খাঁটী সঙ্গীত এখনও সম্পূর্ণরূপে নিহত হয় নাই। অসাধারণ বুৎপত্তিসম্পন্ন, তথাকার যে সকল বেহালা ও ভায়লেন্সেলো বাদকেরা ও অপেরা গায়কেরা জগদ্বিখ্যাত

* ঐ কৃত্রিম অন্তরের ভিত্তিতে স্থাপিত, এ বহুমিল, ভারতীয় রাগনিচয়ে প্রয়োগ করিলে, তাহা রাগহানিকর হইবে।

† *Intro. To Ind. Music* by Clements, II, 34. স্বাভাবিক সুর মুখে মুখে শিখিয়াই, সহজে, কণ্ঠে ও সেতার আদি যন্ত্রে উৎপাদিত হইতে পূর্ব্বে পূর্ব্বে দেখিয়া, তাহাই মনুষ্যের স্বাভাবিক বুঝিয়াছিলাম। তৎপরিবর্ত্তে ঐ কৃত্রিম সুরনিচয়, যাহা অস্বাভাবিক, তাহা কণ্ঠে ও স্বায়ত্তাধীন সুরের যন্ত্রে উৎপাদন কিরূপে সম্ভব, প্রথমে আমার এই সন্দেহ হয়। পরে, এতদ্দেশে আধুনিক প্রথায়, যাঁহারা প্রথম হইতেই হার্মোনিয়ম সঙ্গতে সুর ও স্বরগ্রাম অভ্যাস করিয়া গান করিতেছেন; তাঁহাদের সুর, ও পাশ্চাত্ত্য ক্লারিওনেট্, কর্ণেট্, ট্রম্বোন্ আদি কৃত্রিম সুরের যন্ত্রবাদন সংযোগে অবহুমিল কন্সার্ট (অর্থাৎ বিভিন্ন যন্ত্রে ও বিভিন্ন খরজের যন্ত্রে, বিভিন্ন খরজের হইলেও, একইরূপ স্বরান্তরের স্বরপ্রস্তারযুক্ত) সঙ্গীত বাদকদের মধ্যে, বেহালা বাদকদের সুর লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি যে, তাঁহারা শুদ্ধ সুর উৎপাদন করেন না, অবিকল ঐ ইকোআল্ টেম্পেরামেণ্টের সুরও উৎপাদন করেন না, তাঁহারা ঈষৎ ঈষৎ অশুদ্ধ ও কৃত্রিম সুরই উৎপাদন করেন।

এ কারণ পাশ্চাত্যে হারমোনিয়ম উদ্ভাবিত হইলেও, তথায় ভাল সঙ্গীতের কার্য্যে, ঐ যন্ত্র গৃহীত হয় নাই, তথায় নিকৃষ্ট অঙ্গের সঙ্গীত জন্যই, স্থলবিশেষে ঐরূপ ধাতুফলকের রীড্‌যুক্ত যন্ত্র ব্যবহৃত হয়। এতদ্দেশে ঐ হারমোনিয়মই গৃহীত হইয়াছে, এবং পিয়ানোর মূল্য, ও পাশ্চাত্যে প্রস্তুত উৎকৃষ্ট হারমোনিয়মের মূল্য, এতদ্দেশের লোকের পক্ষে অত্যধিক হওয়ায়, নিকৃষ্ট উপাদানে ও নিকৃষ্ট কারিকরগণ কর্ত্তৃক এতদ্দেশে নির্ম্মিত, কর্কশ ধ্বনির সস্তা হারমোনিয়ম, যাহার এক একটি, ও প্রত্যেকটিও স্বল্পকাল পরে পরে, বিভিন্নরূপ অশুদ্ধস্বরনিচয় ও বিভিন্নরূপ বেসুরা ধ্বনি উৎপাদক, সেই সকল হারমোনিয়মেরই * ভারতব্যাপী প্রচলন, ও তৎসঙ্গতে গান করা, রাগ আদি গান শিখান, এমন কি ঐ সকল যন্ত্রের পর্দানিচয়ের ঐ অশুদ্ধ ও বেসুরা ধ্বনিগুলিকেই, আদর্শ করিয়া, তদনুকরণে স্বরগ্রাম শিক্ষা করার ও শিখানর প্রথা, অধুনা প্রচলিত হইয়াছে। তাহার ফলে, রাগনিচয়ের রূপ প্রকাশ ত' দূরের কথা, কীর্ত্তন, রামপ্রসাদী, বাউল আদি দেশীয় ও গ্রাম্যসঙ্গীত পর্য্যন্ত লোপ পাইতে বসিয়াছে, এমন কি স্বাভাবিক সুরসপ্তক বিশুদ্ধভাবে উৎপাদন করিতে পারার লোক, পেশাদার (professional) গায়ক বাদকদের মধ্যেও বিরল হইয়াছে।

এতদ্দেশীয় যন্ত্রের অধীনতার ফলের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। উপরে যাহা দেখাইলাম তাহা হইতে বুঝা যাইবে যে, পাশ্চাত্য যন্ত্রের অধীনতায়, বিশেষতঃ এতদ্দেশে নিকৃষ্ট উপাদান ও নিকৃষ্ট কারিকর দ্বারা প্রস্তুত, পাশ্চাত্য নমুনার যন্ত্রের অধীনতায়, এতদ্দেশীয় শ্রেষ্ঠ সম্পদ, সুরজ্ঞান, নষ্টপ্রায় ও ভারতীয় সঙ্গীত ধ্বংশোন্মুখ হইয়াছে।

---

* এতদ্দেশীয় অধিকাংশ হারমোনিয়ম নির্ম্মাতারাই, ঐ যন্ত্রের ইকোআল্ টেম্পেরামেন্টের সুরের বিষয় অবগত না থাকায়, যাঁহার যেরূপ অভিরুচি সেইরূপ অশুদ্ধ সুর, ঐ যন্ত্রে স্থাপন করেন, সেই সুরও বেশীদিন অবিকৃত থাকে না, উপরে দেখাইয়াছি, তাহার ফলে, কতক কতক পর্দার সুর শীঘ্র বেসুরা হইয়া যায়, ও পরে বহুদিন উহার সুর মিলান হয় না। হারমোনিয়মের যথাযথ সুর মিলানর লোক পাওয়াও এতদ্দেশে দুঃসাধ্য, একারণ এতদ্দেশীয় ঐ যন্ত্রনির্ম্মাতা বা মেরামতকারীদের ঐ সুর মিলাইতে দিলেও, তাঁহারা পিত্তল ফলকগুলি চাঁছা কালে, যথেচ্ছা হস্তক্ষেপ করিয়া, ঐ যন্ত্র, নূতনরূপ অশুদ্ধ সুরের, ও নূতনরূপ বেসুরা, করিয়া দেন। একারণ, ও নিকৃষ্ট উপাদান ও নিকৃষ্ট কারিকর দ্বারা নির্ম্মিত হওয়ায়, ঐ সকল যন্ত্রের ধ্বনি কর্কশ হয়, ও তৎকারণে তৎসঙ্গতে গায়কদের কণ্ঠ, এমন কি শিক্ষার্থী বালক বালিকাদের স্বাভাবিক সুমধুর কণ্ঠও, পাঁচ ছয় মাস মধ্যেই কর্কশ হইয়া যায়, এবং ঐ কর্কশ কণ্ঠ, ঐ যন্ত্র সঙ্গতে ঢাকিয়া দেওয়ার উদ্দেশ্যে, অনেক সময়, ঐ যন্ত্রনির্ম্মাতারা, হারমোনিয়মের (পূর্ব্বে ৪২৯ পৃঃ উক্ত) দুই প্রস্থ রীড্ পরস্পর কিছু কিছু অমিল করিয়া, ইচ্ছা করিয়াই উহার আওয়াজ কর্কশ করিয়া দেন। গীতসূত্রসার লেখা কালে, ঐ সকল কর্কশ হারমোনিয়মের প্রচলন, এতদ্দেশে হয় নাই, তখন পাশ্চাত্যে প্রস্তুত সুমধুর ধ্বনির হারমোনিয়মই এতদ্দেশে ব্যবহৃত হইত, ও তৎসম্বন্ধেই গীতসূত্রসার ৫,৬ ইঃ পৃষ্ঠোক্ত, হারমোনিয়মের সুমধুর ধ্বনি অনুকরণ বিষয়ক উপদেশ প্রযোজ্য। গীতসূত্রসারকার ঐ ৫,৬ ইঃ পৃষ্ঠায়, ঐ হারমোনিয়ম ও কর্ণেট্, ট্রম্বোন্ আদি উৎকৃষ্ট পাশ্চাত্য যন্ত্রের (পুরাতন ও নিকৃষ্ট ঐ সকল যন্ত্রের নহে) সুমধুর ধ্বনিই কণ্ঠে অনুকরণ করিতে বলিয়াছেন, ঐ সকল যন্ত্রের কৃত্রিম অশুদ্ধ স্বরগ্রাম অভ্যাস করিতে তিনি বলেন নাই। ঐ সকল কৃত্রিম অশুদ্ধ সুর, বিশেষতঃ, হারমোনিয়ম পিয়ানো আদির, তৎসহ মিড়হীন পর্দার সুরে, ভারতীয় সঙ্গীত বাদিত হইতে পারে না, তাহা তিনি ২৫, ১৪৩ ইঃ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন।

সুরের মাপ আমি যাহা দেখাইয়াছি, এবং স্বরান্তরের মাপ ও লয়, এবং মাত্রা আদি কালবিভাগের মাপ গীতসূত্রসারকার যাহা দেখাইয়াছেন, তদ্দ্বারা সঙ্গীতের সকল প্রকার ধ্বনি ও স্বরান্তরের, ও কালের গণিতানুযায়ী মাপ হয় না *। তাপমান যন্ত্রের মাপে উত্তাপ, ও নিক্তির তৌলের মাপে, তৈল, ঘৃত, লবণ, মশলা আদি ব্যবস্থিত, ও অবিকল ঐ ঐ মাপে রন্ধন হইলে তাহা যেরূপ অখাদ্যই হয়, ঐরূপ গণিতের মাপের নিগড়ে বদ্ধ হইলে, সঙ্গীত, চিত্রাঙ্কন, ভাস্কর্য্য আদি সকল শিল্পই নষ্ট হয়। স্বরলিপিতে দ্রুত, মধ্য, ধীর প্রভৃতি গতি লিখিত হইলেও, সঙ্গীত অনুসারে, একটি সঙ্গীতের যে গতি দ্রুত, অপরের তাহা মধ্য বা ধীর গতি, হয়, এবং গায়ক বাদক ও শ্রোতাদের রুচী, এবং বায়ুর উত্তাপ আর্দ্রতা প্রভৃতি পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া অনুযায়ী, ঐ সকল গতির তারতম্য, ও একই সঙ্গীতের মধ্যে,দ্রুত, মধ্য ধীর প্রভৃতি নানাপ্রকার তারতম্যের গতির প্রয়োগ করিতে হয়। মৎপ্রদত্ত ও গীতসূত্রসারকার প্রদত্ত, সুর. স্বরান্তর, ও কালের মাপ সমূহের, ঐরূপ ব্যাবহারিক প্রয়োগই বুঝিতে হইবে। সঙ্গীত দ্বারা শ্রবণেন্দ্রিয়ের তৃপ্তিসাধন, চিত্তবিনোদন, ও তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠকার্য্য, রস (expression) ও দরদ (feeling) উদ্দীপন. ও তদ্ব্যতীত উৎসাহ, হাস্য, ক্রোধ, ভয়. দুঃখ, আনন্দ, তেজ, বীর প্রভৃতি চিত্তবিকার ও মহৎ, উন্নত, প্রশান্ত, ও বিরাট আদি ভাব উদ্দীপন যাহা (৮২, ৯৩,৯৬-৯৮ ইঃ পৃষ্ঠায়) সঙ্গীতের শ্রেষ্ঠতর কার্য্য, গীতসূত্রসারকার বলিয়াছেন. ঐ সকল কার্য্যও,উপরোক্ত তারতম্য, ও বল, প্রস্বন, বিরাম আদির, পূর্ব্বে (৩৭৮-৩৭৯ ৪৫২ ইঃ পৃঃ) উক্ত তারতম্য, ও পূর্ব্বে (৪৫২ ইঃ পৃঃ) উক্ত বৈচিত্র্য দ্বারাই নিষ্পন্ন হয়। এ সকল তারতম্য ও বৈচিত্র্য অর্থে কিন্তু যথেচ্ছাচার, বা তাল সুর আদির বিনাশ সাধন নহে. সুর তাল কাল আদি, এবং যে রাগ বা সঙ্গীত গাহা হইতেছে তাহার স্বরূপ বজায় রাখিয়াই, এবং উপরোক্ত কার্য্য সমূহের পুষ্টিসাধন উদ্দেশ্যেই. ঐ সকল তারতম্য ও বৈচিত্র্য উৎপাদন করা উচিত। †

* যথা সুরের মাত্রার কাল হইতে কমাইয়া লইয়া, তালের একটি পদ হইতে অপর পদ মধ্যে, ও পদান্তর্গত ছন্দের মধ্যে, কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বিরাম, অস্তরূপেও মাত্রার কালের কিঞ্চিৎ হ্রাস বা স্থলবিশেষে কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি, ও মাত্রা বিরাম আদির বহুবিধ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিভাগ, যাহা সঙ্গীতে হয়, সেই সকলের গণিতানুযায়ী মাপ হয় না।

† নচেৎ, ঐরূপ উদ্দেশ্য বিহীন, কেবল ওস্তাদের কৃতিত্ব প্রদর্শন জন্য উৎপাদিত, ঐ সকল তারতম্য ও তান, গিটকারী, তালের বাট, পরণ, লয় ভেদ আদি বৈচিত্র্য, যাহা এতদ্দেশে প্রচলিত আছে, ঐরূপ কার্য্য, সঙ্গীতশিল্প পদবাচ্য নহে। ঐরূপ কার্য্যকে মার্ক্স মহাশয়, "যন্ত্রচালিতবৎ কসরৎ, যাহার চরম লক্ষ্য ওস্তাদের কৃতিত্বে শ্রোতাকে আশ্চর্য্যান্বিত করা, এই সম্পূর্ণ নীরস কার্য্য" (Marx, *ibid.* VII, i, 305) বলিয়াছেন। সঠিক ছন্দঃশাস্ত্রানুযায়ী, কতকগুলি অর্থহীন অক্ষর সাজাইলেই, তাহা যেমন পদ্য হয় না, ঐরূপ, এক একটি রাগের, স্বরের ওলোম, মিড়, খ", প্রভৃতি আদির, ও অন্যান্য তাহার বৈশিষ্ট্যবিহীন, ও নীরস, কতকগুলি স্বর সমষ্টি উৎপাদন, তাহা, অমুক রাগে মএর পর প, অমুক রাগের পএর পর ম, অমুক রাগে ম অধিক, অমুক রাগে ধ অধিক, ইত্যাদিরূপ, ওস্তাদের মধ্যে প্রচলিত কতকগুলি বিধি অনুযায়ী, কেবল সঠিকরূপে ও কৃতিত্বের সহিত উৎপাদিত হউক না, তাহা রাগ হইবে না, বা সঙ্গীত শিল্প হইবে না।

সপ্তম প্রস্তাবঃ—গ্রহ, অংশ, ন্যাস, বাদী, সংবাদী প্রভৃতির প্রাচীন অর্থ।

স০র০ ৪১ বচনে "রঞ্জকঃ স্বরসংদর্ভো গীতমিত্যভিধীয়তে" উক্ত হইয়াছে, অর্থাৎ কণ্ঠে বা তারের যন্ত্রে বা বাঁশীজাতীয় যন্ত্রে * (স০র০৬৩-৪ ও টী০) যে গুচ্ছীভূত স্বরসমূহ (পরম্পরাক্রমে †) উৎপাদনে রঞ্জক হয়, তাহাই **গীত** শব্দের প্রাচীন অর্থ। ঐ গীত, অর্থাৎ রঞ্জকস্বরপুঞ্জ বিশেষের, আদি স্বর, তাহার **গ্রহস্বর** (স০র০ পুঃপুঃ ১।৭।৩০), ও ঐ গীতের অন্তস্বর, তাহার **ন্যাসস্বর** (ঐ ৩৮)। ঐ গীতবিশেষ **বিদারী**, অর্থাৎ খণ্ডে খণ্ডে বিভাগিত (ঐ ২.২ ২৫) হইত, এবং ঐ ঐ বিদারী সমাপক স্বরের নাম, **অপন্যাস** স্বর (১.৭।৪১)। ঐ ঐ বিদারী সমাপক স্বরনিচয়ের মধ্যে, আদি বিদারী, অর্থাৎ ঐ গীতের প্রথম খণ্ড সমাপক, ও ঐ গীতের অংশ স্বরের অবিবাদী, স্বরের নাম **সংন্যাস** স্বর, ও অংশস্বরের অবিবাদী যে স্বর, বিদারীর বিভাগ পদ (ঐ ৩.১৯৬ টী০) অন্তে স্থিত, তাহার নাম **বিন্যাস** স্বর (ঐ ৪৭-৪৮ ও টী০)। ঐ ঐ 'অবিবাদী' অর্থে, ঐ ঐ স০র০ কল্লি০ টীকায় 'সম্বাদী' উক্ত হইয়াছে। ঐ ঐ 'অবিবাদীর' অর্থ, সম্বাদী ও অনুবাদী উভয়ও হইতে পারে। গীতবিশেষের অন্তর্গত ঐ ঐ ন্যাস, অপন্যাস, সংন্যাস, বিন্যাস স্বরনিচয়ের স্থানসমূহের নাম, যথাক্রমে ন্যাস, অপন্যাস, সংন্যাস, বিন্যাস। একটি রাগ বা অপর সঙ্গীতের গীত অর্থাৎ গুচ্ছীভূত স্বরপরম্পরা বা স্বরপুঞ্জের আদি ও অন্ত স্বরই, যথাক্রমে তাহার গ্রহ ও ন্যাস স্বর, রাগমাত্রেরই, বা কণ্ঠ কিম্বা যন্ত্রসঙ্গীত মাত্রেরই আদি ও অন্তস্বর, তাহার গ্রহ ও ন্যাস স্বর না হইতে পারিত,কারণ, নক্সাযুক্ত স্বর্ণ বা রৌপ্যালঙ্কার যেরূপ নক্সার গোড়া হইতে আরম্ভ না হইয়া একটি নক্সার বিভাগ হইতে আরম্ভ ও ঐরূপ বিভাগে শেষ হইতে পারে, ও একটি রাগ বা অপর সঙ্গীত, যেরূপ তাহার তালের পদবিশেষের বিভাগে, আরম্ভ বা শেষ হইতে পারে, ঐরূপ একটি রাগ, বা অপর কণ্ঠ বা যন্ত্র সঙ্গীত, তদন্তর্গত গীত অর্থাৎ পুঞ্জীভূত স্বরপুঞ্জের আদি বা অন্ত স্বরে আরম্ভ বা শেষ না হইয়া, ঐ গীত বা স্বরগুচ্ছের বিভাগ বা উপবিভাগ বিশেষে, আরম্ভ বা শেষ হইতে পারিত, ও ঐ ঐ ক্ষেত্রে ঐ ঐ আদি ও অন্তস্বর, ঐ রাগ বা সঙ্গীতের, গ্রহ বা ন্যাস স্বর, নাও হইতে পারিত ‡।

---

* শ্রীমদ্ভাগবতম্ ২১শ স্কন্ধ ২-৩ শ্লোকোক্ত "……চুকূজ বেণুং ॥২॥ তদ্ব্রজস্ত্রিয় আশ্রুত্য বেণুগীতং… ॥৩॥" এই বেণুগীতং অর্থে, বাঁশী হইতে উৎপাদিত উপরোক্ত রঞ্জক স্বরগুচ্ছ, তাহার অর্থ মনুষ্যের গানের ন্যায় বাণীযুক্ত গান নহে।

† ভারতীয় আধুনিক সঙ্গীতের ন্যায়, প্রাচীন সঙ্গীতও, স্বরপরম্পরায় উৎপাদিত (Melody) সঙ্গীত ছিল, ও তাহা যুগপৎ উৎপাদিত স্বরনিচয়ের পরম্পরাযুক্ত বহুবিধ (Har[illegible]) সঙ্গীত ছিল না।

‡ গীতসূত্রসার লেখার সময়, স০র০ এর অনুবাদ প্রকাশিত না হওয়ায়, ঐ স০র০ ৪।১ বচনে প্রদত্ত,

বাদী, সম্বাদী, অনুবাদী, বিবাদী স্বরের কথা পূর্ব্বে পূর্ব্বে বলিয়াছি, এক্ষণে উপরোক্তরূপ গীতে, ঐ সকল স্বরের প্রয়োগ বিষয়ক প্রাচীন উপপত্তি কিরূপ ছিল তাহাই দেখাইব। প্রাচীন মতে, "বাদী, প্রয়োগে বহুল স্বর, এবং ১৩ শ্রুতি ও ৯ শ্রুতি অন্তরের স্বরদ্বয় পরস্পর সংবাদী" (সং০র০ পুঃপুঃ ১।৩।৪৯-৫০ ও টী০)। সং০র০এ (ঐ ৫০-৫১ বচনে), "(১) নি গ স্বরদ্বয় অন্য সকল স্বরের বিবাদী, (২) নি গ দ্বয়, রি ধ দ্বয়ের বিবাদী, (৩) রি ধ দ্বয় নি গ দ্বয়ের বিবাদী." বিবাদী বিষয়ক এই তিন প্রকার প্রাচীনতর মত উক্ত হইয়াছে। সং০র০ ঐ বচনের কল্লি০ ও সিং০ভূ০ টীকায়, "দুই শ্রুতি অন্তরের স্বরদ্বয় পরস্পর বিবাদী." এই (সং০র০ পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থকার) মতঙ্গ মত উদ্ধৃত হইয়াছে, এবং সং০র০ পরবর্ত্তী রা০বি০,সঙ্গ:০চং০,রাগমালা প্রভৃতি গ্রন্থে, দুই শ্রুতি অন্তরের স্বরদ্বয় পরস্পর বিবাদী, ইহাই উক্ত হইয়াছে *। "অবশিষ্ট" (অর্থাৎ, বাদী সংবাদী বিবাদী লক্ষণ রহিত, ঐ পুঃপুঃ ৫১ টী০) "স্বরনিচয়" (যাহাদের পরস্পর বিবাদিত্ব সংবাদিত্ব নাই, তাহারা, ঐ কঃপুঃ ৪৭ টী০) "পরস্পর অনুবাদী" (ঐ পুঃপুঃ ৫১)। তন্মধ্যে "বাদী রাজার ন্যায়,এবং বাদীর অনুসারী হওয়ার জন্য" (অর্থাৎ একত্রে বাস করার জন্য) "সংবাদী অমাত্য বলিয়া অভিহিত হয়, বিবাদী বৈপরীত্ব" (অর্থাৎ বিরুদ্ধতার) "জন্য রিপুতুল্য,এবং ঐ রাজা ও অমাত্যের অনুসারী হওয়ার জন্য, অনুবাদী ভৃত্যবৎ" (অর্থাৎ সেবকবৎ, সং০র০কঃপুঃ ১।২।৪৭-৪৮ ও টী০, ঐ পুঃপুঃ ১।৩।৫১-৫২)। সোমনাথ, বাদী সংবাদী আদিকে, ঐরূপ রাজা অমাত্য আদি বলিয়া, তাহার অর্থ এইরূপ করিয়াছেন,—"রাগ আদীতে · বাদী নৃপবৎ মুখ্য।··· রাজা কর্ত্তৃক আরব্ধ কার্য্য যেরূপ, অমাত্য অর্থাৎ সচিব কর্ত্তৃক নির্ব্বাহিত হয়,·· ···সেইরূপ যে রাগের ষড়্জ অংশ স্বর, তাহাতে ম অথবা প অংশ স্বর স্বরূপ † কল্পিত হইলে, ও ঐরূপ অন্যান্য রাগের অংশস্বর স্থলে, ঐরূপ তৎ তৎ সংবাদীস্বর, অংশ স্বরূপ কল্পিত হইলে, ঐ ঐ রাগহানি হয় না·· ··· ···বিবাদীদ্বয় পরস্পর বৈরী, অর্থাৎ শত্রুবৎ পরস্পরের আরব্ধকার্য্য বিনাশকর ·····রাগবিশেষের স্বরবিশেষের স্থলে, তৎবিবাদীস্বর প্রয়োগ করিলে, ঐ রাগহানিকর হয়।····· বাদী ও সংবাদী সম্পাদিত, রক্তির" (অর্থাৎ রঞ্জন কার্য্যের) "অনুকূলত্ব সম্পাদন জন্য অনুবাদী ভৃত্য অর্থাৎ সেবকবৎ।······অর্থাৎ ষড়্জস্থানে রি গ ধ নি" (ও ঐরূপ স্বরবিশেষ স্থানে ঐরূপ তৎ অনুবাদী স্বর) "প্রয়োগ হইলে, কিঞ্চিৎ রঞ্জনকারী হয়।" (রা০বি০১।৩৭-৩৮ ও টী০)। কল্লিনাথও বলিয়াছেন,—গীতের "বাদী, সংবাদী,

---

গীত শব্দের, ঐ প্রকৃত প্রাচীন অর্থ দেখিতে না পাওয়াতেই, গীতসূত্রসারকারের, ৬৬ ইঃ, ১২১, ১৬১ ইঃ, ২১০ ইত্যাদি পৃষ্ঠোক্ত সন্দেহগুলি হইয়াছে।

* একটি গীতের বাদীস্বরের, বা ঐ বাদী, সংবাদী বা অনুবাদী স্বরের পরিবর্ত্তে, তৎ তৎ বিবাদী স্বর প্রয়োগ করিলে, সেই গীতের রাগ বা জাতি হানিকর হইত, এই প্রাচীন উপপত্তির কথা, অতঃপর উক্ত হইয়াছে। যে যে স্বরদ্বয়ের পরস্পর স্থান পরিবর্ত্তনে, গীতনিচয়ের রাগ বা জাতি বিনাশকর হইত বলিয়া বিবেচিত হইত, তদ্বিষয়ক বিভিন্ন প্রাচীন গ্রন্থে গৃহীত, বিভিন্ন প্রাচীন মত হইতেই, বিবাদীর লক্ষণ বিষয়ক, উপরোক্ত বিভিন্ন মত হইয়াছিল, ইহা অনুমান করা যায়।

† বাদী স্বরের অপর নাম অংশ স্বর, অতঃপর প্রদর্শিত হইয়াছে।

অনুবাদী দিগরের পরস্পরের স্থান বদল করিয়া প্রয়োগ করিলে, তাহার জাতি বা রাগহানি হয় না, কিন্তু বিবাদীদিগরের" (পরস্পর স্থানবদল করিয়া) "প্রয়োগে জাতি ও রাগহানী হয় *।" কল্লিনাথ বাদীস্থলে তৎ অনুবাদী, অংশস্বর স্বরূপ, প্রয়োগ হয় না, অংশ স্বর প্রসঙ্গে, তাহা এইরূপে বলিয়াছেন,—"লোকব্যবহারে রাজা প্রয়োজনবশতঃ ক্বচিৎ অমাত্যর কার্য্য করেন কদাচিৎও ভৃত্যের কার্য্য করেন না।" (সং০র০ পুঃপুঃ ১।৭।৩১-৩২টী০)। ইহা হইতে, রাজা, মন্ত্রী, ভৃত্য প্রভৃতি দিয়া যেরূপ রাজসভা গঠিত ও রাজকার্য্য পরিচালিত হয়, ও প্রয়োজনবশতঃ মন্ত্রীদ্বারা রাজার, এবং ভৃত্য দ্বারা মন্ত্রীর কার্য্যও পরিচালিত হয়, কিন্তু পরস্পর বিরোধী দুই জনের, একের কার্য্য অপরে ন্যস্ত হয় না, ও তাহা করিলে সে কার্য্য পণ্ড, যেরূপ হয়, তাহার সহিত তুলনা করিয়া বাদী সংবাদী, ও বিবাদীর † সম্পর্ক, উপরোক্ত বচন সমূহে বর্ণিত হইয়াছে। তাহা হইতে, বাদী, গীতসূত্রসারকারোক্ত জান সুরের ন্যায়ই ছিল, এবং বাদী স্থলে তৎ সংবাদী, ও তাহা একাধিক হইলে, ঐ একাধিক সংবাদী, বাদীস্বরূপ ব্যবহৃত হইয়া, ঐ সকল সংবাদীর, ঐ বাদীর ন্যায় প্রাধান্য ও বহুল প্রয়োগ হইতে পারিত, ও ঐরূপে এক একটি রাগের বিস্তার ও বৈচিত্র্য উৎপাদন সম্ভব ছিল বুঝা যায়, এবং বিবাদী অর্থে, পরস্পর উপরোক্ত সম্পর্কযুক্ত সুরই, বুঝাইত, ও তাহা রাগের অন্তর্গত সুরও হইতে পারিত, তাহা বুঝা যায়। বিবাদী শব্দের আধুনিক অর্থ, ষাড়ব বা ঔড়ব আদিতে বর্জ্জিত, বা লোপ্য সুর। বিবাদীর প্রাচীন অর্থ তাহা ছিল না দেখাইলাম। প্রাচীনকালে, ঐ লোপ্য সুরেরও

* সং০র০ পুঃপুঃ ১।৩।৫১-৫২ টী০। ঐ টীকায় "বাদিসংবাদ্যনুবাদিনাং পরস্পরং স্থানব্যত্যয়েন প্রয়োগেঽপি জাতিরাগহানির্ভ (র্ন ভ ?) বতি।" এই পাঠ, ও তাহাতে ঐ বন্ধনী চিহ্নান্তর্গত, ঐ পুঃপুঃ সম্পাদক প্রস্তাবিত পাঠ আছে। বাদী সংবাদী প্রভৃতি বিষয়ক, উপরোক্ত সোমনাথ উক্তি দৃষ্টে, ঐ পুঃপুঃ সম্পাদক প্রস্তাবিত পাঠই সঠিক, বুঝা যায়, ও তদনুযায়ী অর্থই, উপরে আমি দিয়াছি। বাদী, সংবাদী প্রভৃতি বিষয়ক, ঐ ঐ ও অন্যান্য সং০র০ বচন, সং০র০ কঃপুঃ১।২।৪৫-৪৮ শ্লোক। ঐ ঐ শ্লোক ও তৎ তৎ সিংহভূপাল টীকার, কতক কতক, গীতসূত্রসারকার ১২২-১২৩ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত করিয়াছেন। ঐ মুদ্রিত সং০র০ পুস্তকের, ঐ ঐ স্থলের সম্পূর্ণ টীকায় ও তাহাতে প্রদত্ত দৃষ্টান্তসমূহে, বাদীর পরিবর্ত্তে সম্বাদী প্রয়োগ, ও অনুবাদীদ্বয়ের, একের পরিবর্ত্তে অপরের প্রয়োগ হইলে, স্থলবিশেষে 'জাতি বা রাগ হানিকর, বা নাশকর, বা বিনাশকর হয় না', স্থলবিশেষে, তাহা 'হয়' এইরূপ উক্তি আছে। ঐ ঐ 'হয়' সূচক পাঠগুলি ভুল, তৎস্থলে 'হয় না' সূচক পাঠই হইবে, তাহা উপরোক্ত সোমনাথ এবং কল্লিনাথের উক্তি হইতে বুঝা যায়। ঐ সকল, পাঠের ভুল থাকার জন্যই, গীতসূত্রসারকারের, বাদী সম্বাদী প্রভৃতি বুঝিতে এত গোল, ও ১২১-১২৩ পৃষ্ঠা, ও অপরাপর স্থলে, তদুক্ত সন্দেহগুলি হইয়াছে।

† ঐ সংবাদী অনুবাদী ও বিবাদী সম্বন্ধ সহ, পাশ্চাত্য উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট কন্‌সোনান্ট্ ও ডিসোনান্ট্ সম্পর্কের তুলনা করিয়া, ঐ উভয়বিধ কন্‌সোনন্টের মাপ সহ পূর্ব্বে পূর্ব্বে (৩১২, ৩৫৬ ইঃ, ৪৪৩ ইঃ পৃঃ) দেখাইয়াছি। পাশ্চাত্যে, "মেজর দ্বিতীয়, মেজর সপ্তম, মাইনর দ্বিতীয়, মাইনর সপ্তম, ও কৃত্রিম স্কেলেরও ঐরূপ সম্পার্ক, এবং তদ্ব্যতীত সঙ্গীতে স্বরান্তর স্বরূপ নির্দ্দিষ্ট নয়, এরূপ বহু স্বরান্তরের ধ্বনি, পরস্পর ডিসোনান্ট্" (Deschanel's Physics IV, v, Sec. 64. p. 77)। স্বাভাবিক স্বরান্তরের হিসাবে মেজর দ্বিতীয়র অনুপাত ৮:৯ ও ৯:১০ এবং মেজর সপ্তম, মাইনর দ্বিতীয় ও সপ্তম, এই ত্রয়ের ঐরূপ অনুপাত, যথাক্রমে ৮:১৫, ১৫:১৬, ও ৫:৯। ইহা হইতে, অনুবাদী ও বিবাদী, সবস্থলেই যে, যথাক্রমে অপকৃষ্ট কন্‌সোন্যান্ট্ ও ডিসোন্যান্ট্ সহ একরূপ নহে, তাহা বুঝা যাইবে।

অল্প প্রয়োগের ব্যবস্থা ছিল, তাহা, ঐ অল্প প্রয়োগের অর্থ সহ, নিম্নে প্রদর্শিত হইয়াছে। বাদী স্বরের অপর নাম অংশ স্বর ছিল। ঐ অংশ স্বরের বা বাদীর লক্ষণ, স্বরের বহুলত্ব বা বহুত্ব ও অল্পত্ব বিষয়ক সাধারণ ও বিশেষ বিধি, ও স্থলবিশেষে ঐ সাধারণ বিধির ব্যতিক্রম বিষয়ক সং০র০ উক্তি, নিম্নে প্রদর্শিত হইল *। তাহা হইতে দেখা যাইবে যে,

---

* "গীতে যে স্বর রক্তত্ব প্রকাশক, যাহার সংবাদী ও অনুবাদী স্বরনিচয় বিদারীতে বহুল, যাহা হইতে, অর্থাৎ যাহাকে সীমা করিয়া, উচ্চ স্বরনিচয়ে আরোহ ও নিম্ন স্বরনিচয়ে অবরোহ হয়, যে স্বর স্বয়ং, বা যাহার সংবাদী ও অনুবাদী অপরাপর স্বর, ন্যাসত্ব, অপন্যাসত্ব, বিন্যাসত্ব, সংন্যাসত্ব, ও গ্রহত্ব প্রাপ্ত হয়, ও যাহার বহুল প্রয়োগ হয়, তাহা অংশস্বর এবং যোগ্যতার জন্য সেই স্বরের নাম বাদী, ও প্রয়োগে বহুলত্ব ও ব্যাপকত্ব, অংশ স্বরের লক্ষণ।" (সং০র০ ক০পু০ ১।৬।৩০-৩২ ও টী০)। ঐ বচন, সং০র০ পু০পু০ ১।৭।৩১-৩৩, তাহার কল্লিনাথ টীকায়, "......সেই স্বর বাদী, ও যোগ্যতার জন্য তাহা অংশ স্বর বলিয়া আখ্যাত হয়......।" এইরূপ অর্থ উক্ত হইয়াছে। সং০র০এ, লক্ষণ ও স্বরলিপি সহ প্রদত্ত, রাগসমূহের দৃষ্টান্তে, এক একটি রাগের বাদী বা অংশ স্বরের একাধারে উপরোক্ত সকল লক্ষণ, ব্যাবহারিক কার্য্যে তৎ তৎ স্বরলিপিতে দেখা যায় না, আবার বাদী বা অংশ স্বর ব্যতীত অপরাপর স্বরেরও বহুল প্রয়োগ ছিল, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, উপরোক্ত কতক কতক লক্ষণ দৃষ্টেই, প্রত্যেক গীত বা রাগের, এক একটি বাদী বা অংশ স্বর প্রাচীনকালে নির্দ্দিষ্ট হইত।

"বহুলত্ব বা বহুত্ব দ্বিবিধ,—(১) অলঙ্ঘন, অর্থাৎ সাকল্যে স্পর্শ, অর্থাৎ গোটা গোটা রূপে স্বরের প্রয়োগ হইয়া, (২) অভ্যাস অর্থাৎ অন্যান্য স্বর সহিত ব্যবধান বা অব্যবধানে পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ, অর্থাৎ বহুবার প্রয়োগ হইয়া। পর্য্যায়াংশ স্বর, এবং বাদী ও সংবাদীর, এই দ্বিবিধ বহুত্ব হয়। অল্পত্ব দুই প্রকারের,—(১) অনভ্যাস, অর্থাৎ বারে কম, অর্থাৎ কম সংখ্যক প্রয়োগ হইয়া, প্রায় অনংশ স্বরের, অর্থাৎ বাদী ও পর্য্যায়াংশ এই উভয়বিধ অংশ ব্যতীত, অপরাপর স্বরের, এই অনভ্যাস দৃষ্ট হয়, লোপ্য স্বরেও তাহা দৃষ্ট হয়, (২) লঙ্ঘন, অর্থাৎ ঈষৎ স্পর্শ হইয়া, প্রায় লোপ্য স্বরেরই এই লঙ্ঘন দৃষ্ট হয়।" (সং০র০ পু০পু০ ১।৭। ৪৯-৫১ ও টী০) "উপস্থি তদনংশেঽপি কচিদ্গীতবিশারদাঃ" (ঐ ৫১, ও ক০পু০ ১।৬।৪৯) অর্থাৎ কচিৎ (অর্থাৎ ক্ষেত্রবিশেষে) অনংশস্বরেরও এই লঙ্ঘন হয়, ইহা গীতবিশারদদের মত। সিংহভূপাল টীকায় ঐ বচনের অর্থ, "অংশস্বরাদন্যেষ্বপি স্বরেষু লঙ্ঘনং ভবতীতি কেষাঞ্চিন্মতম্।" (ঐ ৪৯ সিং০ভূ০টী০) অর্থাৎ "অংশ ছাড়া অন্যান্য স্বরেও ঐ লঙ্ঘন হয়, ইহা কাহারও কাহারও মত" উক্ত হইয়াছে। সিংহভূপাল, অনংশ স্বরের, উপরোক্ত 'অংশ ছাড়া অন্য স্বর' অর্থ, এবং কল্লিনাথ ঐ অনংশ স্বরের, উপরোক্ত 'বাদী ও পর্য্যায়াংশ উভয়বিধ অংশ স্বরের অতিরিক্ত স্বর' অর্থ করিয়াছেন। পর্য্যায়াংশ অর্থে, একটি গীতের জাতির, অংশ স্বর নিচয়ের তালিকাভুক্ত, কিন্তু সেই গীতের অংশস্বর নহে, এইরূপ স্বরনিচয় (সং০র০পু০পু০ ১।৭ ৪৯ টী০, ১০৫-১০৬ টী০), যথা,—শুদ্ধা ও বিকৃতা গান্ধারী জাতির, সং০র০১।৭।৬৮-৭০ বচনে, একত্রে প্রদত্ত লক্ষণে, ঐ জাতির, সগমপনি অংশ স্বর হইতে পারে, উক্ত হইয়াছে। ম যাহার বাদী, ঐ জাতির অন্তর্গত, ঐরূপ একটি গীতের, ঐ ম অংশ, এবং স গ প নি পর্য্যায়াংশ স্বরনিচয়।

স্বরের বহুত্ব ও অল্পত্ব বিষয়ক উপরোক্ত বিধি ব্যতীত, জাতিবিশেষ বা গীতবিশেষ বা রাগবিশেষের লক্ষণে, বিশেষ বিধি দ্বারা, অন্যান্য স্বরের বহুত্ব বা অল্পত্ব; এবং স্থলবিশেষে বহুত্ব ও অল্পত্ব বিষয়ক উপরোক্ত সাধারণ বিধির ব্যতিক্রমও সং০র০এ বর্ণিত হইয়াছে, যথা,—শুদ্ধা সপ্তকসহ, তৎ তৎ নামধের বিকৃতা জাতি-সপ্তকের একত্রে প্রদত্ত লক্ষণ মধ্যে, ষাড়্জী জাতির সগমপধ অংশ, গ বহুল (সং০র০পু০পু০ ১।৭।৬১-৬২),

রাগবিশেষে একাধিক স্বরের বহুল প্রয়োগ হইতে পারিত, এবং বহুল স্বর মাত্রেই বাদী হইত না, এবং রাগনিচয়ের বাদী বা অংশ স্বর নির্দ্দিষ্ট হইলেও, যাহার, সকল স্বরেরই, অল্পত্ব বা বহুত্ব বিষয়ক বৈষম্যরহিত, এরূপ রাগও ছিল, এতদ্ব্যতীত বাদীস্থলে অপরাপর স্বর, বাদী, অর্থাৎ ন্যাস স্বরূপ, একটি রাগে ব্যবহৃত হইতে পারিত, ইতঃপূর্ব্বে দেখাইয়াছি। এতদ্বারা, আধুনিক রাগবিশেষে, বিভিন্ন স্বর, ন্যাস স্বর স্বরূপ নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে, কতক কতক রাগে, বহুবার প্রয়োগিত একটি স্বর, নির্দ্দিষ্ট হইলেও, সকল রাগে ঐরূপ নির্দ্দেশ সম্ভব নহে, বিভিন্ন স্বরকে অধিকবার প্রয়োগ করিয়া ইমন কল্যাণ বাদন সম্ভব, প্রভৃতি (৬৮-৭০ ইঃ পৃষ্ঠায়) গীতসূত্রসার-কার যাহা বলিয়াছেন, তাহার সহিত উপরোক্ত প্রাচীন উপপত্তিগুলির, সুন্দর সামঞ্জস্য হইতেছে।

আর্ষভী জাতির নিরিধ অংশ, পঞ্চম লঙ্ঘন (ঐ ৬৬-৬৭), মধ্যমা জাতির সরিমপধ অংশ, স ম বহুল (ঐ ৭১-৭২), পঞ্চমী জাতির রিপ অংশ, সগম অল্প (ঐ ৭৩-৭৫) প্রভৃতি, ঐরূপ রাগনিচয়ের লক্ষণে, শুদ্ধসাধারিত রাগের তার-স গ্রহ ও অংশ এবং নি গ অল্প (২।২।২১-২৩), মালবকৈশিক রাগের স গ্রহ অংশ ও ন্যাস ও ধ অল্প (ঐ ৭০-৭২), ঐ মালবকৈশিক জনক হইতে জনিত, মালবশ্রী রাগের তার ও মন্দ্র স অংশ ও উহা 'সমস্বরা' (ঐ ৭২), ঐরূপ দেশাখ্য (ঐ ১০৬), বেলাবলী (ঐ ১১৫), আড়ীকামোদী (১১৮), নট্টা (ঐ ১২৭), প্রত্যেক রাগের এক একটি অংশ স্বর উক্ত, ও উহারা 'সমস্বরা' উক্ত হইয়াছে। ঐ ঐ 'সমস্বরা' অর্থে, ঐ ঐ রাগের অংশ স্বর সহ 'সকল স্বরের অল্পত্ব ও বহুত্বস্বর বৈষম্যরহিত' (ঐ ৭২ টী০)। ভৈরবী রাগের ধ অংশ গ্রহ ও ন্যাস, গ তার ও মন্দ্র এবং 'সমশেষস্বরা' (ঐ ১৪৪), শ্রীরাগের প অল্প, গ গ্রহ অংশ ও ন্যাস, গ মন্দ্র, ম তার, ও 'সমশেষস্বরং' (ঐ ১৬১) উক্ত হইয়াছে। কল্লিনাথ (ঐ ১৬১ টীকায়), ঐ শ্রীরাগের প অল্প বিধায়, উহার ঐ 'সমশেষস্বরং' অর্থে, ঐ প ব্যতীত, ঐ রাগের অপরাপর সকল স্বর সমবহুল, বলিয়াছেন, এবং যে যে স্থলে বহুত্ব বিধানের পর অপরাপর স্বরের সমতা উক্ত হইয়াছে, সেই সেই স্থলে, ঐ সমতা অর্থে ঐ অপরাপর স্বর সম অল্প, বুঝিতে হইবে, বলিয়াছেন। তদনুসারে, ঐ ভৈরবী রাগের ধ অংশ স্বর সুতরাং বহুল হওয়ায়, উহার উপরোক্ত 'সমশেষস্বরা' অর্থে, ঐ ধ ব্যতীত উহার অপরাপর স্বর সম অল্প, এই অর্থ হয়। কার্মারবী জাতির, 'নিরিপধ অংশ', (সগম ত্রয় ইহার অনংশ জন্য, অল্প হওয়ার কথা হইলেও) 'অন্তরমার্গ হইয়া ইহার অনংশগুলির' (অর্থাৎ ঐ সগমত্রয়ের) 'বহুল প্রয়োগ হয়, এবং সকল অংশ স্বর সহ' (অর্থাৎ অংশ ও পর্য্যায়াংশেরও সহ) 'সংগতি' (অর্থাৎ সান্নিধ্য) 'হইয়', ইহার গ অত্যন্ত বহুল' (সং০র০ ১।৭। ১০১-১০২ ও টী০) উক্ত হইয়াছে। তাহাতে অনংশ স্বর নচয়ের ইতঃপূর্ব্বে উক্ত, অল্পতা বিষয়ক সাধারণ বিধির ব্যতিক্রম দেখা যায়।

ঐ অন্তরমার্গ অর্থে, 'ন্যাস আদি' (অর্থাৎ গ্রহ, অংশ, এবং ন্যাস, অপন্যাস, বিন্যাস, সংন্যাস এই সকল অন্ত) 'স্থান ছাড়া' (ঐ সকল স্থানের) 'মধ্যে মধ্যে, অল্পতাযুক্ত' (অর্থাৎ ইতঃপূর্ব্বে উক্ত দ্বিবিধ অল্পত্ববিশিষ্ট) 'স্বরনিচয়ের, কচিৎ' (অর্থাৎ স্থলবিশেষে) 'অনভ্যাস দ্বারা, কচিৎ কেবল লঙ্ঘন দ্বারা, অংশ আদি' (অর্থাৎ অংশ গ্রহ অপন্যাস আদি) 'স্বরের সহিত, বৈচিত্র্য উৎপাদনকারী, যে সংগতি, তাহার নাম, অন্তরমার্গ।' (সং০র০ পুঃপুঃ ১।৭।৫২-৫৩ ও টী০)। ঐ টীকায় কল্লিনাথ, সংগতি অর্থে, 'আরোহ অবরোহ আদি দ্বারা সংঘটনা' অর্থাৎ মেলন, এবং "বাড়্জী জাতিতে সগদ্বয়ের ও সধদ্বয়ের সংগতি" এই সং০র০ (ঐ ৬২) বচনের টীকায়, তাহা, 'সগসগসধ বা গসগসধস এইরূপ', বলিয়াছেন।

ভাষার যেমন ব্যাকরণ, গীতের ঠাট, গ্রহ, অংশ, ন্যাস প্রভৃতি বিষয়ক উপপত্তি, ঐরূপ, তাহার ব্যাকরণ মাত্র। সংস্কৃত ভাষা, যাহা সাধু ভাষা, এবং বেদমন্ত্র, যাহা অপৌরুষেয়, উভয়ই, সাধারণ লোকপ্রচলিত ভাষা না হওয়ায়, তৎ তৎ ব্যাকরণের অধীন অনেকটা হয়। দেবলোক হইতে মনুষ্যলোকে প্রচলিত মার্গরাগও, ঐরূপ, জাতি, মূর্ছনা, তান, তাল, গ্রহ, অংশ ন্যাস প্রভৃতি বিষয়ক নিয়মাধীন ছিল, কিন্তু দেশী রাগ, ঐ সকল (অর্থাৎ মার্গরাগের ব্যাকরণান্তর্গত) বিষয়ক বিধির বশীভূত ছিল না পূর্ব্বে (৩৯৩ ইঃ পৃঃ) বলিয়াছি। তাহা হইবারই কথা, কারণ, বিভিন্ন জনস্থানের প্রচলিত ভাষার ন্যায়, দেশী রাগও বিভিন্ন প্রদেশ বা জনপদের প্রচলিত লোকগেয় সঙ্গীত *, ও ঐ উভয়, প্রাচীনতর, বা নূতনরূপে নির্দ্ধারিত কতকগুলি ব্যাকরণ বিধির অধীন হইতে পারে না, কারণ জীবিত লোকের ভাষা বা সঙ্গীত, অথবা জীবনীশক্তি সম্পন্ন, বা স্বাভাবিক, অপরাপর বিষয়ের, সকল উপাদান ও ধর্ম্ম, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষিত বা নির্দ্ধারিত হইতে পারে না, এবং বিশ্লেষণে যাহা স্থিরীকৃত হয়, তৎ তৎ সংযোগ করিলেও, ঐ ঐ বিষয় সৃষ্ট হয় না। যথা, রাসায়নিক বিশ্লেষণে গোদুগ্ধ অপেক্ষা মনুষ্য দুগ্ধে, জল, ননী ও শর্করা অধিক, ও তাহা যতটা অধিক, তাহা নির্দ্ধারিত হয়, কিন্তু গোদুগ্ধে ঐ ঐ পরিমাণ ঐ ঐ জিনিষ সংযোগ করিলে, তাহা শিশুর সঠিক মাতৃস্তন্য হয় না। ঐরূপ, কথিত ভাষা ও রাগেরই ব্যাকরণ হয়, কিন্তু ব্যাকরণ অনুযায়ী শব্দ বা সুর উৎপাদন কার্য্যই, ভাষা

* "দেশে দেশে জনানাং যদ্রুচ্যা হৃদয়রঞ্জকম্॥ গানং চ বাদনং নৃত্যং তদ্দেশীত্যভিধীয়তে॥" (সং০র০পুঃপুঃ ১।১।২৩)। "তথা চ বৃহদ্দেশ্যাং মতঙ্গঃ। 'অবলাবালগোপালৈঃ ক্ষিতিপালৈর্নিজেচ্ছয়া॥ গীয়তে যানুরাগেন স্বদেশে দেশিরুচ্যতে॥'......ইতি॥" (রা০বি০১।৩ টী০)। দেশী রাগবিষয়ক অপর একটি বচন, সং০র০ ২।২।১৬১ কল্লি০টীকোক্ত আঞ্জনেয় বচন, ও রা০বি০ ১।৩৫ টীকোক্ত হনুমন্ত বচন বলিয়া, পূর্ব্বে (২৮৩ পৃঃ) উদ্ধৃত করিয়াছি। ঐ কল্লি০ টীকার ঐ 'আজনেয়' পাঠ ভুল, তাহা, পূর্ব্বে (২৪১ পৃষ্ঠায়) সমুদ্ধৃত সং০র০ কঃপুঃ ১৭শ শ্লোকান্তর্গত, 'আঞ্জনেয়' এই পাঠ হইবে। উপরোক্ত রা০বি০ টীকায়, ঐ বচন, 'হনুমৎ' বচন বলিয়াই উক্ত হইয়াছে। সুতরাং ঐ বচনকর্ত্তা, ও গীতসূত্রসারকার কর্ত্তৃক ৪৮, ৪৯, ১২৬ ইঃ পৃষ্ঠোক্ত হনুমন্ত বা হনুমৎ, একই, ও তিনি অঞ্জনানন্দন হনুমৎ। সং০র০এর মার্গরাগ তালিকাভুক্ত, প্রসিদ্ধ রাগনিচয়, মতান্তরে দেশী রাগ, তাহা শার্ঙ্গদেব সং০র০২।২।৩ বচনে বলিয়াছেন, পূর্ব্বে বলিয়াছি। দেশী রাগনিচয়ের শার্ঙ্গদেব, সম্মানসহ উল্লেখ করিয়াই, তাহাদের উদ্দেশ ও লক্ষণ দিয়াছেন। সোমনাথ রা০বি০ ১।৭ বচন ও টীকায় বলিয়াছেন যে, মার্গরাগ লোকরুচিবিকলিত, অর্থাৎ লোকরুচী অনুসারে, অসম্পূর্ণ বা বিকলাঙ্গ হওয়ায়, লক্ষ্য, অর্থাৎ ব্যাবহারিক কার্য্যে প্রচলিত রাগনিচয়, প্রায়ই দেশীরাগ পর্য্যায়ভুক্ত, কচিৎ মার্গরাগ। ঐ সকল উক্তি হইতে, অধুনা প্রচলিত রাগসমূহ, বিভিন্ন দেশের লোকপ্রচলিত গানের স্বরবিন্যাস হইতে সংগ্রহ, গীতসূত্রসারকার যাহা বলিয়াছেন, তৎসাপক্ষে প্রমাণ পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত সং০র০ বর্ণিত দেশী রাগ মধ্যে, এক একটি রাগ হইতে সামান্য সামান্য লক্ষণ পার্থক্যে, ঐ ঐ রাগের বিভিন্ন উপাঙ্গ রাগ, যথা তোড়ী (উদ্দেশ সং০র০ ২।২।১০, লক্ষণ ঐ ৭৫-৭৬ ; ঐ ২।২।১০ 'ত্রোডী' পাঠ ভুল, তৎস্থলে 'তোডী' পাঠ হইবে) রাগের ছায়াতোড়ী ও তুরুষ্কতোড়ী (ঐ ১৩৯) উপাঙ্গদ্বয় ; গুর্জ্জরী (উঃ ঐ ১০, লঃ ঐ ৮৯) রাগের মহারাষ্ট্রগুর্জ্জরী, সৌরাষ্ট্রগুর্জ্জরী, প্রভৃতি চারিটি উপাঙ্গ গুর্জ্জরী (১০৭-১০৯) ; গৌড় (উঃ ঐ ১০, লঃ ঐ ৯২) রাগের কর্ণাটগৌড়, দেশবালগৌড়, তুরুষ্কগৌড়, দ্রাবিড়গৌড় এই চারিটি উপাঙ্গ গৌড় (ঐ ১৫৮-১৬০) প্রভৃতি দৃষ্টে,

বা রাগ হয় না। প্রাচীন বা আধুনিক, কথিত ভাষাবিশেষের, কর্ত্তা, কর্ম্ম, ক্রিয়া, সর্ব্বনাম প্রভৃতি বিষয়ক, এবং প্রাচীনকালের বা আধুনিক, প্রচলিত রাগবিশেষের, গ্রাম, ঠাট, ও গ্রহ, অংশ, ন্যাস স্বর, প্রভৃতি বিষয়ক, প্রাচীন গ্রন্থোক্ত বা আধুনিক ব্যাকরণ অনুযায়ী, কতকগুলি শব্দ বা সুর যোজনা করিলেই, তাহা ঐ ভাষা বা রাগ হয় না, এবং ঐরূপ কতকগুলি ব্যাকরণ বিধি শিক্ষা, ও তদনুযায়ী কতকগুলি সুরপ্রস্তার রচনা করিলেই, রাগের গঠন, বা তৎশিক্ষা হয় না। কথিত ভাষার ন্যায়, রাগ, যথাযথরূপে উৎপাদন শুনিয়াই শিখিতে হয়, এবং কথিত ভাষা যেমন ব্যাকরণ বিধি অতিক্রম করিয়াই থাকে, এবং উভয়ের সামঞ্জস্য করার চেষ্টায়, ব্যাকরণের বিধি বদলাইয়া, নূতন নূতন বিধি নির্দ্ধারণেও, ব্যাকরণ যেরূপ কথিত ভাষাকে আঁটিয়া উঠিতে পারে না, রাগের ব্যাকরণও ঐরূপ ব্যাবহারিক রাগকে * আঁটিয়া উঠিতে পারে না, তাই শার্ঙ্গদেব, সোমনাথ, পুণ্ডরীক বিঠ্ঠল প্রভৃতি বিভিন্ন প্রাচীনকালের গ্রন্থকারেরা অংশ, গ্রহ, ন্যাস প্রভৃতি রাগের লক্ষণ (অর্থাৎ পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থোক্ত ব্যাকরণের উপপত্তি) সহ লক্ষ্যের (অর্থাৎ ব্যাবহারিক কার্য্যে তৎ তৎ কালের গায়ক বাদকগণ উৎপাদিত রাগনিচয়ের) বিরোধ দেখিয়াছিলেন এবং প্রত্যেকেই লক্ষ্য অনুযায়ী নূতনরূপ লক্ষণ রচনা করিয়াছিলেন। কথিত ভাষা, ও রাগে পারদর্শী গায়ক বাদক উৎপাদিত রাগ, বুঝা ও শিক্ষা করার সুবিধা প্রদানই তৎ তৎ ব্যাকরণের কার্য্য, ও তদনুকূল ব্যাকরণ বিধিই গ্রহণীয়, ও তৎপ্রতিকূল বিধি বা নিয়ম, পরিত্যজ্য হওয়া উচিত। উপরোক্ত প্রাচীন গ্রন্থকারেরা, ঐরূপ প্রাচীন বিধি, পরিত্যাগই করিয়াছিলেন।

শার্ঙ্গদেবের এবং তৎপূর্ব্ববর্ত্তী প্রাচীনকালে, যন্ত্রে সুরের স্থানের অনধীন ও কোন আদি সুরের প্রাধান্যহীন, ও পরস্পের সুরের ব্যবস্থাবিহীন, গ্রাম, মূর্চ্ছনা, শুদ্ধতান প্রভৃতি দ্বারা, আধুনিক কালের তুলনায় খুব স্বাভাবিক ঠাট ব্যবস্থা ছিল পূর্ব্বে পূর্ব্বে (৩৯৪ ইঃ পৃঃ) বলিয়াছি। তৎকালে ঐ ঠাট ব্যবস্থায়, এক একটি জাতির অন্তর্ভূত বিভিন্ন প্রকারের গীত, বা এক একটি রাগ, বা অপর যন্ত্র বা কণ্ঠসঙ্গীতের অবয়বস্থ, গীত অর্থাৎ রঞ্জনকারী পুঞ্জীভূত স্বরপরম্পরার, প্রথম, প্রধান, অন্ত প্রভৃতি স্বর নির্দ্দেশ পূর্ব্বক, ঐ ঐ স্বরকে গ্রহ, অংশ, ন্যাস প্রভৃতি স্বর নির্দ্দেশ এবং যে যে শুদ্ধ বা বিকৃত স্বর দিয়া ঐ ঐ গীত, অর্থাৎ স্বরপুঞ্জ গঠিত, তাহা নির্দ্দেশ করিয়া, এবং ঐ সকল স্বরের বহুলত্ব, অল্পত্ব, সংগতি প্রভৃতি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক, ঐ ঐ জাতি, বা রাগ, বা অপর সঙ্গীতের লক্ষণ নির্দ্ধারিত হইত, এবং ঐ ঐ লক্ষণ অনুসারে, যন্ত্রে (পূর্ব্বে ৪১৩ ইঃ পৃঃ যেরূপ দেখাইয়াছি, ঐরূপ) বাদকের স্বেচ্ছায় গৃহীত স্থানে, ঐ ঐ অংশ স্বর স্থাপন, ও তদনুযায়ী যন্ত্রের অপরাপর স্থানে, অপরাপর স্বর বাদন করিয়া, ঐ ঐ জাতির অন্তর্গত বিভিন্ন গীত, বা ঐ ঐ রাগ বা অপর সঙ্গীত বাদিত হইত। অংশ, গ্রহ, ন্যাস প্রভৃতি বিষয়ক ব্যাকরণ বিধি, ঐ প্রাচীন ব্যবস্থারই অনুকূল ছিল। রা০বি০ প্রভৃতির কালে, যন্ত্রে নির্দ্দিষ্ট স্থানে নির্দ্দিষ্ট সুর বাদনপ্রথার অধীন, মেল, অর্থাৎ স০র০ ও তৎপূর্ব্ববর্ত্তী কালের ঠাটের তুলনায় (পূর্ব্বে ৪১৬ ইঃ পৃঃ মৎপ্রদর্শিত) অপেক্ষাকৃত অস্বাভাবিক ঠাট, ও তদনুযায়ী বাদন ব্যবস্থাতেও, প্রাচীনতর কালের ধারা অনুসারে রাগনিচয়ের গ্রহ, অংশ, ন্যাস প্রভৃতি লক্ষণ

গীতসূত্রসারকার (৫২,৫৩ ইঃ পৃষ্ঠায়) সমপ্রকৃতিক রাগের কথা যেরূপ বলিয়াছেন, শার্ঙ্গদেবের কালেও ঐরূপ সমপ্রকৃতিক রাগের অস্তিত্ব বুঝা যায়, এবং তদ্ব্যতীত, তাৎকালিক রাগনিচয়ে, বিভিন্ন প্রদেশের, ও মুসলমান দেশের সঙ্গীতেরও প্রভাব হইয়াছিল তাহা বুঝা যায়।

* মুখে মুখে প্রচলিত, কথিত ভাষার, অজ্ঞাতসারে পরিবর্ত্তনের ন্যায়, ভারতীয় রাগ, যাহা মুখে মুখেই প্রচলিত, তাহার ঐরূপ পরিবর্ত্তনের ফলেও, ঐরূপ ব্যাকরণ সহ বিরোধ হইয়া থাকে। ঐ পরিবর্ত্তন মাত্রেই, (অন্ততঃ দেশীরাগের বেলায়) দোষের নহে। মুসলমান প্রভাবে, পরিবর্ত্তনের ফলে, হিন্দুস্থানী রাগের উন্নতিই হইয়াছিল, তাহা গীতসূত্রসারকার দেখাইয়াছেন।

চলিয়া আসিয়াছিল, কিন্তু প্রাচীনতর কালের তুলনায়, উপরোক্ত অস্বাভাবিক ঠাট ও তদনুযায়ী বাদন ব্যবস্থায়, ঐ গ্রহ,অংশ, ন্যাস প্রভৃতি নির্দ্দেশে অনেক কৃত্রিমতা হইয়া গিয়াছিল, এবং পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থোক্ত লক্ষণ সহ, লক্ষ্যের পার্থক্য হইয়াছিল। রাগবিবোধ ১।৪ ও টীকোক্ত লক্ষ্য সহ লক্ষণের বিরোধ, এবং সদ্রাগচংদ্রোদয় ১।৭ বচনোক্ত লক্ষ্য সহ লক্ষণের বহু বিরোধ হওয়ার, উহাই অন্যতম কারণ, তাহা বুঝা যায়। ঐ রা•বি• আদির কালে, উপরোক্ত কৃত্রিমতা হইলেও, তৎকালের মেল অর্থাৎ ঠাটে, কোন খরজের সুরের ব্যবস্থা, বা কোন আদি সুরের প্রাধান্য ছিল না, এবং এক একটি মেল অন্তর্গত যে যে স্বর শুদ্ধ বা বিকৃত, তাহাই নির্দ্দিষ্ট, এবং তদন্তর্গত গ্রহ, অংশ, ন্যাস প্রভৃতি নির্দ্দেশ করিয়া, তৎকালে এক একটি রাগের লক্ষণ ব্যবস্থিত হইত। এতদ্ব্যতীত ঐ কালে, ও তৎপূর্ব্ববর্ত্তী স•র• ও তৎপূর্ব্ববর্ত্তী প্রাচীন কালে, এক একটি রাগের বাদী বা অংশ স্বরের, সম্বাদী সম্পর্কের স্বর, ঐ রাগের বাদী স্বরূপ কল্পিত ও ব্যবহৃত, এবং গ্রহ, ন্যাস, অপন্যাস প্রভৃতি অপরাপর স্বরের স্থলে তৎ তৎ অনুবাদী স্বর, ব্যবহৃত হওয়ার ব্যবস্থা ছিল, ইতঃপূর্ব্বে দেখাইয়াছি, সুতরাং এক একটি রাগের গ্রহত্ব, অংশত্ব,ন্যাসত্ব প্রভৃতির জন্য,অপরিবর্ত্তনীয় এক একটি স্বর নির্দ্দিষ্ট ছিল না। ঐ গ্রহ, অংশ, ন্যাস, সম্বাদী প্রভৃতি বিষয়ক উপপত্তি, ধারাবাহিকক্রমে অধুনাও চলিয়া আসিয়াছে, কিন্তু আধুনিক ৭টি শুদ্ধ ও অনির্দ্দিষ্ট ওজোনের ৫টি বিকৃত সুরের অন্তর্গত সুর দিয়া, প্রত্যেকটি স-খরজে, ও স-আদি, ও স-এর প্রাধান্যে গঠিত, ঠাট সমূহের অন্তর্গত সুরনিচয়ের মধ্যেই, অপরিবর্ত্তনীয় এক একটি বাদী,গ্রহ,ন্যাস সুর নির্দ্দেশ,এমন কি (সম্বাদী ও অনুবাদী সম্পর্কের ইতঃপূর্ব্বে উক্ত প্রাচীন অর্থ ও প্রয়োগ না বুঝার ফলে) এক বা একাধিক, সম্বাদী বা অনুবাদী সুর নির্দ্দেশ পূর্ব্বক, কোন কোন সঙ্গীতবিৎ, আধুনিক রাগনিচয়ের উপপত্তি প্রদান করেন। তাহাতে, ঐ বাদী, সম্বাদী, গ্রহ, ন্যাস প্রভৃতি বিষয়ক প্রাচীন ব্যবস্থার অপপ্রয়োগই হয়। আধুনিক, ঐ বাদী সম্বাদী প্রভৃতি নির্দ্দেশের ফল যাহা হয়,তাহা,এবং ঐ ব্যবস্থা যে রাগ শিক্ষার প্রতিকূল, তাহা গীতসূত্রসারকার (৬৮,৬৯ ইঃ পৃষ্ঠায়) দেখাইয়াছেন। অধুনা প্রচলিত রাগনিচয়ের বাদী, গ্রহ, ন্যাস প্রভৃতি সুর নির্দ্দেশ করিতে হইলে, স•র• ও তৎপূর্ব্ববর্ত্তী প্রাচীনকালের, যন্ত্রের অনধীন ঠাটের ন্যায় ঠাট ব্যবস্থা করিয়া,সেই ভিত্তিতে ও তৎকালের অপরাপর ব্যবস্থা অনুযায়ী, ঐ সকল সুর নির্দ্দেশের চেষ্টা করা উচিত।

হারমোনিয়মের অধীন, বা এতদ্দেশীয় বীণ সেতারাদি যন্ত্র বাদন ব্যবস্থাধীন, আধুনিক ভারতীয় সঙ্গীতে, ও কৃত্রিম সুরের যন্ত্রের সুর ব্যবস্থার অধীনস্থ আধুনিক **ইউরোপীয় সঙ্গীতে, প্রাচীন ভারতীয় উপরোক্ত যন্ত্রের অনধীন ব্যবস্থা, ও অপরাপর ব্যবস্থা হইতে, অনেক শিখিবার জিনিস আছে।** এই পরিশিষ্টের প্রারম্ভেই সঙ্গীতের প্রত্নতত্ত্ব, অর্থাৎ পুরাতত্ত্ব বিষয়ক অনুসন্ধানের আবশ্যকতার কথা যাহা বলিয়াছি, তাহার প্রমাণ ইহা হইতেই পাওয়া যায়। এই কারণে, এবং গীতসূত্রসার লেখার পর প্রকাশিত, প্রাচীন সংগীত গ্রন্থ দৃষ্টে, প্রাচীন ব্যবস্থা বিষয়ক গীতসূত্রসারকারের বহু অনুমান যে সঠিক, তাহা বুঝিতে পারায়, এবং গীতসূত্রসারে, ও আধুনিক সঙ্গীতে, ও সংস্কৃত সাহিত্যে ব্যবহৃত, সঙ্গীত বিষয়ক অনেক পারিভাষিক শব্দের প্রকৃত প্রাচীন অর্থ পাওয়ায়, এই পরিশিষ্টে প্রাচীন সঙ্গীত ও তাহার শাস্ত্র বিষয়ক, এত কথার অবতারণা করিয়াছি। ঐ সকল, ও অপরাপর প্রাচীন গ্রন্থ হইতে, ঐরূপে, অনুসন্ধান করিলে, ঐরূপ আরও অনেক তথ্য আবিষ্কার হইতে পারে। এই পরিশিষ্টে, উপরোক্তরূপ যে সকল পারিভাষিক শব্দের অর্থ দিয়াছি, তদ্ব্যতীত, আরও বহু ঐরূপ পারিভাষিক শব্দের ও বিষয়ের প্রাচীন অর্থ, ঐ সকল প্রাচীন গ্রন্থ হইতে, বিশেষতঃ স•র• হইতে, পাইয়াছি,

কিন্তু এ রিশিষ্টের কলেবর অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে, একারণ ঐ সকল পারিভাষিক শব্দ ও বিষয়ের উল্লেখ না করিয়া, তন্মধ্যে কয়েকটির মাত্র অর্থ দিয়া, এই পরিশিষ্টের উপসংহার করিব। গীতসূত্রসার ২য় ভাগের, মল্লিখিত (পূর্ব্বে ২৩১ পৃঃ উক্ত, এখনও যন্ত্রস্থ) ইংরাজি অংশে, এতদতিরিক্ত আরও কতকগুলি পারিভাষিকের অর্থ প্রদত্ত হইয়াছে।

তাল বিষয়ে, সম, অতীত, অনাগত, এই তিন প্রকার গ্রহ (অর্থাৎ গ্রহণ, সং০র০ ৫।৫৪টী০), সং০র০ ৫।৫৪-৫৬৩ টী০, ও ৬।১৮৬-১৮৭ ও টীকায়, এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে,—"গীত প্রভৃতির, অর্থাৎ গীত, বাদ্য ও নৃত্যের সহিত সমকাল (অর্থাৎ সম প্রারম্ভকাল) যাহার (অর্থাৎ গীত প্রভৃতির সহিত তালের সম প্রারম্ভকাল হইলে), তাহা, সমপাণি (অর্থাৎ সমতাল) ও তাহার সংজ্ঞা সমগ্রহ। এই গ্রহতে মধ্য লয় হয়। বন্ধুসহ, অন্য প্রদেশে যাইতে ইচ্ছুক, এরূপ কোন ব্যক্তি, ঐ বন্ধু, তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া, তঁহার সম্মুখে (অগ্রে) যাইতেছেন শুনিয়া, ঐ বন্ধুর পশ্চাৎ দেশে স্থিত সেই ব্যক্তি, ঐ বন্ধুসহ সাম্যসিদ্ধির জন্য, স্বয়ং দ্রুত গমন করিলে যেরূপ হয়, ঐরূপ, যাহা, গীতের (এবং বাদ্য নৃত্যেরও) আদিতে প্রবৃত্ত (অর্থাৎ গীত প্রভৃতির আরম্ভকালের পূর্ব্বে, তাল দেওয়া আরব্ধ হইলে), তাহা অবপাণি (অর্থাৎ অধঃ তাল) ও তাহাকেই অতীতগ্রহ সংজ্ঞা দেওয়া হয়, এবং এই অতীতগ্রহে, দ্রুত লয় হয়। অথবা, বন্ধুর আগমন আরম্ভকালে, (সেই ব্যক্তি) স্বয়ং, অনাগত সেই দেশ হইতে অগ্রবর্ত্তী (অর্থাৎ বন্ধুর সম্মুখবর্ত্তী) দেশে থাকিয়া, গমন করিতে উদ্যত হইয়া (সেই ব্যক্তি), পশ্চাৎদেশে ঐ বন্ধু আসিতেছেন শুনিয়া, সেই বন্ধুর, নিজের (অর্থাৎ সেই ব্যক্তির) সহিত সাম্যসিদ্ধির জন্য, (সেই ব্যক্তি) পদে পদে বিলম্ব করিয়া যাইলে যেরূপ হয়, তদ্রূপ, গীত (এবং বাদ্য নৃত্যও) প্রথমতঃ (বিনা তাল দেওয়া অবস্থায়) প্রবৃত্ত (অর্থাৎ আরব্ধ), ও তাহার পশ্চাৎ, তাল আরব্ধ হইলে, তাহা উপরিপাণিক (অর্থাৎ উপরিস্থ তাল) হয়, এবং এই অনাগতগ্রহে, বিলম্বিত লয় হয়। উক্ত সমগ্রহে, গীত প্রভৃতির এবং তালের যে প্রারম্ভকাল, এবং উপরোক্ত অতীত ও অনাগত গ্রহদ্বয়ে, গীত প্রভৃতি সহ তালের সাম্যসিদ্ধির যে কাল, ঐ ঐ কালই, আধুনিক সঙ্গীতের, তালের সম বা সম্। এই সম বা সম্ সংজ্ঞা, আধুনিক। গীতসূত্রসারকার, তালের সম, বিষম, অতীত ও অনাগত এই চারি প্রকার গ্রহের কথা (১৩৪ পৃষ্ঠায়), ও ঐ পুস্তক লেখার সময় প্রকাশিত প্রাচীন সঙ্গীত গ্রন্থ দৃষ্টে, এ ঐ গ্রহের অর্থ যাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন তাহা, (১৯৭ ইঃ পৃষ্ঠায়) বলিয়াছেন। তালের ঠেকার সম্ স্থানে, অথবা তৎসহ অপরাপর পদ প্রারম্ভের প্রস্বন স্থানে, প্রস্বন না দিয়া, কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পরে পরে, অথবা অপরাপর স্থানে, প্রস্বন দিয়া গাহিয়া বা বাজাইয়া, তালের ছন্দের বৈচিত্র্য উৎপাদন করিলে, ঐরূপ প্রস্বন দেওয়াকে, অনাঘাত, অথবা অতীত আঘাত বলিয়াও, অধুনা উক্ত হয়।

প্রাচীন লয়। আধুনিক দ্রুত, মধ্য ও বিলম্বিত লয়ের ন্যায়ই, ও ঐ ঐ অনুপাতযুক্ত, ঐ ঐ নামক প্রাচীন লয়, ও একই নামক লয়ের, কালের গতি, বিভিন্নক্ষেত্রে বিভিন্নরূপ, তাহা, সং০র০ ৫।৪৮-৪৯ ও টীকায়, এবং ঐ লয়ত্রয়ের মিশ্রণে নানাপ্রকার যতি, সং০র০ ৫।৫০-৫৩ ও টীকায় বর্ণিত হইয়াছে। ঐ যতি, লয়ের ঐ ঐ মিশ্রণ বিষয়ক, পারিভাষিক সংজ্ঞা। ছন্দপ্রধান প্রবন্ধের যতি অর্থে, পদবিচ্ছেদ (সং০র০ ৪।১১৩ ও টী০), ছন্দের যতি অর্থে, জিহ্বার বিশ্রাম স্থান। ঐরূপ প্রবন্ধ, অতঃপর বর্ণিত প্রাচীন প্রবন্ধভেদ।

প্রাচীন তাল। সং০র ৫ম অধ্যায়ে, চচ্চৎপুটঃ চাচপুটঃ, ষট্‌পিতাপুত্রকঃ, চাচপুটঃর ভেদ উদঘট্টঃ, ষট্‌পিতাপুত্রকঃর ভেদ সংপক্কেষ্টাকঃ, প্রভৃতি শ্রেণীর মার্গতাল ও ঐ ঐ শ্রেণীর বহু প্রকার ভেদ ও মিশ্রণে উৎপন্ন বহুপ্রকার মার্গ তাল ও ছন্দ, ও তাহাদের গণিতের অনুপাত অনুযায়ী মাত্রাবিভাগ, ও লিপিচিহ্ন দ্বারা ঐ মাত্রাবিভাগের দৃষ্টান্ত, এবং অঙ্গুলী, বা হস্তের নিঃশব্দ বা সশব্দ ক্রিয়া দ্বারা, ঐ সকল তাল ও ছন্দ প্রকাশ করা (অর্থাৎ হাতে তাল দেওয়া), ও অঙ্গুলী বা হস্তের ঐ সকল ক্রিয়াসূচক, ঐ সকল তালের ও ছন্দের বোল (বোল্) প্রভৃতি দিয়া লক্ষণ, অর্থাৎ উপপত্তি প্রদত্ত হইয়াছে। ঐ ঐ চচ্চৎপুটঃ, চাচপুটঃ প্রভৃতি সংজ্ঞা, তৎ তৎ শ্রেণীর তালের ছন্দের, স্মারক। ঐ ঐ সংজ্ঞার, ছন্দশাস্ত্রানুযায়ী, লঘু, গুরু বর্ণ হইতে, এবং বিশেষ বিধি দ্বারা নির্দ্দিষ্ট, প্লুত বর্ণ হইতে, এবং ঐ লঘু, গুরু ও প্লুতত্রয়ের অর্থ, যথাক্রমে এক, দুই ও তিন মাত্রা, তাহা হইতে, তত্তৎ নামধের তালের ছন্দ নির্ণয়ের বিষয়, সং০র০ ৫।১৬,১৮,২২-২৫ প্রভৃতি বচনে বর্ণিত হইয়াছে। চচ্চৎপুটঃ তালের নামান্তর চতুরস্রঃ (ঐ ১৭) ও যুগ্ম (ঐ ৪০ ও টী০), চাচপুটঃর নামান্তর ত্র্যস্রঃ (ঐ ১৭) ও ওজঃ (ঐ ৩৭ ও টী০), ষট্‌পিতাপুত্রকঃর নামান্তর উত্তরঃ ও পঞ্চপাণিঃ (ঐ ২০), শার্ঙ্গদেব বলিয়াছেন, কিন্তু ঐ সকল তাল শিবমুখনিঃসৃত একথা তিনি বলেন নাই। ঐ চতুরস্রঃ, যুগ্ম, ওজঃ, প্রভৃতি নামান্তরগুলির

বর্ণ, উপরোক্তরূপ ছন্দের স্মারক নহে। ঐ সকল মার্গতাল অর্থে, মার্গ সংগীতের, অর্থাৎ দেবলোক হইতে মনুষ্যলোকে প্রচলিত সংগীতের, তাল। ঐ সকল মার্গ তাল ব্যতীত, বহুবিধ দেশী তাল, ও তাহাদের দ্রুত, লঘু, গুরু, প্লুত অর্থাৎ যথাক্রমে, অর্দ্ধ, এক, দুই, তিন মাত্রা, ও তদ্ব্যতীত বিরাম প্রভৃতি বিষয়ক, গণিতের অনুপাত অনুযায়ী বিভাগ, ও লিপি চিহ্ন দিয়া তাহাদের ছন্দের দৃষ্টান্ত প্রভৃতি সহ লক্ষণ, সং০র০ ৫ম অধ্যায়ে প্রদত্ত হইয়াছে। মার্গতালে, একমাত্রা অর্থে, পঞ্চ লঘু বর্ণ পরম্পরা, যথা, কচটতপ, উচ্চারণের কাল যতটা, সেই পরিমাণ কাল (স০র০ ৫।১৬ ও টী০), এবং দেশী তালের একমাত্রা অর্থে উপরোক্ত কাল ব্যতীত, তদপেক্ষা, কিঞ্চিৎ কম, যথা চারি লঘুবর্ণ উচ্চারণের, বা কিঞ্চিৎ বেশী, যথা ছয়টি লঘুবর্ণ উচ্চারণের কালও হইত (ঐ ২৩৫-২৩৬ ও টী০)। স০র০ পুঃপুঃ ১।৭ প্রকরণে, জাতিনিচয়ের, এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে কতক কতক রাগের স্বরলিপি দিয়া প্রদত্ত দৃষ্টান্তে, ও ৪র্থ অধ্যায়ে কতকগুলি প্রবন্ধর ছন্দের দৃষ্টান্তে, ও ষষ্ঠ অধ্যায়ে বিভিন্ন যন্ত্রের বোল্ দিয়া গঠিত, রচনা সমূহের দৃষ্টান্তর মধ্যে, ঐ সকল মার্গ ও দেশী কতক কতক তালের ব্যবহার আছে, তাহা হইতে, ঐ সকল তালের কার্য্যিক দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু ঐ সকল স্বরলিপি ও বোল্ গঠিত রচনাসমূহে, মাত্রাচিহ্ন, বা তালচিহ্ন নাই, কতক কতক স্বরলিপিতে মাত্র, যেরূপ মাত্রা অনুযায়ী বিভাগ আছে, তাহা পূর্ব্বে, (২৭৬ ইঃ পৃঃ) বলিয়াছি। ঐ ঐ বিষয়ক, এবং স০র০ ৫ম অধ্যায়ের তাল বিষয়ক, ও স০র০ ৪র্থ অধ্যায়ান্তর্গত ছন্দ বিষয়ক উপপত্তি হইতে, ঐ ঐ বিষয়ের তাল ও ছন্দ নির্ণয় করিতে হইবে। প্রাচীন ঐ সকল মার্গ ও দেশী তালের ছন্দ আলোচনা পূর্ব্বক, ঐ সকল, ও অপরাপর প্রাচীন সংগীত, ও তাহাদের তাল বা ছন্দ বুঝারই সুবিধা হইবে, নচেৎ আধুনিক সংগীতের তাল, গীতসূত্রসারকার যেরূপ বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন, তাহা বুঝার জন্য, তদধিক বিশেষ সাহায্য, ঐ সকল প্রাচীন তাল আলোচনায় হইবে না। গীতসূত্রসার লেখা কালে ঐ স০র০ ৫ম অধ্যায় প্রকাশিত না হওয়ায়, তাহা দেখিতে না পাওয়াতেই, এই গ্রন্থকার, প্রাচীন তাল, ও চচ্চৎপুট, চাচপুট প্রভৃতি নাম বিষয়ক (১৩২-১৩৪ ইঃ পৃষ্ঠার) উক্তি গুলি করিয়াছেন।

প্রাচীন প্রবন্ধ অর্থে, কলিবিভাগ ও তাল প্রভৃতি বিষয়ক, নিয়মে নিবদ্ধ, মনুষ্যরচিত রচনা, ও তাহার নামান্তর বস্তু ও রূপকম্ (স০র০ ৪।২-৬)। এই রূপকম্, ও পূর্ব্বে (৩৪৭ পৃঃ) উক্ত, আলাপের ভেদ রূপক, এক নহে। স০র০এ, প্রবন্ধের, উদ্গ্রাহ (অর্থাৎ প্রারম্ভকারী), ও (ঐ উদ্গ্রাহ সহ ধ্রুবর মিলনকারী) মেলাপক, ধ্রুব, ও আভোগ (অর্থাৎ পরিপূর্ণকারী বা অন্তে স্থিত), এই চারিপ্রকার ধাতু (অর্থাৎ তাৎকালিক কলি) বিভাগ, ও তন্মধ্যে প্রত্যেক প্রবন্ধে ধ্রুব ধাতু (অর্থাৎ কলি), ধ্রুব অর্থাৎ নিশ্চিত, থাকিতই, ও তদ্ব্যতীত উপরোক্ত, অপর এক, দুই বা তিন ধাতু থাকিত (স০র০ ৪।৭-৮ ও টী০), এবং স্থলবিশেষে ঐ ঐ ধাতুর কোন একটি স্থলে, অন্তরা নামক ধাতু (অর্থাৎ কলি) থাকিত, তাহা (ঐ ৯-৭ টী০, ৩০৫ টী০, ৩৩৩) বর্ণিত হইয়াছে। প্রাচীন ঐ ধ্রুব ধাতু হইতেই, গানের আধুনিক, ধ্রুব, বা ধ্রু, বা ধুয়ার উৎপত্তি হইয়াছে, বুঝা যায়। ঐ ধ্রুব, ও তৎসহ এক বা একাধিক ধাতুর অস্তিত্ব, এবং তাল, সার্গম, বোল্, পদ (অর্থাৎ বাণী) প্রভৃতির নানাপ্রকার ভেদ ও ঐ তাল, সার্গম প্রভৃতির, একটির বা একাধিকের অস্তিত্ব (ঐ ৭-১৮ ও টী০) অনুসারে, বহুবিধ প্রাচীন প্রবন্ধ, ও ঐ প্রবন্ধভেদ মধ্যে, বর্ত্তনী (ঐ ২০,১৫২-১৫৩) ও বিবিধ প্রকারের করণ (ঐ ২০,১০২-১৪০), স০র০ ঐ ৪র্থ অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। স০র০ ২য় অধ্যায়ে, কতক কতক রাগের, ঐ করণ, ও বর্ত্তনী অন্তর্গত, সার্গম খণ্ডের দৃষ্টান্ত আছে। করণ ও বর্ত্তনীর, ঐ দৃষ্টান্ত গুলিকেই, পূর্ব্বে (২৭৬ পৃঃ) আমি তাৎকালিক গৎ বলিয়াছি। গীতসূত্রসার ৮৪ ইঃ পৃষ্ঠোক্ত, আধুনিক প্রবন্ধ, হোরী, তেলানা, ত্রিবট, চতুরঙ্গ, সার্গম প্রভৃতি, প্রাচীন ঐ প্রবন্ধ শ্রেণীর অন্তর্গত।

গীতসূত্রসার—১ম ভাগ, পরিশিষ্ট সমাপ্ত।

সাধারণ নির্ঘণ্ট

(গীতসূত্রসার ১ম ভাগ, ও পরিশিষ্টের একত্রে) ।

অ

আ

ড

ত

ধ

ন

প

ফ

ব

ভ

শ

হ

গীতসূত্রসার ১ম ভাগ ও পরিশিষ্টের সাধারণ নির্ঘণ্ট সমাপ্ত।

ভ্রম সংশোধন।

গীতসূত্রসার ১ম ভাগের ভ্রম সংশোধন ;

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
খ	৮	পুস্তকে	পুস্তকে
।০	১৭	যথেচ্ছা-রিতা	যথেচ্ছা-চারিতা
।৵০	৩২	উপক্ত	উপযুক্ত
॥০	৯	হিন্দুস্থানী	হিন্দুস্থানী
॥০	২৩	হিন্দুস্থানী	হিন্দুস্থানী
৬৫	১৪	সিন্দু	সিন্ধু
৬৬	২৪	তাহায়	তাহার
৬৭	১৯	রাগ	রাগে
৬৭	২০	রাগে	রাগ
৬৮	২৩	ঝিঝোটীতে	ঝিঁঝো-টীতে
৯০	২৯	নিস্তেজ	নিস্তেজ
১১৭	২৬	অজ্ঞাত-প্রযুক্ত	অজ্ঞতা-প্রযুক্ত
১১৭	২৭	গ্রন্থেও	গ্রন্থেই
১১৭	৩০	তাঁহারও	তাঁহারাও
১২০	৬	মুক্তি	যুক্তি
১২২	৩২	মিথো সম্বা-দিনৌ তস্তৌ	মিথঃ সম্বা-দিনৌ চৌস্তঃ
১২৪	২৭	ক্রমরেচিক	ক্রমরেচিত
১২৫	১	রি ম গ রি	রি ম গ মি
১২৫	২০	ভৈরভ	ভৈরব
১২৫	৩০	সম্ভো-বক্ত্রাস্ত	সম্ভো-বক্ত্রাস্ত
১২৫	৩২	শিবাদভং	শিবাদভূং
১৩০	৯	কেচিত্ত	কেচিত্তু
১৩০	২২	কোমলীত ক্লধৈবতা	কোমলী-ক্লন্তধৈবতা
১৩৩	১	লদৌ	দলৌ
১৩৯	৬	খঁটী	খুঁটী
১৫৭	২৪	তরণী	তরুণী
১৫৭	৩০	কাওরালীর	কাও-য়ালীর
১৫৭	৩২	গ্রস্থ	গ্রন্থ
১৬৪	১৫	৩য় । এই-রূপ ছেদ	,
„	„	শেষের । চিহ্ন	।
১৬৭	৬	হ	২
১৬৮	৭	অত্যেক	প্রত্যেক

গীতসূত্রসার ১ম ভাগ পরিশিষ্টের ভ্রম সংশোধন।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২৩২	৭	systen	system
„	১৫	মহাশয়ের	মহাশয়ের
„	২৪	তৎপর-বর্ত্তি	তৎপর-বর্ত্তী
২৩৬	৯	ক্লমেণ্ট্স্	ক্লেমেণ্ট্স
২৩৭	১৮	হিন্দি	হিন্দী
২৪০	৫	প্রয়ো-জনীতা	প্রয়ো-জনীয়তা

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২৪০	৮	কার্য্যকরি ব্যবহারিক	কার্য্যকরী ব্যাবহারিক
২৪১	১	পরবর্ত্তি	পরবর্ত্তী
২৪২	২৬	টীকা গ্রন্থের	গ্রন্থের টীকা
২৪৪	২৩	**পাদার্থ সংগ্রহঃ**	**পদার্থ সংগ্রহঃ**
২৪৫	২০	পরবর্ত্তি	পরে
২৪৬	২০	শ্রীন্নিঃশঙ্ক	শ্রীনিঃশঙ্ক
”	২২	নিঃশঙ্গ	নিঃশঙ্ক
২৫৭	১৬	পরবর্ত্তি	পরবর্ত্তী
”	১৫	পরিষ্ফুট	পরিস্ফুট
২৬৬	৯	**বুষ্টৈঃ**	**বুর্ষ্টৈঃ**
২৭২	১	**অন্তর**-গ বা **অন্তর**	মধ্যম-সাধারণ
”	১২	পরবর্ত্তি	পরবর্ত্তী
২৭৩	২০	তীব্র ম	তীব্রতম ম
”	২২	মৃদু ম	মৃদু স
২৭৬	৩	উৎপাত্ত	উপপত্তি
”	”	ব্যবহারিক	ব্যাব-হারিক
২৮৩	৮	**হনুমন্তের**	**হনুমৎ** (৪৬৬ পৃঃ দেখ)
২৮৩	৩২	ব্যবহারিক	ব্যাব-হারিক

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২৯০	২৭	যে অশুদ্ধতায়	যে, ঐ **অশুদ্ধতায়**
২৯৪	২২	শুদ্ধ গ ও নি	**অন্তর**-গ ও কাকলী-নি **দ্বয়ের**
২৯৭	৭	রাবস্থা	ব্যবস্থা
৩০০	২৮	ক্লেমেণ্ট্‌ন্‌	ক্লেমেণ্টস্‌
৩০১	৮	হিন্দুস্থানী	হিন্দুস্থানী
৩০১	১১	ব্যবহারিক	ব্যাব-হারিক
৩০২	২৬	ব্যবহারিক	ব্যাব-হারিক
৩০৬	১৬	স$_{২}$-প-স$_{১}$-ম	স$_{২}$-প, স$_{১}$-ম,
৩০৭	৯	মধ-স	মধ্য-স
৩০৮	২১	দেখা যে	দেখা যায় যে
৩৩৮	১৬	সার্দ্ধ	সার্দ্ধ
৩৮২	২৬	নিম্নলিখিত	নিম্ন-লিখিত
৩৯৫	১০	আদি	প্রভৃতি
”	১২	আদি	প্রভৃতি
৩৯৬	১৮	রাগিনী	রাগিণী
৪২৪	২৯	ওরকে	ওরফে
৪৩০	৪	নৈপুন্ত	নৈপুণ্য
৪৩১	২	নৈপুন্ত	নৈপুণ্য
৪৬০	২৬	তাল	তান

গীতসূত্রসার—দ্বিতীয় ভাগ

(স্বাভাবিক গ্রামসাধন হইতে কোরাস্ গীত পর্য্যন্ত)

প্রথম খণ্ড।

কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রণীত।

দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীনীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

বাঙ্গালা ১৩৪১ সাল। ইংরাজি ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দ।

গীতসূত্রসার দ্বিতীয় ভাগের

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা।

এই ভাগের প্রথমে যে সকল সাধনাবলি দেওয়া হইয়াছে, তাহা উত্তমরূপে অভ্যাস করিলে, কণ্ঠের জড়তা দূর হইবে; এবং তৎসহিত মাত্রা ও সুর বোধ, এবং স্বরলিপি জ্ঞান জন্মাইবে। ঐ গুলি কেমন করিয়া অভ্যাস করিতে হয়, তাহা দেখাইয়া দিবার জন্যই, যে কিছু শিক্ষকের প্রয়োজন হইবে; নতুবা গান শিক্ষা করিতে আর শিক্ষকের প্রয়োজন হইবে না। এইভাগের ৬২ পৃষ্ঠা হইতে যে সকল গান দেওয়া হইয়াছে, তাহারা তানসেন, সুরদাস, সদারঙ্গ, শোরী, প্রভৃতি জগৎপ্রসিদ্ধ প্রাচীন ওস্তাদদিগের রচনা হইতে নির্ব্বাচিত; অতএব উহাদের প্রত্যেক গানই এক একটী রত্ন। ঐ সকল গানের কথা প্রায়সই হিন্দী। অনেকের হিন্দী গান অভ্যাস করিতে প্রবৃত্তি নাও হইতে পারে। কিন্তু রাগ রাগিণী বিশুদ্ধ শিক্ষা করিতে হইলে, হিন্দী গান ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। বাঙ্গালা ভাষায় ঐ প্রকার বিশুদ্ধ রাগ রাগিণীযুক্ত ধ্রুপদ ও খেয়াল এখনও প্রস্তুত হয় নাই। যাহা দুই একটি পাওয়া যায়, তাহা উহাদেরই নকল। কিন্তু আসল থাকিতে, নকল কেন? যাঁহার রাগরাগিণী শিক্ষা করিতে ইচ্ছা না থাকিবে, তাঁহার হিন্দী গানের প্রয়োজন নাই। টপ্পার মধ্যে কএকটি বাঙ্গালা গান দেওয়া গিয়াছে।

নাগরী অক্ষরে হিন্দী কথা যে প্রকার বর্ণ বিন্যাসে লিখিত হয়, এই পুস্তকে অবিকল সেই রূপ বর্ণ বিন্যাসে হিন্দী গানের কথাসকল বাঙ্গালা অক্ষরে লিখিত হইয়াছে। যাঁহারা হিন্দী উচ্চারণে একবারেই অনভিজ্ঞ, তাঁহাদের পক্ষে কএকটি স্থলে উহা বিশুদ্ধ পাঠ করা কঠিন হইবে। তাঁহাদের জন্য নিম্নে কএকটি উপদেশ দেওয়া যাইতেছে। বাঙ্গালা ও নাগরী অক্ষরের উচ্চারণ প্রায়ই একরূপ বটে; কিন্তু স্বরবর্ণের মধ্যে তিনটী স্বরের উচ্চারণ অতিশয় প্রভেদ। সে তিনটী অ, ঐ এবং ঔ। বাঙ্গালা অ আ-এর হ্রস্ব নহে; উহা একটী ভিন্ন স্বর। অতএব হিন্দীতে অ কিম্বা অকারান্ত হল্ বাঙ্গালা অ-এর ন্যায় উচ্চারিত হইবে না; উহা আ-এর ন্যায় উচ্চারিত হইবে; যেমন 'কলম' শব্দটী হিন্দীতে 'কালামা', এইরূপ ভাবে উচ্চারিত হইবে; অর্থাৎ আ লঘু করিয়া উচ্চারণ করিলে যেমন হয়, তেমনই হইবে। সকল স্থানেই অ সম্বন্ধে ঐ নিয়ম দ্বিতীয়, 'ঐ' বর্ণের উচ্চারণ বাঙ্গালাতে ওই-এর ন্যায়; কিন্তু হিন্দীতে তাহা নয়; হিন্দীতে ঐ-এর উচ্চারণ 'অ্যায়'; অতএব হিন্দী 'হৈ' শব্দের উচ্চারণ, 'হোই' না হইয়া, 'হ্যায়' হইবে; মৈ—ম্যায়, ইত্যাদি। তৃতীয়, 'ঔ' বর্ণের উচ্চারণ

বাঙ্গালাতে ওউ-এর ন্যায়; কিন্তু হিন্দীতে ঔ-এর উচ্চারণ 'আও'-এর ন্যায়। অতএব হিন্দী 'ঔর' শব্দের উচ্চারণ 'ওউর' না হইয়া, 'আওর' হইবে; নৌ—নাও, ইত্যাদি। ব্যঞ্জন বর্ণের মধ্যে অন্ত্যস্থ য ও ব-এর উচ্চারণ ভিন্ন। য-এর উচ্চারণ অনেক স্থলে য় দ্বারাই সম্পাদিত হয়; কিন্তু য-ফলাতে উচ্চারণের বিশেষ প্রভেদ; যেমন 'লিন্যো' হিন্দীতে 'লিন্নো'-বৎ উচ্চারিত না হইয়া, 'লিনিও,' এইরূপ হইবে। অন্তঃস্থ কিম্বা দন্তৌষ্ঠ্য ব-এর উচ্চারণ 'ওআ'। ঐ ব-এর জন্য একটী ভিন্ন অক্ষর বাঙ্গালাতে প্রস্তুত করা গিয়াছে; যথা 'ব়,' এইটী দন্তৌষ্ঠ্য ব-এর সংকেত। অতএব হিন্দী 'পারত' শব্দের উচ্চারণ 'পাওআত'; পাবে শব্দের উচ্চারণ পাওএ, ইত্যাদি। বর্গীয় জ-এর নিম্নে এক বা দুই বিন্দু যুক্ত হইলে, তাহা ইংরাজি Z-এর ন্যায় উচ্চারিত হইবে, যেমন গজ়ল, জ়োর, ইত্যাদি এবং স, সকল স্থানেই, S-এর ন্যায় দন্ত্য উচ্চারিত হইবে।

সার্গম স্বরলিপিতে সিকি মাত্রার সংকেত এই (,) কমা চিহ্নই, উদারা ও তারা সপ্তকের সংকেত ক্ষুদ্র (১) একের সহিত, যদি কখন ভ্রম হয়, সেই জন্য তৎ পরিবর্ত্তে এই প্রকার (।) ক্ষুদ্র দাঁড়ি উদারা ও তারা সপ্তকের সংকেত হইলে, সে গোল মিটিয়া যায় বলিয়া, অনেক স্থলেই তাহা ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, ছাপাখানায় ঐ ক্ষুদ্র দাঁড়ি অধিক পরিমাণে না পাওয়াতে, প্রত্যেক স্থানেই উহা ব্যবহার করিতে পারা যায় নাই। সার্গম স্বরলিপিতে এই প্রকার 𝄋 যে চিহ্ন ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহার অর্থ 'পুনরুক্তি'; ঐ প্রকার দুই চিহ্নের মধ্যবর্ত্তী অংশ দুইবার করিয়া গীত হইবে। সাংকেতিক ও সার্গম, উভয় স্বরলিপিতেই, পুনরুক্তির চিহ্ন অধিক ব্যবহৃত হয় নাই; যেখানে দুই দ্বিত্ব ছেদের মধ্যবর্ত্তী অংশে, তালের পুরা ফেরা পাওয়া যাইবে, সেই অংশই দুইবার গীত হইতে পারিবে, এইটী সাধারণ নিয়ম স্মরণ রাখিতে হইবে।

আমার ইচ্ছা ছিল যে, ওস্তাদি গানে প্রচলিত সকল রাগেরই ধ্রুপদ, খেয়াল, ও টপ্পা এই পুস্তকে দিই; এবং এক এক রাগে, প্রচলিত প্রত্যেক তালেরও গান দিই। প্রথমে এই ইচ্ছার অনুবর্ত্তী হইয়া, ধ্রুপদ ছাপাইতে আরম্ভ করাতেই, ইমনকল্যাণের ধ্রুপদ অন্য রাগাপেক্ষা বেশী দেওয়া হইয়াছে। পরে হিসাব করিয়া দেখা গেল, যে এক এক রাগে প্রত্যেক তালের গান ছাপাইতে হইলে, এই প্রকার দশ খানি পুস্তকেও শেষ হয় কি না, সন্দেহ। কাযেই তখন হাত খাট করিতে হইল; এবং প্রচলিত রাগের দুই একটী ধ্রুপদের বেশী দিতে পারিলাম না। ইহাতেই পুস্তক যে রূপ বাড়িয়া উঠিল, তাইতে অধিক পরিমাণে আলাপ, খেয়াল ও টপ্পা আর দিতে পারা গেল না; খেয়াল ও টপ্পায় যে প্রকার তান কর্ত্তব দ্বারা গানের বিচিত্রতা বাড়াইতে হয়, তাহাও দুই একটী ভিন্ন

সকল গানে দিতে পারিলাম না। আলাপ, খেয়াল ও টপ্পার জন্য পৃথক্ পৃথক্ পুস্তক প্রকাশের ইচ্ছা রহিল।

দ্বিতীয় ভাগ মুদ্রাঙ্কণের সম্পূর্ণ ভার নিজ হস্তে লওয়াতে, এবং সমস্ত সাংকেতিক স্বরলিপিগুলি নিজ হস্তে 'কম্পোজ্' করিয়া দেওয়াতে, ইহা এক বৎসরের মধ্যেই ছাপাইয়া প্রকাশ করিতে সক্ষম হইলাম। ১ম ভাগে দুই বৎসর লাগিয়াছিল। বঙ্গ সাধারণ এখনও সঙ্গীত পুস্তকের প্রতি আদর করিতে শিখে নাই। ইউরোপ হইলে এই দুই ভাগ গ্রন্থখানি এক জনের ভরণ পোষণের উপায় হইত। কিন্তু অভ্যুদয়ের প্রথম অবস্থায় এরূপ আশা করা যায় না। খ্রীঃ ১১শ বা ১২শ শতাব্দীতে সভ্যশ্রেষ্ঠ ইটালী কিম্বা জার্ম্মাণীতেও তাহা হয় নাই। এই প্রকার পুস্তক দ্বারা সাধারণকে সংগীত বিদ্যার প্রতি সমাদর করিতে শিক্ষা দিবে, এবং সংগীত শিক্ষাতে আস্থাবান করিবে। সেই উদ্দেশ্যেই এত পরিশ্রম করা গেল; নতুবা ইহা দ্বারা অর্থলাভ কিম্বা যশোলাভের কোন প্রত্যাশা রাখি না। মাতৃভূমীর এক বৃহৎ অভাব দূর করাই মূল উদ্দেশ্য।

কোচবিহার
২৪এ আশ্বিন, ১২৯৩।
৯ই অক্টোবর, ১৮৮৬।

শ্রীকৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়।

দ্বিতীয় ভাগ ২য় সংস্করণ প্রকাশকের উক্তি।

প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় বর্ণিত, গীতসূত্রসার ২য় ভাগের প্রথম সংস্করণের ৬২ পৃষ্ঠার পূর্ব্ববর্ত্তী, স্বরসাধন প্রণালী হইতে কোরাস্ গান অংশ পর্য্যন্ত, এই দ্বিতীয় সংস্করণে, গীতসূত্রসার ২য় ভাগের, এই প্রথম খণ্ড স্বরূপ প্রকাশিত হইল। উপরোক্ত প্রথম সংস্করণের উপরোক্ত ৬২ পৃষ্ঠা হইতে আরম্ভ করিয়া পরবর্ত্তী অংশ, যাহাতে ধ্রুপদ, খেয়াল প্রভৃতি গানের কথা ও স্বরলিপি আছে, তাহা, পৃথক ভাবে মুদ্রিত হইতেছে ও মুদ্রণকার্য্য অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে। তাহা গীতসূত্রসার ২য় ভাগের দ্বিতীয় খণ্ড স্বরূপ পরে প্রকাশিত হইবে। ইতি

৩।১ নীলমণি সরকার লেন,
কলিকাতা।
বাঙ্গালা ১৩৪১ সাল।
ইংরাজি ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দ।

শ্রীনীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
দ্বিতীয় সংস্করণের প্রকাশক।

গীতসূত্রসার দ্বিতীয় ভাগ

প্রথম খণ্ডের

সূচীপত্র।

গীতসূত্রসার দ্বিতীয় ভাগ

প্রথম খণ্ডের

ছন্দ প্রধান গীতের নির্ঘণ্ট

(বর্ণানুক্রমিক।)

তালের নির্ঘণ্ট।

(বর্ণানুক্রমিক।)

স্বরসাধন প্রণালী।

স্বাভাবিক বৃহৎ গ্রাম* সাধন।

*প্রথম ভাগে ১৪ ও ১৬ পৃষ্ঠা দেখ।

এক সুর বারংবার।

আশু অর্থাৎ সলগ্নতা সাধন*।

ঠা হইতে ক্রমে দ্রুত।

*প্রথম ভাগে ৩৬ পৃষ্ঠা দেখ।

*প্রথম ভাগে ১৪ পৃষ্ঠা দেখ ।

তারা অর্থাৎ উচ্চ সপ্তক সাধন।

| স . র : গ . ম : প . ধ : ন . স১ | স১ : র১ : গ১ : ম১ | প১ :—: প১ : ম১

| গ১ : র১ : স১ :— | স১ . ন : ধ . প : ম . গ : র . স ‖

উদারা অর্থাৎ খাদ সপ্তক সাধন।

| স :—: ন১ :— | ধ১ :—: প১ :— | প১ :—: ধ১ :— | ন১ :—: স :— ‖

| স : ম : গ : | গ : ধ : প : | প : স১ : ন : | ন : গ১ : র১ :
| গ১ : ন : স১ : | স১ : প : ধ : | ধ : গ : ম : | প : র : গ : ||
পঞ্চমগণ।
| স :—: প : | র :—: ধ : | গ :—: ন : | ম :—: স১ :
| প :—: র১ : | ধ :—: গ১ : | গ১ :—: ধ : | র১ :—: প :
| স১ :—: ম : | ন :—: গ : | ধ :—: র : | প :—: স : ||
সা রে
সা রে
ষষ্ঠগণ।

| স :—: ধ : | র :—: ন : | গ :—: স১ : | ম :—: র১ :
| প :—: গ১ : | গ১ :—: ম : | র১ :—: গ : | স১ :—: র :
| ন :—: স : | ধ :—: ন১ :— | স :—: : ||
সপ্তমগণ।
| স .র : গ .ম : প .ধ | ন .ধ : প .ম : গ .র || স,র .গ,ম : প,ধ .ন,ধ
: প,ম .গ,র | স,র .গ,ম, : প,ধ .ন,ধ : প,ম .গ,র | স :—: ||
অষ্টমগণ।
| স : র .গ : ম .প : ধ .ন | স১ : ন .ধ : প .ম : গ .র || স .র,গ
: ম,প .ধ,ন : স১ .ন,ধ : প,ম .গ,র | স .র,গ : ম,প .ধ,ন : স১ .ন,ধ
: প,ম .গ,র | স :—: : ||
তাবৎ অন্তর সাধন।
| স .র : গ .ম । প .ধ : ন .স১ | র১ .স১ : ন .ধ । প .ম : গ .র
| স,র .গ,ম : প,ধ .ন,স১ । র১,স১ .ন,ধ : প,ম .গ,র । স :— । : ||

| স : গ । প : গ : স ‖ স : ম । ধ : ম : স ‖ স : প । ন : প : স ‖
| স : ধ । সঁ : ধ : স ‖ স : প । ন : প : স ‖ স : ম । ধ : ম : স ‖
| স : গ । প : গ : স ‖

বিন্দু অর্থাৎ মাত্রার দেড়গুণ*।

আড় অর্থাৎ যোজিত সুর*।

অলগ্ন।

স্বরের বল সাধন ‡।

f f f f p p p p f p f p p f f p

pp pp p p m m mf mf ff ff p p

f f pp mp ff pp ff pp mf mf f p

স্ফীতন।

| স :—:— | র :—:— | গ :—:— | ম :—:— | প :—:—
| ধ :—:— | ন :—:— | সঁ :—:— | ন :—:— | ধ :—:—
| প :—:— | ম :—:— | গ :—:— | র :—:— | স :—:— ‖

* ১ম. ভাগে ৩০ পৃঃ দেখ। † ১ম. ভাগে ৩৭ পৃঃ দেখ। ‡ ১ম. ভাগে ৩৫ পৃঃ দেখ।

m p
আদ্যন্ত মৃদু ... ...
আদ্যন্ত কিছু জোরে ... .
আদ্যন্ত কণ্ঠের অর্দ্ধেক জোরে ... ...
আদ্যন্ত সবলে ... ...
আদ্যন্ত প্রবলতম রবে ... ...
প্রতিধ্বনি সাধন (একবার প্রবল, একবার মৃদু।)
f p f p f p f p
f p f p f p f p
f p f p f p f p
বৃদ্ধি pp
হ্রাস ff
| স .র : র .গ । র .গ : গ .ম | গ .ম : ম .প । ম .প : প .ধ
সা ... ... রে ... ... গা ... ... মা ... ...
| প .ধ : ধ .নি । ধ .ন : ন .স১ | স১ .ন : ন .ধ । ন .ধ : ধ .প
পা ... ... ধা ... ... সা ... ... নে ... ...
| ধ .প : প .ম । প .ম : ম .গ | ম .গ : গ .র । গ .র : র .স ||
ধা ... ... পা ... ... মা ... ... গা ... ...

* ১ম ভাগে ৪০ পৃষ্ঠা দেখ।

* ১ম ভাগে ৪১ পৃষ্ঠা দেখ। † ১ম ভাগে ৩৭ পৃষ্ঠা দেখ।

| স ,র .গ ,ম :প ,ধ .ন ,স' | স' ,ন .ধ ,প : ম ,গ .র ,স ||
আ আ
সা রে সা সা রে গা
| স' .ন : স' | স' .ন : ধ .ন | স' : স' .ন | ধ .প : ধ .ন
| স' : স' .ন | ধ .প : ম .প | ধ .ন : স' | স' .ন : ধ .প
| ম .গ : ম .প | ধ .ন : স' | স' .ন : ধ .প | ম .গ : র .গ
| ম .প : ধ .ন | স' : স' .ন | ধ .প : ম .গ | র .স : — ||
সা রে সা সা রে গা সা
সা নে সা সা নে ধা সা
খণ্ড পিট্‌কারী।
আ আ
ই ... ...
ও ... ...

| স ,র ,স : র ,গ ,র | গ ,ম ,গ : ম ,প ,ম | প ,ধ ,প : ধ ,ন ,ধ
আ আ
| ন ,স' ,ন : স' ,র' ,স' | : | স' ,র' ,স' : ন ,স' ,ন
আ
| ধ ,ন ,ধ : প ,ধ ,প | ম ,প ,ম : গ ,ম ,গ | র ,গ ,র : স ,র ,স ||
দ্রুত।
| স ,র ,র ,স : র ,গ ,গ ,র | গ ,ম ,ম ,গ : ম ,প ,প ,ম
আ
| প ,ধ ,ধ ,প : ধ ,ন ,ন ,ধ | ন ,স' ,স' ,ন : স' ,র' ,র' ,স' ||
| স' ,ন ,ন ,স' : ন ,ধ ,ধ ,ন | ধ ,প ,প ,ধ : প ,ম ,ম ,প
আ
| ম ,গ ,গ ,ম : গ ,র ,র ,গ | র ,স ,স ,র : স ,ন, ,ন, ,স ||

* প্রথম ভাগে ৪১ পৃষ্ঠা দেখ।

* আধুনিক বিলাতি পুস্তকে ও গতে এই ভূষিকা অর্থাৎ নিমেষ কাল মাত্র স্থায়ী সুরের জন্য চিহ্ন ব্যবহার দেখা যায়। প্রকাশক।

* প্রথম ভাগে ২০ পৃষ্ঠা দেখ।

কোমল গ, ধ ও নি।
স র গো ম প ধো নো স১ | স১ নো ধো প ম গো র স |
কোমল রি, গ, ধ ও নি।
স রো গো ম প ধো নো স১ | স১ নো ধো প ম গো রো স |
অচলস্বারিক গ্রাম।
স রো র গো গ ম পো প ধো ধ নো ন স১ |
স১ ন নো ধ ধো প পো ম গ গো র রো স |
কোমল রি, ধ ও নি।
স রো গ ম প ধো নো স১ | স১ নো ধো প ম গ রো স |
কোমল রি ও ধ।
স রো গ ম প ধো ন স১ | স১ ন ধো প ম গ রো স |
কোমল রি, কড়ি ম, ও কোমল ধ।
স রো গ মী প ধো ন স১ | স১ ন ধো প মী গ রো স |
ঔড়ব ঠাট।
স গ মী ধ ন স১ | স১ ন ধ মী গ স |

ঔড়ব ঠাট।
স গো ম ধো নো স' | স' নো ধো ম গো স |
সা গা রে মা
| স.গো : ম.র : গো | র.ম : প গ : ম | গ.প : ধ.মী : প |
সা গা মা রে গা রে মা গাগা মা গা পা ধা মা পা
| ম.ধো : নো.প : ধো | প.নো : স'.ধ : নো | ধ.স' : র'.ন : স' ||
মা ধা নে পা ধা পা নে সা ধা নে ধা সা রে নে সা
| স'.ধ : ন.পী : ধ | নো.প : ধ.মী : প | ধো.ম : প.গ : ম |
সা ধা নে পা ধা নে পা ধা মা পা
| প.গ : ম.রী : গ | ম.র : গ.সী : র | গো.স : র.ন, : স ||
লা লা লা লা
গ্রামের খরজ পরিবর্ত্তন।*
প-খরজের গ্রাম।
সা রি গ ম প ধ নি সা | সা নি ধ প ম গ রি সা |
রি খরজের ঐ।
সা রি গ ম প ধ নি সা | সা নি ধ প ম গ রি সা |
ধ খরজের ঐ।
সা রি গ ম প ধ নি সা | সা নি ধ প ম গ রি সা |
* প্রথম ভাগে ১৩৯ ও ২১৮ পৃষ্ঠা দেখ।

ছন্দ সাধন।

চতুর্মাত্রিক ছন্দ।

ম-খরজ। মাত্রা = মঃ ১৩২।

: প, | স : স : স : র.গ | র : র : র : গ.ম | প : গ.স : স, : স |
না | তা না না দীম্ | তা না না দীম্ | তা না না না |

| র :— : : প, | ম : ম : ম : গ.র | প : প : প : ম.গ |
| রে, না | তা না না দীম্ | তা না না দীম্ |

| র : ম.র : স : ন, | স :— : ||
| তা না না না | রে ||

প-খরজ। ♩ = মঃ ১১৬

রি-খরজ। মাত্রা = মঃ ১৩২।

| প : প : প.ম : ধ.প | প.ম : ম.গ : ম : | ম : গ : ম.গ : প.ম |
| তা না তা না | দীম্ তা না | তা না তা না |

| ম.গ : গ.র : গ : | প : ধ : প.ম : ম.গ | ম : প.ম : ম.গ : গ.র |
| দীম্ তা না | তা না দীম্ দীম্ | তা দের্ না দীম্ |

| প : ধ : প.ম : ম.গ | ম : প.ম : ম.গ : গ.র | গ : র.স : ম : গ.র |
| তা না দীম্ দীম্ | তা দীম্ দীম্ দীম্ | না দের্ তা দীম্ |

| প : ধ : প :— | প : স'.ধ : প.ম : গ.ম | গ : র : স : ||
| তা না না | তা দের্ না দীম্ | তা না না ||

ষ-খরজ।
=মঃ ১১৬
তা না না, না না, তা না না, না, তা না না, তা না না, না না;
তা না না, না না, তা না না না, তা না না না তা না না না।
সা-খরজ।
=মঃ ১১৬
তা না না না তা না না না তোম্ তা না না না, দেন্
তা না দেন্ না তা না দেন্ না তা না দাম্ তা না।
দ্বিমাত্রিক ছন্দ।
সা-খরজ।
=মঃ ১০৮
| স .র : গ | গ .ম : প | প .ধ : ন .স১ | ন : .স১ |
র১. স১ : ন | ধ : প .প | ম . গ:— .র | স : ||
সা-খরজ।
মাত্রা=মঃ ১০৮
স : র .গ	র : গ	ম : গ .ম	প :—	ধ : প .ম	প : গ
তা না না	না না	তা না না	না	তা না না	না না
স : .র	স :—	গ : ম .গ	র : গ	প : ধ .প
তা না না	না	তা না না	না না	তা না না
ম :—	ধ : ন .ধ	প : স১	র১ : ন	স১ :—	
না	তা না না	না না	তা না	না	

ম-খরজ।
রি-খরজ।
মাত্রা = মঃ ৮৮।
প-খরজ।
ত্রিমাত্রিক ছন্দ।
সা-খরজ।

ধ-খরজ। মাত্রা = মঃ ১৭৬।

:প₁ | স :স :গ | র :র :ম | ন₁ :ন₁ :র | স :— ||
না | তা না না | তোম্ তা না | দের্ দের্ তা | না ||

:প | র :র :প | গ :গ :প | ম :ম.গ :ম.প | গ :— :প₁ ||
তোম্ | তা না না | তা না না | তা দের্ তা | না না ||

| স :স :গ | প :প :গ | র :ম :ন₁ | স :— ||
| তা না না | তোম্ তা না | দের্ দের্ তা | না ||

ম-খরজ। ♪ = মঃ ২০৮ ; কিম্বা প্রতি পদে দুই বার মঃ ৮০।

:গ :র | স :র :গ । র :গ :ম | প :— :প । ধ :প :ম |

| গ :প :ধ । প :ধ :ন | স¹ :— :— । :ন :ধ | প :ধ :ন । স¹ :— :ন |

| ধ :— :স¹ । ন :ধ :প | ম :প :ম । গ :র :গ | স :— :— । ||

সা-খরজ। মাত্রা = মঃ ২০৮।

| প :– :প | ধ :প :ধ | স¹ :– :– | ন :– :– | ম :– :ম | ধ :– :প |
| তা ম্না ন না নে | না না | তা ম্না না ম্না |

| গ :– :– | : : | প :– :প | স¹ :ন :স¹ | গ¹ :– :– | র¹ :– :– |
| না ; | তা ম্না ন না নে | না না |

| স¹ :– :ন | ধ :– :প | স¹ :– :– | : : ||
| তা ম্না না ম্না | না। ||

তাল সাধন।

কাওয়ালী তাল।

আড়াঠেকা তাল।
গা-খরজ।
মধ্যমান তাল।
সা-খরজ।
ঠুংরী তাল।
সা-খরজ।

সা-খরজ (ঠুংরী সমাপ্ত।) ♩ = মঃ ১০০ ।

২ + ২ +

| .র : গ . ম | প .-,ধ : ন . স' | . ন : ধ . প | ম .-,গ : র . স ||

খেম্‌টা তাল।

ধ-খরজ। তালি = মঃ ৮০ ।

+ ৩ ০ ১ + ৩ ০ ১

| স :- :- | র: গ :- | ম:- :- | গ :- :- | র:- :- | স : ন,:- | ধ,:- :- | প,:-:- ||

আড়খেম্‌টা তাল।

সা-খরজ। ♪ = মঃ ১৬০ ।

০ ১ + ৩

| : :স | র :গ ; ম | প :ধ :— | ন : স' :— |

০ ১ + ৩

| স' : ন :— | ধ :প :— | ম : গ :— | র : স :— ||

ভর্‌ভঙ্গা বা কাশ্মীরী খেম্‌টা।

রি-খরজ। ♪ = মঃ ১৭৬ ।

+ ২ + ২ + ২ + ২

:স :র | গ :- :ম | প:প :- | ধ :-:ন | স':স':- | ন:-:ধ | প:-:ম | গ:-:- | - ||

একতালা।

রি-খরজ। ♩ = মঃ ১৩৮ ।

+ ৩ ০ ১

| স : র : গ | — : ম : প | ধ :— : ন | ধ :— : প |

(একতালা সমাপ্ত।)
| ম : গ : র | — : স : ন, | স :— : র | গ :— : র ||
একতালা (তিন তালে বিভক্ত)
গb-খরজ।
= মঃ ১৩৮।
| স : র : গ :— | ম : প : ধ :— | ন : ধ :— : প |
| ম : গ : র :— | স : ন, : স :— | র : গ :— : র |
চৌতাল।
সা-খরজ।
= মঃ ১০০।
| স : স | র : গ | — : ম | প : প | ধ : ন | — : স' |
র' : স' | ন : ধ | — : প | ম : ম | গ : র | — : স ||
ঐ উদাহরণ দুন লয়ে।
= মঃ ১০০।
| স.স : র.গ | -.ম : প.প | ধ.ন :-.স' | র'.স' : ন.ধ | -.প : ম.ম | গ.র :—.স ||

ঝাঁপ তাল।
গb-খরজ।
♪ = মঃ ২০০।
+ ৩ ০ ১
| স : স | র : র : গ | ম : ম | প : প : ধ |
+ ৩ ০ ১
| প : প | ম :— : ম | গ :— | র :— : স ||
সুরফাক তাল।
ম-খরজ।
♪ = মঃ ১৭৬।
+ ২ ৩ + ২ ৩
| স :স :র :র | গ : গ | ম :- : প :প | ধ :ধ :প:- | ম :ম | গ :- :র :র ||
যৎ তাল।
গ-খরজ।
♪ = মঃ ২০৮।
+ ৩ ০ ১
| স : স:— | র:—:গ:— | ম:— :— | প :—:প :— |
+ ৩ ০ ১
| ধ : নো :— | ধ :—: প :— | ম :— :— | গ :—: র:— ||
ধামার তাল।
গ-খরজ।
♪ = মঃ ১৯২।
+ ০ ২ ০ ৩
| স : স :— | র:— | গ:— | ম :—:— | প:— :প :— |

পোস্তা তাল।

তেওট তাল।

রূপক তাল।

তেওরা তাল ।

পঞ্চমসওয়ারী তাল ।

আরব্ধিদের জন্য ছন্দপ্রধান গীত।

জীবন যৌবন জলের প্রায়।

সংসার রসের তরু।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।
ইমন, কাওয়ালী।
কৃ. ধ. ব।
ঈষৎ ঢিমা।
= মঃ ৮০।
সং - সা - র র - সে - র ত - রু স - হ - জে স - রল।
তা - হাতে ফ - লে - ছে দুই সু - র - সা - ল ফল॥ এক ফ - ল
কা - ব্য সু - ধা র - স আ - স্বা - দন; আর ফ - ল স - জ্জ - নে - র
স - হি - ত মি - লন। হ - বে না বি - - ফ - ল ক - ভু
হ - বে না বি - ফল। যা - হে যা - র অ - ভি - রু - চি,
ল - হ সে - ই ফল। প্র - থ - ম ফ - লের স্বা - দে তু - ষ্ট হ - য়
মন; দ্বি - তী - য় ফ - লে - র স্বা - দে স - ফ - ল জী - বন।
গতি শিথিল।

কে না জানে এ সংসার।

কৃ. চ. মং।　　　দেওবিভাস, তেতালা।　　　সংগ্রহ।

রিংধরজ। (ধীরে।)　　　মাত্রা = মঃ ৯৬।

: ম | প :— .ধ : প : গ | ধ :— .ন : স১ : ধ | প :— .গ : র : গ |
১.কে | না জা - নে | এ সং - সা - র | প - রী - ক্ষা - র |
২.কে | না জা - নে | বি - ত্তা অ - তি | মূ - ল্য - বা - ন |

স :— : : প	স১ :— .ন : স১ : র১	স১ : ন : ধ : প
জ্ঞান; কে	না জা - নে	চি - - র কা - ল
ধন; কে	না জা - নে	য - - ত্ন বি - না

ধ : প : স১ : গ	প :— : : প	স১ :— .ন : স১ : প১র১
র - - হি - - বে না	প্রাণ; কে	না জা - নে
মি - - লে না র	ধন; ত-	বু স - বে

স১ :— .ন : ধ : প	ধ : প : ম : গ	ধ :— : : ন
দুঃ - - খ - - ক - - র	পা - - প প - - র	শন; কে
কা - - র্য্য ক - - রে	বি - - প - - রী - - ত	তার; ধিক্

স১ :- .ন : ধ : প	ধ :- .ন : স১ : ধ	প :- .গ : র :- .গ	স :— :	
না জা - নে	ধ - - র - ম সু-	খে - র নি - কে-	তন।	
ধিক্ রে অ-	বো - ধ ম - ন	ধিক্ রে শ - ত-	বার।	

যে জন দিবসে।

হ, চ, মজুমদার। (দ্রুত)　　　মঃ ১১৬ দুই বার এক পদে।

তব ফুল্ল মুখ প্রিয় যে নয়নে।

ক্ষ. চ. বঃ। পাহাড়ী, ঠুংরী। ক্ষ. ধ. বঃ।

মধ্যবিত গতি। ♩=মঃ ১০০।

কণ্ঠ।

পিয়ানো বা হার্ম্মোনিয়ম্

ত-ব ফু-ল্ল মু-খ, প্রি য়, যে ন-য়-

নে, ক্ষ-ণ মা-ত্র ক-রে ক-ভু লো - ক-ন হে, মু-নি

মু-গ্ধ-ক-রী র-ম-ণী নি-ক-রে, কি গু-ণে হ-রি

-বে ব-ল তা - র ম - ন। বি-ষ-য়ে-র বি-ষা-ক্ত র
সে কি র-সে, প্র-ণ-য়া- মৃ-ত পূ-র্ণ অ-
মূ - ল্য যে; ত-ব ভা - ব বি-র-হি-ত যা - য় য-
ন, তৃ-ণ তু-ল্য গ-ণে ভ-ব স - - ম্প-দ সে।

আহা সুপ্রণয় কিবা সুখময়।

রাধামাধব মিত্র। লুম্, আড়খেম্‌টা। কৃঃ ধঃ বঃ

ম-খয়ল। (মধ্য গতি।) মাত্রা=মঃ ১২০।

১ + ৩

ন্‌. স : গ . গ : গ . ম	ধ . প : প . প : গ	প . ম : ম . গ : ম . র
১. আ - হা সু - প্র - ণয়,	কি - বা সু - খ - ময়,	ম - নে - র অ - সু - খ
২. প্র - ণ - য়ী যে নয়,	অ - সু - খী সে হয়,	ধ - রা - য় য দি - ন

০ ১ +

গ . গ :—:	স . স : গ . গ : গ . ম	ধ . প : প . প : গ
না - শে।	আ - ন - ন্দ অ - পার,	জ - ন্মা - য় স - বার,
থা - কে।	তা - র দুঃ - স - ময়,	কে দে - য় আ - শ্রয়,

প . ম : ম . গ : ম . র	স . স :—:		র . র : ম . ম : র . র
গে - লে বা - ন্ধ - বে - র	পা - শে॥		স - ত্য ব - ন্ধু যে - ই,
কে - বা ভা - ল বা - সে	তা - কে॥		অ - নে - কে - র স - ঙ্গে,

গ . গ : প . প : গ . গ	প . ম : ম . গ : ম . ধ	প :—: স . স
ভা - ল জা - নে সে - ই,	ব - ন্ধু - তা কি ধ - ন	হয়; আ - হা,
বি - বি - ধ প্র - স - ঙ্গে	হ - তে পা - রে আ - লা -	পন; আ - হা,

গ . গ : গ . গ : গ . ম	ধ . প : প . প : গ . গ	প . ম : ম . গ : ম . র
বা - ন্ধ - বে - র স - নে,	ক - থো - প - ক - থ - নে,	ক - ত সু - খো - দ - য়
কি - ন্তু চ - মৎ - কা - র,	খুঁ - জে মে - লা ভা - র,	স - ত্য ব - ন্ধু এ - ক

স :— : প	ধ :— : ধ	প :— : প . গ
হয়। আ-	হা, আ-	-হা, ও - গো
জন। আ-	হা, আ-	-হা, ও - গো

প . ম : ম . গ : ম . র	গ :— : প	ধ :— : ধ
ক - ত সু - খো - দ - য়	হয়! আ-	হা, আ-
স - ত্য ব - ন্ধু - এ - ক	জন! আ-	হা, আ-

প :— : প . গ	প . ম : ম . গ : ম . র	স :— :	
হা, ও - গো,	ক - ত সু - খো - দ - য়	হয়।	
হা, ও - গো,	স - ত্য ব - ন্ধু এ - ক	জন।	

ওরে অর্থ কিবা তোর।

ক্ষে. চ. মঃ।
মাঝ, কাওয়ালী।
ক্ষে. ধ. ব.
ধীর বিলম্বিত।
= মঃ ৭২।
ও-রে অ-র্থ কি-বা তো - র মো-হ চ - মৎ-কার; ক-রে-
ছিস তুই মু--গ্ধ অ - খি-ল সং - সার। কি
বা-ল-ক কি যু-ব-ক, কি-বা বৃ-দ্ধ-গণ, মো-
হি--ত মা--য়া-র তো-র স-ক-লে-র মন। স-
হ--স্র দা--সে-র প্র-ভু কি-ঙ্ক-র তো-মার, আ-ছে
আ-র এ--ম--ন প্র-ভু-ত্ব প-দ কার।
আর্য্য গীত।
ভুবনমোহিনী প্রতিভা।
মিশ্র বেলাবলী, ভরতঙ্গা।
BELLINI.
সোৎসাহে ও ধীরে।
= মঃ ২০৮।
১. আ-র্য্যে-র উ-দ্যা-নে সু-খে, উ-চ্চ স-হ-কা-র
২. স্বা-ধী-ন শি-শু-রা য-ত, সিং-হে-র স-ন্তা-ন
শা-খে, স্বা-ধী-ন দ-ম্প-তি পি-ক কু-হু গা-ন ক-রি
ম-দ, ম-ত্ত ক-রি শু-ণ্ড ধ-রি, বী-র খে-লা খে-লি

৩

স্বাধীন আর্য্যেরা সুখে, বিভুনাম লয়ে মুখে,
ভাগীরথীর দুই তীর, আলো করি বসিত।
স্বাধীন গঙ্গার জল, আস্ফালি তরঙ্গ দল,
কল কল শব্দে সিন্ধু সনে গিয়া মিলিত।

৪

বহু শত বর্ষ পরে, যুগের তরঙ্গ ভরে,
ডুবিয়াছে আর্য্য, মাত্র আর্য্যাবর্ত্ত রয়েছে।
সেই আর্য্যাবর্ত্ত এই, কি দিয়া প্রমাণ দেই,
নাহি আর্য্য নাহি বীর্য্য সমস্তই গিয়াছে।

যদি তুমি দণ্ড প্রহার।

কৃঃ চঃ মঃ। দেওঝিঁঝোটী, একতালা। সংগ্রহ।

ম-খয়জ। (মধ্য গতি) মাত্রা মঃ = ১৭৬।

	0	১	+	৩
:গ . ম	প :- .ধ : প	প : ধ : প	সঁ : ন : ধ	প :- : প . ম
য - দি	তু - - - মি	দ - ণ্ড প্র	হা - র, প্রি - য়,	প - র

| গ : প : প$_1$ | গ : প : প$_1$ | র :- . গ : র | র :— : গ . ম |
| পু - - স্পা - ঘা - ত হ - | তে তা প্রি - য়। - ত - - ব |

| প :- . ধ : প | প : ধ : প | স' : ন : ধ | প :— : প . ম |
| দ - - - ত্ত বি - ষে বি- | ষ কে ক - হে ? প - র |

| গ : প : প$_1$ | র : প : প$_1$ | স :- . স : স | স :— : প$_1$. প$_1$ |
| দ - - - ত্ত সু - ধা ত- | ত্তু - - ল্য ন - হে। য - দি |

| স :— : স | স : ম : গ | র : প$_1$: প$_1$ | প$_1$:— : প$_1$. প$_1$ |
| ক - - র শি - রে আ- | ঘা - ত অ - সি, পি - ছু |

| র :— : র | র : গ : ম | ম : গ : গ | গ :— : স . স |
| না হ - টি - ব র- | হি - ব ব - সি। ত - ব |

| গ :- . র : স | ম :- . গ : ম | প :- . ম : প | ধ :— : প . ম |
| হে - - - তু য - দি ম- | র - - ণ হ - য় ; বেঁ চে |

| গ : প : প$_1$ | র : প : প$_1$ | স :- . স : স | স :— ||
| ও - - ঠা, সে ত ম- | র - ণ ন - - য়। ||

কিবা শোভা পায় মণি।

ক্রু. চ. মঃ। ভৈরবী*, একতালা (দ্রুত)। ক্রু. ধ. ব.।

ধীরে। ♪ = মঃ ২০০।

* ১ম ভাগোক্ত ১৬শ পরিচ্ছেদানুযায়ী গ-মূর্চ্ছনায় লিখিত।

শো - ভা পা - য় শ - শী, গ - গ - ন ম - ণ্ড - লে; কি - বা
প - র দুঃ - খে যা - য়, আঁ - খি ভা - সে জ - লে; তা - য়
শো - ভা পা - য় অ - সি, বী - র ক - র - ত - লে।
স - ম শো - ভা আ - র, কি - আ - ছে ভূ - ত - লে।
যত দিন ভবে।
কৃ. চ. মঃ।
মিশ্র ঝিঁঝোটী, একতালা (দ্রুত)।
DONIZETTI.
মধ্যবিত ধীরে।
= মঃ ২০০।
০ ১ + ৩ ০ ১ + ৩
য - ত দি - ন ভ - বে, না হ - বে না হ - বে,
তো - মা - র অ - ব - স্থা, আ - মা - র ম - ত।
শু - নে না শু - নি - বে বু - ঝে না বু - ঝি বে,
জা - না - ই - ব আ - মি, যা - ত - না য - ত।
চি - - র - সু - খী জ - ন, ভ্র - মে কি ক - খ - ন,
গতি শিথিল।
ব্য - থি - ত বে - দ - না, ব্য - থি - ত বে - দ - না, বু - ঝি - তে পা - রে;

* ১ম ভাগোক্ত ১৬শ পরিচ্ছেদানুযায়ী প-মূর্চ্ছনায় লিখিত।

আভোগ।

আয়রে শুভ দিন কৌমার।

রাজকৃষ্ণ বসু। (পরিবর্ত্তিত) লুমবেহাগ, কাওয়ালী। BELLINI.

ম-খরজ। (ধীরে) মাত্রা = মঃ ১০০।

০ ১ + ৩ ০ ১

| প, : স . ,র | গ : গ | গ : -.ম | গ : | গ : গ .,গ | গ . ,র : স . ,র |
| আয় রে সে শু - ভ | দি - - ন, | কৌ-মা - র, আ - য় রে আ- |

| গ :— | স : | প, : স . ,র | গ : গ | গ : - .ম | গ . : স . ,গ |
| বার; | শোক, তা - প দূ - রে | যা - - - বে, ল - জ্জা |

| প :— | প . ,ম : গ . ,র | স :— | : | প, : ন, . ,স | র : র |
| পা - বে অ - হং | কার। | স - র - ল - তা যো - |

| র :— .গ | র : | গ : স . ,স | র : প, | প, :— . ধ, | প, : |
| গা - ই - বে | সে আ - ন - ন্দ অ - | পার; |

| প, : ন, . ,স | র : র | র :— .গ | র : | গ : স . . ,স | র : প, |
| ব - হি - তে হ - বে | না আর, | এ সং - সা - রে. - র |

| প, :— | ম : | প, : স . ,র | গ : গ | গ :— .ম | গ : |
| ভার। | অ - ন্ত - র বি - ম- | ল হ - - বে, |

.গ :গ .,গ	গ .,র :স .,র	গ :-	স :	প : স .,র	গ : গ
না র - বে	কু - টি - ল - তা	আর;		যে ক - -	রি - বে

গ :- .ম	গ . :স .,গ	প :—	প .,ম :গ .,র	স :-	- : ‖
স্নে - - হ,	হ - ব	ত -	খ - - নি তা-	হার।	

শ্বেত হ'ল শ্যাম কেশ।

কৃঃ চঃ মজুমদার। DONIZETTI.

ধীরে। ♩= মঃ ৯২।

mf

শ্বে - ত হ' - ল শ্যা - - ম কে - শ, নি - শ্বা - স হ - তে - ছে

শে - - ষ; ম - নে - র বা - স - - না মো - - র অ - দ্যা-

পি না পু - - রি - ল। য - ত - নে তু - - রা - শা

ভ - রে, ডু - বি - লা - ম র - ত্না - ক - রে; যা - ত-

না হ - ই - ল সা - র, র - ত - ন না মি - লি-

ল॥ দে - খি - তে যে সু - খ মু - খ, ছা - ড়ি-

লা - ম অ - ন্য সু - খ; আ - জো তা - র প - র

স্বাধীনতা হীনতায়।

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। তাল ভরতঙ্গা। পারসিক রাগ।

নি♭ খরজ। (ধীরে ও তেজে) মাত্রা=মঃ ১৪৮।

: প$_1$	প$_1$: গ : গ	গ : র : র	র :–.স : স	স :– : ন$_1$.ধ$_1$
১. স্থ-	স্বা - - ধী-	ন - - তা	হী - - ন-	তায়, কে
২. ও-	ই শু-	ন ও-	ই শু-	ন, ভে -

ধ$_1$: প$_1$: প$_1$	প$_1$: ধ$_1$: ন$_1$	গ :– .র : স	স :— : প$_1$
বাঁ - চি - তে	চায় হে, কে	বাঁ - চি - তে	চায়; দা-
রি - র আও	-আজ হে, ভে-	রি - র আও-	আজ; চ -

প$_1$: গ : গ	গ : র : র	র :–.স : স	স :— : ন$_1$.ধ$_1$
স - - ত্ব	শৃ - - ঙ্খ-	ল, ব-	ল, কে
ল, চ-	ল, চ-	ল স-	বে স -

ধ$_1$: প$_1$: প$_1$	প$_1$: ধ$_1$: ন$_1$	র :– .স : স	স :— : প$_1$
প - রি - বে	পায় হে, কে-	প - রি - বে	পায়। কো-
ম - র স-	মাজ হে, স	ম - র স-	মাজ। সা -

প$_1$: ম : প$_1$	প$_1$: গ : গ	গ :– .র : গ .র	স :– : স
টী ক-	ল্প দা-	স থা-	কা ন -
র্ধ - - ক	জী - - ব-	ন, আ-	র বা -

ন$_1$: র : ম	ম : ম : ম	ম :– .র : প .ম	গ :— : প$_1$
র - কে - র	প্রায় হে, ন -	র - কে - র	প্রায়; দি -
হু ব - ল	তার হে. বা -	হু ব - ল	তার; আ -

প$_{1}$: ম : প$_{1}$	প$_{1}$: গ : গ	গ :- .র : গ .র	স :— : ন$_{1}$.ধ$_{1}$
নে - - কে -	র স্বা-	ধী - - ন -	তা স্ব -
অ্ম না -	শে যে	ই ক -	রে দে -

ধ$_{1}$: প$_{1}$: প$_{1}$	প$_{1}$: ধ$_{1}$: ন$_{1}$	র :- .স : র	স :—
র্গ - সু - খ	তায় হে, স্ব-	র্গ - সু - খ	তায়।
শে - র উ	দ্ধার হে, দে-	শে - র উ	দ্ধার।

কোন জন এ জগতে।

কৃঃ চঃ মঃ। সংগ্রহ।

ধীর বিলম্বিত। ♩= মঃ ১২৬।

১. কো- ন জ - ন এ জ- গ - তে, চি - র সু খী
২. দে - খ খুঁ - জে এ সং-সা - র, নি - ষ্কা - ম হৃ-

স - র্ব্ব ম - তে; অ - সু -খে - র টে - র কি - ছু ক - থ
দ - য় কা - র; কা- র ম - ন কো- ন রূ - প আ - শা

ন - ই পা - য় - নি? কে কো- থা - য় চি- র দি - ন,
প - থে ধা - য় - নি? কা - র আ - শা অ- বি- র - ত,

ইচ্ছামত।

শা- ন্তি সু - ধা - সি- ন্ধু লী - ন; ... ... অ - শা - ন্তি - র
পূ - র্ণ হ - য় ই - চ্ছা ম - ত; ... ... কো - ন আ - শা

উ - ষ্ণ নী - রে এ - ক দি - ন না - য় - নি?
কো- ন দি - ন ব্য - র্থ হ - য়ে যা - য় - নি?

কত ভূমিপ আসন।

ক্বঃ চঃ মঃ। কালাংড়া, একতালা। ক্বঃ ধঃ বঃ।

ধীরে। ♩=মঃ ১৩৮।

যে ফুলে সুবাস নাই।

রাঃ মাঃ মিত্র। পিলু*, কাওয়ালী। ক্বঃ ধঃ বঃ।

স-খরজ। (মধ্য গতি) মাত্রা=মঃ ১০০।

	০	১	+	৩
.গ	পী : ধ .ধ	ন .-, ন : ন .স'	স' .-, ন : স' .-, ধ	ন :- .গ
১. যে	ফু - লে সু-	বা - স না-ই,	সে ফু-ল কি	ফুল; যে
২. যে	গা - নে না	হ - রে ম-ন,	সে - গা-ন কি	গান; যে

পী : ধ .ধ	ন, স' .ন : ধ .ধ	ন .ধ : ধ, ন .পী	ধ :— .ধ
ফু - লে -তে	মা - ন না-ই,	সে ফু-ল কি	ফুল। যে
মা - নে স	ম্ভ্র - ম না-ই,	সে মা-ন কি	মান। যে

* ১৬শ পরিচ্ছেদানুযায়ী বিকৃত ধ-মূর্চ্ছনার লিখিত।

ন .সা' : ন .ধ	ন .রা' : গা' .গা'	মা' .গা' : মা' .রা'	গা' :— .ধ
চা - সে তে	লাভ না - ই,	সে চা - স কি	চাস; ঘা -
ঘ - রে - র	দ্বার না - ই,	সে ঘ - র কি	ঘর; যে -

ন .রা' : মা' .গা'	রা' .-, ন : সা' .সা'	ন .ধ : ধ ,ন .পী	ধ :-
-হার প্র - ভু	ভ - ক্তি না - ই,	সে দা - স কি	দাস।
ন - রে - র	বি - দ্যা না - ই,	সে ন - র কি	নর।

অভাগীর কেউ নাই।

শিবনাথ শাস্ত্রী। (পরিবর্ত্তিত) DONIZETTI.

শ্লথ, সভঙ্গী। ♩=মঃ ১০০।

গতি শিথিল।
লয়ে।
ক - থা, কা - র কাছে, কা- র কা-ছে ব- লি - ব? কো- থা-
কা - র তা - র কাছে, তা- র কা-ছে ব- হি - তে। নি - দ্রা
য় জু ড়া - ই প্রা - ণ, প্রা - ণ ভ - রে কাঁ - দি -
ভা - ঙ্গি সে নি - - ঠু - রে, ধী - র স্ব - রে ব - লি -
গতি শিথিল।
যা? অ- য়ি দ - য়া- ম- য়ি নি-শি, দে - ও তা-হা, দে ও তা- হা ক হি
বে, 'ঘু -মা - ও, ন- য়- ন কে- ন মে - লি - তে-ছ, মে-লি তে- ছ এ র-
কণ্ঠের অনুযায়ী।

লয়ে।
য়া।... ... ... তু-লে ল-ও প্রা ণ-ফু-ল দ-য়া
বে?... ... ... অ-ব-লা-র হা-হা-কা-র কে-ন
ক-রে ছি-ড়ি-য়া; যা-ত-না স-হি-ব
বৃ-থা শু-নি-বে? ঘু-মা-ও, কাঁ-দু-ক
গতি শিথিল।
ক-ত; এ-কা-কি-নী, এ-কা-কি-নী প-ড়ি-য়া।
তা-রা, চি-র কা-ল, চি-র কা-ল কাঁ-দি-বে'।

শিশির হইল শেষ।

কুঃ চঃ মঃ। কাফি,* তেতালা। কুঃ ধঃ বঃ।

ধীরে। ♩= মঃ ১০০।

* ১৬শ পরিচ্ছেদানুযায়ী ত্রি-মূর্চ্ছনায় লিখিত।

বাজ্‌রে শিঙা* ।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোঃ। ইমন্‌বেলাবলী, ঢিমাতেতালা। কৃ. ধ. বঃ।

ধীরে ও সোৎসাহে। ♩= মঃ ১০০।

* মোগলেরা মহারাষ্ট্র অঞ্চল আক্রমণ করিলে পর, মাধবাচার্য্য নামক একজন মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার নিমিত্ত নগরে নগরে বীরত্ব ও উৎসাহ বর্দ্ধক গান করিয়া বেড়াইতেন। সেই প্রবাদ বা উপন্যাস অবলম্বন করিয়া এই গীত লিখিত হইয়াছে।

আশার ছলনে ভুলি।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত। খাম্বাজ, একতালা। কৃঃ ধঃ বঃ।

গ♭-খরজ। (ঈষৎ দ্রুত)। মাত্রা=মঃ ২০০।

০ ১ +f ৩ ০

| প :—: ধ | স১ : স১ : নো.ধ | পধ :—: প | প :—: ধ | ম : প : ম |
| আ - শা- | র ছ- | ল - নে | ভু - লি, | কি ফ- |

p

| গ :—: স | র : গ : ম | প :—: গ | ম : গ : ম | ধ :—: নো |
| ল ল- | ভি - নু, | হায়, | তাই ভা | বি ম- |

০

| ধ :—: | : : | প :—: ধ | স১ : স১ : নো.ধ | পধ :—: প |
| নে! | | জী - - ব- | ন প্র- | বা - - হ |

| প :—: ধ | ম : প : ম | গ :—: স | র : গ : ম | প :—: ধ |
| ব - - হি, | কা - - ল- | সি - ন্ধু | পা - নে | ধায়, |

০

| নো : ধ : প | ম :—: প | গ :—: | : : || ম :—: ম |
| ফি - রা - ব | কে - - ম- | নে? | || দি - ন |

| ধ : প : ধ | নো :—: নো | ধ : প : ধ | প :—: ন | স১ :—: র১ |
| দি - ন | আ - - য়ু | হী - - ন; | হী - - ন | ব - - ল |

| স১ : নো : নো | ধ :—: — | ন : ৮১ : ন | স১ : র১ : স১ | নো :— :— |
| দি - ন দি- | ন; | ত - বু এ | আ - শা - র | নে - - |

| ধ :— :— | প : ম : ম | ধ : প : ধ | ম.গ : ম : র | স :—: ||
| শা | ছু - টি - ল | না, | এ কি | দায়! ||

ম :—: ম	ধ :—: ধ	নো :—: নো	ধ :—: ধ	প : ধ : প
রে প্র-	ম - ত্ত	ম - - ন	ম - ম	ক - বে - পো-

ন : ন : ন	স১ : ন : র১	স১ :- :-	নো : ধ : নো	স১ : ন : স১
হা - ই - বে	রা - -	তি ;	জা - গি - বি	রে ক-

র১ :—:	: :	র১ :—: র১	র১ :—: স১	র১ :—: গ১
বে?		জী - - ব-	ন উ-	দ্যা - - নে

প১ ম১ :-: গ১	র১ :—: স১	স১ :—: স১	ন :—: ন	ন :—: স১
তো - র,	যৌ - ব-	ন কু-	সু - ম	ভা - তি

নো : ধ : প	ধ :—: নো	ধ :—:	: :	ম :—: ম
ক - ত দি-	ন র-	বে?		নী - - র

ধ :—: ধ	নো : স১ : নো.ধ	প :—: ধ	ম :—: প	ন :—: ন
বি - ন্দু	দু - - র্ব্বা	দ - লে,	নি - ত্য	কি রে

স১ :—: র১	নো :—: ধ	স১ : ন : স১	র১ : স১ : র১	স১ :—: নো
ঝ - ল	ঝ - লে?	কে - না	জা - - নে	অ - শ্রু

ধ :—: নো	ধ :—: ম	গ : ম : প	ম.গ : ম : র	স :—: ‖
বি - ন্দু	অ - শ্রু	সু - খে স	দ্যঃ - পা-	তি!

প্রতিধ্বনি গীত।

গ্রন্থকার। বেহাগ, কাওয়ালী। কৃ. ধ. বঃ।

ধীরে ও জোরে। ♩=মঃ ৭২।

f
p (১ম ধ্বনি)
pp (২য় ধ্বনি)
গা- ও, শু- নি হে, (শু - নি হে, শু - নি হে,) ও - হে, গা - ও শু - নি
p প্রতিধ্বনি)
p (প্রতিধ্বনি)
f
হে। ধ্ব - নি, (ধ্ব - নি) ধ্ব - নি, (ধ্ব - নি) কে তু - মি
p (১ম ধ্বনি)
pp (২য় ধ্বনি)
হে? (তু - মি হে, তু - মি হে?) কি- বা ম - ধু - ম - য় হ - য়
p (প্রতিধ্বনি)
তো-মা - র সু - স্বর, (ও সু - স্বর,) আ ·হা কো কি ·ল কা - ক ·লি ন - হে
p (প্রতিধ্বনি)
f
p (প্রতি-
এ - ত ম · নো- হর, (ম- নো- হর) ন - হে এ - ত ম- নো - হর। (ন - হে
ধ্বনি)
f
p (১ম ধ্বনি)
pp (২য় ধ্বনি)
এ - ত ম - নো - হর।) ঐ শু - ন, (ঐ শু - ন, ঐ শু - ন;)
f
p (প্রতিধ্বনি)
ঐ শু - ন স্বর। (শু - ন স্বর) সু- খী তু- মি যু - গু, আ - হা,
f
p (প্রতিধ্বনি)
যু - গ যু · গা - ন্তর, (যু - গা - ন্তর) ই ·চ্ছা হ - য়, থা ·কি অ - মন,
f
p (প্রতিধ্বনি)
হ · য়ে স - হ - চর, (স - হ - চর) তো-মার হ - য়ে স - হ - চর।

কোরাস্ অর্থাৎ দলবদ্ধ গান।

বহু জন মিলিয়া একত্রে গান করিলে, তাহাকে দলবদ্ধ বা সমবেত গান, ইউ-রোপীয় ভাষায় 'কোরাস্', বলে। কোরাস্ দুই প্রকার; ঐকতানিক ও বহুতানিক। বহু লোক মিলিয়া একই সুর এক লয়ে গাওয়াকে, ঐকতানিক কোরাস্ বলে; যেমন—গায়কদলের সকলেই এক সময়ে সা গায়, কিম্বা গ গায়, &c। দলের ভিন্ন ভিন্ন গায়কে বিভিন্ন সুর এক লয়ে গাওয়াকে বহুতানিক কোরাস্ বলা যায়: যেমন—চারি জন গায়কের এক জনে সা, দ্বিতীয় জনে গ, তৃতিয় জনে প, ও চতুর্থ জনে সা' গায়; অর্থাৎ চারি জনে যেন চারিখানি বিভিন্ন স্বর-বিন্যাস এক লয়ে গায়। ইহাতে সরু, মোটা প্রভৃতি ভিন্নাবস্থ কণ্ঠে একত্রে গাইতে অতিশয় সুবিধা হয়। মনে কর, সা গাইতে যাহার গলা নামে না, সে প কিম্বা সা' গাইতে পারে; এবং সা' গাইতে যাহার গলা চড়ে না, সে গ কিম্বা সা গাইতে পারে। প্রত্যুত এই প্রকার কোরাস্ অতিশয় জমকাল ও সুন্দর; ইহা সংগীতে বিপুল উন্নতির ফল। হিন্দু সংগীতে বহুতানিক কোরাস্ প্রচলিত নাই; ইহাতে সকল

কোরাস্ই ঐকতানিক। হিন্দু সংগীতে বহুতানিক কোরাস্ ব্যবহার করা যুক্তিযুক্ত কি না, বলা যায় না; কারণ বহুতানিক সংগীতে রাগ-রাগিণীর স্বকীয় মূর্ত্তি বিকৃত হইয়া যায়। ফলতঃ বহুতানিক কোরাস্ প্রস্তুত করা ও গাওয়া সহজ কার্য্যও নহে, একটু বিশেষ কাঠিন্য আছে; কারণ কতকগুলি যেমন তেমন বিভিন্ন সুর কএক জন গায়কে মিলিয়া এক লয়ে গাইলে শুশ্রাব্য হয় না। বহুতানিক কোরাস্ প্রস্তুত করিতে বহুমিল [হার্ম্মনি] শাস্ত্রে বিশেষ অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। বহুতানিক গীত কোরাসে গাওয়াও একটু কঠিন; কেননা এক জনে যে সুর গায়, আর এক জনের স্বভাবতঃ সেই সুরই গাইতে প্রবৃত্তি হয়। এই সহানুভূতি ত্যাগ করিতে না পারিলে, বহুতানিক গান গাওয়া সম্ভবপর হয় না।

হার্ম্মনি শাস্ত্রের নিয়মানুসারে বহুতানিক কোরাসের প্রত্যেক গানে সচরাচর চারি থাক, অর্থাৎ চারি শ্রেণী, স্বর-বিন্যাস ব্যবহার হয়: এক থাকে গানের প্রধান গত অর্থাৎ স্বর-বিন্যাস খানি, অপর তিন থাকে ঐ প্রধান গতের আনুসঙ্গিক সুমিল-যুক্ত তিন প্রকার স্বর-বিন্যাস। ঐ চারিথাক সুর চারি প্রকার কণ্ঠে গীত হয়: প্রত্যেক থাকের জন্য এক একতর কণ্ঠ নির্দ্দিষ্ট থাকে। সেই চারি প্রকার কণ্ঠের নাম খাদ, মধ্য, উচ্চ, ও জিল। গানের প্রধান সুর খানি উক্ত জিল নামক সর্ব্বোচ্চ কণ্ঠেই সচরাচর গীত হইয়া থাকে। ঐ চতুর্বিধ কণ্ঠে যে কোরাস্ গীত হয়, তাহাকেই পূর্ণ কোরাস্ বলে। স্ত্রী ও পুরুষ, দুই জাতীয় কণ্ঠ মিলিয়া পূর্ণ কোরাস্ হয়: পুং কণ্ঠে খাদ ও মধ্য, এবং স্ত্রী কিম্বা বালক কণ্ঠে উচ্চ ও জিল পাওয়া যায়। অতএব পূর্ণ কোরাস্ গাইতে অন্ততঃ চারি জন গায়কের প্রয়োজন; দুইটী পুরুষ, এবং দুইটী স্ত্রী অথবা বালক। সাধারণতঃ মোটা রকম পুংকণ্ঠকে খাদ, ও উচ্চ রকম পুংকণ্ঠকে মধ্য বলা যায়; এবং মোটা রকম বামা কণ্ঠকে উচ্চ, এবং উচ্চ রকম বামা কণ্ঠকে জিল বলা যায়। নিম্নে ঐ চারি কণ্ঠের ওজোন সীমা প্রদর্শিত হইতেছে :—
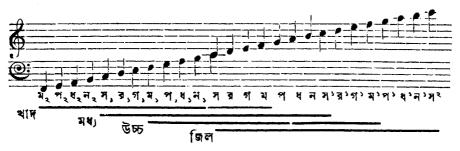
অর্থাৎ ম$_২$ হইতে ম পর্য্যন্ত খাদ কণ্ঠের সীমা; স$_১$ হইতে স^১ পর্য্যন্ত মধ্য কণ্ঠের; ম$_১$ হইতে ম^১ পর্য্যন্ত উচ্চ কণ্ঠের; এবং স হইতে স^২ পর্য্যন্ত জিল কণ্ঠের সীমা। বহুবিধ গায়ক একত্র হইলে, তাহাদের কণ্ঠের উপরি উক্ত ওজোন

সীমানুসারে, তাহারা চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া, কোরাসে গান করিবে।

দলবদ্ধ গান কেবল দুই প্রকার কণ্ঠের জন্য, কিম্বা কেবল তিন প্রকার কণ্ঠের জন্য, ব্যবহার হইতে পারে। দুই প্রকার কণ্ঠের জন্য যে গান, তাহাতে কেবল দুই থাক স্বর-বিন্যাস থাকে; সেই রূপ গানের নাম—দ্বিতানিক গান [*Duet*]। তিন প্রকার কণ্ঠের জন্য গানে তিন থাক মাত্র স্বর-বিন্যাস থাকে; এবং সেরূপ গানের নাম—ত্রিতানিক গান [*Triet*]। উপরের থাক উচ্চ রকম কণ্ঠে, ও নীচের থাক তন্নিম্ন রকম কণ্ঠে, গাওয়া বিধি।

বহুতানিক কোরাস্ বঙ্গীয় সংগীত-সমাজে প্রচলিত না থকিলেও, তাহা এতদ্দেশে সংগীত-চর্চ্চার উন্নতির সহিত ক্রমে সমাদৃত হইবে; কারণ বিষয়টী যদি যথার্থ সুন্দর ও সুরুচি-সম্মত হয়, তাহা নুতন কিম্বা বৈদেশিক অনুকরণ হইলেও, সহৃদার কৃতবিদ্য সমাজে তাহা অবশ্যই গৃহীত হইবে, ইহা আশা করা যাইতে পারে। কিন্তু ঐ কোরাস্ এখনই সহসা প্রচলিত হইতে পারিবে না, কারণ উহা যথেষ্ট সংগীত-চর্চ্চার উন্নতি সাপেক্ষ। সেই হেতু এক্ষণে তদ্বিষয়ে আর অধিক কথা বলা, ও সাধনার্থ অধিক উদাহরণ দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। কেবল, দলবদ্ধ বহুতানিক গান-প্রণালীতে শিক্ষার্থীদিগের প্রবৃত্তি জন্মাইয়া, তাহাতে প্রবেশ করাইবার জন্য নিম্নে দুই একটী মাত্র সাধনা ও গান দিয়া ক্ষান্ত থাকা যাউক :—

দ্বিতান সাধনার্থ উদাহরণ।

দুই প্রকার কণ্ঠের জন্য। রি-খরজ।

* রাণী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যুর পর হইতে Queen স্থলে King ও his স্থলে her হইয়া, উপরে লিখিত একই সুরে, God save the King গান গীত হইতেছে । প্রকাশক ।

God save the Queen. Make her vic - to - ri - ous, Hap - py and
হে প - র - মেশ! জ - য়ি - নী, সু - খি - নী, ম - হি - মা
প - র - মা - ত্মন! প্র - জা - র আ - গা - র, শা - ন্তি - ম-
তাঁ - র উ - পর! এ আ - শী - ষ ক - র, গু - ণ - গা-
হে প - র - মেশ! জ - য়ি - নী, সু - খি - নী, ম - হি - মা
প - র - মা - ত্মন! প্র - জা - র আ - গা - র, শা - ন্তি - ম-
হে প - র - মেশ! জ - য়ি - নী, সু - খি - নী, ম - হি - মা
প - র - মা - ত্মন! প্র - জা - র আ - গা - র, শা - ন্তি - ম-
হে প - র - মেশ! জ - য়ি - নী, সু - খি - নী, ম - হি - মা
প - র - মা - ত্মন! প্র - জা - র আ - গা - র, শা - ন্তি - ম-
glo - ri - ous; Long to reign ov - er us; God save the Queen.
শা - লি - নী, ভূ - লো - ক পা - লি - নী, ক - র ভ - বেশ।
য় ক - র; জ্ঞা - না - দি প্র - সা - র, এ নি - বে - দন।
নে তাঁ - র, পু - রু - ক স - বা - র ব - হি - র - ন্তর।
শা - লি - নী, ভূ - লো - ক পা - লি - নী, ক - র ভ - বেশ।
য় ক - র; জ্ঞা - না - দি প্র - সা - র, এ নি - বে - দন।
শা - লি - নী, ভূ - লো - ক পা - লি - নী, ক - র ভ - বেশ।
য় ক - র; জ্ঞা - না - দি প্র - সা - র, এ নি - বে - দন।
শা - লি - নী, ভূ - লো - ক পা - লি - নী, ক - র ভ - বেশ।
য় ক - র; জ্ঞা - না - দি প্র - সা - র, এ নি - বে - দন।

আৰ্য্য গীত কোরাস্।

আর্য্যের উদ্যানে সুখে, উচ্চ সহকার শাখে,
স্বাধীন দম্পতি পিক কুহু গান করিত।
স্বাধীন পাপীয়া বধূ, শ্রবণে ঢালিয়া মধু,
পিউ পিউ প্রিয় রবে মন প্রাণ হরিত।

চারি কণ্ঠের জন্য চারি থাকে। ক্কঃ ধঃ বঃ কর্ত্তৃক গ্রথিত।

প-খরজ। ধীরে।

		w		w	
ত্রিল।	গ :—: গ	গ :-: র	গ :-: ম	গ :-: র	গ :-: ম
	১. আ - র্য্যো-	র উ -	দ্যা - নে	সু - খে,	উ - চ্চ
উচ্চ।	স :—: স	স :-: প$_{I}$	স :-: স	স :-: প$_{I}$	স :-: স
মধ্য।	প :—: প	প :-: গ	প :-: প	প :-: গ	প :-: প
	১. আ - র্য্যো-	র উ -	দ্যা - নে	সু - খে,	উ - চ্চ
খাদ।	স :—: স	স :-: স	স :-: স	স :-: স	স :-: স

w		w		w	
র :—: সী	র ;-: ম	গ :-: স	: স : র	গ :-: র	গ :-: ম
স - হ -	কা - র	শা - খে,	স্বা - ধী-	ন দ -	ম্প - তি
প$_{I}$:—: প$_{I}$	প$_{I}$:-: প$_{I}$	প$_{I}$:-: প$_{I}$	: প$_{I}$: প$_{I}$	স :-: স	স :-: স
ম :—: ম	ম :-: ম	গ :-: গ	: গ : গ	প :-: প	প :-: প
স - হ -	কা - র	শা - খে,	স্বা - ধী-	ন দ -	ম্প - তি
র :—: ন$_{I}$	র :-: ন$_{I}$	স :-: স	: স : স	স :-: স	স :-: স

w		w			
গ :—: র	গ :-: ম	র :—: সী	র :—: গ	স : :	গ :—: ম
পি - ক	কু - হু	গা - ন	ক - রি-	ত।	স্বা - ধী-
স :—: প$_{I}$	স :-: স	প$_{I}$:—: প$_{I}$	প$_{I}$:—: প$_{I}$	প$_{I}$: :	স :—: স
প :—: গ	প :-: প	ম :—: ম	ম :—: ম	গ : :	প :—: প
পি - ক	কু - হু	গা - ন	ক - রি-	ত।	স্বা - ধী-
স :—: স	স :-: স	র :—: ন$_{I}$	র :—: ন$_{I}$	স : :	স :—: স

প :—: প	প : ধ : প	মী :—: র	র :—: গ	ম :–: ম	ধ : প : ম
ন পা - পী - য়া	ব - ধূ, শ্র - ব-	ণে ঢা - লি - য়া
গ :—: গ	গ :—: গ	র :—: ধ,	ধ, :—: ধ,	ন, :–: ন,	ন, :–: ন,

প :—: প	প :—: প	মী :—: মী	মী :—: মী	র :–: র	র :–: র
ন পা - পী - য়া	ব - ধূ, শ্র - ব-	ণে ঢা - লি - য়া
গ :—: গ	গ ;—: গ	র :—: র	র :—: র	প, :–: প,	প, :–: প,

গ : - : গ	: স : র	গ : - : র	গ : - : ম	গ : - : র	গ : - : ম
ম - ধু, পি - উ	পি - উ প্রি - য়	র - বে ম - ন
স : - : স	: প, : প,	স : - : প,	স : - : স	স : - : প,	স : - : স

প : - : প	: গ : গ	প : - : গ	প : - : প	প : - : গ	প : - : প
ম - ধু, পি - উ	পি - উ প্রি - য়	র - বে ম - ন
স : - : স	: স : স	স : - : স	স : - : স	স : - : স	স : - : স

র :—: মী	র :—: গ	স :- :- । - : : প	গ :- :- । - :- : প
প্রা - ণ হ - রি-	ত। আ-	হা, আ-
প, :—: প,	প, :—: পঁ,	প, :- :- । - : : গ	স :- :- । - :- : গ

ম :—: ম	ম :—: ম	গ :- :- । - : : প	প :- :- । - :- : প
প্রা - ণ হ - রি-	ত। আ-	হা, আ-
র :—: ন,	র :—: র	স :- :- । - : : গ	স :- :- । - :- : গ

গ :- :- । - :- : প	ম :: প । ম :-: প	গ :- :- । - :- : প
হা, আ-	হা, আ - হা, আ-	হা! আ-
স :- :- । - :- : গ	র :-: ন, । র :-: ন,	স :- :- । - :- : গ

প :- :- । - :- : প	ম :-: প । ম :-: প	প :- :- । - :- : প
হা, আ-	হা, আ - হা, আ-	হা! আ-
গ :- :- । - :- ; গ	র :-: ন, । র :-: ন,	স :- :- । - :- : স

গ :– :– | –: –: প ‖ গ :– :– | –: –: প ‖ ম :–: প | ম :–: প ‖
হা, আ- ‖ হা, আ- ‖ হা, আ—হা, আ- ‖
স :– :– | –: –: গ ‖ স :– :– | –: –: গ ‖ র :–: ন$_1$ | র :–: ন$_1$ ‖

প :– :– | –: –: প ‖ প :– :– | –: –: প ‖ ম :–: প | ম :–: প ‖
হা, আ- ‖ হা, আ- ‖ হা, আ—হা, আ- ‖
গ :– :– | –: –: গ ‖ স :– :– | –: –: গ ‖ র :–: ন$_1$ | র :–: ন$_1$ ‖

f *f* *p*

গ : : | ধ :–: ধ ‖ প : ম : গ | ধ :–: ধ ‖ প : ম : গ | ম :–: ধ ‖
হা! পি - - উ ‖ পি - - উ, প্রি - - য় ‖ র - - বে ম - ন ‖
স : : | ম :–: ম ‖ গ : র : স | ম :–: ম ‖ গ : র : স | র :–: ম ‖

প : : | ধ :–: ধ ‖ প : ম : গ | ধ :–: ধ ‖ প : ম : গ | ম :–: ধ ‖
হা! পি - - উ ‖ পি - - উ, প্রি - - য় ‖ র - - বে ম - ন ‖
স : : | ম :–: ম ‖ গ : র : স | ম :–: ম ‖ গ : র : স | র :–: ম ‖

f *f*

প :–: গ | ম :–: র ‖ গ :–: | ধ :–: ধ ‖ প : ম : গ | ধ :–: ধ ‖
প্রা - - ণ হ - রি ‖ ত। পি - উ ‖ পি - - উ, প্রি - য় ‖
গ :–: স | র :–: ন$_1$ ‖ স :–: | ম :–: ম ‖ গ : র : স | ম :–: ম ‖

প :–: গ | ম :–: র ‖ গ :–: | ধ :–: ধ ‖ প : ম : গ | ধ :–: ধ ‖
প্রা - - ণ হ - রি ‖ ত। পি - উ ‖ পি - - উ, প্রি - য় ‖
গ :–: স | র :–: ন$_1$ ‖ স :–: | ম :–: ম ‖ গ : র : স | ম :–: ম ‖

p

প : ম : গ | ম :–: ধ ‖ প :–: গ | ম :–: র ‖ স :— : ‖
র - - বে ম - ন ‖ প্রা - ণ হ - রি- ‖ ত। ‖
গ : র : স | র :–: ম ‖ গ :–: স | র :–: প$_1$ ‖ প$_1$:— : ‖

প : ম : গ | ম :–: ধ ‖ প :–: গ | ম :–: র ‖ গ :— : ‖
র - - বে ম - ন ‖ প্রা - ণ হ - রি- ‖ ত। ‖
গ : র : স | র :–: ম ‖ গ :–: স | র :–: ন$_1$ ‖ স :— : ‖

পৃষ্ঠের লিখিত প্রত্যেক প্রকার কণ্ঠোপযোগী স্বরলিপিই, প-খরজে গাহিতে হইবে। উহাতে গ, প, আদি দ্বারা, প্রত্যেক কণ্ঠোপযোগী মধ্য সপ্তকের সুর, এবং ন$_1$, প$_1$ আদি চিহ্ন দ্বারা, তত্তৎ কণ্ঠোপযোগী নিম্ন (অর্থাৎ তত্তৎ উদারা) সপ্তকের সুর, গ্রন্থকার দেখাইয়াছেন। ঐ সকল সুর, পরস্পর কোন্ কোন্ সপ্তকস্থ, অর্থাৎ একই যন্ত্রে, পরস্পরাক্রমে, প্রত্যেক প্রকার কণ্ঠের জন্য নির্দ্দিষ্ট স্বরলিপি, বাদিত হইলে, প্রত্যেক সুর, ঐ যন্ত্রের কোন্ সপ্তকের হইবে, তাহা ৫৫ পৃষ্ঠায়, গ্রন্থকার প্রদত্ত, বিভিন্ন কণ্ঠের সীমা, দৃষ্টে, বহুমিল সঙ্গীতের উপপত্তিতে যাঁহাদের কিঞ্চিৎ জ্ঞান আছে, তাঁহারা সহজেই বুঝিবেন। কিন্তু সাধারণ পাঠকের পক্ষে, তাহা নির্ণয় করা, তত সহজসাধ্য না হইতে পারে, এ কারণ, এই গ্রন্থের ১ম ভাগের পরিশিষ্ট লেখক, বন্ধুবর শ্রীহিমাংশুশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, ও তদীয় সঙ্গীতশিক্ষক শ্রীহরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, এই গানের স্বরলিপিতে, উক্ত পরস্পর বিভিন্ন সপ্তকের, চিহ্ন দিয়া দিয়াছেন, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

প্রকাশক।

আর্য্য গীত। কোরাস্।

চারি কণ্ঠের জন্য, পরস্পর সপ্তকের চিহ্ন সহ

কথা ও সুর, কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রথিত।

প-খরজ। ধীরে।

		W	W
ঝিল।	গ :—: গ	গ :—: র । গ :—: ম	গ :—: র । গ :—: ম
	১.আ - র্য্যো-	র উ - দ্যা - নে	সু - খে, উ - চ্চ
উচ্চ।	স :—: স	স :—: প$_1$ । স :—: স	স :—: প^1 । স :—: স
মধ্য।	প$_1$:—: প$_1$	প$_1$:—: গ$_1$ । প$_1$:—: প$_1$	প$_1$:—: গ$_1$ । প$_1$:—: প$_1$
খাদ।	স$_1$:—: স$_1$	স$_1$:—: স$_1$ । স$_1$:—: স$_1$	স$_1$:—: স$_1$ । স$_1$:—: স$_1$

W	W	W
র :—: সী । র :—: ম	গ :—: স । : স : র	গ :—: র । গ :—: ম
স - হ- কা - র	শা- - খে, স্বা - ধী-	ন দ - ম্প - তি
প$_1$:—: প$_1$ । প$_1$:—: প$_1$	প$_1$:—: প$_1$ । : প$_1$: প$_1$	স :—: স । স :—: স
ম$_1$:—: ম$_1$ । ম$_1$:—: ম$_1$	গ$_1$:—: গ$_1$ । : গ$_1$: গ$_1$	প$_1$:—: প$_1$ । প$_1$:—: প$_1$
র$_1$:—: ন$_2$ । র$_1$:—: ন$_2$	স$_1$:—: স$_1$ । : স$_1$: স$_1$	স$_1$:—: স$_1$ । স$_1$:—: স^1

W	W	
গ :—: র । গ :—: ম	র :—: সী । র :—: গ	স : : । গ :—: ম
পি - ক কু- - হ	গা - ন ক - রি-	ত। স্বা - ধী-
স :—: প$_1$ । স :—: স	প$_1$:—: প$_1$ । প$_1$:—: প$_1$	প$_1$: : । স :—: স
প$_1$:—: গ$_1$ । প$_1$:—: প$_1$	ম$_1$:—: ম$_1$ । ম$_1$:—: ম$_1$	গ$_1$: : । প$_1$:—: প$_1$
স$_1$:—: স$_1$ । স$_1$:—: স$_1$	র$_1$:—: ন$_2$ । র$_1$:—: ন$_2$	স$_1$: : । স$_1$:—: স$_1$

প :—: প	প : ধ : প	মী :—: র	র :—: গ	ম :—: ম	ধ : প : ম
ন পা - পী - য়া	ব - ধু, শ্র - ব-	ণে ঢা - লি - য়া
গ :—: গ	গ :—: গ	র :—: ধ$_1$ । ধ$_1$:—: ধ$_1$	ন$_1$:—: ন$_1$	ন$_1$:—: ন$_1$
প$_1$:—: প$_1$	প$_1$:—: প$_1$	মী$_1$:—: মী$_1$ । মী$_1$:—: মী$_1$	র$_1$:—: র$_1$ । র$_1$:—: র$_1$
গ$_1$:—: গ$_1$	গ$_1$:—: গ$_1$	র$_1$:—: র$_1$ । র$_1$:—: র$_1$	প$_2$:—: প$_2$ । প$_2$:—: প$_2$

W *W*

গ :—: গ	: স : র	গ :—: র । গ :—: ম	গ :—: র	গ :—: ম
ম - ধু, পি - উ	পি - উ প্রি - য়	র - বে ম - ন
স :—: স	: প$_1$: প$_1$	স :—: প$_1$	স :—: স	স :—: প$_1$	স :—: স
প$_1$:—: প$_1$	: গ$_1$: গ$_1$	প$_1$:—: গ$_1$	প$_1$:—: প$_1$	প$_1$:—: গ$_1$ । প$_1$:—: প$_1$
স$_1$:—: স$_1$	: স$_1$: স$_1$	স$_1$:—: স$_1$	স$_1$:—: স$_1$	স$_1$:—: স$_1$	স$_1$:—: স$_1$

W

র :—: সী	র :—: গ	স :- :-	- : : প	গ :- :-	- :- : প
প্রা - ণ হ - রি	ত। আ-	হা, আ-
প$_1$:—: প$_1$। প$_1$:—: প$_1$	প$_1$:- :- । - : : গ	স :- :-	- :- গ
ম$_1$:—: ম$_1$। ম$_1$:—: ম$_1$	গ$_1$:- :- । - : : প$_1$	প$_1$:- :-	- :- : প$_1$
র$_1$:—: ন$_2$। র$_1$:—: র$_1$	স$_1$:- :- । - : : গ$_1$	স$_1$:- :-	- :- গ$_1$

গ :- :-	- :- : প	ম :—: প	ম :—: প	গ :- :-	- :- : প
হা, আ-	হা, আ - হা, আ-	হা! আ-
স :- :-	- :- : গ	র :—: ন$_1$	র :—: ন$_1$	স :- :-	- :- : গ
প$_1$:- :-	- :- : প$_1$	ম$_1$:—: প$_1$	ম$_1$:—: প$_1$	প$_1$:- :-	- :- : প$_1$
গ$_1$:- :-	- :- : গ$_1$	র$_1$:—: ন$_2$	র$_1$:—: ন$_2$	স$_1$:- :-	- :- : স$_1$

গ :– :– | –: –: প	গ :– :– | –: –: প	ম :–: প | ম :–: প
হা, আ-	হা. আ-	হা, আ—হা, আ-
স :– :– | –: –: গ	স :– :– | –: –: গ	র :–: ন১ | র :–: ন১
প১ :– :– | –: –: প১	প১ :–: – | –: –: প১	ম১ :–: প১ | ম১ :–: প১
ম১ :– :– | –: –: গ১	স১ :–: – | –: –: গ১	র১ :–: ন২ | র১ :–: ন২

f	*f*	*p*
গ : : | ধ :–: ধ	প : ম : গ | ধ :–: ধ	প : ম : গ | ম :–: ধ
হা! পি - - উ	পি - - উ, প্রি - - য়	র - - বে ম - ন
স : : | ম :–: ম	গ : র : স | ম :–: ম	গ : র : স | র :–: ম
প১ : : | ধ১ :–: ধ১	প১ : ম১ : গ১ | ধ১ :–: ধ১	প১ : ম১ : গ১ | ম১ :–: ধ১
স১ : : | ম১ :–: ম১	গ১ : র১ : স১ | ম১ :–: ম১	গ১ : র১ : স১ | র১ :–: ম১

	f	*f*
প :–: গ | ম :–: র	গ :–: | ধ :–: ধ	প : ম : গ | ধ :–: ধ
প্রা - - ণ হ - রি	ত। পি - উ	পি - - উ, প্রি - য়
গ :–: স | র :–: ন১	স :–: | ম :–: ম	গ : র : স | ম :–: ম
প১ :–: গ১ | ম১ :–: র১	গ১ :–: | ধ১ :–: ধ১	প১ : ম১ : গ১ | ধ১ :–: ধ১
গ১ :–: স১ | র১ :–: ন২	স১ :–: | ম১ :–: ম১	গ১ : র১ : স১ | ম১ :–: ম১

p		
প : ম : গ | ম :–: ধ	প :–: গ | ম :–: র	স :— :
র - - বে ম - ন	প্রা - ণ হ - রি-	ত।
গ : র : স | র :–: ম	গ :–: স | র :–: প১	প১ :— :
প১ : ম১ : গ১ | ম১ :–: ধ১	প১ :–: গ১ | ম১ :–: র১	গ১ :— :
গ১ : র১ : স১ | র১ :–: ম১	গ১ :–: স১ | র১ :–: ন২	স১ :— :